اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

আল্লাহ্ বলেন- তোমরা আমার নিকট দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।

হিস্‌নে হাসীন

মূল লেখক

ইমাম মোহাম্মদ আল জাজরী (রহঃ)

অনুবাদক

মাওলানা এ, বি, এম কামাল উদ্দিন শামীম

সম্পাদক

মোহাম্মদ মাহ্‌বুব-এ-ইলাহী

পিতা- মাওলানা মোহাম্মদ ছাখাওয়াত উল্লাহ (রহঃ)

এম, এম, রিচার্স স্কলার

তাবলীগী ফাউন্ডেশন

৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা

হিসনে হাসিন গ্রন্থ প্রণেতা
আল্লামা ইবনে জাজরির
পরিচিত

বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইবনে জাজরি লেখক হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু মাসনুন দোয়া দরুদ। হিসনে হাসিন গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে দোয়া দরুদের এক বিশাল সম্পদ সংগ্রহ করেছেন। কোনো বড় কিতাবেই এসব দোয়া দরুদ একত্রে পাওয়া যায় না। চমৎকার ভাবে সংকলিত এই গ্রন্থকে আল্লাহ তায়ালা অসাধারণ জনপ্রিয়তা দিয়েছেন। বিগত ছয়শত বছর যাবত এই গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের নবী প্রেমিকদের তৃষ্ণা নিবারণ করে চলেছে।

আল্লামা জাজরির নাম হচ্ছে আবুল খায়ের উপাধি হচ্ছে শামসুদ্দিন। তবে তিনি ইবনে জাজরি নামেই সমধিক পরিচিত। মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ছাখাবি এবং সাইয়েদ মুরতাজা জোহায়দী লিখেছেন জাজরি জাজিরা আবদুল আজিজ ইবনে ওমরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই জাজিরা বা দ্বীপ মৌসুলের নিকটে অবস্থিত। ইয়াকুত আলহামুবি লিখেছেন, জাজিরা ইবনে ওমর মৌসুলের একটি ছোট শহর। মৌসুলের উত্তর দিকে এই শহরের অবস্থান।

ইবনে জাজরির বংশধারা নিম্নরূপ। মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আলজাজরি। তাঁর জন্মের ঘটনা বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। বিয়ের পর ৪০ বছর অতিবাহিত হলেও তাঁর কোন সন্তান হয়নি। ৪০ বছর পর একবার হজ্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর পিতা জম জম কূপের পানি পান করে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, হে আল্লাহ্ আমাকে একটি পুণ্যবান পুত্র সন্তান দান করো। অন্তরের গভীর থেকে উচ্চারিত এই দোয়া আল্লাহ কবুল করেন এবং এই দোয়া আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়। ফেরেশতাগণ এই দোয়াকে স্বাগত জানান। ৭৫১ হিজরীর ২৫ রমজান সোমবার রাতে ইবনে জাজরি জন্মগ্রহণ করেন। সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের বিখ্যাত মহল্লা কাসাআইনে ইবনে জাজরির জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী কালে এই শিশু বিখ্যাত আলেম এবং মুহাদ্দিস হয়েছিলেন।

ইবনে জাজরি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুগঠিত পুরুষ। হিজরী অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে দামেশক ছিল জ্ঞানের শহর। ইবনে জাজরি শৈশবে

দামেশকে শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবেই তিনি কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করতে শুরু করেন এবং ১২ বছর বয়সের সময় কোরআনে হাফেজ হন।

ইমাম ইবনে জাজরির প্রিয় বিষয় ছিল কেরাত। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ বিশেষজ্ঞ। তিনি ছিলেন এ বিষয়ের ইমাম। ঐতিহাসিক ছাখাভি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানিকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, আসকালানি বলেন, ইবনে জাজরি ছিলেন কেরাতের ইমাম। হাদীস এবং কেরাতের জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। মুসলিম বিশ্বে কেরাতের পণ্ডিত বলতে ইমাম জাজরিকেই বোঝাতো।

আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ুতী তবাকাতুল হোফফাজ গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে জাজরি ছিলেন হাফেজ। তিনি কেরাতের সনদ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের কেরাতের ইমাম।

মোহাদ্দেস মোহাম্মদ ইবনে আলী সাওকানি আল বাদরুত তালে' গ্রন্থে লিখেছেন ইবনে জাজরি ইলমে কেরাতের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে ছিলেন অদ্বিতীয়। বহু দেশে তিনি ইলমে কেরাতের প্রসার ঘটান। তাঁর পঠিত বিষয় সমূহের মধ্যে ইলমে কেরাত ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়। হাদীসেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। সনদসহ এক লাখ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল।

মোহাদ্দেস তাউসি লিখেছেন, ইবনে জাজরি বোখারী মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা, দারেমি মোসনাদে ইমাম শাফেয়ী, মোসনাদে আহমদ মুয়াত্তা ইমাম মালেকের সনদসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করতেন।

মোহাদ্দেস মোহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি জারকানি লিখেছেন, আবুল খায়ের সামসুদ্দিন ইবনে জাজরি দামেশকি ছিলেন কেরাতের ইমাম এবং হাদীসের হাফেজ।

ঐতিহাসিক ইবনুল ইসাদ বলেন, ইবনে জাজরি ছিলেন সৃষ্টি ধর্মী মানুষ। তাঁর কোন তুলনা ছিলনা। বহু মানুষ তাঁর লেখা গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। সূর্য যেমন দ্রুত তার মনজিলের দিকে অগ্রসর হয়, তাঁর গ্রন্থাবলী ঠিক তেমনি দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

আল্লামা শাওকানি ইবনে জাজরির বহু মুখী প্রতিভার প্রতি আলোকপাত করে বলেন, ইবনে জাজরির বহু জ্ঞানের ক্ষেত্রে দক্ষতা ছিল। বিশেষত কেরাতের জ্ঞানে তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর নিকট থেকে বহু বহু মানুষ কেরাত এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে।

সুন্নাহর বাস্তবায়ন এবং কোরআনের অসাধারণ খেদমত করার কারণে ইবনে জাজরিকে অষ্টম শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ মনে করা হয়। মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গিমহলি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এবং আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতীর বয়াত দিয়ে লিখেছেন, ইবনে জাজরি ছিলেন অষ্টম হিজরীর অন্যতম মুজাদ্দেদ। হিজরী প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী এবং অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন জয়েনুদ্দিন ইরাকী, সিরাজুদ্দিন বালকিনি এবং সামসুদ্দিন ইবনে জাজরি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন ইবনে জাজরি ফেকাহ শাস্ত্রে তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। আসাকালানির ছাত্র ইমাম ছাখাভি লিখেছেন, কাজী হিসেবে ইবনে জাজরি সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু ইবনে জাজরির জীবনের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করা হলে উপরোক্ত দু'টি মন্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ফেকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎত্তিসম্পন্ন না হলে তিনি দীর্ঘদিন সমরকন্দে কাজীর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন না। পরবর্তী কালে কাজীউল কোজাত পদ ও তিনি অলংকৃত করেন। ফেকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান না থাকা ব্যক্তির পক্ষে এতো উঁচু পদে সমাসীন হওয়া সম্ভব নয়।

ইবনে জাজরি তাঁর জীবনের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। (১) কেরাতের এবং হাদীসের শিক্ষাদান। (২) গ্রন্থ রচনা। (৩) আল্লাহর এবাদত বন্দেগী।

সমগ্র জীবন তিনি এ তিনটি দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। জ্ঞানের গভীরতার কারণে এবং শিক্ষা দানের কাজে দক্ষতার কারণে ইবনে জাজরি ছিলেন জনগণের নিকট বিশেষ প্রিয়। তিনি যেখানে যেতেন মানুষ তাঁকে ঘিরে ভীড় জমাতো। কায়রো ইয়েমেন দামেশকে, সমরকন্দে, শিরাজ নগরে সর্বত্রই বহু মানুষকে তিনি কেরাত এবং হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাসকদের নিকট ও তাঁর পান্ডিত্যের কারণে প্রিয় পাত্র ছিলেন। যার সান্নিধ্যে গেছেন তিনি তাঁকে ছাড়তে চাননি। বায়েজিদ ইবনে ওসমান যতোদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন ইবনে জাজরিকে দূরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেননি। তৈমুর লং-এর মতো দুর্ধর্ষ বীর ইবনে জাজরির সান্নিধ্য পেয়ে মোমের মতো গলে যান। তৈমুর শাসন ভার গ্রহণের পর ইবনে জাজরিকে সমরকন্দ থেকে অন্য কোথাও যেতে দেননি। পরবর্তীকালে শিরাজ নগরের শাসনকর্তা পীর মোহাম্মদ ইবনে জাজরিকে নিজের সান্নিধ্যে রেখেছিলেন।

ইবনে জাজরি ৫৫ বছর যাবত কোরআন হাদীসের খেদমত করার পর ৭২ বছরে ইন্তেকাল করেন। ৮৩৩ হিজরীর ৫ রবিউল আউয়াল শুক্রবার জুমার আগে ইবনে জাজরির মৃত্যু হয়। শিরাজ নগরের মুচি মহল্লায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিরাজ নগরের মাদ্রাসা দারুল কোরআনের প্রাঙ্গনে ইবনে জাজরিকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর জানাজায় মানুষের ঢল নেমেছিল।

আল্লামা আবুল খায়ের শামসুদ্দিন ইবনে জাজরি ছয় পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে যান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আবুল ফতেহ জাজরি দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল আবু বকর জাজরি তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল আবুল খায়ের জাজরি। অবশিষ্ট তিন পুত্র এবং তিন কন্যার নাম জানা যায়নি।

ইবনে জাজরি কোরআন হাদীস ইলমে কেরাত সহ বিভিন্ন বিষয়ে ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তাধন্য গ্রন্থ ছিল আল হিসনে হাসিন মিন কালামে সাইয়েদুল মুরসালিন্। বিশ্বের বহু ভাষায় এই গ্রন্থ টি অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সুপরিচিত। এটি একটি সহজলভ্য গ্রন্থ। হিসনে হাসিন শব্দের অর্থ হচ্ছে সুরক্ষিত দুর্গ। আল্লামা ইবনে জাজরি এই গ্রন্থটির নামকরণ হাদীসে বর্ণিত শব্দ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীসে রয়েছে, হজরত ইয়াহিয়া (আঃ) বনি ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি তোমরা আল্লাহর জেকের করো। কারণ যারা আল্লাহর জেকের করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যাকে শত্রু ধাওয়া করার পর সে দৌড়ে গিয়ে সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে এবং আত্মরক্ষা করে। কিন্তু যারা আল্লাহর জেকের করে না তারা নিজেকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেনা।

দোয়া দরুদ এবং জেকেরের গ্রন্থ হিসনে হাসিন মিন কালামে সাইয়েদুল মুরসালিন ৭৯১ হিজরীর ২২ জিলহজ্ব তারিখে লেখা শেষ হয়। সে সময় ইবনে জাজরি দামেশকে ছিলেন এবং দামেশক শহর ছিল শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ। শত্রু সৈন্য শহরে পানি সরবরাহও বন্দ করে দিয়েছিল। শহরের অধিবাসীরা আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। এ সময় রাসূল ﷺ স্বপ্নযোগে ইবনে জাজরিকে দেখা দেন এবং ইবনে জাজরি দেখতে পান, রাসূল ﷺ দামেশকের অবরোধ মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করছেন। পরদিন রাতেই শত্রুরা অবরোধ তুলে নেয় এবং শহর ছেড়ে চলে যায়।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দোয়ার ফজিলতের বিবরণ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ تَلَا۞ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আদ্‌দোয়াউ হুয়াল্‌ এবাদাতু ছুম্মা তালা। ওয়া ক্বালা রাব্বুকুমুদ্‌উনী আস্‌তাজিব্‌ লাকুম্‌ ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা আন্‌ ইবাদাতী সাইয়াদ্‌খুলূনা জাহান্নামা দাখিরীন।

অর্থাৎ– রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, দোয়া করা হইতেছে এবাদত। একথা বলার পর রাসূল ﷺ কোরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব। যাহারা অহংকার করার কারণে আমার এবাদত করিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করে তাহারা অবশ্যই অবমাননাকর ভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ فَتَحَ لَهٗ فِى الدُّعَاءِ مِنْكُمْ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْاِجَابَةِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ۞ وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُسْئَلَ الْعَافِيَةَ۞

উচ্চারণ ঃ মান্‌ ফাতাহা লাহু ফিদ্দোয়ায়ে মিন্‌কুম্‌, ফুতিহাত্‌ লাহু আব্‌ওয়ায়াবুল্‌ ইজাবাতি ফুতিহাত্‌ লাহু আবওয়াবুল্‌ জান্নাতি, ফুতিহাত্‌ লাহু আব্‌ওবুর রাহ্‌মাতি, ওয়ামা সুয়িলাল্লাহু শাইআন আহাব্বা ইলাইহি মিন্‌ আই ইউস্‌আলাল্‌ আফিয়াতা।

অর্থাৎ– রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির জন্য দোয়াকবুলের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য জান্নাত হইতে রহমতের

দরোজা খোলা হইয়াছে। আল্লাহর নিকট যে সব দোয়া করা হয়। সেসব দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় দোয়া হইতেছে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করা। অর্থাৎ আখেরাতের জন্য দোয়া করা।

لَايَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَايَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ ۞ لَايُغْنِىْ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ۞ وَاِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۞

উচ্চারণ ঃ লা ইয়ারুদ্দুল ক্বাদায়া ইল্লাদ্দোয়াউ ওয়ালা ইয়াযীদু ফিল্ উমরি ইল্লাল বির্‌রু। লা-ইয়ানী হাযারুন্ মিন্ ক্বাদারিন্ ওয়াদ্দোয়াউ ইয়ান্ফাউ মিম্মা নাযালা ওয়া মিম্মা ইউন্যিল্। ওয়া ইন্নাল্ বালাআ লা ইয়ান্যিলু ফাইয়াতালাক্কাহুদ্ দোয়াউ ফা-ইয়াতাজিলানি ইলা ইয়াওমিল্ ক্বিয়ামাতি।

অর্থাৎ– রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই তাকদীরের লেখা বদল করিতে পারেনা। নেক আমল বা সৎকাজ ব্যতীত অন্য কিছুই মানুষের হায়াত বা আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারেনা। যেসব বালা মুসিবত নাযিল হইয়াছে এবং যেসব নাযিল হয় নাই সে সম্পর্কে ও দোয়া করিতে হইবে। বালামুসিবত যখন অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয় এবং তাহার সাথে দোয়া মিলিত হয় তখন এরা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকে।

لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ۞ مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ مَنْ لَّمْ يَدْعُ اللّٰهَ غَضِبَ عَلَيْهِ لَاتَعْجِزُوْا فِى الدُّعَا فَاِنَّهٗ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ اَحَدٌ ۞ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ ۞

উচ্চারণ ঃ লাইসা শাইউন্ আক্‌রামু আলাল্লাহি মিনাদ্দোয়াই। মান্ লাম্ ইয়াস্আলিল্লাহু ইউগ্‌দাব্ আলাইহি, মান্ লাম্ ইয়াদ্‌উল্লাহা গাদিবা আলাইহি। লা তা'যিজু ফিদ্দোয়াই, ফাইন্নাহু লান্ ইউহ্‌লিকা মাআদ্দোয়াই আহাদুন। মান্ সার্‌রাহু আঁই ইয়াস্তাজীবাল্লাহু লাহু ইন্দাশ শাদাইদি ওয়াল্ কুরাবি ফাল্‌ইউক্‌সিরিদ্দোয়াআ ফিররুখাই।

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়ার চাইতে সম্মানিত জিনিস আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করেনা আল্লাহ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন ক্রুদ্ধ হন। দোয়া করিতে কখনো অলসতা করিবেনা। যে ব্যক্তি এরকম কামনা করে যে বিপদ মুসিবত ও অস্থিরতার সময়ে আল্লাহ যেন তাহার দোয়া কবুল করেন সে যেন নিজের সুখ শান্তির সময়ে অর্থাৎ সুসময়েও আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকে।

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۞ مَرَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ مُبْتَلِيْنَ فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰؤُلَاءِ يَسْئَلُوْنَ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ۞

উচ্চারণ ঃ আদ্দোয়াউ সিলাহুল্ মু'মেনে ওয়া ইমাদুদ দ্বীনে ওয়া নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি। মার্‌রা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিক্বাওমিন্ মুব্‌তালীনা, ফাক্বালা আমা কানা হা-উলায়ে ইয়াস্ আলূনাল্লাহাল্ আফিয়াতা।

অর্থাৎ– দোয়া হইতেছে, মোমেনের হাতিয়ার এবং দ্বীনের খুঁটি। আকাশ ও যমীনের আলো। রাসূল ﷺ একবার এমন এক কাওমের লোকদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন যাহারা কোন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। তিনি তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইহারা কি আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার জন্য দোয়া করিতে পারেনা?

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ مَسْئَلَةٍ اِلَّا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ اِمَّا اَنْ يُّعَجِّلَهَا لَهٗ وَاِمَّا اَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهٗ ۞

উচ্চারণ ঃ মা মিন্ মুস্‌লিমিন্ ইয়ান্‌সিবু ওয়াজহাহু লিল্লাহি তাআলা ফি মাস্‌আলাতিন ইল্লা-আতোয়াহা ইয়্যাহু ইম্মা আঁই ইউআজ্জালাহা লাহু ওয়া ইম্মা আঁই ইয়্যাদ্দাখিরাহা লাহু।

অর্থাৎ– যে মুসলমান আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন জিনিস চাওয়ার জন্য হাত উঠায় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার আবেদন মনজুর করেন। হয়তো প্রত্যাশিত জিনিস তাহাকে দেওয়া হয়। অথবা আখেরাতে তাহাকে দেওয়ার জন্য জমা করিয়া রাখা হয়।

জেকেরের ফজিলত

কোরআনের অসংখ্য আয়াতে জেকেরের ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও

তোমাদের স্মরণ করিব। সূরা আহযাবে আল্লাহ্ বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমার নিকট হাদীসে কুদসী পৌছিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে এমন জিনিস দিয়াছি, যদি সেই জিনিস জিবরাঈল এবং মীকাঈলকে দিতাম তবে তাহাদেরকে বড় নেয়ামত দেওয়া হইত। সেটি হইতেছে কোরআনের এই আয়াত "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব"।

ইমাম গাযালী এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন গ্রন্থে ছাবেত বানানি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমি জানি কখন আমার প্রতিপালক আমাকে স্মরণ করেন। মানুষ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনি কি করে জানেন? ছাবেত বানানি বলেন, যখন আমি আল্লাহকে স্মরণ করি তখন তিনিও আমাকে স্মরণ করেন। আল্লামা শেখ আলী মুত্তাকি লিখিয়াছেন, জেকের মানুষকে অমনো যোগিতা ও গাফিলতি হইতে মুক্তি দেয়। আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্কিত করে। মনে ও মুখে সব সময় আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ কর। মনে এবং মুখে উভয় জায়গায় আল্লাহর জেকের করা উত্তম । যদি এক জায়গায় করা হয় তবে মনে মনে জেকের করা উত্তম । ইমাম নববী মুসলিম শরীফের শরাহর মধ্যে একথাই বলিয়াছেন।

জেকের হইতেছে প্রকৃত পক্ষে সঠিক সময়ে নিয়মিত ভাবে শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন করা। যেমন সঠিক সময়ে যথা নিয়মে নামায আদায় করা। হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, নামায শেষ হওয়ার পর তোমরা বাহির হও এবং আমার অনুগ্রহ কামনা করো। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আমি তোমাদের ঘুমকে আরামের জন্য দিয়াছি আমি রাত্রিকে আবরনী করিয়াছি। আমি দিবসকে তোমাদের জীবিকা অন্বেষণের জন্য নির্ধারণ করিয়াছি।

يَقُوْلُ اللهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۞

উচ্চারণ ঃ ইয়াক্বুলুল্লাহু আনা ইন্দা যান্নি আব্দি বী, ওয়া আনা মাআহু ইযা যাকারানী, ফা-ইন্ যাকারানী ফি নাফ্সিহী যাকারতুহু ফি নাফ্সী, ওয়া ইন্ যাকারানী ফি মালাইন্ যাকারতুহু ফী মালাইন্ খাইরিম্ মিন্হু।

অর্থাৎ– হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার বিষয়ে যে রকম চিন্তা করে আমি সে রকম চিন্তা করিয়া থাকি। বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সঙ্গে থাকি। বান্দা যদি আমাকে মনে

মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি তবে আমিও তাহাকে তাহার চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَارْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللهِ۞

উচ্চারণ ঃ আলা উখবিরুকুম্ বিখাইরি আমালিকুম্ ওয়া আয্কাহা ইন্দা মালীকিকুম্ ওয়া আরফাআহা ফী দারাজাতিকুম্ ওয়া খাইরাল্লাকুম্ মিন্ ইন্ফাক্বিয্ যাহাবি ওয়াল্ ওয়ারাকি ওয়া খাইরুল্লাকুম্ মিন্ আন্ তাল্ক্বাও আদুওয়্যাকুম্ ফাতাদ্রিবু আ'নাক্বিকুম্ ওয়া ইয়াদ্রিবু আ'নাক্বাকুম্ ক্বালা যিক্রুল্লাহ্।

অর্থাৎ– আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম আমলের কথা বলিবনা? যে আমল তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং তোমাদের জান্নাতের জন্য উচ্চ মর্যাদাশীল। তাহা তোমাদের দুনিয়ার মোনাফা ব্যয় করার চাইতে উত্তম। এছাড়া যুদ্ধের ময়দানে তোমরা শত্রুর শিরচ্ছেদ করিবে এবং শত্রুগণ তোমাদের শিরচ্ছেদ করিবে ইহার চাইতে উত্তম। সাহাবাগণ বলিলেন, হাঁ বলুন হে আল্লাহর রাসূল ! তারপর রাসূল বলিলেনদ্ধ সেই কাজ হইতেছে। আল্লাহ তায়ালার জেকের করা।

مَاصَدَقَةٌ اَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ۞ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

(اَلْحَدِيْثُ)

উচ্চারণ ঃ মা সাদাক্বাতুন্ আফযালা মিন্ যিক্রিল্লাহ্। ইন্না লিল্লাহি মালাইকাতুন ইয়াতূফূনা ফিত্তুরুকি ইয়াল্তামেসূনা আহ্লায্ যিকরি ফা-ইযা ওয়াজাদূ ক্বাওমান্ ইয়ায্কুরূনাল্লাহা আয্যা ওয়া জাল্লা তানাদাও হালুম্মু ইলা হাজাতিকুম্ ক্বালা ফা-ইয়াহুফ্ফুনাহুম্ বিআজনিহাতিহিম্ ইলাস্ সামাইদ্দুনিয়া।

অর্থাৎ– আল্লাহর জেকেরের চাইতে উত্তম কোন সদকা নাই। আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু ফেরেশতা রহিয়াছে যাহারা জেকের কারীদের পথে পথে গাশত করিয়া খুজিয়া বেড়ায়। তারপর যখন জেকেররত কোন দলের সন্ধান পায় তখন নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে আওয়াজ দেয়। তাহারা বলে যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ তাহার নিকট আসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর ফেরেশতাগণ জেকের কারীদেরকে প্রথম আকাশ পর্যন্ত ঘিরিয়া রাখেন।

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَايَذْكُرُ رَبَّهٗ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ⊛ لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلَّاحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهٗ⊛

উচ্চারণ ঃ মাছালুল্লাযী ইয়ায্কুরু রাব্বাহু ওয়াল্লাযী লা ইয়াযকুরু রাব্বাহু মাছালুল্ হাইয়্যে ওয়াল মাইয়্যেতে। লা-ইয়াক্উদু ক্বাওমান্ ইয়াযকুরূনাল্লাহা ইল্লা হাফ্ফাত্হুমুল্ মালাইকাতু ওয়া গাশিয়্যাত্হুমুর্ রাহ্মাতু ওয়া নাযালাত্ আলাইহিমুস্ সাকীনাতু ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী-মান্ ইন্দাহু।

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেনা উভয়ের উদাহরণ হইতেছে জীবিত মানুষ এবং মৃত মানুষের মতো। কোন জামায়াত যখন আল্লাহর জেকের করে তখন ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে ঘিরিয়া রাখে। রহমত দ্বারা তাহাদের ঢাকিয়া দেয়। প্রশান্তি ও প্রসন্নতা বর্ষিত হইতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকটে পাহারা থাকেন তাহাদের মধ্যে জেকের কারীদের স্মরণ করেন।

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَااسْتَطَعْتَ وَاذْكُرُ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوْءٍ فَاحْدِّثْ لِلّٰهِ فِيْهِ تَوْبَةً السِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ⊛

উচ্চারণ ঃ ক্বুল্তু ইয়া রাসূলাল্লাহি আওসিনী, ক্বালা আলাইকা বি-তাক্ওয়াল্লাহি মাস্তায়তা'তা ওয়ায্কুরিল্লাহা ইন্দা কুল্লি হাজারিন্ ওয়া শাজারিন্ ওয়ামা আমিলাত্ মিন্ সু-ইন্ ফা-আহ্দিস্ লিল্লাহি ফিহি তাওবাতান্ আস্সিরররা বিস্সিররি ওয়াল আলানিয়াতা বিলআলানিয়াতি।

অর্থাৎ– একজন সাহাসী বলিলেন, হে রাসূল! আমি ইসলামের অনেক হুকুম আহকাম শিক্ষা করিয়াছি। তাহকে এমন কিছু শিক্ষা দিন আমি যাহার উপর ভরসা করিতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর জেকের দ্বারা সব সময় জিহ্বাকে সিক্ত করো।

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শেষ যে কথা বলিয়া আমি বিদায় লইয়া ছিলাম সে কথা ছিল এই যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর জেকের করা অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়া। আমি বলিলাম হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বলিলেন যতোটা সম্ভব তাকওয়া অবস্থান করো। প্রতিটি পাথর এবং প্রতিটি বৃক্ষের কাছে গিয়া আল্লাহকে স্মরণ করো। যাহা কিছু মন্দ কাজ করিয়াছ সেই কাজ হইতে আল্লাহর নিকট তওবা করো। গোপনীয় পাপের জন্য গোপনে তওবা করো প্রকাশ্য পাপের জন্য প্রকাশ্য তওবা করো।

مَاعَمِلَ اٰدَمِىٌّ عَمَلًا اَنْجِىٰ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ⊛ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ قَالَ لَهٗ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ⊛ لَوْ اَنَّ رَجُلًا فِىْ حَجْرِهٖ دَرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَاٰخَرُ يَذْكُرُ اللهَ كَانَ الذَّاكِرُ لِلّٰهِ اَفْضَلُ⊛

উচ্চারণ ঃ মা আমেলা আদামিয়্যুন আমালান্ আন্জা লাহু মিন্ আযাবিল্লাহি মিন্ যিক্রিল্লাহি। ক্বালু ওয়ালাল্ জিহাদু ফি সাবীলিল্লাহ্ ক্বালা ওয়ালল্ জিহাদু ফি সাবীলল্লাহ ইল্লা আইঁ ইয়াদ্রিবা বি-সাইফিহী হাত্তা ইয়ান্ক্বাতিআ ক্বালা লাহু ছালাছা মাররাতিন। লাও আন্না রাজুলান্ ফি হাজ্রিহি দারাহিমুন ইয়াক্সিমুহা ওয়া আখারু ইয়ায্কুরুল্লাহা কানায্ যাকিরু লিল্লাহি আফ্যালু।

অর্থাৎ– মানুষ এমন কোন আমল করেনা যে আমল তাকে আল্লাহর আযাব থেকে অধিক রক্ষা করে। সাহাবাগণ বলিলেন,আল্লাহর পথে জেহাদও কি নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,না আল্লাহর পথে জেহাদও নয় তবে এমন জেহাদ যে জেহাদ শত্রুকে এমন ভাবে আঘাত করা হয় যাহাতে তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার একথা বলেন। যদি একজন লোকের কোলের উপর প্রচুর দিরহাম থাকে যেসব সে বিতরণ করতে থাকে আর অন্য একজন আল্লাহ্র জেকের করতে থাকে। তবে দিরহাম বিতরণ কারীর চেয়ে জেকের কারী উত্তম বলে বিবেচিত হইবে।

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ
قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ۞ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ
اَهْلُ الْكَرَمِ قِيْلَ مَنِ الْكَرَمُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَهْلُ الْمَجَالِسِ الذِّكْرِ
مِنَ الْمَسَاجِدِ۞

উচ্চারণ ঃ ইযা মারারতুম বি-রিয়াজিল্ জান্নাতি ফার্‌তাউ, ক্বালু ইয়া রাসূলাল্লাহি ওয়ামা রিয়াজুল জান্নাতি, ক্বালা হালিকুয যিক্‌রি। ইয়াকুলুল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লা- সা-ইয়ালামু আহ্‌লুল্ জাময়িল্ ইয়াওমা মান্‌আহ্‌লিল্ কারামু- ক্বিলা মান্ আহ্‌লুল্ কারামু ইয়া রাসূলাল্লাহি; ক্বালা আহ্‌লুল্ মাজালিসুয্ যিকরি মিনাল্ মাসাজিদি।

অর্থাৎ- যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে অবস্থান করিবে তখন মন ভরিয়া পানাহার করিবে। সাহাবাগণ বলিলেন, হে রাসূল ﷺ বেহেশতের বাগান কি? রাসূল ﷺ বলিলেন, জেকেরের মজলিস।

হাদীসে কুদসীতে রহিয়াছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, কেয়ামতের দিন মানুষ জানিতে পারিবে সম্মানিত মানুষ কাহারা। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাসূলুল্লাহ! সম্মানিত মানুষ কাহারা? রাসূল ﷺ বলিলেন, মসজিদে যাহারা জেকেরের মজলিসের আয়োজন করে।

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ
صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ اِنْقَلَبَ بِاَجْرِ
حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ۞ ذَاكِرُ اللهِ فِى الْغَافِلِيْنَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِى الْفَارِّيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ মান্ সাল্লাল্ ফাজরা ফি-জামাআতিন্ ছুম্মা ক্বাআদা ইয়ায্‌কুরুল্লাহা হাত্তা তাত্‌লুআশ্ শাম্‌ছু ছুম্মা সাল্লা রাকআতাইনে কানাত্ লাহু কা-আজরি হাজ্জাতিন্ ওয়া উমরাতিন্ তাম্মাতিন্ তাম্মাতিন্ তাম্মাতিন্- ইনক্বালাবা বি-আজরি হাজ্জাতিন্ ওয়া উমরাতিন্। যাকিরুল্লাহি ফিল্ গাফেলীনা বিমান্‌যিলাতিস্ সাবিরি ফিল্ ফাররীনা।

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি জামায়াতে ফজরের নামায আদায় করার পর বসে বসে আল্লাহর জেকের করে তারপর সূর্য উদয় হওয়ার পর দুই রাকাত নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি একটি হজ্ব এবং একটি ওমরাহর সওয়াব পাইবে। এক হজ্ব ও এক ওমরাহর সওয়াব লইয়া সে ঘরে ফিরিবে। অমনোযোগী গাফিল লোকদের মধ্যে আল্লাহর জেকেরকারী ঠিক তেমন যেমন যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নকারীর মোকাবিলায় ধৈর্যশীল গাজী।

مَامِنْ قَوْمٍ جَلَسُوْا مَجْلِسًا وَتَفَرَّقُوْا مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ اِلَّاكَاَنَّمَا
تَفَرَّقُوْا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۞ مَامَشٰى اَحَدٌ
مَمْشًى لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ اِلَّاكَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا اَوٰى اَحَدٌ اِلٰى فِرَاشِهٖ
لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً۞

উচ্চারণ ঃ মা-মিন্ ক্বাওমিন্ জালাসু মাজ্‌লিসান্ ওয়া তাফার্‌রাকু মিন্‌হু ওয়া লাম্ ইয়ায্‌কুরুল্লাহা ফী-হি ইল্লা কাআন্নামা তাফার্‌রাকু আন্ জী-ফাতি হিমারিন্ ওয়া কান্না আলাইহিম্ হাসরাতান্ ইয়াওমিল্ ক্বিয়ামাতি। মা-মাশা আহাদুন্ মাম্‌শি লাম্ ইয়ায্‌কুরিল্লাহা ফীহি ইল্লা কা-আন্না আলাইহি তিরাতান্ ওয়ামা আওয়া আহাদুন্ ইলা ফিরাশিহী লাম্ ইয়ায্‌কুরিল্লাহা ফীহি ইল্লা কানা আলাইহি তিরাতুন্।

অর্থাৎ- মানুষ যখন কোন মজলিসে একত্রিত হয় এবং সেখান হইতে আল্লাহর জেকের ব্যতীত আলাদা হয় তখন তাহারা যেন গাধার লাশ হইতে আলাদা হইল। এ রকম মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হইবে। কোন মানুষ কোন পথ চলার সময়ে যদি আল্লাহর জেকের না করে তবে সেই জেকের না করা তাহার জন্য কেয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হইবে।

اِنَّ الْجَبَلَ يُنَادِى الْجَبَلَ بِاسْمِهٖ اَىْ فُلَانُ هَلْ مَرَّبِكَ اَحَدٌ يَذْكُرُ اللهَ فَاِذَا
قَالَ نَعَمْ اِسْتَبْشَرَ۞ اِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ يُرَاعُوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْاَ
ظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ۞ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَّا سَاعَةً مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا
اللهَ تَعَالٰى فِيْهَا۞

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্ জাবালা ইউনাদিল্ জাবালা বিইসমিহী আয় ফুলানুন হাল মাররা বিকা আহাদুন ইয়াযকুরুল্লাহা ফাইযা কালা নাআম ইস্তাবশারা। ইন্না খিয়ারা ইবাদিল্লাহিযীনা ইউরাউনাশ শামসা ওয়াল কামারা ওয়াল আযিল্লাতা লিযিকরিল্লাহি। লাইসা ইয়াতাহাস্সারু আহলুল জান্নাতি ইল্লা সাআতিন মাররাত্ বিহিম লাম ইয়াযকুরুল্লাহা তাআলা ফীহা।

অর্থাৎ– একটি পাহাড় অন্য পাহাড়কে সম্বোধন করিয়া বলে, হে অমুক, তোমার উপর কি এরকম কেহ অতিক্রম করিয়াছে যে ব্যক্তি আল্লাহর জেকের করিয়াছে, তখন প্রশ্নকারী পাহাড় খুশী হয়। আল্লাহর নেক বান্দা তাহারা, যাহারা চাঁদ সূর্য, নক্ষত্র এবং ছায়া সমূহের কথা শুধু মাত্র আল্লাহর জেকেরের উদ্দেশ্যে খেয়াল রাখে। জান্নাতীগণ কেয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করার সময় কোন বিষয়ে আফসোস করিবেনা শুধু সেই সময়ের জন্য আফসোস করিবে যে সময় আল্লাহর জেকের না করিয়া কাটাইয়াছে।

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنَ⊛

উচ্চারণ ঃ আক্সিরূ যিকরাল্লাহি হাত্তা ইয়াকূলূ মাজনূনা।

অর্থাৎ– আল্লাহর জেকের এমনভাবে করো যেন মানুষ তোমাকে পাগল বলে। রাসূল ﷺ সাহাবাদের এভাবে আদেশ করিতেন যে, আল্লাহু আকবর, ছোবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ যেন বেশী বেশী পাঠ করা হয় এবং এসব কালেমা আঙ্গুলে গণনা করা হয়। কারণ কেয়ামতে আঙ্গুলকে জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং আঙ্গুলকে ডাকা হইবে। রাসূল ﷺ মহিলাদের সম্বোধন করিয়া বলেন, হে মহিলাগণ, তোমরা ছোবাহাল্লাহ, ছোবাহানাল মালিকিল কুদ্দুস এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ব্যাপারে অমনোযোগী হইবেনা। যদি তোমরা এ বিষয়ে অমনোযোগী হও তবে আল্লাহর রহমত হইতে তোমাদের বঞ্চিত করা হইবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে ডানহাতের আঙ্গুলে সোবহানাল্লাহ গণনা করিতে দেখিয়াছি।

لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَعَالٰى مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِّنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْ
كُرُوْنَ اللهَ تَعَالٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ
مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً⊛ سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ قَالُوْا مَا الْمُفْرِدُوْنَ يَارَسُوْلَ اللهِ

قَالَ اَلذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتُ قَالَ اَلْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِىْ ذِكْرِ اللهِ
يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَأْ تُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا⊛

উচ্চারণ ঃ লাআন আকউদা মা'আ কাওমিন্ ইয়াযকুরূনাল্লাহা তাআলা মিন সালাতিল গাদাতি হাত্তা তাতলুআশ শামসু আহাব্বু ইলাইয়্যা মিন আন উতিকা আরবাআতাম মিন উলদি ইসমাঈলা ওয়ালাআন আকউদা মাআ কাওমিন ইয়াযকুরূনাল্লাহা তাআলা মিন সালাতিল আসরি ইলা আন তাগরুবাশ শামসু আহাব্বু ইলাইয়্যা মিন আন উতিকা আরবাআতান্। সাবাকাল মুফরেদূনা, কালূ মাল মুফরেদূনা ইয়া রাসূলাল্লাহি, কালা, আযযাকেরূনাল্লাহা কাসীরাওঁ ওয়াযযাকেরাতু, কালা আল-মুসতাহেরূনা ফী যিকরিল্লাহি ইয়াযাউয যিকরা আনহুম আসকালাহুম ফাইয়াতূনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি খিফ্ফাফান্।

অর্থাৎ– রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, ফজরের নামায আদায়ের পর হইতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত জেকের কারীদের সহিত বসিয়া থাকা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চাইতে অধিক পছন্দনীয়। আছরের সময় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জেকেরকারী জাকেরিনদের সহিত বসিয়া থাকা চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চাইতে অধিক পছন্দনীয়। রাসূল ﷺ আরো বলেন। যাহারা একা পথ চলিয়াছে তাহারা অগ্রাধিকার পাইয়াছে। প্রশ্ন করা হইল যে একা পথ চলাচল কারী কাহারা? রাসূল ﷺ বলিলেন, যেসব পুরুষ ও নারী বেশী বেশী আল্লাহর জেকের করে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর জেকেরে যাহাদের অত্যধিক আগ্রহ রহিয়াছে তাহারা নিজেদের পাপের বোঝা হালকা করিতে থাকে। কেয়ামতের দিন তাহারা হালকা ভাবে উপস্থিত হইবে।

اِنَّ اللهَ اَمَرَ يَحْىٰ ابْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ يَّعْمَلَ بِهَا وَيَاْمُرُ بَنِىْ
اِسْرَائِيْلَ اَنْ يَّعْمَلُوْا بِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ وَاُمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُوا
اللهَ فَاِنَّ مَثَلَ ذَالِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِىْ اَثَرِهٖ سِرَاعًا حَتّٰى اِذَا
اَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَاَحْرَزَ نَفْسَهٗ مِنْهُمْ كَذَالِكَ الْعَبْدُ لَايَحُوْزُ
نَفْسَهٗ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى⊛ لَيَذْكُرَنَّ اللهَ قَوْمٌ فِى الدُّنْيَا

عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنّٰتِ الْعُلٰى ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ لَاتَزَالُ اَلْسِنَتُهُمْ رُطْبَةٌ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা আমারা ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া বিখামসি কালিমাতিন আইঁ ইয়ামালা বিহা ওয়া ইয়ামুরু বানী ইসরাঈলা আইঁ ইয়ামালূ বিহা ওয়া যাকারাল হাদীসা ইলা আন কালা ওয়া আমুরাকুম আন তাযকুরুল্লাহা ফাইন্না মাসালা যালিকা কামাসালি রাজুলিন খারাজাল আদুব্বু ফী আসারিহী সিরাআন হাত্তা ইযা আতা আলা হিসনি হাসীনিন ফাহরাযা নাফসিহী মিনহুম কাযালিকাল আবদু লা ইয়াজুযা নাফসাহু মিনাশ শায়তানি ইল্লা বিযিকরিল্লাহি তাআলা।

অর্থাৎ- রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াহিয়াকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়া বলিলেন, তিনি যেন নিজে এসব কাজ করেন এবং বনি ইসরাঈলদেরও এসব কাজ করিতে বলেন। একথা বলিয়া রাসূল ﷺ পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) বনি ইসরাঈলদের বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার জেকের করার জন্য আন্দলন করিতেছি। কারণ আল্লাহর জেকেরের উদাহরণ হইতেছে এই রকম যে, এক ব্যক্তিকে শত্রু তাড়া করিতেছে আর সেই ব্যক্তি নিজেকে একটি মজবুত ও সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঠিক একইভাবে বান্দা আল্লাহর জেকের ব্যতীত নিজেকে শয়তান হইতে রক্ষা করিতে পারেনা। আল্লাহর শপথ একদল লোক নরম নাজুক বিছানায় আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সুউচ্চ জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। যেসব লোক সব সময় আল্লাহর স্মরণ দ্বারা নিজেদের জিহবা সিক্ত রাখে তাহারা হাসিমুখে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

দোয়ার আদব সমূহ

দোয়ার বিভিন্ন আদবের মধ্যে কিছু আছে রোকন আবার কিছু আছে শর্ত। এই সব ব্যতীত এমন কিছু রহিয়াছে যাহা করার আদেশ রহিয়াছে আবার এমন কিছু রহিয়াছে যাহা বর্জন করিতে বলা হইয়াছে।

ফায়দা ঃ রোকন এমন জিনিসকে বলা হয় যাহার উপর অন্য কোন জিনিস নির্ভর করে। যেমন নামাযের জন্য দাঁড়ানো এবং সেজদা হইতেছে রোকন। শর্ত হইতেছে এমন জিনিস যাহার উপর অন্য কোন জিনিস নির্ভর করে কিন্তু তাহা সেই নির্ভর করা জিনিসের অংশ নহে। যেমন নামাযের জন্য ওজু করা। ওজুর উপর নামায নির্ভরশীল তবে ওজু নামাযের অংশ নহে। লেখক, রোকন, শর্ত,

করনীয় বর্জনীয় সবকিছু দোয়ার আদব সমূহ শিরোনামে একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহারা দোয়া করিবে এসব বিষয়ে তাহাদেরকে মনযোগী হইতে হইবে। তবে এখলাছের প্রতি বিশেষ ভাবে মনযোগ দেয়া আবশ্যক। কারণ রোকন হইতেছে; হালাল খাদ্য পানীয় এবং হালাল পোশাকের প্রতি বিশেষ ভাবে মনযোগী হইতে হইবে। ইহা ব্যতীত দোয়া কবুল হয় না।

দোয়ার আদব সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। পানাহার, পরিধান এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম জিনিস পরিত্যগ করিতে হইবে।

২। এখলাছ থাকিতে হইবে। এখলাছ অর্থ হইতেছে যে কোন কাজ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হইতে হইবে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারিবেনা।

৩। দোয়া করার আগে কোন একটি নেক আমল করিতে হইবে। যেমন কিছু সদকা দেওয়া, নফল নামায আদায় করা। বিপদে পতিত হইলে নিজের নেক আমলের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

৪। পাক পবিত্র হওয়া এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

৫। ওজু করিতে হইবে।

৬। কেবলামুখী হইতে হইবে।

৭। দোয়া করিবার আগে সালাতুল হাজাত পড়িতে হইবে।

৮। দোয়ার জন্য দুই পা ভাঙ্গিয়া আত্তাহিয়াতু পড়ার ভঙ্গিতে বসিবে।

৯। দোয়ার আগে ও পরে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে।

১০। দোয়ার আগে ও পরে রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করিবে।

১১। দুই হাত প্রসারিত করিবে।

১২। দুই হাত উপরের দিকে উঠাইবে।

১৩। দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাইবে।

১৪। দুই হাত খোলা রাখিবে।

১৫। দোয়া করার সময় আদবের সহিত থাকিবে।

১৬। বিনয় ও নম্রতার সহিত দোয়া করিবে।

১৭। নিজের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করিবে।

১৮। দোয়া করার সময় আকাশের দিকে তাকাইবেনা।

১৯। আল্লাহর গুনবাচক নাম উল্লেখ করিয়া দোয়া করিবে।

২০। দোয়ার মধ্যে ইচ্ছা কৃত ভাবে ছন্দ যুক্ত বাক্য ব্যবহার পরিত্যগ করিবে।

২১। দোয়ার সময়ে গানের সুর ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবে।

২২। আল্লাহর নবীদের উসিলা দিয়া দোয়া করিবে।

২৩। আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের বরকতে দোয়া করিবে।

২৪। দোয়ার সময়ে কণ্ঠস্বর নীচু রাখিবে।

২৫। কৃত পাপের স্বীকারোক্তি করিয়া দোয়া করিবে।

২৬। সহীহ হাদীস সমূহ দ্বারা রাসূল ﷺ হইতে যেসব দোয়া বর্ণিত হইয়াছে সেসব শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ অন্য কাহারো উচ্চারিত শব্দ দোয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রয়োজন রাসূল ﷺ রাখেন নাই।

২৭। ব্যাপক অর্থ ভিত্তিক শব্দ ব্যবহার করিয়া দোয়া করিবে। অর্থাৎ শব্দ কম হইলেও যেসব শব্দের অর্থ ব্যাপক সেসব শব্দ ব্যবহার করিবে।

২৮। প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করিবে তারপর পিতামাতা মোমেন ভাইদের বোনদের জন্য দোয়া করিবে। অর্থাৎ প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করার পর অন্য সকলের জন্য দোয়া করিবে।

২৯। যিনি দোয়া করিবেন তিনি যদি ইমাম হন তবে শূধু মাত্র নিজের জন্য দোয়া না করিয়া অন্য সকলের জন্য দোয়া করিবে।

৩০। পরিপূর্ণ আস্থা বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তার সহিত দোয়া করিবে।

৩১। আবেগ এবং আগ্রহের সহিত দোয়া করিবে।

৩২। আন্তরিকতা নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সহিত দোয়া করিবে। দোয়া করার সময় দোয়ার মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। আল্লাহর নিকট হইতে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশা পোষণ করিবে।

৩৩। বরাবর একই দোয়া করিবে। যে উদ্দেশ্যে দোয়া করা হইতেছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবে।

৩৪। একই দোয়া বারবার করার অর্থ হইতেছে কমপক্ষে তিনবার দোয়া করিবে।

৩৫। এরকম বলিবেনা যে, আমার এই দোয়া তোমাকে অবশ্যই কবুল করিতে হইবে।

৩৬। কোন পাপের উদ্দেশ্যে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দোয়া করিবেনা।

৩৭। সৃষ্টির শুরু হইতে তাকদীরে যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা পরিবর্তনের জন্য দোয়া করিবেনা। যেমন এরকম বলা যে আমি বেশী লম্বা হইয়াছি আমাকে একটুখানি বেঁটে করিয়া দাও।

৩৮। দোয়া করার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করিবেনা।

৩৯। আল্লাহ তায়ালার রহমতকে সংকীর্ণ করিবেনা। যেমন এরকম কথা বলিবেনা যে, হে আল্লাহ তুমি আমার কথা শোনো অন্য কোনো লোকের কথা শূনিবেনা।

৪০। আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরনের জন্য দোয়া করিবে।

৪১। যিনি দোয়া করিবেন আর যাহারা দোয়া শ্রবণ করিবে সকলেই আমিন বলিতে হইবে।

৪২। দোয়া শেষ করিয়া উভয় হাত মুখের উপর মালিশ করিবে।

৪৩। দোয়া কবুল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রকার তাড়াহুড়া করিবেনা। যেমন এরকম কথা বলিবেনা যে, এতো দোয়া করিলাম এখনো দোয়া কবুল হইতেছেনা। অথবা এরকম বলা যাইবেনা যে, আমি দোয়া করিয়াছি কিন্তু সেই দোয়া কবুল হয় নাই।

দোয়ার আদব সমূহের ব্যাখ্যা

১। রোকন সেই জিনিস যাহার উপর সকল কিছু নির্ভরশীল এবং সবকিছু যাহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন নিয়ত তাকবিরে তাহরিমা, কিয়াস কেরাত নামাযের আরকান।

২। শর্ত তাহাকে বলা হয় যাহার উপর কোন কিছু নির্ভর করে এবং তাহা হইতে বাহির হয়। যেমন তাহারাত, ছতর এস্তেকবালে কেবলা নামাযের শর্ত।

৩-৪। মাসুয়াত মোস্তাহাব, মানহিয়াত ও মাকরূহ্ সমূহ যোগায়।

৫। হাদীসে বলা হইয়াছে যে, হারাম হইতে দূরে থাকো। যাহার পেটে হারাম লোকমা প্রবেশ করিবে তাহার ৪০ দিনের এবাদত কবুল হইবেনা।

৬। এখলাছ হইতেছে দোয়ার মধ্যে কোন রকম শিরক বা লোক দেখানা অবস্থা থাকা চলিবেনা। ইহা দোয়ার রোকন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আল্লাহকে ডাকো।

৭। নেক আমল করা অর্থাৎ দোয়ার আগে নামায আদায় করা বা সদকা দেয়া। বিপদ মুসিবতের সময় নিজের নেকীর উদাহরণ দিয়া দোয়া করা।

৮। ময়লা অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামী হইতে পরিচ্ছন্ন থাকা।

৯। তাহারাত অর্থ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা। যেহেতু মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি একারণে তাহারাতও দুই প্রকার। দৈহিক ও আত্মিক কোরআনে আল্লাহ

বলেন, যাহারা বারবার তওবা করে এবং পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

১০। দোয়ার জন্য হাত উঠানোর মধ্যে ও নামাযের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকীগণ দোয়ার জন্য হাত উঠান। কিন্তু হাম্বলী মাজহাবের অনুসারীগণ হাত উঠাননা। হাদীসে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে হাত উঠানোর কথা বলা হইয়াছে।

১১। যদি কোন কারণে দোয়ার জন্য হাত খোলা রাখা সম্ভব না হয় তবে একহাতের উপর অন্য হাত রাখিবেনা। হাত বুক বরাবর উঠাইবে। রাসূল ﷺ দোয়ার জন্য হাত উঠাইয়াছেন এরকম প্রমাণ রহিয়াছে।

১২। আদবের সহিত দোয়া করার অর্থ হইতেছে জাহেরী ও বাতেনীভাবে বা আদব থাকিতে হইবে। যেমন সত্যকথা বলা, আমানত খেয়ানত না করা দান খয়রাত করা।

১৩। খুশূ অর্থ হইতেছে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা। খুশুর দ্বারা জাহেরি বাতেনী শান্ত ভাব বোঝায়। এক ব্যক্তি নিজের দাড়ি লইয়া খেলা করিতেছেন। যদি এই ব্যক্তির মনে খুশু থাকিত তবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে আল্লাহর ভয় প্রকাশ পাইত।

১৪। সাহাবাগণ নামাযের সময়ে গভীর মনযোগী হইতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) নামাযের মধ্যে কাঁদিতেন। কাফের নারী ও শিশুদের উপর ইহার প্রভাব পড়িত। হযরত ওমর (রাঃ) নামাযে এমনভাবে কাঁদিতেন যে, পেছনের কাতারের মুসল্লিগণ সে কান্না শুনিতে পাইতেন।

১৫। ছন্দ আকারে দোয়া করা হইলে দোয়ার প্রতি গভীর মনযোগ থাকেনা। তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে যদি ছন্দ আকারে কোন কথা আসিয়া পড়ে তবে তাহা দোষনীয় নহে।

১৬। নিতান্ত সরলভাবে মিষ্টি কণ্ঠে দোয়া করিবে। ভাল সুর দ্বারা গানের সুরে দোয়া করিবেনা।

১৭। দোয়ার সময় উছিলা গ্রহণ করার হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রাঃ) হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) এস্তোস্কার নামায শেষে এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ আমরা রাসূল ﷺ এর উছিলায় তোমার নিকট দোয়া করিতেছি, তুমি বৃষ্টি দাও।

১৮। নবীগণ ছাড়াও সালেহীন, শহীদান, সিদ্দিকিনদের উছিলায়ও দোয়া করিবে। সালেহীন হইতেছে সেই সকল মানুষ যাহারা আল্লাহ এবং বান্দার হক পুরোপুরি আদায় করিয়া থাকে।

১৯। নীচু স্তরে চুপিসারে দোয়া করিবে। কারণ যাহার নিকট দোয়া করা হইতেছে তিনি ছোট কণ্ঠের আওয়াজও শুনিতে পান। যেমন আল্লাহ্ বলেন, যাকারিয়া তাহার প্রতিপালককে গোপনে ডাকিয়াছিলেন।

২০। সাধারণ মানুষের মতোই নবীগণ ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করিয়োছেন। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর দোয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

২১। দোয়া করার সময়ে প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করিবে। তারপর যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জন্য দোয়া করিবে। তিরমিযিতে হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, রাসূল ﷺ যখন কাহারো জন্য দোয়া করিতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করিতেন। হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রহীম (আঃ) এভাবে দোয়া করিয়াছেন, হে আমাদের প্রতি পালক, যেদিন হিসাব হইবে সেদিন আমাকে আমার পিতাকে এবং ঈমানদারদের কে ক্ষমা করিয়া দিও। (সূরা ইব্রাহীম রুকু ৬)

২২। ইমামতি করিলে নিজের জন্য একা দোয়া করিবেনা বরং সকল মোকতাদীকে দোয়ার মধ্যে শামিল করিবে। যেমন কোরআনে বলা হইয়াছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়ার ফলাফলেও বরকত দাও আখেরাতেও কল্যাণ ও বরকত দাও এবং আমাদেরকে দোজখের আযাব হইতে রক্ষা করো।
(সূরা বাকারা, রুকূ ২৫)

২৩। গভীর আত্মবিশ্বাসের সহিত দোয়া করিবে। দোয়ার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিবেনা। যেমন এই ভাবে দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দাও। এরকম বলা যাইবেনা যে, যদি ইচ্ছা করো তবে ক্ষমা করো যদি ইচ্ছা না করো তবে ক্ষমা করিওনা।

২৪। আল্লাহর সম্পর্কে সব সময় ভালো ধারণা পোষণ করিবে। হাদীসে আছে যে, আল্লাহর নিকট দোয়া কবুল হওয়ার আসায় দোয়া করো। অমনোযোগী অন্তরের দোয়া আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করেন না।

দোয়া করার সময় নিজের পাপের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহর দয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। শয়তান আল্লাহর নিকট কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের আয়ু চাহিয়াছিল। আল্লাহ তাহার এই দোয়া কবুল করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি কেন আল্লাহর দয়া হইতে বঞ্চিত থাকিব?

২৫। ফতহুল মুবিন গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূল ﷺ তিন বার পাঁচবার শাতবার দোয়া করিয়াছেন।

২৬। দোয়ার নিকটতম সংখ্যা তিনবার মধ্যম সংখ্যা পাঁচবার এবং সর্বোচ্চ সাতবার।

২৭। বারবার দোয়া করা এবং দোয়ার সময় কান্নাকাটি করা। রাসূল ﷺ বলেন, যাহারা দোয়ার সময় কান্নাকাটি করে এবং বারবার দোয়া করে আল্লাহ তাহাদের পছন্দ করেন।

২৮। এমন কিছু আল্লাহর নিকট চাহিবেনা, যাহা পাইলে পাপে লিপ্ত হইবে। যেমন নাচ, গান, ব্যভিচারে ব্যয় করার জন্য আল্লাহর নিকট অর্থ সম্পদ চাওয়া। অথবা এই দোয়া করা যে হে আল্লাহ আমাকে শক্তি দাও আমি যেন অমুক মুসলমানকে হত্যা করিতে পারি।

২৯। আল্লাহ তায়ালা আযলের সময় যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পরিবর্তনের জন্য দোয়া করা যাইবেনা। যেমন লম্বা মানুষকে বেঁটে করা বেঁটে মানুষকে লম্বা করার জন্য দোয়া করা।

৩০। অসম্ভব কোন দোয়া করিবেনা। যেমন একথা বলা যে, আল্লাহ আকাশকে নীচে নামাইয়া দাও যমীনকে উপরে তুলিয়া দাও। অথবা বৃদ্ধ মানুষকে যুবকে পরিণত করার জন্য দোয়া করা। এরকম দোয়া করা নিষিদ্ধ।

৩১। রহমতের সংকীর্ণতার জন্য দোয়া করা। যেমন বলা, হে আল্লাহ আমাকে দাও অন্য কাউকে দিয়োনা। আমাকে ক্ষমা কর অন্য কাউকে ক্ষমা করিওনা। যেমন এক বেদুইন মসজিদ নববীতে আসিয়া দোয়া করিল যে হে আল্লাহ আমার প্রতি এবং মোহাম্মদ ﷺ এর প্রতি দয়া কর অন্য কাহারো প্রতি দয়া করিওনা। এই দোয়া শুনিয়া রাসূল ﷺ বলিলেন, তুমি প্রশাস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ। অথচ আল্লাহর দয়া বিশাল ও ব্যাপকতর।

৩২। যে ব্যক্তি দোয়া করিবে আর যাহারা শ্রবণ করিবে সবাই আমিন বলিবে। হাদীসে আছে যে, কিছু লোক একত্রিত হইলে এবং তাহাদের কেহ দোয়া করিলে অন্যরা আমিন বলিলে আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করেন।

৩৩। দোয়া শেষে মুখে হাত ফিরাইবে। ইহাতে যে বরকত হাতে পাইয়াছে তাহা মুখেও পাইবে।

৩৪। হাদীসে আছে যে, সকল প্রয়োজনের কথা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রকাশ করিবে। এমনকি যদি কাহারো জুতার ফিতা ছিড়িয়া যায় অথবা যদি কাহারো লবনের প্রয়োজন হয় তবুও সেই জিনিস আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিবে।

৩৫। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কোন প্রকার তাড়াহুড়া করিবেনা। এরকম বলিবেনা যে, আমি দোয়া করিলাম। কিন্তু কবুল হইলনা কারণ দোয়া করিলাম কিন্তু কবুল হইলনা এরকম কথার মধ্যে তোমার হতাশা প্রকাশ পায়। দোয়া করিয়া হতাশ হইবেনা, আল্লাহ তায়ালা কায়মনোবাক্যে করা দোয়া অবশ্যই কবুল করিবেন।

জেকেরের আদব

ওলামায়ে কেরাম এবং মোহাদ্দেছীনগণ বলিয়াছেন, জাকের যে জায়গায় জিকির করিবে সেই জায়গা খালি হওয়া এবং পবিত্র পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরী। এছাড়া জেকেরকারীকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে। তাহার মুখ পাক সাফ থাকিতে হইবে। মুখে কোন রকম খারাপ গন্ধ থাকিলে সেই গন্ধ মেসওয়াক করিয়া দূর করিতে হইবে। যেখানে জেকেরের জন্য বসিবে সেখানে কেবলামুখী হইয়া বসিবে এবং বিনয় ও নম্রতার সহিত কায়মনোবাক্যে জেকের করিবে। জেকেরের সময় যাহা পাঠ করিবে গভীর মনযোগের সহিত বুঝিয়া শুনিয়া পাঠ করিবে। তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাঠ করিবে। কোন কিছু বুঝিতে সক্ষম না হইলে আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে। তাড়াহুড়া করিয়া জেকের করিবেনা। হাক্কানী আলেমগণ বলিয়াছেন যে, লা ইলাহা ইল্লাহু বলার সময় কণ্ঠস্বর কিছুটা উচ্চ করিবে। রাসূল (সঃ) যেসব জিকির করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে সেই জেকের ওয়াজিব হোক বা মোস্তাহাব হোক সেই জেকের নিজে শুনিতে পাওয়া যায় এমনভাবে উচ্চারণ করিবে। এরকম ভাবে জেকের না করিলে জেকের করিয়াছে বলা যাইবেনা। সবচেয়ে উত্তম জেকের হইতেছে কোরআন তেলাওয়াত। তবে যেসব জেকের রাসূল (সঃ) করিয়াছেন এরকম প্রমাণ রহিয়াছে সেসব জেকের সেই নিয়মে করিতে হইবে। জেকেরের ফজিলত শুধু তাসবীহ তাহলীলের উপর নির্ভর করেনা। বরং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পালন করা হইলেই জেকের বলিয়া গন্য হইবে। আমাদের মতে কোন ব্যক্তি যখন রাসূল (সঃ) হইতে বর্ণিত জেকের সমূহ বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ সকাল বিকাল নিয়মিত ভাবে পাঠ করিবে এরকম নারী পুরুষ আল্লাহর জেকের কারী বলে বিবেচিত হইবে। কাহারো কোন ওজিফা যদি দিনে রাতে নামাযের পরে অথবা অন্য কোন সময়ে নির্ধারিত থাকে কিন্তু তাহা বাদ পড়িয়া যায় তবে বাদ পড়া জেকের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরে পালন করিবে। যখনই সময় সুযোগ হয় তখনই সেই জেকের সম্পন্ন করিবে। কিছুতেই জেকের ত্যাগ করিবেনা। এরকম জেকের করা হইলে জেকেরের নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকিবে। এরকম নিয়মে পালন করিলে বাদ পড়া জেকের সম্পন্ন করাও কষ্টকর হইবেনা।

জেকেরে আদায়ের ব্যাখ্যা

জেকেরের সময়ে জেকের আদায়ের প্রতি মনযোগী হওয়া জরুরী এবং ইহা মোস্তাহাব। হাদীস বিশারদ আলেমগণ বলিয়াছেন যে, যেখানে জেকের করিবে সেই জায়গা পাকসাফ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে। কোন প্রকার আবর্জনা বা নোংরা জিনিস না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখিবে। কারণ ইহাতে আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান করা হইবে। মসজিদে জেকের করাই উত্তম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে বলিয়াছি, তাহারা যেন আমার ঘর তওয়াফ কারীদের জন্য কিয়ামকারী রুকু সেজদা কারীদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখে। (সূরা বাকারা)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কাবাঘর নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি,সে সময় বলিয়াছি যে আমার সহিত কাউকে শরীক করিবেনা। আর আমার ঘর কিয়াম রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরকে সেজদার জায়গা করার জন্য এবং পাকসাফ ও সুগন্দি যুক্ত করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন।

যেসব জিনিস থাকিলে মনযোগ বিক্ষিপ্ত হইবে এরকম জিনিস জেকেরের জায়গায় রাখা যাইবেনা। কারণ মোমেনের অন্তকরণ হইতেছে আল্লাহর ঘর। সেই ঘর দুনিয়ার নোংরামী ও আবর্জনা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

দোয়ার আদবের মধ্যে যেসব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যেমন হারাম হইতে দূরে থাকা, ওজু অবস্থায় থাকা, এখলাছ থাকা, আত্তাহিয়াতু পাঠ করার সময়ে যেভাবে বসে সেই ভাবে বসা, এই সব কিছু আল্লাহর জেকেরের জন্য ও জরুরী। কারণ জেকের দোয়ার চেয়েও উত্তম আমল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর স্মরণ একটি বড় জিনিস।

মুখে যদি রসূন পেঁয়াজের গন্ধ থাকে বা অন্য কোন গন্ধ থাকে তবে মেসওয়াক করিয়া সেই গন্ধ দূর করিতে হইবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, কাঁচা পেঁয়াজ রসূন খাইয়া কেউ যেন মসজিদে না আসে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মৃত্যুশয্যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেসওয়াক করার জন্য ইশারা করেন। আমি নিজের দাঁতে চিবাইয়া মেসওয়াক নরম করিয়া তাকে দিলাম। তারপর তিনি মেসওয়াক করিলেন।

জেকের করার সময়ে মনকে হিংসা ঘৃনা বিদ্বেষ হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

'অঙ্গন কানা জালেছান' আয়াত দ্বারা বোঝা যায় সব সময় কেবলা মুখি হইয়া এবাদাত করা শর্ত নয়। জেকের করার জন্যও কেবলা মুখী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বরং উঠিতে বসিতে যে ভাবেই হোক আল্লাহর এবাদত হইতে অমনোযোগী হইবেনা। তবে কেবলামুখী হইতে পারিলে তাহা উত্তম। হাদীসে আছে যে, সেই মজলিস উত্তম যে মজলিসে কেবলামুখী হইয়া এবাদত করা হয়।

জেকেরের মধ্যে চোখ বন্ধ করার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলে বাহ্যিক অনুভূতি লোপ পায় এবং বাতেনী অনুভূতি জাগ্রত হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামের সহিত জেকের করা উত্তম। অমনোযোগিতার সহিত যাহারা জেকের করে তাহারাও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয়না তবে জেকের কারীর মর্তবার ক্ষেত্রে কম বেশী হয়। অমনোযোগিতার সহিত অনেক বেশী জেকের করার চেয়ে মনোযোগের সহিত অল্প জেকের করাও উত্তম। তাড়াহুড়া করিয়া জেকের করা হইলে হুজুরে কলব নষ্ট হইয়া যায়।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মদকে পাঁচ আলিফের বেশী দীর্ঘ করা যাইবেনা। কারণ মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ। লা বলার পর ইলাহা শব্দ দীর্ঘায়িত করিবেনা কারণ ইহাতে কুফুরীর আশাঙ্খা থাকে। একারণে কোন কোন ওলামা বলিয়াছেন উচ্চস্বরে মসজিদে জেকের করা নিষিদ্ধ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেসব জেকের যেখানে সেখানে পালনের আদেশ দিয়াছেন যেমন নামাযে কেরাত তাসবীহ,আত্তাহিয়াতু ইত্যাদি। কিন্তু একথার অর্থ এটা নহে যে, মনে মনে জেকের করা গ্রহণ যোগ্য নহে। বরং মনে মনে জেকের করাও উত্তম। যেমন হাদীসে রহিয়াছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, গোপনীয় জেকের হইতেছে উত্তম জেকের। কোরআন তেলাওয়াত উত্তম জেকের। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য যেসব জেকেরের কথা বলিয়াছেন সেসব জেকেরও উত্তম। যেমন রুকু সেজদার তাসবিহ। এমন জায়গায় কোরআন পাঠ করা মাকরূহ।

জেকেরের ফজিলত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ছোবহানাল্লাহ, আল্লাহু উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে বেচাকেনায় লেনদেনে সব কাজে আল্লাহর আদেশ পালন করাই উত্তম জেকের। কারণ জেকেরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি যাহার আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কবিতায় একথাটি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।তিনি লিখিয়াছেন,

সব সময়ে আল্লাহ আল্লাহ বলা , নয়তো জেকের ওরে ও মন
আল্লাহ তায়ালার আমল জেকের, নিজের পাপকে করা স্মরণ।

যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি দরুদ ও সালামের সহিত জেকের করিবে সে সেই সব মানুষের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহারা সব সময় আল্লাহ তায়ালা

যাহাদেরকে সুসংবাদ দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহকে অধিক স্মরণ কারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, ইহাদের জন্য আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (সূরা আহযাব আয়াত ৩৫)

যেব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ওজিফা পাঠ করিতে পারেনা সে যেন যখনই সময় ও সুযোগ পায় তখনই ওজিফা পাঠ করে। রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির রাতের ওজিফা কাজা হইবে সে যেন ফজর ও জোহরের সময়ের মাঝামাঝি সময়ে সেই ওজিফা আদায় করে। এরকম আদায় করিলেই সে ব্যক্তি নিয়মিত ওজিফা পাঠ কারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দোয়া কবুল হওয়ার সময়

যেসব সময়ে দোয়া কবুল হইয়া থাকে সেসব সময় নিম্নরূপ। (১) শবে কদর। (২) আরাফার দিন। (৩) রমজান মাস। (৪) জুমার রাত্রি। (৫) জুমার দিন। (৬) রাতের অর্ধেক সময়। (৭) অর্ধেক রাতের শেষদিকে। (৮) রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ। (৯) রাতের শেষাংশ। (১০) সেহেরীর সময়। (১১) রাতের তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি সময়। (১২) জুমার সময়ে ইমাম মিম্বরে বসার পর হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। (১৩) অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, ইমাম মিম্বরে বসার পর হইতে সালাম ফেরানোর সময় পর্যন্ত। কেহ বলিয়াছেন দোয়াকারী যতক্ষণ নামাযে মগ্ন থাকেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আছরের পর হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, জুমার দিনের শেষাংশ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ফজরের নামাযের সময়ের শুরু হইতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সোবহে সাদেকের সময় হইতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সোবহে সাদেকের সময় হইতে সূর্য উদয়ের পরে পর্যন্ত। হযরত আবুজর গেফারী (রাঃ) বলেন, সেই সময় হইতেছে সূর্য পশ্চিমকাশে সামান্য হেলিয়া পড়া হইতে এক হাত পরিমান হেলিয়া পড়া পর্যন্ত। আমি মনে করি এবং একথা বিশ্বাসও করি যে, দোয়া কবুল হওয়ার উৎকৃষ্ট সময় হইতেছে জুমার নামাযের সময়ে ইমামের সূরা ফাতেহা হইতে শুরু করিয়া আমিন বলা পর্যন্ত। ইহাতে বোঝা যায় যেসব সহীহ হাদীস রাসূল ﷺ হইতে বর্ণিত হইয়াছে সেই সব হাদীসের সহিত এ বক্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যত্রও আমি একথা উল্লেখ করিয়াছি।

আল্লামা নববী বলিয়াছেন যে, সবচেয়ে সঠিক এবং সমীচীন কথা হইতেছে উপরোক্ত বক্তব্য সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মুসা আসয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

দোয়া কবুল হওয়ার সময়ের ব্যাখ্যা

রমজান মাসে বরকত পূর্ণ একটি রাত্রি রহিয়াছে। সেই রাতে এবাদত করা হাজার মাস এবাদত করার চেয়ে উত্তম। সেই রাতকে শবে কদরের রাত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۞ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ۞ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর, তানাযযালুল মালায়িকাতু অররূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর, সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলাই'ল ফাজর।

অর্থাৎ– আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কি জানো? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি সেই রাত্রি উদয় আবির্ভাব পর্যন্ত। (সূরা কদর)

এই রাতের এবাদত হইতে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয় সে অনেক বড় নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হয়। বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে–

عن ابى هريرة رَضى الله عنه قَال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه۞

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের কাজ মনে করিয়া রমজান মাসে রোযা পালন করিবে তাহার পূর্বাপর সকল পাপ মাফ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় সওয়াবের কাজ মনে করিয়া শবে কদরে এবাদত করিবে তাহার পূর্বাপর সকল পাপ মার্জনা করিয়া দেওয়া হইবে।

এই পবিত্র রাত সম্পর্কে রাসূল ﷺ নির্দিষ্ট কোন তারিখ উল্লেখ করেন নাই। শুধু একথা বলা হইয়াছে যে, রমজানের শেষ দশদিনের মধ্যে যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর তালাশ করিতে হইবে।

বোখারী শরীফের বর্ণনায় রহিয়াছে, প্রতিবছর শবে কদর একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ ও উনত্রিশ তারিখে হইয়া থাকে। এই রাত্রি জানার উপায় হইতেছে রাত্রিশেষে সূর্যের আলো স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এই রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আকাশ হইতে অবতরণ করেন এবং তাহার সহিত একদল ফেরেশতাও অবতরণ করিয়া থাকে। সেই সকল ফেরেশতা এবাদত কারী বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া কবুল করিয়া থাকেন। এই রাতের এবাদতের বরকতে মুসলমানদের পূর্বাপর সকল পাপ মাফ হইয়া যায়।

ইয়াওমে আরাফা হইতেছে জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখের দিন। সেই তারিখে সকল হজ্জ পালনেচ্ছুগণ আরাফাতের ময়দানে সমবেত হন। আমীরে হজ্জ সেখানে ভাষণ দেন। তিনি হজ্জ এর হুকুম আহকাম বর্ণনা করেন। সেই দিনকেই হজ্জের দিন বলা হয়। আরাফাতে গমন করা হজ্জ পালনেচ্ছুদের ফরজ। এই কাজ হজ্জের শ্রেষ্ঠ রোকন। এই কাজ কেহ না করিলে তাহার হজ্জ সম্পন্ন হয়না। যে ব্যক্তি জিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে রাতে সোবহে সাদেক হওয়ার আগে আরাফাতে প্রবেশ করিবে তাহার হজ্জ সম্পন্ন হইবে। সেদিন যাহারা মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে তাহাদের দোয়া কবুল করা হইবে।

রমজানের ফজিলত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস রহিয়াছে। রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন, রমজান মাস আসিলে জান্নাতের দরোজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোযখের দরোজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। একবার রমজান শেষ হইলে পরবর্তী রমজার মাস আসা পর্যন্ত পুরো এগারো মাস আল্লাহর আদেশে জান্নাত নিজেকে সুসজ্জিত সুশোভিত করিতে থাকে। রমজানের প্রথম দিনে জান্নাতী হূরগণ আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলিতে থাকে, হে আল্লাহ তায়ালা তুমি আমাদের স্বামীদের দাও, আমরা তাহাদের দেখিয়া নিজেদের চক্ষু শীতল করি। তাহারা আমাদের দেখিয়া চক্ষু শিতল করুক।

অর্ধেক রাত বলিতে রাতের মাঝামাঝি সময়ের কথা বোঝানো হইয়াছে। রাতের শেষার্ধ বলিতে শেষ রাত্রি বুঝানো হইয়াছে।

হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে প্রতিদিন রাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন কেউকি আছো আমার নিকট দোয়া করার মতো? আমি তাহার দোয়া কবুল করিব। কেউ কি আছো আমার নিকট ক্ষমা চাওয়ার মতো আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। কেউ কি আছো আমার নিকট রোগ মুক্তি কামনা করার মতো আমি তাহাকে সুস্থ করিয়া দিব। কেউ কি আছো আমার নিকট রিযিক চাওয়ার মতো আমি তাহাকে রিযিক দান করিব। এভাবে আল্লাহ তায়ালা সকাল হওয়া পর্যন্ত বলিতে থাকেন।

সেহরীর সময় হইতেছে সোবহে সাদেকের সময়। যেসব রাতের অন্ধকারের সাথে দিনের আলো মিলিয়া যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন এই সময় হইতেছে রাতের ছয় ভাগের মধ্যে ষষ্ঠ ভাগ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের যে নমুনা রাখিয়াছেন তাহা হইতেছে সেহেরীর সময়। আল্লাহর ওলীগণ সেহেরীর সময়ে বিস্ময়কর স্বাদ অনুভব করেন।

জুমার সময় নির্ধারনে ও নামাযের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। প্রথম কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন, জুমার সঠিক সময় হইতেছে ইমামের খোতবার জন্য বসার সময় হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস হইতে একথার সমর্থন পাওয়া যায়।

موسى الاشعري رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله عليه وسلم
يقول هى مابين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلوة⊛

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি তিনি বলেন, জুমার সময় হইতেছে ইমামের খোতবার জন্য মিম্বরে বসার সময় হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু অন্য আলেমগণ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিয়া তিনটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সকল হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, জুমার সময় হইতেছে ইমামের সূরা ফাতেহা পাঠ হইতে আমিন বলা পর্যন্ত। উক্ত আলেমগণ বলেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে, সেই সময়ে যে দোয়াই করা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করিয়াছেন।

জুমার ফজিলত

জুমার নামাযের ফজিলত সম্পর্কে বহু-সংখ্যক হাদীস রহিয়াছে।

خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل
الجنة وفيه اخرج منها ولاتقوم الساعة الافى يوم الجمعة⊛

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সকল দিনের চাইতে উত্তম দিন হইতেছে জুমার দিন। এই দিনে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দিন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই দিন তিনি জান্নাত হইতে বাহির হইয়াছিলেন। এই দিন রোজ কেয়ামত সংঘটিত হইবে।

জুমার আমল

হাদীসে আছে যে, জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে বান্দা যে দোয়া আল্লাহর নিকট করে সেই দোয়াই কবুল হয়। সেই সময় কখন সে সম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মতভেদের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই সময় হইতেছে ইমামের খোতবা শুরুর সময় হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।

অন্য একটি হাদীসে আছে, যে মুসলমান জুমার দিনে বা রাতে মৃত্যু বরণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কবর আযাব হইতে নিরাপদ রাখিবেন। মুসলমানদের উচিত জুমার দিনে নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করা, নখ কাটা, জুমার নামায আদায়ের জন্য গোসল করা, সম্ভব হইলে সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুলে তেল দেয়া মাথা আঁচড়ানো। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন–

حق الله على كل مسلم ان يغتسل فى كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده۞

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর হক এই যে প্রতি সাতদিনে একবার মাথা এবং দেহ ধৌত করিবে অর্থাৎ গোসল করিবে। ইহাছাড়া যতোটা সম্ভব দান খয়রাত করিবে। জুমার নামায শেষে মুসলমানদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। রোগীর সেবা করিবে, জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করিবে, জেয়ারত করিবে। বিবাহের মজলিসে যোগদান করিবে, জ্ঞান অর্জন করিবে, হালাল রুজি কামাই করিবে। এছাড়া দিনে রাতে সাতবার এই দোয়া পাঠ করিবে–

اللهم انت ربى لااله الاانت خلقـــتـــنى وانا عبدك وابن امتك وفى قبضتك وناصـيتى بيدك امسيت على عـــهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شرما صنعت ابوء بنعمتك وابوء بذنبى فاغفرلى ذنوبى فانه لايغفر الذنوب الاانت۞

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা এবং তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছি। আমার কপালের চুল তোমার নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছে। তোমার সাথে কৃত আদীকালের উপর আমি স্থির রহিয়াছি। যাহা কিছু আমি করিয়াছি, তাহার অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। তোমার নেয়ামতের কথা আমি স্বীকার করিতেছি এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার

করিতেছি। তুমি আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবেনা। জুমার নামায সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে রোগী, মুসাফির, মহিলা, বালক এবং ক্রীতদাসের উপর ফরজ নহে। ইমাম মিম্বরে দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে দুইটি খোতবা দিবে। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িবে। নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করিবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোসল সম্পন্ন করিয়া জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে এবং লোকদের না ডিঙ্গাইয়া যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসিয়া পড়ে যতোটুকু সম্ভব নফল নামায আদায় করে, খোতবার সময় চুপচাপ বসিয়া খোতবা শোনে, তবে তাহার সকল পাপ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দেন। পূর্ববর্তী জুমা পর্যন্ত সকল পাপ এবং আরো আগের তিনদিনের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। (তিরমিজি)

রাসূল ﷺ জুমার দিনে দাঁড়াইয়া দুইটি খোতবা পাঠ করিতেন। দুই খোতবার মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য বসিতেন। ইমাম মিম্বরের উপর বসার পর তাহার সামনে দাঁড়াইয়া মুয়াজ্জিনকে উচ্চস্বরে আযান দিতে হইবে। রাসূল ﷺ এর সময়ে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফত আমলে এরকম আযান দেওয়া হইত। হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফত কালে মুসল্লিদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে খোতবার আগেও আযান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) সাহাবাদের উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কেহ কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই। এই আযান খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। খোতবার আযানের পর মুসলমানদের বেচাকেনা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ইমামের খোতবা পড়ার সময়ে যেসব মুসল্লি মসজিদে আসিবে তাহারা যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসিয়া পড়িবে। তারপর নীরবে খোতবা শ্রবণ করিবে। খোতবার সময়ে যাহারা কথা বলিবে রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তাহারা গাধা।

খোতবা ব্যতীত জুমার নামায জায়েজ নহে। জুমার নামাযের পরে খোতবা পড়া হইলেও জায়েজ হইবেনা। ইমাম মাটিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া খোতবা পড়া উত্তম এবং ইহা সুন্নত। খোতবা আরবী ভাষায় পড়িতে হইবে। তবে খোতবার আগে কিছু ওয়াজ নসিহত শ্রোতাদের মাতৃ ভাষায় করিতে হইবে। সমকালীন বিষয়ে এই খোতবা দেওয়া উচিত।

রাসূল ﷺ জুমার নামাযে প্রায়ই ছাব্বেহেছ্‌ মে রাব্বিকা এবং সূরা গাশিয়া পাঠ করিতেন। কখনো কখনো সূরা জুমা এবং সূরা মোনাফেকুন পাঠ করিতেন। তবে জুমার দিন ফজরের নামাযের সময়ে আলিফ লাম মীম সেজদা এবং সূরা দাহর সব সময় পাঠ করিতেন। ইমামের খোতবা পাঠ করার সময়

মুসল্লিদের হাত উঠাইয়া দোয়া করা উচিত নহে। তবে মনে মনে দোয়া করা দোষনীয় নহে। বিনা ওজরে যে ব্যক্তি জুমার নামায ত্যাগ করিবে তাহার উচিত জুমার নামাযের কাফফরা স্বরূপ এক দিনার গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা। যদি এক দিনার সম্ভব না হয় তবে ৩টি দেরহাম দান খয়রাত করিবে। ইহাও সম্ভব না হইলে এক সাআ অর্থাৎ আড়াই সের আড়াই ছটাক গম আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিবে। এক সাআ গম দান করার মতো সামর্থ না থাকিলে সে আধা সাআ গম দান করিবেন।

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমার নাম ত্যাগ করার অভ্যাস গড়িয়া তোলে লাওহে মাহফুজে তাহার নাম মোনাফেক হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে সীল মোহর করিয়া দেন। তাহার কোন এবাদত কবুল হয়না।

দোয়া কবুল হওয়ার অবস্থা

যেসব সময়ে দোয়া করা হয় সেসব সময়ের বিবরণ।

(১) নামাযের জন্য আযান হওয়ার সময়ে দোয়া করা। (২) আযান ও একামতের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া করা। (৩) বিপদ ও দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ব্যক্তির হাইয়া আলাছ ছালাত হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পরে দোয়া করা। (৪) যুদ্ধের ময়দানে কাতার করিয়া মুজাহিদদের দাঁড়ানোর পর দোয়া করা। (৫) যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করার সময়ে দোয়া করা। (৬) ফরজ নামাযের পর দোয়া করা। (৭) সেজদার সময়ে দোয়া করা। (৮) কোরআন তেলাওয়াতের পর দোয়া করা। (৯) কোরআন খতম করার পর দোয়া করা। (১০) যমযমের পানি পান করার সময়ে দোয়া করা। (১১) মৃত্যু পথ যাত্রীর শেষ সময়ে দোয়া করা। (১২) মোরগ যে সময় ডাকে সে সময়ের দোয়া। (১৩। মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার পর দোয়া। (১৪) যে ব্যক্তি কোরআন খতম করে তাহার দোয়া। (১৫) জেকেরের মজলিসে দোয়া। (১৬) ইমাম যখন সূরা ফাতেহার অলাদ দোয়াল্লিন বলেন সে সময়ের দোয়া। (১৭) মৃত্যু ব্যক্তির চোখ বন্দ করার সময়ের দোয়া। (১৮) নামাযের একামত দেয়ার সময়ের দোয়া। (১৯) বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সময়ের দোয়া। (২০) ইমাম শাফেয়ী উহার রচিত কিতাবুল উম্ম-এ লিখিয়াছেন, বৃষ্টি বর্ষনের সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার কথা অনেক ওলামার নিকট আমি শূনিয়াছি এবং একথা মনে রাখিয়াছি। এই গ্রন্থের লেখক বলেন, আমি মনে করি কাবাঘর জেয়ারত করার সময়ে যে দোয়া করা হয় সেই দোয়া। (২১) সূরা আনআমে আল্লাহ শব্দ এক জায়গায় পরপর উল্লেখ রহিয়াছে। সেই শব্দ পাঠ করার সময়ে যে দোয়া করা হয়। আমি বহূ সংখ্যক আলেমের নিকট শুনিয়াছি যে, এসময়ের দোয়া কবুল হইয়া থাকে।

দোয়া কবুল হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১। হযরত ছহল ইবনে সাদ ছায়েদী বর্ণনা করেন, রাসূল বলিয়াছেন, দুই সময়ে দোয়া করা হইলে আল্লাহ সেই দোয়া ফেরত দেননা বরং কবুল করেন। একটি সময় হইতেছে আযানের সময়ে দোয়া করা আরেকটি সময় হইতেছে যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হওয়ার সময়ের দোয়া।

২। ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন, সাহাবাগণ রাসূল কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা কি আযান এবং একামতের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া করিব? রাসূল বলিলেন, আল্লাহর নিকট দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা চাও। আযানের সময়ে দোয়া করা বা কিছুক্ষণ পরে দোয়া করা উভয় সময়ের দোয়াই সঠিক। তবে আযানের সময়ে দোয়া করাই উত্তম।

৩। কারব অর্থ হচ্ছে দুঃখকষ্ট দুশ্চিন্তা। বিপদ মুসিবত। রাসূল কারব অর্থ কষ্ট বলিয়াছেন।

৪। মুসলমানগণ যেসময় কাফেরদের উপর হামলা করিবে কাফেরদের পাল্টা হামলায় গুরুতর আহত হইবে সে সময়ে দোয়া কবুল হয়।

৫। ফরজ নামাযের পর দোয়া করা হইলে সেই দোয়া কবুল হইয়া থাকে। নামাযের সালাম ফেরানোর পর পরই দোয়া করিতে হইবে।

৬। সেজদার সময় দ্বারা নামাযের সেজদার কথা বোজানো হইয়াছে। নামায বহির্ভুত সেজদা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়না। যেমন নামায ব্যতীত রুকু করা হইলে সেই রুকুতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হয়না। ইমাম আবু হানিফা এরকম কথা বলিয়াছেন। তবে এসম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মত পার্থক্য রহিয়াছে।

৭। রাসূল বলিয়াছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শূনিবে তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার দয়ার আধিক্য কামনা করিবে। কারণ সে সময় মোরগ কেবল তাকে দেখিতে থাকে।

৮। মুসলমানদের সমাবেশ যেমন জুমার নামাযের সময় ঈদের নামাযের সময় জেকেরের মজলিসের সময় কোরআন হাদীসের দরসের সময় দোয়া কবুল হইয়া থাকে।

৯। কাবাঘরের প্রতি প্রথম তাকানোর পর যে কোন দোয়া করা যায়। এই সময়ে দোয়া কবুল হয়। তিবরানি হইতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এরকম বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

১০। সূরা আনআমে আল্লাহ শব্দ পর পর দুই বার উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, মোছনা মা উতিয়া রুসুলুল্লাহে আল্লাহূ আ'লামু হাইছু ইয়াজ আল

রেছালাতাহূ। এই আয়াত পাঠ করার সময়ে রুসুলুল্লাহ পাঠ করার পর দোয়া করিলে সেই দোয়া কবুল হয়।

১১। হাফেজ দ্বারা হাদীসের হাফেজ বোঝানো হইয়াছে। হাদীসের হাফেজ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি মতন এবং ছনদসহ একলাখ হাদীস মুখস্থ করিয়াছেন।

দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা সমূহ

হযরত হাসান বসরী মক্কার লোকদের বলিয়াছেন যে, মক্কার পনের জায়গায় দোয়া কবুল হইয়া থাকে। তওয়াফের সময়। মোনতাজেমের নিকট। মিজাবের নীচে। কাবার ভেতরে। যমযমের পাশে। সাফা মারওয়ায় দোড়ানোর সময়। মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে। আরাফাত ময়দানে। মোজদালেফায়। মিনায়। তিনটি জামরাতের নিকটে। গ্রন্থকার বলেন, যদি রাসূল ﷺ এর রওজার পাশে দোয়া কবুল না হয় তবে কোথায় কবুল হইবে?

মোলতাজেমে দোয়া কবুল হওয়া সম্পর্কে মক্কাবাসীদের বর্ণনায় একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কাবার দরোজা এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানের এক জায়গার নাম হইতেছে মোলতাজেম। এখানে দূরত্ব এরকম যে, এক হাত হাজারে আছওয়াদে রাখা হইলে অন্য হাত কাবার দরোজায় পৌঁছিবে। সেখানে এভাবে দোয়া করিবে যে তওয়াফের পর কাবার গিলাফ ধরিয়া নিজের মুখ এবং চেহারা স্পর্শ করিয়া এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ وَاقِفٌ بِبَابِكَ وَمُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰى عَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِىْ وَجَسَدِىْ عَلَى النَّارِ ⊛

অর্থাৎ– হে আল্লাহ আমি তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি। তোমার আস্তানা আকড়ে আছি। তোমার নিকট আমি রহমতের আশা করিতেছি। তোমার আযাবকে ভয় করিতেছি। হে আল্লাহ তুমি আমার ভুল এবং আমার দেহ দোযখের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দাও।

যমযম কূপের তীরে দাঁড়াইয়া কেবলামুখী হইয়া পানি পান করার সময় দোয়া করিবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যমযমের পাশে দাঁড়াইয়া এই দোয়া করিয়াছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ⊛

অর্থাৎ– হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট জ্ঞানের দ্বারা উপকার, রিযিকের প্রশস্ততা, কবুল হওয়া আমল এবং সকল রোগ হইতে মুক্তি কামনা করিতেছি।

সমগ্র মিনায় দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা। কারণ সেখানে হাজীগণ অবস্থান করেন। বিশেষত মসজিদে খফীফে এবাদত করার সময় দোয়া কবুল হইয়া থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, মোলতাজেম এমন জায়গা যেখানে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। বান্দা সেখানে যে দোয়া করে আল্লাহ তাহা কবুল করেন। এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী একই কথা বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম আমি এই জায়গায় এমন দোয়া করিনাই যে দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেননি।

যেসব মানুষের দোয়া কবুল হইয়া থাকে

যেসব মানুষের দোয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হইয়া থাকে। কখনো যাহাদের দোয়া আল্লাহ ফিরাইয়া দেননা তাহারা হইতেছে–(১) অস্থির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। (২) বিপদগ্রস্ত মজলুম। (৩) সেই বিপদগ্রস্ত মজলুম যদি গুনাহগার হয় তবুও। (৪) যদি সে কাফেরও হয়। (৫) পিতার দোয়া সন্তানের জন্য। (৬) ন্যায় পারায়ন বাদশাহর দোয়া। (৭) পূন্যবান ব্যক্তির দোয়া। (৮) পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহার করে যে সন্তান তাহার দোয়া। (৯) মুসাফিরের দোয়া। এবং রোযা পালনকারী যে সময় ইফতার করে। (১০) যে মুসলমান তাহার অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে। (১১) মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত কাহারো উপর জুলুম না করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম কথা না বলে যে, আমি দোয়া করিয়াছি কিন্তু কবুল হয় নাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার কিছু আযাদ বান্দা এমন রহিয়াছেন দিনে ও রাতে যাহাদের একটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়।

জামে আবু মনসুর গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হাজী যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরিয়া না আসে ততক্ষণ যে দোয়া করে তাহাই কবুল হইয়া থাকে।

যেসব মানুষের দোয়া কবুল হইয়া থাকে এসম্পর্কিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা

ব্যাকুল অস্থির, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ ইহাদের দোয়া আল্লাহ তায়ালা তাড়াতাড়ি কবুল করেন। আল্লাহ বলেন–

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ۞

অর্থাৎ– বরং তিনি যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে উহাকে ডাকে এবং বিপদ আপদ দূরীভূত করেন। (সূরা নামল)

শেখ দাউদ ইয়ামানী একজন রোগীর শুশ্রূষার জন্য গেলেন। সেই ব্যক্তি নিজের বাঁচার আশা ত্যাগ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি শেখ দাউদকে বলিল আপনি আমার সুস্থতার জন্য দোয়া করুন। শেখ বলিলেন, তুমি নিজে দোয়া করো। কারণ তুমি বিপদ গ্রস্ত। তোমার মতো বিপদগ্রস্তের দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরোজা সব সময় খোলা থাকে। আল্লাহ তায়ালা বেনিয়াজ তিনি অসহায়দের বিনয় ও নম্রতা পছন্দ করেন।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন–

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لاترددعوتهم، الصائم حين يفطر والا مام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له ابوابها ابواب السماء ويقول الرب وعزتى لانصرك ولوبعد حين۞

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবার হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়না। (১) রোযাদার যখন ইফতার করে সেই সময়ের দোয়া। (২) ন্যায় পরায়ন বাদশাহর দোয়া। (৩) মজলুমের দোয়া। আল্লাহ তায়ালা ইহাদের দোয়া মেঘের উপর উঠাইয়া নেন। তাহাদের জন্য আকাশের দরোজা, খুলিয়া দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার ইজ্জতের শপথ, আমি তোমাকে সাহায্য করিব যদি কিছুটা দেরীও হয়। আরেকটি হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেন, মজলুমের আর্তনাদ হইতে নিজেকে দূরে রাখো। কারণ তাহার দোয়া অবশ্যই কবুল করা হয়।

আরেকটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, মজলুমের দোয়া এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে কোন পর্দা থাকেনা, যদি মজলুম কাফেরও হয়।

কাফেরের দোয়া কবুল হয় কিনা এ সম্পর্কে হানাফী মজহাবের আলেমগণ মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কিত ফতোয়া হইতেছে, হাঁ কবুল হয়। আল্লামা বায়জিদ একথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অস্থিরতা ও বিপদগ্রস্ততার সময়ে কাফেরদের দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন। তবে আখেরাতে কাফেদের কোন আহবান আল্লাহ সাড়া দিবেননা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, কাফেরদের আহবান নিষ্ফল। (সূরা রা'দ)

পিতা যদি পুত্রের জন্য দোয়া করে অথবা বদ দোয়া করে আল্লাহ তাহা কবুল করেন। মায়ের দোয়া ও বদ দোয়া এমনই ভাবে কবুল করা হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেন, তিনটি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। সন্তানের জন্য পিতার দোয়া। মুসাফিরের দোয়া। মজলুমের দোয়া।

আল্লামা দাইলামী মাসনাদে ফেরদাউসে একটি হাদীস উল্লেখ করিতেছেন। রাসূল ﷺ বলেন, পিতার দোয়া পুত্রের জন্য ঠিক তেমন যেমন নাকি উম্মতের জন্য নবীর দোয়া।

রাসূল ﷺ হাদীসে মায়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহার দুইটি কারণ রহিয়াছে। (১) পিতার চাইতে মায়ের হক বেশী, কাজেই মায়ের দোয়াতো কবুল হইতেছে। (২) মায়ের বদ দোয়া কবুল হয়না। কারণ মায়ের বদ দোয়া ও দোয়া ও অনুগ্রহ শুন্য হয়না।

পূণ্যবান সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি বন্দেগীর হক আদায় করে। তাহাকে যে ভাবে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সে ভাবেই আদেশ পালন করিতে থাকে।

বাররুন অর্থ নেকী। পুণ্যবান সন্তান এমন সন্তান যে পিতার সহিত নেককাজ করে। পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহার করে। পিতামাতার সন্তুষ্টির আশায় সচেষ্ট থাকে।

মুসাফির বলিতে আল্লাহর পথে সফর কারী বোঝানো হইয়াছে। যেমন হজ্জ যাত্রী, জেহাদের জন্য যাওয়া মুজাহিদ, তালেবে এলেম। তবে সাধারণ মুসাফিরও হইতে পারে।

রোজদারের ইফতারের আগের সময় বিনয় ও নম্রতার সময়। ইফতারের পরের সময় হইতেছে সন্তুষ্টি ও শোকরিয়ার সময়। উভয় সময়েই দোয়া কবুল হইয়া থাকে।

একজন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে অন্য মুসলমানের জন্য দোয়া করা হইলে ইহাতে লোক দেখানো ভাব অথবা অহংকার থাকেনা। যদি কাহারো সামনে এমন ভাবে তাহার জন্য দোয়া করা হয় যে সে শুনিতে না পায় তবে এই দোয়াও গোপনীয় দোয়ার মধ্যে শামিল হইবে।

রাসূল ﷺ বলেন, যে মুসলমান নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাহার অবর্তমানে দোয়া করে সেই দোয়া কবুল করা হয়। সে ব্যক্তির নিকট সে সময় একজন ফেরেশতা থাকে। সে যখন দোয়া করে ফেরেশতা তখন আমিন বলে। সেই ফেরেশতা এ কথাও বলে যে, তুমিও যেন তাহার মতো পাও।

মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া না করে বা জুলুমের জন্য দোয়া না করে ততক্ষণ তাহার দোয়া কবুল করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কথা না বলে যে, আমি দোয়া করিয়াছি কিন্তু কবুল হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার দোয়া কবুল হয়।

ইসমে আজম

মহান আল্লাহর ইসমে আজমের সহিত দোয়া করা হইলে সেই দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। ইসমে আজমের উছিলা দিয়া আল্লাহর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হইলে আল্লাহ তাহা দিয়া দেন। ইসমে আজম হইতেছে−

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ছোবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্ জোয়ালেমীন।

অর্থাৎ− তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই , তুমি পবিত্র এবং আমি নিজের উপর জুলুম করিয়াছি।

ইসমে আজমের সহিত আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন কিছু চাহিলে আল্লাহ সেই আবেদন অপূর্ণ রাখেন না। ইসমে আজমের সহিত দোয়া করা হইলে আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করেন। ইসমে আজমের সহিত দোয়া হইতেছে−

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ

الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিআন্নী আশ্‌হাদু আন্নাকা আন্‌তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তাল আহাদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থাৎ− হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আবেদন করিতেছি তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি বেনিয়াজ। তুমি কাহারো দ্বারা সৃষ্টি নয় তুমি কাউকে জন্ম দাওনা। কেহ তোমার সমকক্ষ নহে। ইসমে আজম হইতেছে আল্লাহ তায়ালা আল আজম। ইবনে আবু শায়বা একথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবি শায়বার বর্ণনায় এভাবে রহিয়াছে যে, হে আল্লাহ তায়ালা আমি তোমার নিকট এই উছিলা দিয়া আবেদন করিতেছি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি এক তুমি বেনিয়াজ,তোমার দ্বারা কাহারো জন্ম হয়না তুমি ও কাহারো জন্ম নহে। তোমার সমতুল্য কেহ নাই।

আল্লাহ তায়ালার নাম অত্যন্ত সম্মানিত। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া যখন দোয়া করা হয় তখন সেই দোয়া কবুল হয়। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া যখন কিছু চাওয়া হয় তখন আল্লাহ দান করেন। এভাবে দোয়া করিতে হইবে, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আবেদন করিতেছি, সকল প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি একা , তোমার কোন শরিক নাই। তুমিই মেহেরবান, তুমিই দাতা, তুমিই আকাশ যমীন সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সম্মানিত এবং তুমি দানশীল।

নীচের দুইটি আয়াতেও ইসমে আজম রহিয়াছে। একটি আয়াতে বলা হইয়াছে−

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۞

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইলাহুকুম্ ইলাহুঁও ওয়াহেদ, লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহীম।

অর্থাৎ− তোমাদের মাবুদ এক আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

আরেকটি আয়াতে বলা হইয়াছে−

الٓمّٓ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ۞

উচ্চারণ ঃ আলিফ লাম মীম। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।

অর্থাৎ− আলিফ লাম মীম। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি জীবিত তিনি চিরঞ্জীব।

ইসমে আজম তিনটি সূরায় রহিয়াছে। সেই তিনটি সূরা হইতেছে, সূরা বাকারা , সূরা আলে ইমরাম এবং ত্ব-হা।

আমি মনে করি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম হইতেছে ইসমে আজম। দুইটি হাদীসে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। ওয়াহেদ রচিত আদদোয়া কিতাবে ইউসুফ ইবনে আবদুল আলার মাধ্যমে একটি হাদীস আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। আরেকটি হাদীস কাসেম আবদুর রহমান শামীর মাধ্যমে পৌছিয়াছে। তিনি তাবেয়ী। তিনি সাহাবী হযরত আবু উসামা (রাঃ) এর বিশ্বস্ত ছাত্র।

ইসমে আজম সম্পর্কিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে ইসমে আজম সম্পর্কে অবগত করিব? ইসমে আজমের সহিত আল্লাহর নিকট দোয়া করা হইলে তিনি সেই দোয়া কবুল করেন এবং কোন আবেদন করা হইলে সেই আবেদন কবুল করেন। ইসমে আজম হইতেছে লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দোয়া কি হযরত ইউনুস (আঃ) এর জন্য একাই নির্ধারিত ছিল? রাসূল ﷺ বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণা শ্রবণ করো নাই।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ– আমি তাহার ফরিয়াদ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাহাকে দুশ্চিন্তা হইতে নাজাত দিয়াছি। ঈমানদারদের আমি এভাবেই রক্ষা করি। (সূরা আম্বিয়া)

অর্থাৎ এই দোয়া সকলের জন্য।

ইসমে আজম আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহের মধ্যে শবে কদরের মতোই গোপন রাখা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহ জেকের করিয়া যিনি যে নামে উপকার পাইয়াছেন তিনি সেই নামকেই ইসমে আজম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন শবে কদর চিহ্নিতও করার ক্ষেত্রে যিনি যে তারিখের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সেই তারিখের কথা বলিয়াছেন। তবে সকলে একটা বিষয়ে একমত যে ইসমে আজম হইতেছে আল্লাহ শব্দ। কারণ আল্লাহ শব্দ আল্লাহ তায়ালার ইসমে জাত বা সত্তাবাচক নাম। এছাড়া আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য নাম হইতেছে গুণ বাচক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।

সাইয়েদ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর ইসমে জাত এই শর্তে ইসমে আজম যখন তুমি আল্লাহ বলিবে তখন তোমার মনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু থাকিবেনা। এরকম হইলে আল্লাহ নামের প্রভাব সৃষ্টি হইবে।

ইমাম জয়নুল আবেদীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ইসমে আজম শিখাইয়া দিন। এই আবেদনের জবাবে আল্লাহ তায়ালা ইমাম জয়নুল আবেদীনকে স্বপ্নে জানান যে ইসমে আজম হইতেছে, হুয়াল্লাহুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বিল আরশিল আজিম।

ইসমে আজম সম্পর্কে আউলিয়ায়ে কেরামের অনেক বক্তব্য রহিয়াছে। আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী এ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন একটি দোয়ার মধ্যে সকল বিশেষজ্ঞের বর্ণিত বক্তব্য উল্লেখিত হইয়াছে। দোয়াটি এই –

اللّٰهم انى اسئلك بان لك الحمد لااله الاانت ياحنان يامنان يابديع السموات والارض، ياذا الجلال والاكرام، ياخير الوارثين، ياارحم الراحمين، ياسميع الدعاء، ياالله، ياعالم، ياسميع، ياعليم، ياحليم، ياملك الملك، يامالك، ياسلام، ياحق، ياقديم، ياقائم، يا غنى، يامحيط ياحكيم، ياعلى، ياقاهر، يارحمن، يارحيم، ياسريع، ياكريم، يامخفى، يامعطى، يامانع، يامحى، يامقسط، ياحى، ياقيوم ياحمد، ياحمد، يارب، يارب، يارب، يارب، ياوهاب، ياغفار، ياقريب، يالااله الاانت سبحانك انى كنت من الظالمين،انت حسبى ونعم الوكيل

অর্থাৎ– হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট একারণেই আবেদন করিতেছি যেহেতু সকল প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। হে করুনা নিধান হে দয়ালু দাতা, হে আকাশ যমীনের সৃষ্টিকর্তা হে সম্মানিত সত্তা, হে ক্ষমা শীল মনিব, হে উত্তম ওয়ারিশ, হে রহমত কারী দয়ালু, হে অভিযোগ শ্রবণ কারী, হে আল্লাহ হে আল্লাহ হে আল্লাহ, হে জ্ঞানী, হে শ্রবণ কারী, হে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞ, হে দয়াবান হে প্রজ্ঞাবান হে দুনিয়ার মালিক, হে

দোজাহানের বাদশাহ, হে দোষ মুক্ত সত্তা, হে সত্যবাদী. হে চিরঞ্জীব, হে সৃজনকারী, হে বেনিয়াজ হে বেপরোয়া, হে হেকমত ওয়ালা, হে সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হে বিজয়ী, হে মেহেরবান, হে পরম করুনাময়, হে দ্রুত পাকড়াও কারী, হে ক্ষমাশীল হে পাপ মোনেকারী, হে দানশীল. হে নিয়ন্ত্রনকারী, হে জীবন দানকারী, হে ন্যায় বিচারক, হে প্রশংসার যোগ্য, হে পালন কারী, হে পালন কারী, হে পালনকারী, হে দানশীল হে ক্ষমাশীল হে নিকটবর্তী, হে মাবুদ তুমি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা নাই। তুমি পাকপবিত্র, আমি আমার নিজের উপর জুলুম কারীদের আন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট। আমার জন্য তোমার হেফাজই যথেষ্ট।

উপরোক্ত হাদীস হইতে জানা যায় যে, ইসমে আজম হইতেছে লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম। হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন সূরা বাকারা সূরা আলে ইমরান এবং সূরা তো-হায় রহিয়াছে। তবে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানে প্রায় একই রকমের শব্দ রহিয়াছে। সূরা বাকারা রহিয়াছে লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম। সূরা আলে ইমরানে রহিয়াছে আলিফ লাম মীম। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম? কিন্তু সূরা ত্বোয়া ভিন্ন রকমের শব্দ রহিয়াছে। সেখানে আছে যে, অ আনাতিল উজুহু লি হাইঈল কাইউম।

কাজেই বলা যায় যে, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া এবং আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইউম হইতেছে ইসমে আজম।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং সেসব নামের বৈশিষ্ট্য

আসমায়ে হুসনা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সুন্দর নাম। এই নাম শুধু নিরানব্বইটি নহে আরো নাম রহিয়াছে। লাওয়ামেহুন নুজুম গ্রন্থে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার এক হাজার এমন নাম রহিয়াছে যেসব নাম তিনি ব্যতীত অন্য কেহ জানেনা। আরো এক হাজার নাম রহিয়াছে যেসব নাম শুধু ফেরেশতাগণ জানে। আরো এক হাজার নাম এমন রহিয়াছে যেসব নাম মুসলমানদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল নামের তিনশত নাম তাওরীতে তিনশত নাম ইনজিলে তিন শত নাম যবুরে এবং একশত নাম কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরআনে উল্লেখিত একশত নামের মধ্যে নিরানব্বইটি নাম প্রকাশ্য আর একটি নাম গোপনীয়। সেই গোপনীয় নামই হইতেছে ইসমে আজম।

মাওলানা কুতুবউদ্দিন তাহার হিসনে হাসীন গ্রন্থের অনুবাদে আসমায়ে হুসনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যা হইতে এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যাইতেছে।

হযরত আবু ওবায়েদ উল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নাম কোরআনে তালাশ করিয়াছি। একশত তেরটি নাম পাইয়াছি কিন্তু এসব নামের কিছু কিছু নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন গাফের গাফুর , গাফফার ইত্যাদি। একাধিকবার উল্লেখ করা নামকে একবার উল্লেখ করা হইলে নিরানব্বইটি নাম পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, আল্লাহর সুন্দর নাম রহিয়াছে, তোমরা তাঁহাকে সেই সকল নামে ডাকো।

আসমা নামের অর্থের পার্থক্য রহিয়াছে। ইমাম বোখারী এবং অন্যান্যরা মুখস্থ করা এবং স্মরণ করা অর্থ বুঝাইয়াছেন। কোন কোন আলেম আছমা শব্দের অর্থ পড়া বলিয়াও উল্লেখ করেন। কেহ এই শব্দের অর্থ ঈমান আনা, অর্থ জানা অর্থের উপর আমল করাও বুঝাইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন আছমা শব্দের অর্থ হইতেছে কোরআন মজীদ মুখস্থ করা। কারণ এই সকল নামই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। বান্দার উচিত আসমায়ে হুসনার অর্থ নিজের মনে জাগরুক করা এবং এই সকল নামের গুনাবলীতে গুনান্বিত হওয়া।

১। الله (আল্লাহ)

ফায়দা ঃ এই নাম দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বোঝানো হয়না। এই নাম হইতেছে আল্লাহ তায়ালার সত্তাবাচক নাম। আল্লাহ নাম আল্লাহর সকল নামের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। এ কারণে অনেক আলেম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহ নামই হইতেছে ইসমে আজম।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন একহাজার বার আল্লাহ সকালে উচ্চারণ করিবে তাহার অন্তর হইতে সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় দূর হইয়া যাইবে। তাহার মনে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস স্থাপিত হইবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি আল্লাহ নাম ওজিফা স্বরূপ পাঠ করে এবং দোয়া করে তবে তাহার রোগ আরোগ্য হইবে। প্রত্যেক নামাযের পর যদি একশত বার করিয়া আল্লাহ নাম পাঠ করা হয় তবে সেই ব্যক্তির কাশফ হইতে থাকিবে।

২। الرحمن (আর-রাহমানু)– পরম করুণাময়

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা মাখলুকাতের উপর সবসময় করুনা বর্ষণ করেন। অভাব গ্রস্তদের অভাব দূর করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রত্যেক নামাজের পর ১০০ বার করিয়া আররাহমান পাঠ করিবে তাহার অন্তর হইতে সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যভাব দূর হইয়া যাইবে।

৩। الرحيم (আর-রাহীমু) – অতি দয়ালু

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার আররাহীম শব্দ পাঠ করিবে সে যাবতীয় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এছাড়া আল্লাহর সকল মাখলুক তাহার প্রতি সদয় হইবে।

৪। الملك (আল্ মালেকু) – বাদশাহ

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র বাদশাহ। কাজেই তাঁহার আনুগত্যের মধ্যেই রহিয়াছে মানুষের মুক্তি কল্যাণ ও সম্মান। আল্লাহ ব্যতীত কাহারো নিকট সাহায্য চাওয়া যাইবেনা কাউকে ভয় করা যাইবেনা। একজন আল্লাহর ওলীর নিকট অন্য একজন কিছু উপদেশ চাহিলে তিনি বলিলেন, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ হইয়া যাও। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন ও আকাঙ্খাকে দুনিয়া হইতে ছিন্ন করো। এই নাম কেহ যদি আলকুদ্দুস নামের সহিত মিলাইয়া পাঠ করে তবে রাজত্বের অধিকারী হইবে তাহার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হইবে। যদি রাজত্বের অধিকারী না হয় তবে তাহার নাম সব সময় তাঁহার নিয়ন্ত্রনে থাকিবে। মর্যাদা ও সম্মান লাভের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অসাধারণ ও অতুলনীয়।

৫। القدوس (আল্ কুদ্দুসু) – সকল দোষ হইতে যিনি মুক্ত

ফায়দা ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার পর যে ব্যক্তি এই নাম পাঠ করিবে তাহার মন পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইবে। জুমার নামাযের পর এই নাম আছছুব্বুহ নামের সহিত মিলাইয়া রুটির টুকরোর উপর ফুঁ দিয়া খাইলে মানুষ ফেরেশতার মত গুন অর্জন করিবে। শত্রুর নিকট হইতে আত্মগোপনের সময় এই নাম যতো বেশী সংখ্যক সম্ভব পাঠ করিবে। মুসাফির যদি সফরের সময় এই নাম পাঠ করে তবে কখনো ক্লান্ত হইবেনা। এইনাম যদি ৩৩০ বার পড়িয়া মিষ্টি জিনিসে দম করিয়া শত্রুকে খাওয়ানো হয় তবে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হইবে।

৬। السلام (আস্ সালামু) – শান্তি দাতা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম ১১৫ বার কোন রোগীর উপর পড়িয়া দম করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আরোগ্য দান করিবেন। যদি সব সময় এই নাম পাঠ করা হয় তবে ভয়মুক্ত হইবে।

৭। المؤمن (আল্-মু'মিনু) রেহাইদাতা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম পাঠ করিবে অথবা লিখিয়া এই নাম সঙ্গে রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শয়তানের কুমন্ত্রনা হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কোন মানুষও তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেনা। সেই ব্যক্তির ভেতর বাহির আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তায় থাকিবে। অধিক পরিমানে এই নাম পাঠ করিলে মাখলুক তাহার অনুগত হইবে।

৮। المهيمن (আল-মুহাইমিনু) রক্ষাকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি গোসল করিয়া এই নাম ১১৫ বার পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হইবে। সব সময় পাঠ করিলে সকল বিপদ আপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৯। العزيز (আল আযীযু) পরাক্রম শালী

ফায়দা ঃ ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি ৪১ বার এই নাম পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি কখনো কাহারো মুখাপেক্ষি হইবেনা। সেই ব্যক্তি কোন অপমান হওয়ার পর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিবে। ইহা ছাড়াও এই নামের আরো অনেক বিস্ময়কর উপকারিতা রহিয়াছে।

১০। الجبار (আল জাব্বারু) ক্ষমতা শালী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি ২২৬ বার সকাল সন্ধা এই নাম পাঠ করিবে সে ব্যক্তি অত্যাচার ও অন্য লোকের ক্রোধ হইতে নিরাপদ থাকিবে। সে সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইবে। আংটিতে এই নাম খোদাই করিয়া যে ব্যক্তি সঙ্গে রাখিবে মানুষের মনে তাহার প্রভাব সৃষ্টি হইবে।

১১। المكبر (আল মুতাকাব্বিরু) সৌরবান্বিত

ফায়দা ঃ স্ত্রী সহবাসের আগে যে ব্যক্তি দশবার এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পূন্য বান সন্তান দান করিবেন। যে কোন কাজ শুরু করার আগে এই নাম পাঠ করিয়া কাজ শুরু করিলে সেই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে।

১২। الخالق (আল খালিকু) সৃজনকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করিবেন। সেই ফেরেশতা সেই ব্যক্তির জন্য এবাদত করিবে। এছাড়া সেই ব্যক্তির চেহারা নূরানী হইবে।

১৩। البارئ (আল বারীউ) সৃষ্টি কর্তা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সপ্তাহে একশতবার আলবারিউ এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কবরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখিবেননা।

১৪। المصور (আলমুসাউবিরু) আকৃতি গঠন কারী

ফায়দা ঃ যে বন্ধ্যা মহিলা সাতদিন রোযা রাখিয়া প্রতিদিন ইফতারের সময়ে আল মুসাউবিরু একশতবার করিয়া পাঠ করিবে এবং পানিতে দম করিয়া সেই পানি খাইবে, সে গর্ভধারণ করিবে ও সুসন্তান জন্ম গ্রহণ হইবে।

১৫। الغفار (আল গাফ্ফারু) পাপ মার্জনাকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি আছরের নামাযের পর একশত বার ইয়া গাফফারো এক সঙ্গে পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। তারপর তাহাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল করিয়া নিবেন।

১৬। القهار (আল কাহ্হারু) কঠিন শাস্তিদাতা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম নিয়মিত ভাবে পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার মন হইতে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা বাহির করিয়া দিবেন। সেই ব্যক্তি বালা মছিবত হইতে দূরে থাকিবে। সেই ব্যক্তির মনে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হইবে।

১৭। الرزاق (আর রায্যাকু) রিযিকদাতা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সুবহে সাদেকের পর ফজরের নামাযের আগে নিজের ঘরের চার কোনে দশবার করিয়া এই নাম পড়িবে তাহার ঘরে দারিদ্রতা এবং অসুস্থতা প্রবেশ করিবেনা। তবে এই নাম পাঠ করার সময় কেবলা মুখী হইয়া পাঠ করিবে এবং ডান দিক হইতে পড়িতে শুরু করিবে।

১৮। الفتاح (আল ফাত্তাহু) ক্ষমা দানকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি দারিদ্র অবস্থায় দিন কাটায় সে সব সময় এই নাম পাঠ করিবে। অথবা লিখিয়া নিজের সঙ্গে রাখিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার দারিদ্র দূর করিয়া দিবেন। এমন ব্যতিক্রম অবস্থা দেখিয়া সে অবাক হইবে।

১৯। الفتاح (আল ফাত্তাহু) বিজয়দানকারী

ফায়দা ঃ ফজরের নামাযের পর বুকে হাত বাঁধিয়া যে ব্যক্তি কয়েক বার সওয়াবের নিয়তে এই নাম পাঠ করিবে,আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তর হইতে সকল কালিমা দূর করিয়া দিবেন। তাহার অন্তর নূরে আলোকিত হইবে।

২০। العليم (আল আলীমু) যিনি সবকিছু জানেন

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। তাহার সামনের জ্ঞান ও ভালমন্দের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে।

২১। القابض (আল কাবিদু) আয়ত্তকারী

ফায়দা ঃ চল্লিশ দিন যাবত যে ব্যক্তি খাদ্যের চারটি লোকমায় এই নাম লিখিয়া সেই খাদ্য গ্রহণ করিবে সে ক্ষুধা হইতে এবং কবর আযাব হইতে মুক্তি পাইবে।

২২। الباسط (আল বাসিতু) প্রসারকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সেহেরীর সময় হাত তুলিয়া মনে মনে দশবার এই নাম পাঠ করিবে তারপর দুই হাত মুখে মুছিবে সে ব্যক্তি কখনো কোন বিষয়ে কাহারো মুখাপেক্ষি হইবেনা।

২৩। الخافض (আল খাফিজু) রক্ষাকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি তিনদিন রোযা রাখিবে তারপর চতুর্থ দিন একটি মজলিসে সত্তরবার আলখাফেজু পাঠ করিবে, সে শত্রুর উপর জয়যুক্ত হইবে।

২৪। الرافع (আর রাফিউ) উন্নতি প্রদানকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রতি চন্দ্র মাসের চৌদ্দতম মধ্যরাতে একশতবার আর রাফেউ পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কোন মাখলুকের মুখাপেক্ষি রাখিবেন না।

২৫। المعز (আল মুয়িয্যু) সম্মান দাতা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সোমবার বা শুক্রবার মাগরিবের নামাযের পর চল্লিশবার ইয়া মুয়িয্যুপড়িতে থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে লোকদের মধ্যে সম্মানিত এবং প্রভাবশালী করিবেন।

২৬। المذل (আল মুযিল্লু) অপমান প্রদানকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারী বা খারাপ ব্যক্তিকে ভয় পায় সে যদি ৭৫ বার আল-মুযিল্লু নাম পাঠ করে এবং সেজদায় গিয়া বলে, হে আল্লাহ আমাকে নিরাপদ রাখো তবে আল্লাহ তাহাকে নিরাপদ রাখিবেন।

২৭। السميع (আস্‌সামীউ) যিনি সব কিছু শোনেন

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার চাশতের নামাযের পর পাঁচশত বার অথবা একশত পঞ্চাশ বার ইয়া সামীউ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল দোয়া কবুল করিবেন। তবে পাঠ শুরু করার পর কাহারো সঙ্গে কথা বলা উচিত হইবেনা। যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ফজরের ছুন্নত এবং ফরজের মাঝখানে একশত বার পাঠ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ দয়ার দৃষ্টি রাখিবেন।

২৮। البصير (আল বাসীরু) যিনি সবকিছু দেখেন

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর একশত বার ইয়া বাসীরু পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তাহার অন্তরে ঈমানের নূর দান করিবেন।

২৯। الحكم (আল হুকমু) আদেশ প্রদানকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি জুমার রাতে এই নাম অধিক পাঠ করিবে করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কাশফ ও এলহাম দ্বারা সম্মানিত করিবেন।

৩০। العدل (আল আদ্‌লু) ন্যায় বিচারক

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি জুমার দিনে অথবা জুমার রাতে বিশ টুকরা রুটির উপর এই নাম লিখিয়া সেই রুটি খাইবে মহান আল্লাহ পাক সকল মাখলুককে তাহার অনুগত করিয়া দিবেন।

৩১। اللطيف (আল্ লাতীফু) সূক্ষ্নদর্শী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি চরম দারিদ্রতার মধ্যে রহিয়াছে, অথবা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোন সঙ্গী সাথী যাহার নাই, অথবা রোগাক্রান্ত অবস্থায় সেবাযত্ন করার মতো কেহ নাই, অথবা ঘরে যুবতী মেয়ে রহিয়াছে বিবাহের জন্য প্রস্তাব আসেনা। এসকল সমস্যার সম্মুখীন হইলে ভালো ভাবে ওজু করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবে তারপর নিজের মাকছুদ আল্লাহর নিকট প্রকাশ করিবে। আল্লাহ তায়ালা মাকছুদ পূর্ণ করিবেন।

৩২। الخبير (আল খাবীরু) সবকিছুর যিনি খবর রাখেন

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি কোন দাসত্বের শিকারে পরিণত হইয়াছে সে যদি নিয়মিত ভাবে এই নাম পাঠ করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবেন।

৩৩। الحليم (আল হালীমু) ধৈর্যশীল

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি একশত বার এই নাম কাগজে লিখিয়া ধুইয়া সেই পানি নিজের ফসলের ক্ষেতে ছিটাইয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা সেই ফসলের হেফাজত করিবেন এবং ফসলে বরকত হইবে।

৩৪। العظيم (আল আযীমু) মহান

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা এই নাম পাঠ করিবে সে মানুষের দৃষ্টিতে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করিবে।

৩৫। الغفور (আল গাফূরু) ক্ষমাশীল

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িবে অথবা রোগাক্রান্ত হইবে সে এই নাম এগারবার কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইবে তারপর সেই ভেজা কাগজ রুটিতে ছাপ মারিয়া সেই রুটি খাইবে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তিকে রোগ হইতে এবং দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি দিবেন।

৩৬। الشكور (আশ্ শাকূরু) কৃতজ্ঞতা

ফায়দা ঃ কেহ যদি আর্থিক অনাটনে পতিত হয়, বা দুঃখকষ্ট দুশ্চিন্তায় পড়ে তবে প্রতিদিন ৪১ বার এই নাম পড়িবে এবং পানিতে দম করিবে। তারপর দম করা কিছু পানি পান করিবে কিছু পানি চোখে ছিটাইয়া দিবে। ইনশাল্লাহ অভাব অনটন হইতে মুক্তি পাইবে।

৩৭। العلى (আল আলীয়্যু) উচ্চ ও উন্নত

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম সব সময় পাঠ করিবে এবং লিখিয়া নিজের সঙ্গে রাখিবে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি হইবে।

৩৮। الكبير (আল কাবীরু) গৌরান্বিত

ফায়দা ঃ কেহ যদি নিজের পদ হইতে অপমানিত হয় সে যেন সাতটি রোযা রাখে। এবং প্রতিদিন একহাজার বার করিয়া এই নাম পাঠ করে। ইনশাল্লাহ সে ব্যক্তি উক্ত পদে পুনরায় বহাল হইবে। এছাড়া মর্যাদা ও সম্মান লাভ করিবে।

৩৯। الحفيظ (আল হাফীযু) রক্ষাকর্তা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তির পানিতে ডুবিয়া যাওয়ার আগুনে পোড়ার বা জখম হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সে ব্যক্তি এই নাম লিখিয়া হাতের বাহুতে বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে উল্লিখিত আশঙ্কা হইতে নিরাপদ থাকিবে। হারানো কোন জিনিষ পাওয়ার জন্য ৪১ বার ইয়া হাফীজু পড়িয়া খোজ করিলে পাওয়া যাইবে।

৪০। المقيت (আল মুকীতু) খাদ্য ও অন্ন যিনি দান করেন

ফায়দা ঃ একটি খালি পাত্রে সাতবার এই নাম পড়িয়া দম করিবে তারপর উহাতে পানি লইয়া সেই পানি নিজে পান করিবে অথবা অন্যকে নির্দিষ্ট কোন নিয়তে পান করাইবে। ইনশায়াল্লাহ্ উদ্দেশ্য হাসিল হইবে।

৪১। الحسيب (আল হাসীবু) যিনি হিসাব পরীক্ষা করেন

ফায়দা ঃ কেহ যদি, শত্রু, মন্দ প্রতিবেশী অথবা বদনজর লাগার আশঙ্কা করে তবে ৮ দিন যাবত প্রতিদিন সকাল সন্ধায় হাছবি আল্লাহুল হাছিব পাঠ করিবে। আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন।

৪২। الجليل (আল জালীলু) মহিমান্বিত

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি মেশক জাফরান দিয়া এই নাম লিখিয়া নিজের নিকট রাখিবে অথবা ধুইয়া পান করিবে সকল মানুষের নিকট সম্মান লাভ করিবে।

৪৩। الكريم (আল কারীমু) অনুগ্রহকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি রাতে ঘুমাইবার সময় এই নাম পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইবে ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আলেম এবং পূণ্যবান লোকদের মত সম্মান দান করিবেন।

৪৪। الرقيب (আর রাকীবু) নিরীক্ষণ কারী/ অভিভাবক

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন এবং নিজের ধন সম্পদের উপর এক শতবার এই নাম পাঠ করিবে তবে সে শত্রু এবং সকল বিপদ আপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

৪৫। المجيب (আল মুজীবু) দোয়া যিনি কবুল করেন

ফায়দা ঃ কেহ যদি বেশী বেশী পরিমানে এই নাম পাঠ করিয়া দোয়া করে তবে তাহার দোয়া কবুল হয়। যদি লিখিয়া নিজের নিকট রাখে তবে বালামুসিবত হইতে নিরাপদ থাকে।

৪৬। الواسع (আল ওয়াসিউ) সীমাহীন

ফায়দা ঃ কেহ যদি এই নাম বেশী বেশী পাঠ করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য দান করিবেন।

৪৭। الحكيم (আল হাকীমু) হেকমত সম্পন্ন

ফায়দা ঃ কেহ এই নাম নিয়মিত পাঠ করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিবেন। কোন কাজ শুরু করিয়া শেষ করিতে না পারিলে এই নাম পাঠ করিবে, ইহাতে সহজেই সেই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

৪৮। الودود (আল ওয়াদুদু) শ্রেষ্ঠ বন্ধু

ফায়দা ঃ এক হাজার বার ইয়া ওয়াদূদু পাঠ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের উপর ফুঁদিয়া সেই খাবার স্বামী স্ত্রী একত্রে খাইবে। ইহাতে উভয়ের মধ্যে সমপ্রীতির বন্দন স্থাপিত হইবে শত্রুতা বা মনোমালিন্য থাকিলে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

৪৯। المجيد (আল মাজীদু) বুজুর্গী সম্পন্ন

ফায়দা ঃ কেহ যদি কোন প্রকার যন্ত্রনাদায়ক অসুখ যেমন কুষ্ঠ বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয় সে ব্যক্তি চন্দ্র মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখে রোযা রাখিবে এবং ইফতারের সময় এই নাম অধিক পরিমাণে পাঠ করিবে। তারপর পানিতে ফুঁদিয়া সেই পানি রোগীকে খাওয়াইবে। ইনশাল্লাহু আরোগ্য হইবে।

৫০। الباعث (আল বায়িসু) পুনরুথ্যান কারী

ফায়দা ঃ প্রতিদিন ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর হাত রাখিয়া একশতবার এই নাম পাঠ করিবে তাহার অন্তর এলেম ও হেকমত দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে।

৫১। الشهيد (আশ্ শাহীদু) সদা বিদ্যমান

ফায়দা ঃ কাহারো ছেলে বা মেয়ে অবাধ্য হইলে সকাল বেলা তাহার কপালে হাত রাখিয়া মুখ আকাশের দিকে ফিরাইবে এবং ২১ বার ইয়া শাহীদু পাঠ করিবে, ইনশাল্লাহ সেই সন্তান অনুগত ও পুণ্যবান হইবে।

৫২। الحق (আল হাক্কু) হক

ফায়দা ঃ কেহ যদি চার কোন বিশিষ্ট কাগজের চার কোনে আলহাক্কু লিখিয়া সেহেরীর সময় সেই হাতের তালুতে রাখিয়া আকাশের দিকে সেই কাগজ

উচুঁ করিয়া দোয়া করে সেই ব্যক্তি যাবতীয় ক্ষতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। কোন জিনিস হারাইয়া গেলে এই আমল করিলে হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইবে।

৫৩। الوكيل (আল ওয়াকীলু) কার্যসম্পাদনকারী

ফায়দা ঃ কেহ যদি হঠাৎ করিয়া কোন বিপদে পড়ে বা কোন কারণে ভয়ের মধ্যে থাকে তবে বেশী করিয়া এই নামের ওজিফা পাঠ করিবে, আল্লাহর রহমতে সে সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

يَاقَوِيُّ

৫৪। القوى (আল ক্বাবিয়্যু) শক্তিশালী

ফায়দা ঃ শক্তি শালী শত্রুকে কেহ পরাজিত করিতে ব্যর্থ হইলে কিছু আটা মাখাইয়া এক হাজার গুটি তৈরী করিবে। তারপর প্রত্যেক গুটিতে ইয়া কাবিয়্যু নাম লিখিয়া শত্রু দমনের নিয়তে মোরগকে খাইতে দিবে। ইনশাল্লাহ শত্রু পরাজিত হইবে।

يَا

৫৫। الْمَتِيْنُ (আল মাতীনু) অটল

ফায়দা ঃ সন্তান হওয়ার পর যে মহিলার স্তনে দুধ কমিয়া যায় সেই মহিলাকে এই নাম ৪১ বার লেখা কাগজ ধুইয়া পানি পান করাইবে। ফলে ইনশাল্লাহ তাহার স্তনে প্রচুর দুধ আসিবে।

৫৬। الولى (আল ওয়ালীয়্যু) বন্ধু

ফায়দা ঃ নিজের স্ত্রীর চরিত্রের ও আচরনের কারণে কেহ সন্তুষ্ট না হইলে স্ত্রীর সামনে এই নাম মনে মনে পাঠ করিবে। ইনশাল্লাহ স্ত্রী সৎ এবং চরিত্রবান হইবে।

৫৭। الحميد (আল হামীদু) প্রশংসিত

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম বেশী বেশী পাঠ করিবে তাহার আচরণ প্রশংসিত হইবে। কেহ যদি অন্যের কথায় এবং রূক্ষ কথা হইতে নিজেকে সংযত করিতে না পারে তবে সে পানি পানের পেয়ালায় এই নাম লিখিবে তারপর সেই পাত্রে সব সময় পানি পান করিবে। আল্লাহর রহমতে অনেক রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করিবে।

৫৮। المحصى (আল মুহসী) সংখ্যা ও গণনা রক্ষাকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি জুমার রাতে এই নাম এক হাজার বার পাঠ করিবে সে কবর আযাব এবং কেয়ামতের হিসাব নিকাশের সময় নিরাপদ থাকিবে। নিয়মিত এই নাম যে ব্যক্তি পাঠ করিবে তাহার দ্বারা কোন প্রকার ভুল কাজ সম্পন্ন হইবেনা।

৫৯। المبدئ (আল মুবদীউ) প্রথম সৃষ্টি কারী)

ফায়দা ঃ গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভপাতের আশঙ্কা বিদ্যমান হইলে স্বামী যদি গর্ভবতীর পেটের উপর হাত রাখিয়া নিরানব্বইবার এই নাম পাঠ করে তবে সেই মহিলার গর্ভপাত নষ্ট হইবে না।

৬০। المعيد (আল মুয়ীদু) পুনরায় সৃষ্টি কারী

ফায়দা ঃ নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলে অথবা নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান পাইতে চাহিলে ঘরের চার কোনে এই নাম গভীর রাতে সবাই ঘুমাইবার পর প্রতি কোনে সত্তর বার পাঠ করিবে। ইনশাল্লাহ অল্প কিছু দিনের মধ্যে সেই ব্যক্তির খবর পাইবে অথবা সে ফিরিয়া আসিবে।

৬১। المحيى (আল মুহয়ী) জীবনদানকারী

ফায়দা ঃ অসুস্থ ব্যক্তি নিয়মিত এই নাম পাঠ করিলে অথবা নিজে ১০০ বার পড়িয়া অন্য কোন অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁ দিলে সেই রোগী সুস্থ হইয়া যাইবে।

৬২। المميت (আল মুমীতু) মৃত্যুদানকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তির প্রবৃত্তি নিজের নিয়ন্ত্রনে নাই সে রাতে শয়নকালে বুকের উপর হাত রাখিয়া এই নাম পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলে প্রবৃত্তি তাহার অনুগত হইয়া যাইবে।

৬৩। الحى (আল হাইয়্যু) চিরজীবিত

ফায়দা ঃ প্রতিদিন তিনহাজার বার যে ব্যক্তি এই নাম পাঠ করিবে সে কখনো অসুস্থ হইবেনা। যে ব্যক্তি চীনা মাটির পাত্রে মেশক ও জাফরানের পানি

দ্বারা এই নাম লিখিয়া মিঠা পানিতে ধুইয়া পান করিবে অথবা কোন রোগীকে পান করাইবে সে আরোগ্য হইয়া যাইবে ইনশাআল্লাহ।

৬৪। القوم (আল কাইয়্যুমু) বিশ্বসত্তা ও ধারক

ফায়দা ঃ সেহেরীর সময়ে যে ব্যক্তি এই নাম অধিক পরিমানে পান করিবে, মানুষের মনে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। নির্জনে বসিয়া কেহ এই নাম পাঠ করিলে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিবে। ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কেহ এই নাম পাঠ করিলে তাহার অলসতা দূর হইয়া যাইবে।

৬৫। الواجد (আল ওয়াজিদু) বৃহৎ ধনী

ফায়দা ঃ খাদ্য খাওয়ার সময় যে ব্যক্তি এই নাম বার বার পড়িবে সেই খাদ্য তাহার অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং অন্তর নূরানী হইবে।

৬৬। الماجد (আল মাজিদু) সৌরবময়

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নির্জনে বেশী করিয়া এই নাম পাঠ এবং পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িবে তাহার অন্তরে আল্লাহর নূর প্রকাশ পাইবে।

৬৭। الواحد الاحد (আল ওয়াহিদু) তিনি এক অদ্বিতীয় একক

ফায়দা ঃ প্রতিদিন এই নাম যে ব্যক্তি এক হাজার বার পাঠ করিবে তাহার অন্তরে মাখলুকের প্রতি ভালোবাসা ও ভয় দূর হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির সন্তান হয়না সে যদি এই নাম ১১১১ বার লিখিয়া নিজের নিকটে রাখে নেক সন্তান লাভ করিবে।

৬৮। الصمد (আস্ সামাদু) যিনি কাহারো মুখাপেক্ষি নন

ফায়দা ঃ সেহেরীর সময় সেজদায় গিয়া যে ব্যক্তি ১১৫ বা ১২৫ বার এই নাম পাঠ করিবে তাহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সততা অর্জিত হইবে। যে ব্যক্তি ওজুর সাথে এই নামের ওজিফা পাঠ করিবে সে মাখলুকের মুখাপেক্ষি থাকিবেনা।

৬৯। القادر (আল কাদিরু) শক্তিধর

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া এই নাম অনেক বার পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার শত্রুদের অপমানিত ও পরাজিত করিবেন। কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইলে যে ব্যক্তি ৪১ বার এই নাম পড়িবে তাহার সমস্যা দূরীভূত হইবে।

৭০। المقتدر (আল মুকতাদিরু) ক্ষমতাশালী

ফায়দা ঃ ঘুম হইতে উঠার পর যে ব্যক্তি বেশী পরিমানে এই নাম পড়িবে তাহার সকল কাজ সহজভাবে সমাধা হইয়া যাইবে।

৭১। المقدم (আল মুকাদ্দিমু) উন্নতি দানকারী

ফায়দা ঃ যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি অধিক পরিমানে এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শক্তি দান করিবেন এবং শত্রুদের আক্রমন হইতে রক্ষা করিবেন।

৭২। المؤخر (আল মুআখখিরু) অবনতি দাতা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম বেশী করিয়া পাঠ করিবে তাহার খালেছ তওবা নসীব হইবে। যে ব্যক্তি একশত বার এই নাম নিয়মিত পাঠ করিবে সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিবে।

৭৩। الاول (আল আউয়ালু) অনাদি বা যিনি প্রথম)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তির পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনা সে ৪০ দিন যাবত এই নাম নিয়মিত পাঠ করিবে। ইনশায়াল্লাহ ইচ্ছা পূরণ হইবে।

৭৪। الاخر (আল আখিরু) যিনি সবার শেষে থাকিবেন

ফায়দা ঃ বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর যাহার নেক আমলের শক্তি কম হয় সে ব্যক্তি নিয়মিত ইয়া আখেরো পাঠ করিবে। ইনশায়াল্লাহ খাতেমা বিল খায়ের হইবে।

৭৫। الظاهر (আয্ যাহিরু) প্রকাশমান

ফায়দা ঃ এশরাকের নামায আদায় করার পর যে ব্যক্তি এই নাম পাঁচ শতবার পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার চোখের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিবেন।

৭৬। الباطن (আল বাতিনু) অপ্রকাশ্য বা অদৃশ্য

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৩৩ বার এই নাম নিয়মিত পাঠ করিবে তাহার উপর আধ্যাত্মিক রহস্য প্রকাশ পাইতে শরু করিবে।

৭৭। الوالى (আল ওয়ালীউ) মালিক কর্তা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নামের ওজিফা পাঠ করিবে সে হঠাৎ বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে। কোন ঘর বালামুসিবত হইতে নিরাপদ রাখিতে চাহিলে খালি পাত্রে এই নাম লিখিয়া তারপর সেই পাত্রে পানি পূর্ণ করিবে। পানি পূর্ণ করার পর ঘরের দেয়ালে বা বেড়ায় সেই পানি ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে সকল প্রকার বালা মুসিবত হইতে সেই ঘর নিরাপদ থাকিবে। কাউকে বশীভূত করিতে চাহিলে এগারবার এই নাম পাঠ করিবে ইনশাল্লাহ সে অনুগত হইয়া যাইবে।

৭৮। المتعال (আল মুতাআলিউ) উচ্চ হইতে উচ্চ

ফায়দা ঃ বেশী পরিমানে এই ওজিফা পাঠ করিলে তাহার সকল প্রকার সংকট দূর হইয়া যাইবে। যে মহিলা হায়েজের সময় এই নাম বেশী বেশী পাঠ করিবে তাহার হায়েজের কষ্ট দূর হইবে।

৭৯। البر (আল বাররু) পরম উপকারী

ফায়দা ঃ মদপান ব্যভিচার ইত্যাদি মন্দ কাজে যে ব্যক্তি লিপ্ত সে প্রতিদিন সাতবার এই নাম পড়িবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভালোবাসায় জড়াইয়া পড়িবে সে যেন এই নাম বেশী বেশী পাঠ করে। ইনশায়াল্লাহ তাহার অন্তর হইতে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হইবে।

৮০। التواب (আত্ তাওয়াবু) কৃপা দৃষ্টি কারী এবং তওবা গ্রহণ কারী

ফায়দা ঃ চাশতের নামাযের পর তিনশত ষাটবার এই নাম পড়িতে থাকিবে। ইহাতে খাঁটি তওবা করার তওফীক হইবে। গুনাহ্ সমূহ মাফ পাওয়া যাইবে, যে ব্যক্তি এই নাম বেশী পাঠ করিবে তাহার জন্য সকল কাজ সহজ হইয়া যাইবে। কোন জালেম বা অত্যাচারী ব্যক্তির সামনে এই নাম দশবার পাঠ করা হইলে সেই অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যাইবে।

৮১। المنتقم (আল মুনতাক্বিমু) অপরাধীর শাস্তি দাতা

ফায়দা ঃ কোন ব্যক্তি সত্য ও ন্যায় নীতির উপর বিদ্যমান থাকিয়া যদি শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম না হয় তবে তিন জুমা পর্যন্ত এই নাম বেশী পরিমানে পাঠ করিবে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সেই শত্রুর নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।

৮২। العفو (আল আফুউও) ক্ষমাকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি বেশী বেশী করিয়া এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

৮৩। الرءوف (আর রাউফু) স্নেহবান

ফায়দা ঃ এই নাম যে ব্যক্তি বেশী পরিমানে পাঠ করিতে থাকিবে সমগ্র মাখলুক তাহার উপর সদয় হইবে। সেই ব্যক্তিও মাখলুকের উপর সদয় হইবে। যে ব্যক্তি দশবার দরূদ শরীফ এবং দশবার এই নাম পাঠ করিবে তাহার ক্রোধ দূর হইবে। অন্য ক্রোধান্বিত ব্যক্তির উপর ফুঁ দিলে তাহার ক্রোধ ও কমিয়া যাইবে।

৮৪। مالك الملك (মা-লিকুল মুল্কী) সমগ্র পৃথিবীর মালিক

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সব সময় এই নাম পড়িতে থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্পদ শালী করিয়া দিবেন এবং মাখলুকের ক্ষতি হইতে হেফাজত করিবেন। সেই ব্যক্তি কাহারো মুখাপেক্ষী থাকিবেনা।

৮৫। ذوالجلال والاكرام (যুল জালা-লি ওয়াল ইকরাম)

সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি দানকারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সব সময় এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মান ও মহত্ব দান করিবেন এবং মাখলুকের অনিষ্ট হইতে হেফাজত করিবেন।সে ব্যক্তি কাহারো মুখাপেক্ষী থাকিবেনা।

৮৬। المقسط (আল মুক্বসিতু) ন্যায় বিচার কারী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এই নাম একশত বার পাঠ করিবে সে ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনা এবং কুমন্ত্রনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। সাতবার এই নাম কেহ পড়িলে মাকছুদ অর্জিত হইবে।

৮৭। الجامع (আল জামিউ) সকলকে যিনি একত্রিত করিবেন

ফায়দা ঃ আত্মীয় স্বজন হইতে যদি কেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি চাশতের সময় গোসল করিবে। তারপর আকাশের দিকে মুখ করিয়া দশবার এই নাম পড়িবে এবং একটি আঙ্গুল বন্ধ করিবে। এই ভাবে প্রতি দশবার পড়ার পর আঙ্গুল বন্ধ করিবে। অবশেষে উভয় হাত মুখমন্ডলের উপর ফিরাইবে। অতি শীঘ্র তাহারা সবাই একত্রিত হইবে।

৮৮। الغنى (আল গানীয়্যু) ধনী

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৭০বার এই নাম পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার ধন সম্পদের মধ্যে বরকত দিবেন এবং সে কাহারো মুখাপেক্ষী থাকিবেনা। যে ব্যক্তি কোন বাহ্যিক রোগ অথবা আভ্যন্তরীন রোগের সম্মুখীন হইবে সে নিজের সকল অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের উপর ফুঁ দি্তে থাকিবে। আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করিবে।

৮৯। المغنى (আল মুগনীয়্যু) ধন সম্পদ যিনি দান করেন

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে এবং শেষে দরূদ শরীফ যুক্ত করিয়া এই নাম এগারবার ওজিফার মতো পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ঐশর্য্য দান করিবেন।

৯০। المانع (আল মানিউ) যিনি নিধন বা বিপদহীন করেন

ফায়দা ঃ যদি কাহারো স্ত্রীর সহিত ঝগড়া হয় তবে রাতে শয়ন কালে বিছানায় গিয়া ২০ বার এই নাম পড়িবে, ইনশাল্লাহ ঝগড়া ও তিক্ততা দূর হইয়া যাইবে এবং উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হইবে। যে ব্যক্তি বেশী সময় এই নাম পড়িবে সে সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি বিশেষ কোন জায়েজ উদ্দেশ্যে এই নাম পড়া হয় তাহার সেই মাকসুদ অর্জিত হইবে।

৯১। الضار (আদ্ দাররু) ক্ষতির মধ্যে পতিত করেন যিনি

ফায়দা ঃ শুক্রবার রাতে যে ব্যক্তি একশত বার এই নাম পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দৃঢ়তা দান করিবেন এবং সে মাকছুদে পৌছিতে সক্ষম হইবে।

৯২। النافع (আন্ নাফিউ) যিনি লাভবান করেন

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নৌকায় আরোহন করিয়া এই নাম পাঠ করিতে থাকিবে সে সকল বিপদ মসিবত হইতে নিরাপদ থাকিবে। যে ব্যক্তি কাজ শুরু করার সময় ৪১ বার আননাফেউ পাঠ করে তবে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। স্ত্রী সহবাসের সময় যে ব্যক্তি এই নাম পড়িবে ইনশাল্লাহ সে নেককার সন্তান লাভ করিবে।

৯৩। النور (আন্ নূরু) তিনি আলো

ফায়দা ঃ জুমার রাতে সাতবার সূরা নূর এবং একহাজার বার এই নাম পড়িলে তাহার অন্তর আল্লাহর নূরে আলোকিত হইবে।

৯৪। الهادى (আল হা-দীয়ু) হেদায়েত দানকারী

ফায়দা ঃ আকাশের দিকে হাত উঠাইয়া কেহ যদি অধিক পরিমানে এই নাম পাঠ করে তারপর মুখের উপর সেই হাত ফিরায় সে পরিপূর্ণ হেদায়েত লাভ করিবে এবং শাফায়াত লাভ কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯৫। البديع (আল বাদীয়ু) নমুনা বিহীন অবস্থায় যিনি সৃষ্টি করেন

ফায়দা ঃ যদি কেহ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে ৭০ বার অথবা একহাজার বার ইয়া বাদিউচ্ছ সামাওয়াতে অলআরদে পাঠ করিবে। ইনশায়াল্লাহ তাহার সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

৯৬। الباقى (আল বাক্বীয়ু) চিরস্থায়ী

ফায়দা ঃ জুমার রাতে এই নাম যে ব্যক্তি এক হাজার বার পাঠ করিবে সে সকল প্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে আল্লাহর রহমতে নিরাপদ থাকিবে। তাহার সকল নেক আমল আল্লাহ তায়ালা কবুল করিবেন।

৯৭। الوارث (আল ওয়ারিসু) যিনি সকলের উত্তরাধিকারী

ফায়দা ঃ প্রতিদিন সূর্য উদয়ের সময় যে ব্যক্তি এই নাম একশত বার পাঠ করিবে সে দুঃখ দুশ্চিন্তা হইতে নিরাপদ থাকিবে। মৃত্যুর সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। মৃত্যুর পর সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিবে। বেশী পরিমানে যে ব্যক্তি এই নাম পাঠ করিবে সে নিজের সময় কালে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে।

৯৮। الرشيد (আর রাশীদু) সৎপথ প্রদর্শক

ফায়দা ঃ নিজের কোন সমস্যার সমাধান করিতে কেহ যদি ব্যর্থ হয় কিভাবে সমাধান করিবে বুঝিতে না পারে তবে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে এই নাম একহাজার বার পাঠ করিবে। যেই সমাধান তাহার জন্য মঙ্গলজনক সেই সমাধান হইবে। নিয়মিত এই নাম পাঠ করিলে সকল জটিলতা হইতে মুক্তি পাইবে।

৯৯। الصبور (আস সাবূরু) ধৈর্য ধারনকারী

ফায়দা ঃ কেহ যদি সূর্য উদয়ের আগে একশতবার এই নাম পাঠ করে সেই ব্যক্তি সেদিনের সকল বিপদ মুসিবত হইতে নিরাপদ থাকিবে। শত্রু এবং বিদ্রোপ পোষণকারীদের মুখ বন্ধ থাকিবে। কেহ কোন রকম বিপদের সম্মুখীন হইলে সে এক হাজার বার এই নাম পড়িবে। ইহাতে সেই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং মানসিক শান্তি লাভ করিবে। শত্রুদের শত্রুতা করার প্রবনতা কমিয়া যাইবে, শাসকের সামনে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ থাকিলেও তাহার ক্রোধ পশমিত হইবে। রাসূল (সঃ) এক ব্যক্তিকে ইয়া জুল জালালে আল একরাম পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন, তোমার আবেদন আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি যাহা ইচ্ছা আল্লাহর নিকট চাও।

যে ব্যক্তি ইয়া আররাহামুর রাহেমীন অর্থাৎ হে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী এই দোয়া করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। সেই ফেরেশতা সেই ব্যক্তিকে বলে যে, পরম করুনাময় আল্লাহ তোমার প্রতি মনযোগী হইয়াছেন তুমি যাহা ইচ্ছা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো।

তিরমিজির একটি হাদীসে রহিয়াছে যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চায় জান্নাত বলে হে আল্লাহ তুমি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। যেব্যক্তি তিনবার দোযখের আগুন হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চায় দোযখ বলে হে আল্লাহ তুমি তাহাকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করো।

যে ব্যক্তি পাঁচটি কথা বলিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে সে আল্লাহর নিকট যাহা চাহিবে আল্লাহ তাহাকে তাহাই দিবেন। সেই পাঁচটি কথা হইতেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই তিনি লাশারিক এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার জন্যই সকল বাদশাহী সকল প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত তিনিই। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তি রাখেন। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই তিনি ছাড়া অন্য কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই।

দোয়া কবুল হওয়ার পর আল্লাহর শোকর আদায় করা

তোমরা কেন দোয়া করোনা? তোমরা জানো যে কাহাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। যেমন রোগীর দোয়া, মুসাফিরের দোয়া, আল্লাহ কবুল করেন। তাহারা কেন আল্লাহর নিকট দোয়া করেনা? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাহার বিজয় ও সম্মানের কারণেই সকল কাজ সপন্ন হইয়া থাকে।

সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করিবার দোয়া সমূহ

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّمَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ⊛ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ⊛

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুর্‌রু মাআ ইস্‌মিহী শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস্‌ সামীউ'ল আ'লীম। আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্‌ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা।

অর্থাৎ– মহান আল্লাহর নামের সহিত শুরু করিতেছি। তাঁহার নামের সহিত কোন জিনিসই যমীন ও আকাশে ক্ষতি করিতে পারেনা। তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। তিনবার করিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে। দোয়াটি এই –

আমি আল্লাহর নামের সহিত তাহার মাখলুকের অকল্যাণ হইতে তাঁহার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

ফায়দা ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-কে আমি একথা বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি পাঠ এই দোয়া করিবে আল্লাহ তায়ালা সেদিন তাহাকে আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিবে সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য নিযুক্ত করা হয়। মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি শহীদী মৃত্যু বরণ করে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রহিয়াছে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে রাসূল! গতরাতে বিচ্ছুর দংশনে আমি খুব কষ্ট পাইয়াছি। রাসূল ﷺ বলিলেন, মনে রাখিবে,তুমি যদি আউজু বেকা লেমাতিল্লাহ দোয়া পাঠ করিতে তবে তোমার কোন কষ্টই হইতনা। যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতরনের সময়ে এই দোয়া পাঠ করিবে সেই মনজিল হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু তাহার ক্ষতি করিতে পারিবেনা।

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۞ هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ- هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ- اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ- سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহিস্ সামীই'ল আ'লীমে মিনাশ শাইতোআনির রাজীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু, আলিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহীম। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু, আল্ মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরু, সোবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। হুয়াল্লাহুল খালেকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আস্‌মাউল হুস্‌না, ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম।

অর্থাৎ– আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট যিনি শ্রবণ করেন ও জানেন, অভিশপ্ত শয়তান হইতে পানাহ চাহিতেছি। (এই কালেমা তিনবার পাঠ করিবে। তারপর এই আয়াত পড়িবে।) তিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি অদৃশ্যে ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি। তিনি পবিত্র। তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক। তিনিই পরাক্রম শালী তিনিই প্রবল। তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরিক স্থির করে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা হাশরের এই তিনটি আয়াতের তেলাওয়াত করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। সেই ফেরেশতাগণ সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য

রহমতের দোয়া করিতে থাকে। যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তবে সকাল পর্যন্ত রহমতের ও মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে। উক্ত সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তবে সে শহীদী মৃত্যু বরণ করে।

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ- يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ- وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ-

অর্থাৎ– সূরা এখলাছ তিনবার সূরা ফালাক তিনাবার সূরা নাছ তিনবার পাঠ করিবে। যখন তোমাদের সামনে সন্ধ্যা আসিবে বা তোমাদের সামনে সকাল আসিবে তখন তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করিবে। আকাশ ও যমীনে তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। রাত্রিকালে এবং দুপুরেও তাঁহার প্রশংসা করিবে। তিনি মৃত হইতে বাহির করেন। তিনি মৃতকে জীবিত করেন। যমীন শুকিয়ে যাওয়ার পর তিনি সেই যমীনকে সজীব করেন। এভাবেই একদিন তোমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা সূরা এখলাছ, সূরা ফালাক এবং সূরা নাছ পাঠ করা সকল জিনিসের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করিবে সেদিনের অন্যান্য ওজিফা যদি তাহার বাদ পড়িয়া যায় তবুও সেই ব্যক্তি সেই সব ওজিফার সওয়াব পাইবে। যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তবে রাত্রিকালে বাদ পড়িয়া যাওয়া ওজিফার সওয়াব সে লাভ করিবে।

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত ও অন্যান্য দোয়া

রাসূল ﷺ বলিলেন, যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুয়সী পাঠ করিবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্ররোচনা এবং বালা মুসিবত হইতে নিরাপদ থাকিবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে। সে সকাল পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে নিরাপদ থাকিবে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ- لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ- لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ- مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ- یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ- وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ- وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ- وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا- وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তাখুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাওম। লা হুমা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আরদি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' ইন্'দাহু ইল্লা বিইয্‌নিহী, ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়া মা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ই'লমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসিআ' কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম।

অর্থাৎ– আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। তাহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সামনে ও পিছনে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ও করিতে পারেনা। তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। ইহাদের রক্ষণা বেক্ষন তাঁহাকে ক্লান্ত করেনা। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা)

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حٰمٓ- تَنْزِیْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ- غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ذِی الطَّوْلِ- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَیْهِ الْمَصِیْرُ-

উচ্চারণ ঃ হা-মীম! তানযীলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আযীযিল আলীম গাফিরিয্ যাম্বি ওয়া কাবিলিত্ তাওবি শাদীদিল ইকাবি যিত্ তাওলি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইলাইহিল মাসীর।

অর্থাৎ– হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হইতে। যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট। (সূরা মোমেন)

ফায়দাঃ রাসূল বলিয়াছেন যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসীএবং সূরা মোমেনের উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল প্রকার বিপদ আপদ এবং অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উক্ত আয়াত পাঠ করিবে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকিবে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۝ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَیْرَ مَا فِیْ هٰذَا الْیَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِی النَّارِ وَعَذَابٍ فِی الْقَبْرِ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۝ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ هٰذَا الْیَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَاتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ۝ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَیْنَا وَبِكَ نَحْیٰی وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَیْكَ النُّشُوْرُ۝ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ۝ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَیْءٍ وَمَلِیْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَشَرِّ الشَّیْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ نَقْتَرِفَ عَلٰی اَنْفُسِنَا سُوْءًا اَوْ نَجُرُّهٗ اِلٰی مُسْلِمٍ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَجَمِیْعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَا

ئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَاۤاِلٰهَ اِلَّاۤاَنْتَ وَحْـــدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ
وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ۞

উচ্চারণ ঃ আস্‌বাহ্‌না ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর। রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আউযু বিকা মিন্ শার্‌রি মা ফী হাযাল্ ইয়াউমি ওয়া শার্‌রি মা বা'দাহু রাব্বি আউযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়া সূয়িল্ কেবারি রাব্বি আউযু বিকা মিন আযাবিন ফিন্নারে ওয়া আযাবিন ফিল কাবরি।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়া সূয়িল কিবারি ওয়া ফেতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া আযাবিল কাবরি।

আস্‌বাহনা ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরা হাযাল ইয়াওমি ওয়া ফাত্‌হাহু ওয়া নাস্‌রাহু, ওয়া নূরাহু, ওয়া বারাকাতাহু, ওয়া হুদাহু ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা' বা'দাহু।

আল্লাহুম্মা বিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর।

আস্‌বাহনা ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি লা শারীকা লাহু, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর।

আল্লাহুম্মা ফাতিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি আলেমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি রাব্বি কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালাইকাতাহু, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আউযু বিকা মিন শাররি নাফ্‌সী ওয়া শার্‌রিশ শায়তোআনি ওয়া শিরকিহী ওয়া আন্ নাক্‌তারিফা আলা আনফুসিনা সুআন আও নাজুর্‌রুহু ইলা মুসলিমিন্।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌বাহ্‌তু উশ্‌হিদুকা ওয়া উশ্‌হিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামীআ' খালকিকা বি-আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌বাহ্‌তু উশ্‌হিদুকা ওয়া উশ্‌হিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামীআ খালকিকা আন্নাকা আন্‌তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

অর্থাৎ আমরা ও সমস্ত পৃথিবী আল্লাহ তায়ালার এবাদতের জন্যই সকাল করিয়াছি। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন অংশীদার নাই। তাঁহার জন্যই সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হে আমার প্রভু, আজকের দিনের মধ্যে যাহা কিছু আমার সম্মুখীন হইবে এবং যাহা কিছু ইহার পর আমার সম্মুখীন হইবে এবং যাহা কিছু ইহার পর আমার সম্মুখীন হইবে আমি ওই সব কিছুর কল্যাণ প্রর্থনা করিতেছি। যাহা কিছু আজকার দিনের মধ্যে আমার সম্মুখীন হইবে সেই সব কিছুরই অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি। হে আমার প্রতিপালক, আমি অলসতা এবং ক্ষতিকর বার্ধক্য হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি। হে আমার প্রতিপালক, আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ! আমি অলসতা ও ক্ষতিকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেৎনা এবং কবর আযাব হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি। আমরা এবং দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদতের জন্যই সকাল করিয়াছি। যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আজকার দিনের কল্যাণ এবং আজকার দিনের নূর বরকত এবং হেদায়েত কামনা করিতেছি। আজকের দিনের সকল জিনিসের অকল্যাণ ও ক্ষতি হইতে তোমার পানাহ চাহিতেছি। যাহা কিছু পরে আসিবে তাহার অকল্যাণ হইতেও তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আমরা এবং সমগ্র দুনিয়া আল্লাহর এবাদতের জন্য সন্ধ্যা করিয়াছি। যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক । হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আজকের রাতের কল্যাণ এবং নূর বরকত ও হেদায়েতের জন্য আবেদন করিতেছি। তোমার নিকট এই রাতের ক্ষতি এবং প্রর্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ আমরা তোমার কুদরতের দ্বারাই সকাল করিয়াছি এবং তোমার কুদরতের দ্বারা সন্ধ্যার সম্মুখীন হইয়াছি। তোমার কুদরতে আমরা জীবিত থাকি এবং মৃত্যু বরণ করি। তোমার নিকটেই আমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা এবং সকল দুনিয়া আল্লাহর জন্যই সকাল করিয়াছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই কেয়ামতের দিন তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হে আকাশ যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ। দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী। সকল বস্তুর প্রতিপালক ও বাদশাহ। আমি সাক্ষ্য দিতেছি তুমি ব্যতীত আর কেহ এবাদতের উপযুক্ত নহে। আমি নফস ও শয়তানের অপকারিতা এবং তাহার ফাঁদ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় লইতেছি। আমরা নিজের প্রবৃত্তির উপর কোন প্রকার অকল্যাণ অথবা কোন মুসলমানের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে আল্লাহ! আমি এমন অবস্থায় সকাল করিতেছি যে, আমি তোমাকে এবং তোমার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের এবং অন্য সকল

ফেরেশতাদের এবং তোমার সকল সৃষ্টিকে একথার উপর সাক্ষী করিতেছি। হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ আমি এই অবস্থায় সকাল করিতেছি যে, আমি তোমাকে এবং আরশ বহনকারী তোমার ফেরেশতাদের এবং অন্য সকল ফেরেশতাদের এবং তোমার সকল সৃষ্টিকে একথার উপর সাক্ষ্য করিতেছি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোন অংশীদার নাই। আমি সাক্ষী দিতেছি এই কথার উপর যে, মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَّ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَ مِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ۞ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّايَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আস্আলুকাল আ'ফিয়াতা ফিদ্ দুনইয়া ওয়াল্ আখিরাহ! আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আ'ফুওয়া ওয়াল আফি'য়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনইয়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্তুর আ'ওরাতী ওয়া আমিন্ রাওআ'তী। আল্লাহুম্মাহফিয্ নী মীম্ বাইনে ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খাল্ফী ওয়া আইঁ ইয়ামিনী ওয়া আ'ন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আউযু বিআযমাতিকা আন্ উ'গ্তালা মিন তাহতী।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা ইয়ামুতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি কামনা করিতেছি। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। ইহাছাড়া নিজের দ্বীন দুনিয়া পরিবার পরিজন ধন সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ আমার দোষ গোপন করো। আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করো। হে আল্লাহ আমাকে হেফাজত করো। আমার সামনে পিছনে ডানে বামে আমাকে হেফাজত করো। আমি হঠাৎ করিয়া নীচের দিক হইতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া হইতে

তোমার মহত্বের আশ্রয় কামনা করিতেছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাহার কোন শরীক নাই। সকল রাজত্ব তাঁহার জন্য সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরসঙ্গী। তাঁহার মৃত্যুনাই। তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী। আমরা আল্লাহ তায়ালাকে নিজেদের প্রতিপালক এবং ইসলামকে নিজেদের দ্বীন, মোহাম্মদ ﷺ কে নিজেদের নবী হিসাবে মানিয়া নিলাম। আমরা ইহার উপর রাজি ও সন্তুষ্ট হইলাম।

ফায়দাঃ হাদীসে রহিয়াছে যে, কেহ যদি সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করে তাহার আমল নামায় হযরত ইসমাইলের বংশধরের একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব দেওয়া হইবে। তাহার আমলনামায় দশটি নেকী অতিরিক্ত লিখিয়া দেওয়া হয়। সকালে পড়িলে রাত পর্যন্ত শয়তানের প্ররোচনা হইতে নিরাপদ থাকে। রাতে পড়িলে সকাল পর্যন্ত শয়তানের প্ররোচণা হইতে নিরাপদ থাকে।

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا۞

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ لِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْبِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۞

উচ্চারণ ঃ রাদ্বীনা বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিলইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যা।

রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিলইসলামি দ্বীনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাসূলা।

আল্লাহুম্মা মা আস্বাহা লী মিন্ নি'মাতিন্ আও বিআহাদিম্ মিন্ খালকিকা, ফামিন্কা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা ফালাকাল্ হামদু ওয়া লাকাশ্ শোকরু।

অর্থাৎ আল্লাহকে প্রতিপালক ইসলামকে দ্বীন মোহাম্মদ ﷺ কে নবী মানিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আহমদ এবং কিবরানিতে রাসূলান শব্দ দ্বারা মোহাম্মদ ﷺ এর রাসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট বইলাম লেখা হইয়াছে। আমি আল্লাহর প্রতি পালক হওয়ার ইসলামের দ্বীন হওয়ার উপর সন্তুষ্ট। এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে। হে আল্লাহ আমি অথবা তোমার অন্য কোন মাখলুক যে নেয়ামতই লাভ করি না কেন সেই নেয়ামত তোমার পক্ষ হইতে পাওয়া যায়। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোন শরিক নাই। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা তোমার জন্যই কৃতজ্ঞতা।

ফায়দাঃ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ প্রতিদিন সকা
সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করিতেন এবং বলিতেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করি
আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গানাম (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেন,
ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পড়িবে সে সারাদিনের শোকর আদায় করিল। যে ব্যা
রাতে এই দোয়া পড়িবে সে সারা রাতের শোকর আদায় করিল।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۞ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ، اَعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'ফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আ'ফিনী ফী সাম্‌য়ী, আল্লাহুম্মা আ'ফিনী ফী বাসারী, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফরে ওয়াল ফাকরে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরে, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

সোবহানাল্লাহি বিহামদিহি, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, মা শাআল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন, আ'লামু আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ আমার শ্রবণ শক্তি নিরাপদ করো আমার দৃষ্টি শক্তি নিরাপদ করো। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনবার এই পাঠ করিবে। আমি কুফুরী এবং পর মাখাপেক্ষিতা হইতে তোমারনিকট পানাহ চাই। হে আল্লাহ আমি কবর আযাব হইতে তোমার নিকট পানাহ চাই। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনবার এই দোয়া পাঠ করিবে। আল্লাহ পবিত্র, তাঁহার জন্যই সকল প্রশংসা। সকল শক্তি আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ যা চান সেটা হইয়া থাকে যাহা চান না তাহা হয় না। আমি জানি যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সকল জিনিসের উপর শক্তি সম্পন্ন। আল্লাহর জ্ঞান সকল জিনিসের উপর পরিব্যাপ্ত।

ফায়দাঃ রাসূল ﷺ এর সকল দোয়া জাহের ও বাতেন তথা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়ের উপর পরিব্যাপ্ত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ আমাকে শারীরিক সুস্থতা দাও। অর্থাৎ আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরাপদ রাখ। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত করিও না। আমার দেহের কোন অংশ যেন তোমার নাফরমানী না করে। আমার চোখ যেন নিষিদ্ধ কথা না শোনে। আমার পা যেন নিষিদ্ধ পথে না চলে। আমার মন যেন। নিষিদ্ধ জিনিস দেখার আগ্রহ না করেঃ তুমি যেসব কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছ সে সব হইতে আমি যেন বিরত থাকিতে পারি। আমার মন-মগজযেন তোমার প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য কিছুর বিষয়ে চিন্তা না করে। আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন তোমার আনুগত্য করে।

আল্লাহ যাহা চান তাহাই হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে এবাদতের মূল কথা। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, হে বান্দা তুমি একটি কাজ করার ইচ্ছা করো। আমিও ইচ্ছা করি। তারপর আমি যাহা চাই তাহাই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমার ইচ্ছায় রাজি হয় তাহার জন্য আমার সন্তুষ্টি রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আমার ইচ্ছায় রাজি না হয় তাহার জন্য আমার অসন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন যাহা আদেশ করেন তাহাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۞ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ۞

উচ্চারণ ঃ আস্‌বাহনা আ'লা ফিতরাতিল ইস্‌লামি ওয়া কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া আ'লা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আ'লা মিল্লাতি আবীনা ইব্রাহীমা হানীফাম মুসলিমাওঁ ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন।

ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্‌তাগীসু আস্‌লিহ লী শানী কুল্লাহু ওয়ালা তাকিল্‌নী ইলা নাফসী তারফাতা আই'নিন।

অর্থাৎ ইসলামের ফিতরাত, ইসলামের কালেমা এবং এখলাছের উপর আমরা সকাল করিয়াছি। আমাদের মাহবুব রাসূল ﷺ এর মজহাবের উপর আমরা আমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর সকাল করিয়াছি। ইব্রাহীম ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং মুসলমান তিনি মুশরিক ছিলেন না। মোসনাদে আহমদ

এবং তিবরানিতে সকাল ও সন্ধ্যা বর্ণিত হইয়াছে। নাসাইতে শুধু সকালের ক[থা]
বলা হইয়াছে। হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী, তোমার রহমতের দোহা[ই]
আমার সকল অবস্থা ভালো করিয়া দাও। আমার স্বভাবের উপর আমাকে অট[ল]
রাখিওনা।

ফায়দাঃ আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে প্রথমে নিজের উপর ঈমান আনা[র]
আদেশ দিয়াছেন। একারণে রাসূল ﷺ এই দোয়া পাঠ করিতেন। হযর[ত]
বেলাল (রাঃ) এবং অন্যরা যখন আযান দিতেন তখন আশহামদু আন্না মোহাম্মাদা[র]
রাসূলুল্লাহ উচ্চারণের সময় আনা আনা বলিতেন। অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিতেছি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় কাফেরদের সহিত যুদ্ধ
করার সময়ে আমি রাসূল ﷺ এর নিকটে হাজির হইলাম। সে সময় আমি
দেখিতে পাইলাম রাসূল ﷺ মাটিতে মাথা রাখিয়া ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু
পাঠ করিতেছেন। আমি কিছুক্ষণ পর চলিয়া গেলাম এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ
করিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার গিয়া দেখি রাসূল ﷺ এই ভাবে সেজদারত
অবস্থায় ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বলিতেছেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাহার
রাসূলকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাইলেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ
لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ۞ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَاَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ، فَاغْفِرْلِىْ
فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ۞ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ وَاَحَقُّ مَنْ عُبِدَ
وَاَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِىَ وَاَرْاَفُ مَنْ مَّلَكَ وَاَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطٰى،
اَنْتَ الْمَلِكُ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَانِدَّ لَكَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ لَنْ
تُطَاعَ اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصٰى اِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصٰى فَتَغْفِرُ

اَقْرَبُ شَهِيْدٍ وَاَدْنٰى حَفِيْظٍ، حُلْتَ دُوْنَ النُّفُوْسِ وَاَخَذْتَ بِالنَّوَاصِىْ
وَكَتَبْتَ الْاٰثَارَ وَنَسَخْتَ الْاٰجَالَ، اَلْقُلُوْبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَا
نِيَةٌ، اَلْحَلَالُ مَا اَحْلَلْتَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالدِّيْنُ مَا شَرَعْتَ وَالْاَمْرُ مَا
قَضَيْتَ وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنْتَ اللّٰهُ الرَّؤُفُ الرَّحِيْمُ اَسْاَلُكَ
بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَلَكَ
وَبِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْلَنِىْ فِىْ هٰذِهِ الْغَدَاةِ اَوْفِىْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ
وَاَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্‌তানী ওয়া
আনা আবদুকা ওয়া আনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্‌তাতা'তু আবুউ লাকা
বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযাম্‌বী ফাগফির লী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্
যুনুবা ইল্লা আন্‌তা আউযু বিকা মিন্ শাররি মা সানা'তু।

আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাকতানী ওয়া আনা
আবদুকা ওয়া আনা আ'লা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাতা'তু আউযু বিক্, মিন
শাররি মা সানা'তু আবূউ বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্‌বী ফাগফির লী
ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্‌তা।

আল্লাহুম্মা আন্‌তা আহাক্কু মান যুকিরা ওয়া আহাক্কু মান উবিদা ওয়া আন্‌সারু
মানিব্‌তুগিয়া, ওয়া আরআফু মাম মালাকা ওয়া আজওয়াদু মান্ সুয়িলা, ওয়া
আওসাউ মান আ'তা, আনতাল মালিকু লা শারীকা লাকা, ওয়াল ফারদু লা নিদ্দা
লাকা, কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজ্‌হাকা, লান্ তুতাআ' ইল্লা বি-ইয়নিকা ওয়া
লান্ তু'সা ইল্লা বিইল্‌মিকা, তুতাউ ফাতাশ্‌কুরু, ওয়া তু'সা ফাতাগফিরু,
আকরাবু, শাহীদিন ওয়া আদ্‌না হাফীযিন্ হুল্‌তা দুনান্ নুফুসে ওয়া আখায্‌তা
বিন্নাওয়াসী ওয়া কাতাবতাল আছারা ওয়া নাসাখাতিল আজালা আলকুলুবু লাকা
মুফ্‌যিয়াতুন ওয়াস সির্‌রু ইন্দাকা আ'লানিয়্যাতুন। আল্‌হালাল মা আহ্‌লালতা
ওয়াল হারামু মা হার্‌রামতা ওয়াদ্দ্বীনু মা শারা'তা ওয়া আন্‌তাল্লাহুর রাউফুর
রাহীম। আস্‌আলুকা বিনুরে ওয়াজহিকাল্লাযী আশ্‌রাকাত লাহুস সামাওয়াতি ওয়াল্
আরদি ওয়া বিকুল্লি হাক্কিন হুয়া লাকা, ওয়া বিহাক্কিস সায়েলীনা আলাইকা আন্

তুকীলানী ফী হাযিহিল গাদাতি আও ফী হাযিহিল আশিয়্যাতি ওয়া আন্ তুজীরানী মিনান্ নারি বিকুদরাতিকা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা। তোমার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছি যথা সম্ভব সেই আঙ্গীকারের উপর অবিচল রহিয়াছি। আমার উপর তোমার যে নেয়ামত রহিয়াছে সে কথা আমি স্বীকার করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি ব্যতীত অন্য কেউ পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেনা। আমি যেসব অন্যায় করিয়াছি সেসব হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা। নিজের সাধ্য মতো তোমার সহিত কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল রহিয়াছি। আমি যেসব পাপ অন্যায় করিয়াছি তাহা হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আমার উপর তোমার যেসব নেয়ামত রহিয়াছে সেসব আমি স্বীকার করিতেছি। আমি নিজের কৃত পাপের কথা স্বীকার করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেউ পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেনা।

হে আল্লাহ যাহাদের কথা স্মরণ করা হয় তুমিই সেই স্মরণের অধিক উপযুক্ত। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী যাহাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। তুমিই সকল মালিকের মধ্যে অধিক দয়ালু। যাহাদের নিকট কিছু চাওয়া হয় তাহাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র দান করিতে পারো। দাতাদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দাতা। তুমি বাদশাহ। তোমার কোন শরিক নাই। তুমি এক ও অদ্বিতীয় কেহ তোমার সমতুল্য নাই। তুমি ব্যতীত অন্য সবকিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে।তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার আনুগত্য করা সম্ভব নহে। কোন পাপ তোমার অগোচরে করা সম্ভব নহে। তোমার এবাদত করা হইলে তুমি সেই এবাদতের মূল্য দাও গুরুত্ব দাও। তোমার নাফরমানী বা অবাধ্যতা করা হইলে তুমি ক্ষমা করো। তুমি নিকটবর্তী সাক্ষী এবং নিকটবর্তী নেগাহবান। সকল মানুষের মনের উপর তোমার নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত। সকলের ললাট তোমার নিয়ন্ত্রনে। সকলের আমল তুমিই লিখিয়াছ। জীবনকাল বা আয়ু তুমিই লিখিয়াছ। সকলের অন্তর তোমার সামনে স্পষ্ট বা খোলা। গোপনীয় জিনিস তোমার নিকট স্পষ্ট প্রকাশমান। সেই জিনিসই হালাল যাহা তুমি হালাল করিয়াছ সেই জিনিসই হারাম যাহা তুমি হারাম করিয়াছ। ধর্ম তাহাই যাহা তুমি নির্ধারণ করিয়াছ। আদেশ তাহাই যাহা তুমি দিয়াছ, সকল মাখলুক তোমারই সৃষ্টি। সকল বান্দা তোমার দান। তুমিই আল্লাহ তুমি দয়াময় তুমি করুণাময়। আমি তোমার দয়া চাই। তোমার সত্তার নূরে আকাশ যমীন আলোকিত। যাহারা চায় তাহাদের তুমি সাহায্য দান করো, তুমি এই সকালে

অথবা এই সন্ধ্যায় আমার দোষ ক্ষমা করো। তোমার পরিপূর্ণ কুদরতে তুমি আমাকে দোযখ হইতে রক্ষা করো।

ফায়দা ঃ হাদীসে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। তাহার দশটি পাপ মুছিয়া দেওয়া হয়। এছাড়া দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পায়। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শয়তান হইতে নিরাপদ রাখেন।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ⊛ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ⊛

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ⊛

উচ্চারণ ঃ হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীম।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তাঁহার উপরেই আমি ভরসা করি। তিনিই সুমহান আরশের মালিক। সাতবার এই দোয়া পাঠ করিবে।

আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার এবং তিনিই প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত। তিনি সকল জিনিসের উপর শক্তি মান। এই দোয়া দশবার পাঠ করিবে।

ছোবাহানাল্লাহ একশত বার আলহামদু লিল্লাহ একশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশত বার আল্লাহ আকবর একশত বার বলিবে।

ফায়দাঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুসিচন্তা তাহাকে মুক্ত রাখিবেন।

হাদীসে আছে যে ব্যক্তি একশতবার এই দোয়া পাঠ করিবে, রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম আমল অন্য কাহারো থাকিবে না, তবে সেই ব্যক্তির থাকিবে যে ব্যক্তি এই ব্যক্তির মতোই এই দোয়া পাঠ করিবে। অথবা আরো বেশী পাঠ করিবে। কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় নাই। যতো বেশী পাঠ করিবে ততো বেশী সওয়াব পাইবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশতবার ছোবহাল্লাহ বলিবে সে একশত বার হজ্জ সম্পন্ন করার মতো সওয়াব লাভ করিবে। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা একশতবার আলহামদুল্লিাহ পাঠ করিবে সে জেহাদে একশত ঘোড়া দান করার মতো সওয়াব পাইবে। অথবা রাসূল ﷺ বলিয়ারছন সেই ব্যক্তি একশত জেহাদ করার মতো সওয়াব পাইবে। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশের একশত ক্রীতদাস মুক্ত করিয়া দেওয়ার মতো সওয়াব পাইবে। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশতবার আল্লাহু আকবর পাঠ করিবে তাহার সমান আমল কেয়ামতের দিন অন্য কাহারো থাকিবে না শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ব্যক্তি এই ব্যক্তির মতো পাঠ করিয়াছে অথবা আরো বেশী পাঠ করিয়াছে। (মেশকাত)

আল্লামা তিবরানি হযরত আবুছায়দা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে দশবার সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দরুদ পাঠ করিয়াছে কেয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াতের উপযুক্ততা অর্জন করিবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের শেষে কোন কথা বলার আগে আমার উপর দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাহার একশত প্রয়োজন পূরণ করেন। সেই সকল প্রয়োজনের মধ্যে ত্রিশটি তাড়াতাড়ি পূরণ করা হয় এবং সত্তরটি বিলম্বে পূরণ করা হয়। যে ব্যক্তি মাগরেবের নামায শেষে কথা বলার আগে আমার উপর দরুদ পাঠ করিবে সে একই রকমের বিনিময় লাভ করিবে। (আলমানিয়া গ্রন্থে এই হাদীসের বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে।)

ঋণ পরিশোধ করা এবং দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِالرِّجَالِ۞ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ۞ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةَ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يَضْحٰى فِيْهِمَا لِلّٰهِ وَحْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ

صَلَاحًا وَّاَوْسَطَهٗ فَلَاحًا وَّاٰخِرَهٗ نَجَاحًا، اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুয্নি ওয়া আউযু বিকা মিনাল আ'য্জি ওয়াল কাসালি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখ্লি, ওয়া আউযু বিকা মিন গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া কাহরির্ রিজাল।

আম্সাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আউযু বিল্লাহিল্লাযী ইউমসিকুস্ সামাআ আন্ তাকাআ, আলাল্ আর্দি ইল্লা বিইযনিহী মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ।

আস্বাহ্না ওয়া আস্বাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আয্মাতি ওয়াল খালকু ওয়াল আমরু ওয়াল লাইলু ওয়ান নাহারু ওয়া মা ইয়াদ্বহা ফীহিমা লিল্লাহি ওয়াহ্দাহু, আল্লাহুম্মাজআ'ল আউয়ালা হাযান্ নাহারি সালাহান ওয়া আওসাতাহু ফালাহান্ ওয়া আখিরাহু নাজাহান, আস্আলুকা খাইরাদ্দুনইয়া ওয়াল্ আখিরাতি ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থাৎ কেহ যদি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়ে তবে সে যেন এই দোয়া পাঠ করে, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। দুঃখকষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি অক্ষমতা অলসতা হইতে, তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি ভীরুতা ও কৃপনতা হইতে, ঋণের আধিক্য এবং মানুষের জোরজবরদস্তি হইতে। সকাল সন্ধ্যায় নিম্মোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। তবে সন্ধ্যায় দোয়া পাঠ করার সময় আছবাহার জায়গায় আমছা এবং হাজাল ইয়াওম এর জায়গায় হাজিহিল লাইলা পাঠ করিবে। আর নুশূর এর জায়গায় আলমাছির পাঠ করিবে। সন্ধ্যায় পাঠ করার সময় একথা অতিরিক্ত পড়িবে যে, আমরা এবং আল্লাহর সমগ্র মাখলুক আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমি সেই আল্লাহ তায়ালার নিকট পানাহ চাহিতেছি যিনি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আকাশ যমীন ভাঙ্গিয়া পড়া হইতে রক্ষা করেন। সেই জিনিসের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করিয়াছেন প্রসারিত করিয়াছে এবং সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধুমাত্র সকালে অতিরিক্ত একথা যুক্ত করিবে যে, আমরা এবং সমগ্র দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য সকালে উপনীত হইয়াছি। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা শ্রেষ্ঠত্ব, সৃষ্টি, কৌশল রাত্রি দিন যাহা কিছু প্রকাশ পায় সবাই আল্লাহ তায়ালার জন্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয় হে আল্লাহ আজকের দিনের প্রথম অংশকে আমার জন্য উত্তম, মাঝের অংশকে আমার জন্য কল্যানকর এবং শেষাংশকে আমার জন্য সফলতাপূর্ণ করিয়া দাও। হে সকলের

চেয়ে অধিক দয়ালুদাতা তোমার নিকট আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করিতেছি।

ফায়দা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদিনের কথা। রাসূল ﷺ মসমজিদে আগমন করিলেন। মসজিদে আবু উসামা নামে একজন আনসারী বসিয়াছিলেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, আবু উসামা তুমি অসময়ে মসজিদে বসিয়া আছো কেন? আবু উসামা বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ! নানা রকম দুঃখ দুশ্চিন্তা এবং মানুষের ঋণ পরিশোধে অক্ষমতায় আমি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। রাসূল ﷺ বলিলেন, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাইয়া দিতেছি তুমি সকাল সন্ধ্যায় এই কয়েকটি বাক্য পাঠ করিবে। ইহাতে তোমার দুঃখদুশ্চিন্তা দূর হইয়া যাইবে এবং ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে। তুমি বলিবে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা।

হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, আমি কয়েকদিন পর্যন্ত উল্লেখিত দোয়া পাঠ করিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে আমার দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর হইয়া গেল এবং আমি সকল ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলাম।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ فِيْ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَاِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ مَاقُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْحَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ اَوْنَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيَّ ذَالِكَ كُلِّهِ مَاشِئْتَ كَانَ وَمَالَمْ تَشَأْ لَا يَكُوْنُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِكَ، اَنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۞ اَللّٰهُمَّ مَاصَلَّيْتُ مِنْ صَلٰوةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَّعْنٍ فَعَلٰى مَنْ لَعَنْتَ-اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الرِّضَابَعْدَ الْقَضَاءَ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا اِلٰى لِقَاءِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَافِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَعْتَدِيَ اَوْيُعْتَدٰى عَلَيَّ اَوْ اَكْسِبَ خَطِيْئَةً اَوْذَنْبًا لَّاتَغْفِرُهُ، اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، فَاِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاُشْهِدُكَ، وَكَفٰى بِكَ شَهِيْدًا اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَاَشْهَدُاَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا، وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ، وَاَنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نُفْسِيْ تَكِلْنِيْ اِلٰى ضُعْفٍ وَّعَوْرَةٍ وَّذَنْبٍ وَّخَطِيْئَةٍ، وَاَنِّيْ لَااَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ كُلَّهَا اِنَّهُ، لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۞

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইয়া ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু ফী ইয়াদাইকা ওয়া মিন্‌কা ওয়া ইলাইকা, আল্লাহুম্মা মা কুল্‌তু মিন কাওলিন আও হালাফতু মিন হালাফিন আও নাযারতু মিন্ নায্‌রিন ফামাশিয়্যাতুকা বাইনা ইয়াদাইয়া যালিকা কুল্লিহী। মা শিতা কানা ওয়ামা লাম তাশা' লা ইয়াকুনু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিকা ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা মা সাল্লাইতু মিন সালাতিন ফাআ'লা মান সাল্লাইতা ওয়ামা লাআ'নতু মিন লা'নিন ফাআ'লা মান লা'আন্‌তা আন্‌তা ওয়ালিয়্যি ফীদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি তাওয়াফ্‌ফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিকনী বিস্‌সালিহীন।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকার রিযা বা'দাল কাযায়ি ওয়া বারাদাল আইশি বাদাল মাওতি ওয়া লায্‌যাতান নাজরি ইলা ওয়াজ্‌হিকা, ওয়া শাওকান্ ইলা লিকায়িকা ফী গাইরি দ্বার্‌রাআ মুদ্বির্‌রাতিওঁ, ওয়ালা ফিতনাতিম্ মুদ্বিল্লাতিন, ওয়া আউযু বিকা আন্ আযলিমা আও উয্‌লামা, আও আ'তাদিয়া আও ইউ'তাদা আলাইয়া আও আকসিবা খাতিয়াতান আও যাম্‌বান লা তাগ্‌ফিরুহু। আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি যালজালালি ওয়াল্ ইকরাম। ফাইন্নী আ'হাদু ইলাইকা ফী হাযিহিল হায়াতিদ্ দুনইয়া ওয়া উশহিদুকা ওয়া কাফা বিকা শাহীদান, আন্নী আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহাদাকা লা শারীকা লাকা, লাকাল মুলকু ওয়া লাকাল হামদু ওয়া আন্‌তা আলা

কুল্লি শাইয়িন কাদীর। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা, ওয়া আশহাদু আন্না ওয়া'দাকা হাক্কুন, ওয়া লিকাআকা হাক্কুন, ওয়াস্ সাআতা আতিয়াতুল লা রাইবা ফীহা, ওয়া আন্নাকা তাব্আসু মান ফিল কুবুর। ওয়া আন্নাকা ইন্ তাকেলনী ইলা নাফসী তাকেলনী ইলা দু'ফিওঁ ওয়া আওরাতিওঁ ওয়া যামবিওঁ ওয়া খতীয়াতিন্, ওয়া আন্নী লা আসিকু ইল্লা বিরাহমাতিকা ফাগফির লী যুনুবী কুল্লাহা ইন্নাহু ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্তা, ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়াবুর রাহীম।

অর্থাৎ আমি উপস্থিত হে আল্লাহ আমি তোমার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছি। উপস্থিত হইয়াছি। তোমার আনুগত্যের জন্য আমি সচেষ্ট। কল্যাণ তোমার হাতে। কল্যাণ তোমার পক্ষ হইতে আসে। কল্যাণ তোমার সহিত সম্পর্কিত। হে আল্লাহ যাহা কিছু আমি বলিয়াছি, অথবা কসম করিয়াছি, অথবা মানত করিয়াছি তোমার ইচ্ছা সেই সব কিছুর মধ্যে সর্বগ্রাগন্য। তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা হইয়াছে যাহা চাওনাই তাহা হইবে না। শক্তি ও ক্ষমতা তোমার কারণেই। নিঃসন্দেহে তুমি সকল জিনিসের উপরই শক্তিমান।

হে আল্লাহ, আমি রহমতের জন্য যত দোয়া করিয়াছি তুমি যাহার উপর রহমত করিয়াছ সেই রকমেই আমার দোয়া কবুল করিয়া আমার উপর রহমত কর। আমি যেসব লানত করিয়াছি সেই সব লানত সেই ব্যক্তির উপর পড়ুক তুমি যাহার উপর লানত করিয়াছ। দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমিই আমার মনিব। হে আল্লাহ ইসলামের উপর আমাকে মৃত্যু দাও,আর আমাকে পূন্যশীলদের মধ্যে শামিল করিয়া লও।

হে আল্লাহ! আমি যেন তোমার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, আমি যেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনে শান্তি লাভ করি, তোমার দীদায়ের স্বাদ যেন অনুভব করিতে পারি। তোমার দীদারের আকাঙ্খা যেন আমার মনে জাগরুক থাকে। তোমার নিকট আমি পানাহ চাহিতেছি, আমি যেন কাহারো উপর জুলুম না করি আর আমার উপর যেন কেহ জুলুম করিতে না পারে। আমি যেন কাহারো উপর বাড়াবাড়ি না করি। অন্য কেহ যেন আমার উপর বাড়াবাড়ি করিতে না পারে। আমার দ্বারা যেন এরকম পাপ না হইয়া যায় যে পাপ তুমি ক্ষমা করিবে না।

হে আল্লাহ, তুমি যমীন ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা তুমি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তুমি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আমি দুনিয়ার জীবনে তোমার নিকট আঙ্গীকার করিতেছি এবং তোমাকে সাক্ষী করিতেছি, আর সাক্ষী হিসাবে তুমিই যথেষ্ট।আমি সাক্ষী দিতেছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোন শরীক নাই। সকল রাজত্ব তোমার এবং তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, তোমার অঙ্গীকার সত্য। তোমার সহিত সাক্ষাত অবশ্যই সত্য। কেয়ামত যে আসিবে ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই তুমি কবরের অধিবাসীদেরকে কবর হইতে উঠাইবে। তুমি যদি আমাকে আমার প্রবৃত্তির হাতে ছাড়িয়া দাও তবে আমাকে দুর্বলতা, নির্লজ্জতা, পাপ এবং অন্যায় অবিচারের হাতে সোপর্দ করিবে। তোমার দয়ার উপর আমার ভরসা রহিয়াছে। তুমি আমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। কারণ তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার উপযুক্ত কেহ নাই। তুমি আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সবার চেয়ে অধিক তওবা কবুল কারী এবং মেহেরবান।

ফায়দাঃ ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার সময়ে সব শেষ যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা ছিল এই যে, হে আল্লাহ আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করো এবং আমাকে পূণ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।

সূর্য উদয়ের সময়ের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَنَا هٰذَا الْيَوْمَ وَاَقَالَنَا فِيْهِ عَثَرَاتِنَا وَلَمْ يُعَذِّبْنَا بِالنَّارِ۞

উচ্চারণ ঃ আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আকালানা ইয়াওমানা হাযা ওয়া লাম ইউহ্লিকনা বিযুনুবিনা।

আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী ওয়াহাবানা হাযাল ইয়াওমা ওয়া আকালানা ফীহী আসারাতিনা, ওয়া লাম ইউ আ'যযিবনা বিন্নারি।

অর্থাৎ যে সময় সূর্য উদয় হইবে তখন এই দোয়া পড়িবে। সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের আজকের দিনের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে এই দিন দিয়াছেন এবং এই দিনে আমাদের দোষ ত্রুটি ভুলত্রুটি ক্ষমা করিয়াছেন। যিনি আমাদেরকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই দোয়া করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। হাদীসে কুদসীতে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে বনি আদম তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকাত নামায আদায় করো। আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিব।

ফায়দা ঃ হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জামায়াতে ফজরের নামায আদায় করিয়াছে তারপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জেকেরে মশগুল থাকিয়াছে তারপর দুই রাকাত নামায আদায় করিয়াছে সে এক হজ্জ ও এক ওমরাহর সওয়াব লইয়া ঘরে ফিরিবে। [আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে বনী আদম তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকাত নামায আদায় করো, আমি তোমার সেই দিনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করিব। তোমার দুঃখকষ্ট বিপদ মুসিবত দূর করিয়া দিব। আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, এই চার রাকাত নামায দ্বারা এশরাক অথবা চাশতএর নামাযের কথা বোঝানো হইয়াছে।]

দিনের বেলায় দোয়া

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُــوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۞

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার জন্য। তিনি প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান। এই দোয়া একশতবার পাঠ করিবে। মোসনাদে আহমদে আবদুল্লাহইবনে ওমর (রাঃ) হইতে দুইশতবার পাঠ কারার কথা বলা হইয়াছে। ছোবহানাল্লাহে ওয়াবিহামদিহি একশতবার পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি দিনে দশবার আল্লাহ তায়ালার নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। সেই ফেরেশতা শয়তানকে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন মোমেন পুরুষ এবং মোমেন নারীর জন্য পঁচিশবার অথবা সাতাশবার, মাগফেরাতের দোয়া করিবে, তবে সেই ব্যক্তি ওই সকল দোয়া কবুল হওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদের কারণে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের অধিবাসীদের রিযিক দান করিয়া থাকেন। তোমাদের মধ্যে কেহ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী উপার্জনে অক্ষম? যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার ছোবহানাল্লাহ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার আমলনামায় একহাজার নেকী লেখার ব্যবস্থা করেন। অথবা তাহার একহাজার বদ কাজ মুছিয়া দেওয়া হয়।

ফায়দা ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিবে সে দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাইবে। তাহার আমলমানায় একশত নেকী লেখা হইবে। তাহার একশত পাপ ক্ষমা করা হইবে। দিনভর সে শয়তানের প্ররোচনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। কেয়ামতের দিন তাহার আমলের চাইতে উত্তম আমল কাহারো হইবে না সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ব্যক্তি তাহার মতো আমল করিয়াছে।

পঁচিশবার নাকি সাতাশবার এই সন্দেহ হইতেছে বর্ণনাকারীর। তিনি স্মরণ রাখিতে পারেন নাই যে, রাসূল ﷺ পঁচিশবার কথাটি বলিয়াছেন নাকি সাতাশ বার কথাটি বলিয়াছেন। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, যে ব্যক্তি মোমেন পুরুষএবং মোমেন নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার আমল নামায় প্রত্যেক মোমেন পুরুষ নারীর পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন।

মাগরেবের আযানের সময়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاَدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযা ইকবালু লাইলিকা ওয়া ইদ্‌বারু নাহারিকা ওয়া আস্‌ওয়াতু দুয়ায়িকা ফাগফিরলী।

অর্থাৎ মাগরেবের আযানের সময়ে এই দোয়া পাঠ করিবে, হে আল্লাহ! এই সময় তোমার রাত্রি আগমনের এবং দিন চলিয়া যাওয়ার সময়। ইহা তোমার মুয়ায্‌যিনের আযান দেওয়ার সময়। এই সময়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

ফায়দাঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এই দোয়া মাগরেবের আযানের সময় পাঠ করার জন্য আমাকে বলিয়াছেন।

শুধুমাত্র রাত্রিকালের দোয়া

রাত্রিকালে যেসব দোয়া পাঠ করিতে হইবে।

(১) সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত। (২) সূরা এখলাছ। (৩) কোরআনের একশত আয়াত পাঠ করিবে। (৪) কোরআনের দশটি আয়াত পাঠ করিবে। (৫) সূরা বাকারার প্রথম চারটি আয়াত। আয়াতুল কুসরী। আয়াতুল কুসরীর পরের দু'টি আয়াত সূরা বাকারা শেষদিকের তিনটি আয়াত। (৬) সূরা ইয়াসিন।

রাত্রিকালে যে দোয়া পাঠ করিবে তাহার জন্য নির্ধারিত সময় নাই। রাতের শুরুতে মাঝরাতে বা শেষ রাতে পড়িতে পারিবে। যখন ইচ্ছা পড়িবে।

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত অর্থাৎ ২৮৫ও২৮৬ নং আয়াত

(١) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَاوَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۞ (٢) لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْاَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহী। ওয়া কালু সামি'না ওয়া আতা'না গোফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। (২) লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান ইল্লা উস্‌আহা, লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক্‌তাসাবাত রাব্বানা লা তু'আখিযনা ইন্ নাসীনা আও আখ্‌তানা, রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল আ'লাইনা ইস্‌রান কামা হা'মালতাহু আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালা ত্বোয়াকাতা লানা বিহী, ওয়া'ফু আ'ন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আন্‌তা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থাৎ রাসূল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সে ঈমান আনিয়াছে এবং মোমেনগন তাহাদের সকলে আল্লাহর প্রতি তাহার ফেরেশতাদের প্রতি, তাহার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা তাহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তাহারা বলে, আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যবর্তন তোমারই নিকট। আল্লাহ কাহারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, যাহা তাহার সাধ্যতীত। সে ভালো যাহা উপার্জন করে তাহা

তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহাও তাহারই। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করিওনা। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্জন করিয়াছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্জন করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক, এমন ভার আমাদের উপর অর্জন করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর,আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। মুরতাদ কাফের সাম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর। (সূরা বাকারা)

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার এই দুইটি আয়াত পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিবেন।

হাদীস শরীফে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি রাতে কোরআনের একশত আয়াত পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইবে না। যে ব্যক্তি দশটি আয়াত পাঠ করিবে তাহার নামও আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী ব্যক্তিদের তালিকায় লেখা হইবে না।

সূরা বাকারার প্রথম চারটি আয়াত

(١) الٓمّٓ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۞

উচ্চারণ ঃ আলিফ-লাম-মীম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ, হুদাল্ লিল্ মুত্তাকীন, আল্লাযীনা ইউমিনূনা বিলগাইবি ওয়া ইইুকীমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউন্‌ফিকুন, ওয়াল্লাযীনা ইউমিনূনা বিমা উন্‌যিলা ইলাইকা ওয়ামা উন্‌যিলা মিন কাবলিক্, ওয়া বিল আখিরাতি হুম ইউ'কিনুন। উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন।

অর্থাৎ আলিফ লাম মীম। ইহা সেই কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ। যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাকে বিশ্বাস করে ও পরকা
যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তাহারা তাহাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়া
এবং তাহারাই সফলকাম। (সূরা বাকার

আয়াতুল কুরসী নিম্নরূপ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ- لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ- مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۝

উচ্চারণ : আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তাখু
সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি মান যাল্লা
ইয়াশফাউ ইন্‌দাহু ইল্লা বিইয্‌নিহী, ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়া
খালফাহুম ওয়ালা ইউ'হীতুনা বিশাইয়িম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসিয়া
কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্‌যুহুমা ওয়া হুয়া
আলিয়্যুল আযীম।

অর্থাৎ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব
বিশ্বনিয়ন্তা। তাহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহ
কিছু আছে সমস্ত তাঁহার। কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট
সুপারিশ করিবে? তাহাদের সামনে ও পিছনে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত
যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ব করিতে
পারে না। তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। ইহাদের রক্ষনাবেক্ষণ
তাঁহাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা)

আয়াতুল কুরসীর পরবর্তী দুইটি আয়াত

(১) لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ- فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا- وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۝

উচ্চারণ : লা ইক্‌রাহা ফিদ্ দীনি কাত্‌তাবাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যে, ফামাই ইয়াক্‌ফুর বিত্‌তাগুতি ওয়া ইউমিম বিল্লাহি ফাকাদিস্‌তামসাকা বিল উরওয়াতিল উস্‌কা, লানফিসামা লাহা ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম।

অর্থাৎ দীন সম্পর্কে কোন জবরদস্তি নাই। সত্য পথ প্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগূতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনো ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়। যাহারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক তিনি তাহাদেরকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। আর যাহারা কুফুরী করে তাগুত তাহাদের অভিভাবক। ইহারা তাহাদেরকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নির অধিবাসী সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

(সূরা বাকারা)

(২) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ- اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

উচ্চারণ : আল্লাহু ওয়ালিউল্লাযীনা আমানু ইউখ্‌রিজুহুম মিনায যুলুমাতি ইলান্ নূরি, ওয়াল্লাযীনা কাফারূ আওলিয়াউমুহুমুত্ তাগুতি ইউখরিজূনাহুম মিনান নূরি ইলায যুলুমাতি, উলাইকা আস্‌হাবুন্ নারি হুম ফীহা খালিদুন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমতো তোমার সহিত কৃত অঙ্গীকার পালন করিতেছি। আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহার অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। আমার উপর তোমার যেসব নেয়ামত রহিয়াছে সেসব আমি স্বীকার করিতেছি। আমি আমার পাপের কথাও স্বীকার করিতেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেনা।

যে ব্যক্তি এই দোয়ার উপর বিশ্বাস করিয়া দিনের বেলায় এই দোয়া পাঠ করিবে তারপর দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়া যাইবে সে জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি এই দোয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই দোয়া রাত্রিকালে পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি দুনিয়া হইতে বিদায়া নেওয়ার পর জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যে ব্যক্তি বলিবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ সবার চেয়ে

বড়, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয় তিনি ব্যতীত কে
মাবুদ নাই তিনি লা শরীক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। রাজত্ব ও তাঁহার
জন্য তিনিই প্রশংসার যোগ্য। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই শক্তি ও ক্ষম
আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে। এই দোয়া যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে যখনই পাঠ করি
এবং সেইদিনে সেই রাতে বা সেই মাসে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে তবে তাহা
সকল পাপ মার্জনা হইয়া যাইবে।

রাসূল ﷺ একদিন হযরত সালমান ফরসী (রাঃ) কে ডাকিয়া বলিলে
আল্লাহ্‌র নবী চান যে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ বাণী তোমাদের শি
দিবেন। তোমরা সেই বাণী ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত নিয়মিত পাঠ করো এ
দিনে রাতে সেই বাণীর সহিত দোয়া করো। সেই দোয়া এই, হে আল্লাহ্ আ
তোমার নিকট ঈমানের সুস্থতা, ঈমানের সৌন্দর্য এবং এমন সফলতা কাম
করিতেছি যাহার পাশ্চাতে কল্যাণ রহিয়াছে। আমি তোমার রহমত তোমার ক্ষম
তোমার মাগফেরাত এবং তোমার সন্তুষ্টি কামনা করিতেছি।

দিন ও রাতের দোয়া

দিনে ও রাতে যেসব দোয়া পাঠ করা হয় তাহার মধ্যে একটি হইতে
সাইয়েদুল এস্তেগফার।

সূরা বাকারার শেষ তিনটির মধ্যে প্রথম আয়াত অর্থাৎ ২৮৪ নং আয়াত

সূরা বাকারার শেষ তিনটি আয়াত

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا-
لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۝

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি, ওয়া ইন্ তুবদু মা ফী আন্‌ফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহাসিব্‌কুম বিহিল্লাহ, ফাইয়াগ্‌ফিরু লিমাই ইয়াশাউ ওয়া ইউআ'যযিবু মাইঁ ইয়াশাউঁ ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মুমিনূন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিহ মির রুসুলিহী, ওয়া কালূ সামি'না ওয়া আতা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআ'হা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, রাব্বানা লা তুআখিয্‌না ইন্ নাসীনা আও আখতা'না রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালা তোয়াকাতা লানা বিহী, ওয়া'ফু আ'ন্না, ওয়াগ্‌ফির লানা, ওয়ারহামনা আন্‌তা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থাৎ আকাশ ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ তায়ালার। তোমাদের মনে যাহা কিছু আছে তাহা প্রকার করো অথবা গোপন রাখ আল্লাহ তাহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা)

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিজের ঘরে এই আয়াত সমূহ পাঠ করিবে সকাল পর্যন্ত শয়তান সেই ঘরে প্রবেশ করিবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ বাজালি (রাঃ) বর্ণনা করেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে সূরা ইয়াসিন পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

দারে কুতনীর বর্ণনায় রহিয়াছে যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা ইয়াসিন পাঠ করিবে সে এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হইবে যে তাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করার এবং ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا⊛

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা খাইরাল্ মাওলাজে ওয়া খাইরাল মাখরাজে বিছমিল্লাহে ওয়ালাজ্না ওয়া বিছমিল্লাহে খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।

অর্থাৎ ঃ কেহ বাহির হইতে নিজের ফিরিবার পর এই দোয়া পাঠ করিয়া ঘরের লোকদের সালাম করিবে।"হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট ভেতরে প্রবেশ করার এবং বাহিরে যাওয়ার কল্যাণ কামনা করিতেছি। আল্লাহ্র নামে আমি প্রবেশ করিয়াছি এবং আল্লাহ্র নামে আমি বাহির হইয়াছি। আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়াছি যিনি আমাদের প্রতিপালক।

কেহ যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করে এবং খাওয়ার সময়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে তখন শয়তান তাহার অনুসারীদেরকে বলে যে, এখানে তোমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা নাই এবং তোমাদের জন্য খাবারও নাই। যখন ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে যে, এখানে তোমাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খাবার খাওয়ার সময়ে যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করে না তখন শয়তান অনুসারীদের বলে যে, এখানে তোমাদের রাত্রি যাপনের এবং খাবার খাওয়ার দুইটি ব্যবস্থাই রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ বায়হাকীতে সংকলিত একটি হাদীসে রহিয়াছে রাসূল ﷺ বলেন যখন তোমরা ঘরে ফিরিবে তখন ঘরের লোকদের সালাম করিবে। যখন তোমরা ঘরের বাহিরে গমন করিবে তখন ঘরের লোকদের সালাম করিয়া গমন করিবে।

এ কারণে কোন কোন আলেম বলিয়াছে ঘরে ফেরার পর এবং ঘরের বাহিরে যাওয়ার সময়ে যদি ঘরে কেহ না থাকে তবে এভাবে সালাম করিবে, আসসালামু আলায়কুম ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালেহীন। এই সময় ফেরেশতাদের নিয়ত করিবে।

হযরত ছহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট আসিয়া নিজের অভাব অনটন এবং দরিদ্রতার কথা বলিল। রাসূল ﷺ বলিলেন যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করিবে তখন সালাম করিয়া প্রবেশ করিবে। ঘরে সে সময় কেহ থাকুক বা না থাকুক। তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে এবং একবার সূরা এখলাছ পাঠ করিবে। সেই ব্যক্তি তাহাই করিল। আল্লাহ্ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে এমন বিত্তশালী করিয়া দিলেন যে, সে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের ও আর্থিক খেদমত করিল।

শয়ন করার সময়ের দোয়া এবং তাহার আদাব

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ⊛

উচ্চারণ ঃ বেইছমেকা রাব্বি ওয়াদা'তু জাম্বী ওয়া বেকা আরফাউহু ইন্ আমছাক্তা নাফছী ফাগফের লাহা ওয়া ইন্ আরছালতাহা ফাহফাজহা বেমা তাহফাজু বিহি এবাদাকাচ্ছালেহীন।

অর্থাৎ ঃ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে শিশুদের ঘরের বাহিরে যাইতে দিও না। কারণ সে সময় শয়তান এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর শিশুদের ছাড়িয়া দিবে। বিসমিল্লাহ বলিয়া ঘরের দরোজা বন্ধ করিবে এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া ঘরের চেরাগ নিভাইবে। বিসমিল্লাহ বলিয়া মশকের মুখ বন্ধ করিবে। বিসমিল্লাহ বলিয়া বরতন ঢাকিবে। যদি বরতন ঢাকা দেওয়ার মতো কিছু না পাও তবে বরতনের উপর হালকা কিছু রাখিয়া দিবে।

ফায়দা ঃ বরতন ঢাকা দেওয়ার মধ্যে কোন পাত্র যদি না পাও তবে এক টুকরো কাঠ বা অন্য কিছু রাখিয়া দিবে। হাদীসে রহিয়াছে যে, শয়তান বন্ধ দরোজা খোলে না।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, বরতন ঢাকা দাও এবং মশকের মুখ বন্ধ করো। কারণ বছরে একটি রাত এমন আসে যখন মহামারি অবতীর্ণ হয়, সেই মহামারী খোলা বরতন খোলা পাত্রে প্রবেশ করে।

بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاخْسَأْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَثَقِّلْ مِيْزَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْاَعْلٰى⊛ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ⊛ بِاسْمِكَ رَبِّىْ فَاغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ⊛ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ⊛ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى⊛

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি ওয়াদ্বা'তু জাম্বী, আল্লাহুম্মগফির লী যামবী ওয়া আখ্সা শাইতানী ওয়া ফুক্কা রিহানী ওয়া সাক্কিল মীযানী ওয়াজ্আ'ল্নী ফিন্ নাদিয়্যিল আ'লা। আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআ'সু ইবাদাকা। বিইস্মিকা রাব্বী ফাগফির লী যামবী। বিইস্মিকা ওয়াদ্বা'তু জাম্বী ফাগ্ফির লী। আল্লাহুম্মা বিইস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া।

অর্থাৎ ঃ মানুষ যখন ঘুমাবার জন্য বিছানায় যাবে সে সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে, অথবা নামাযের ওজুর মতো ওজু করিতে হইবে। তারপর কাপড় দিয়া বিছানা তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। অর্থাৎ পরিষ্কার করিবে। সেই সময় এই দোয়া পড়িবে যে, হে আল্লাহ্ তোমার নামে আমি শয়ন করিতেছি তোমার সাহায্যে ঘুম হইতে জাগ্রত হইব। যদি তুমি আমার প্রাণ রাখিয়া দাও তবে আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়ো। যদি আমাকে জাগরূক করো তবে সেই ভাবে হেফাজত করিও যেভাবে তোমার পূণ্যশীল বান্দাদের প্রাণ হেফাজত করিয়া থাকো। তারপর ডানদিকে ফিরিয়া শয়ন করিবে। ডানহাতের উপর মাথা রাখিবে অর্থাৎ ডান হাতকে বালিশের মতো ব্যবহার করিবে। এভাবে শয়ন করার পর বলিবে, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নামে শয়ন করিলাম। হে আল্লাহ্ তুমি আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও, আমাকে শয়তানের প্ররোচণা হইতে মুক্ত রাখো। আমার প্রাণকে মুক্ত করিয়া দাও। আমার আমলের পাল্লা ভারি করিয়া দাও, আমাকে উচ্চ শ্রেণীতে সমাসীন করো। হে আল্লাহ যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হইতে উঠাইবে সেদিন আমাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিও। তিনবার এই দোয়া করিবে। তোমার নামে শয়ন করিলাম হে প্রতিপালক। তুমি আমার পাপ মার্জনা করো। তোমার নামে আমি শয়ন করিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করিতে চাই এবং তোমার নামে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। তারপর ছোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুল্লিাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার বলিবে।

ফায়দা ঃ আবু দাউদ তিরমিজি এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীসে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। পুরো হাদীস গ্রন্থকার বর্ণনা করেন নাই। কারণ তিনি শুধু পবিত্রতার কথা বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিজের দেহ পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে তাহার সহিত সারারাত একজন ফেরেশতা অবস্থান করে। সেই ব্যক্তি যখন ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে তখন সেই ফেরশতা বলে, আল্লাহুম্মাগফের লাহু অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। অন্য জায়গায় রহিয়াছে, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইয়া ঘুমায় এবং সেই রাতে মৃত্যু বরণ করে সে শহীদী মৃত্যু বরণ করে।

রাসূল ﷺ এর নিকট একবার গণিমতের মালের কিছু সংখ্যক দাসদাসী আসিল। তিনি উহাদের বন্টন করিতেছিলেন। এমন সময় রসুল ﷺ এর জন্য কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আসিলেন। চাক্কি পিষিতে পিষিতে তাঁহার হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। পানি আনার জন্য পানির কলসী কাঁখে লইতে লইতে কোমরে দাগ হইয়া গিয়াছিল। ফাতেমা পিতা রাসূল ﷺ এর নিকট গৃহকর্মে সহায়তা করার জন্য একজন দাসী চাহিলেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, মা, তোমাকে আমি দাসীর

চাইতে উত্তম জিনিস দিতেছি। তুমি প্রতিদিন ঘুমোতে যাওয়ার সময় ছোবহানাল্লাহু তেত্রিশবার, আলহামদুল্লিাহ তেত্রিশবার, এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পাঠ করিবে। ইহা তোমার গৃহকর্মে সহায়তাকারিনী দাসীর চাইতে তোমার অধিক উপকারে আসিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لَاكَافِىَ لَهُ وَلَامُؤْوِىَ۞

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌,আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্‌মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুবিয়া।

অর্থাৎ ঃ শয়নের সময় দুই হাত একত্রিত করিবে তারপর সূরা এখলাছ,সূরা ফালাক এবং সূরা নাছ পাঠ করিয়া দুই হাত ফুঁ দিয়া সারা দেহে যতোটা হাতের নাগালে আসে ফিরাইবে। মাথা এবং মুখমন্ডল হইতে শুরু করিবে। তিনবার এরকম করার পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে। তারপর এই দোয়া করিবে যে, সেই আল্লাহ তায়ালার শোকর যিনি আমাদেরকে খাবার খাইয়েছেন পানি পান করিয়েছেন আমাদের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। ক্ষতি হইতে আমাদেরকে রক্ষা করিয়াছেন। বসবাস করার জন্য জায়গা দিয়াছেন। অথচ কতো মানুষ এমন রহিয়াছে যাহাদের কেহ সাহায্যকারী নাই এবং যাহাদের কোন ঠিকানা নাই।

ফায়দা ঃ হাদীসে আছে যে, কেহ যদি শয়ন করার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তবে তাহার হেফাজতের জন্য আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। সকাল পর্যন্ত তাহার নিকট শয়তান আসিতে পারে না। যে ব্যক্তি বিছানায় শয়নকরিয়া আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার পাড়া প্রতিবেশী এবং আশেপাশের কয়েক ঘর লোকের হেফাজত করিবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَاَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ وَافْضَلَ وَالَّذِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهُ وَاِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ۞ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَالْمَلٰئِكَةُ

شْهَدُوْنَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءً اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ۞

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানী ওয়া আওয়ানী ওয়া আত্‌আ'মানী ওয়া সাকানী ওয়াল্লাযী মান্না আলাইয়্যা ওয়া আফযালা, ওয়াল্লাযী আ'তানী ফাআজযালা। আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হালিন আল্লাহুম্মা রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহু ওয়া ইলাহা কুল্লি শাইয়িন আউযু বিকা মিনান্‌ নারি।

আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদ্বি আ'লিমাল্‌ গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি আন্‌তা রাব্বু কুল্লি শাইয়িন আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ আবদুকা ওয়া রাসূলুকা ওয়াল মালাইকাতু ইয়াশহাদুনা আউযু বিকা মিনাশ শাইতানি ওয়া শির্‌কিহী, ওয়া আউযু বিকা আন্‌ আক্‌তারিফা আলা নাফ্‌সী সূ'আন আও আজুর্‌রাহু ইলা মুসালিমিন।

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালার শোকর, যিনি আমার দুঃখকষ্ট দূর করিয়াছেন এবং আমার মুশকিল আছান করিয়াছেন। আমাকে ঠিকানা দিয়াছেন। আমাকে খাওয়াইয়াছেন পান করাইয়াছেন। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমাকে দিয়াছেন এবং যথেষ্ট দিয়াছেন। সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর। হে আল্লাহ তুমি সকলের প্রতিপালক। তুমি মালিক সকলের মালিক। আমি তোমার নিকট দোযখ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ হে আকাশ ও যমীনের রক্ষক, হে উপস্থিত অনুপস্থিতের জ্ঞানী, তুমিই সকলের প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা রাসূল। ফেরেশতারাও একই রকম সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। আমি শয়তান এবং তাহার শিরক হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আমি নিজের নফসের অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। কোন মুসলমানের আমার দ্বারা অকল্যাণ হওয়া হইতেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

ফায়দা ঃ কোন কোন বর্ণনা এই দোয়ায় একথা অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, হে আল্লাহ দোযখীদের অবস্থা হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ۞ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ-اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ-اَللّٰهُمَّ لَايُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَايُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদি আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহু ওয়া আউযু বিকা মিন্‌ শাররিশ্‌ শায়তানি ওয়া শির্‌কিহী।

আল্লাহুম্মা আন্‌তা খালাকতা নাফ্‌সী ওয়া আন্‌তা তাওয়াফ্‌ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহ্‌ইয়াহা ইন্‌ আহ্‌য়াইতাহা ফাহ্‌ফাযহা ওয়া ইন্‌ আমাত্‌তাহা ফাগফির লাহা, আল্লাহুম্মা আসআলুকাল আফিয়াতা।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিওয়াজহিকাল কারীম ওয়া কালিমাতিকাত তাম্মাতি মিন শাররি মা আন্‌তা আখিযুম্‌ বিনাসিয়াতিহী আল্লাহুম্মা আন্‌তা তাকশিফুল মাগরামা ওয়াল্‌ মাছামা। আল্লাহুম্মা লা ইউহ্‌যামু জুন্‌দুকা ওয়ালা ইউখলাফু ওয়া'দুকা ওয়ালা ইয়ান্‌ফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু সোবহানাকা ওয়া বিহামী দিকা।

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ তুমি আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে তুমি অবগত। তুমি সবকিছুর মালিক। আমি নিজের প্রবৃত্তির অকল্যাণ, শয়তানের কুমন্ত্রনা এবং শংতানের শিরক হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমিই আমাকে মৃত্যু দান করিবে। জীবন ও মরণ তোমার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তুমি যতোদিন আমাকে জীবিত রাখিবে ততোদিন আমার হেফাজত করো। যদি আমার মৃত্যু দাও তবে ক্ষমা দান করিও।

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা চাহিতেছি। হে আল্লাহ যেসব জিনিস তোমার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে সেইসব জিনিসের অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। তোমার করুণাময় সত্তা এবং পরিপূর্ণ কালেমার পানাহ চাহিতেছি। হে আল্লাহ তুমিই আমাকে ঋণমুক্ত করিতে পারো। হে আল্লাহ তোমার শোকর কখনো পরাজিত হইতে পারে না। তোমার অঙ্গীকার কখনো ভুল হইতে পারে না। বিত্তবান লোকদের বিত্ত তোমার ক্রোধ হইতে তাহাদেরকে রক্ষা করিতে পারে না। তোমার সত্তাই পবিত্র এবং তোমার সত্তাই প্রশংসনীয়।

ফায়দা ঃ হাদীসে শারকিহি এবং শেরকিহি দুইটি শব্দই রহিয়াছে। শারকিহি অর্থ হইতেছে তাহার ফাঁদ অর্থাৎ কুমন্ত্রণা আর শেরকিহি অর্থ হইতেছে তাহার শেরক হইতে।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۞ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۞
اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- رَبَّنَا وَرَبَّ
كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ-اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ
قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ
شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ
الْفَقْرِ- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ
وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ
وَلَا مَنْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।

লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদ্বি ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ফালিকুল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, ওয়া মুনাযযিলুত্ তাওরাতি ওয়াল্ ইন্‌জীলি ওয়াল্ ফুরকানি আউযু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আন্‌তা আখিযুন বিনাসিয়াতিহী, আল্লাহুম্মা আনতাল, আউয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাইউন ওয়া আন্‌তাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন ওয়া আন্‌তায যাহিরু ফালাইসা ফাওকাকা শাইউন, ওয়া আন্‌তাল বাতিনু, ফালাইসা দূ'নাকা শাইউন, আনিক্‌দ্বি আ'ন্নাদ দাইনা ওয়াগ্‌নিনা মিনাল ফাকরি।

বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফ্‌সী ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়াদ্বতু আমরী ইলাইকা ওয়া আল্‌জাতু যাহরী ইলাইকা রাগবাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজাআ ওয়ালা মান্‌জাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আমান্‌তু বিকিতাবিকাল্লাযী আন্‌যালতা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তাহার নিকটেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

তিনবার এই দোয়া পাঠ করিবে। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। তাঁহারই রাজত্ব সর্বত্র বিদ্যমান। তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি সবকিছু করিতে সক্ষম। শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালারই দান। আল্লাহ্‌র সত্তা পবিত্র এবং প্রশংসনীয়। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি সকলের চাইতে বড়।

শয়ন করার সময় এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ, হে আকাশের প্রতিপালক, হে যমীনের প্রতিপালক, হে মহান আরশের অধিপতি, হে আমাদের প্রতিপালক, হে সকল কিছুর প্রতিপালক, হে বীজ হইতে শস্য উৎপান্নকারী, হে ফুলের কলি প্রস্ফুটনকারী, হে তওরাত, ইনজীল ও কোরআন অবতীর্ণকারী, আমি তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। সেই সকল জিনিসের অকল্যাণ হইতে যে সকল জিনিস তোমার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

হে আল্লাহ! তুমিই সকলের প্রথম। সেই প্রথমের আগে অন্য কিছু ছিল না। তুমিই সকলের শেষে থাকিবে। যাহার পর আর কিছুই থাকিবে না। তুমিই প্রকাশ্য, যে প্রকাশ্যের উপরে কিছু নাই। তুমিই অপ্রকাশ্য যে অপ্রকাশ্যের নীচে কোন কিছু গোপনীয় নাই। তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো আমাকে

পরমুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত রাখো। হে আল্লাহ আমি নিজের প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া দিয়াছি। আমি তোমার প্রতি মুখ ফিরাইয়াছি। আমি আমার সব কিছু তোমার উপর সোপর্দ করিয়াছি। আমি আমার পিঠ তোমার সামনে রাখিয়াছি। তোমার প্রতি ভালোবাসার এবং তোমার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার সামনে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার নিকট হইতে তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন ঠিকানা নাই। তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই। তোমার অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। যেই কিতাব তুমি তোমার নবীর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি। আমি চাই এসব কিছুর উপর আমার কথা শেষ হোক।

এছাড়া শয়ন করার সময় সূরা কাফেরুন পাঠ করিবে। এই সূরা পাঠ শেষ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে।

ফায়দাঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় তিনবার এস্তেগফার করিবে তাহার পাপরাশি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ, গাছের পাতায় সমসংখ্যক, আলেক জঙ্গলের বালুকা রাশি পরিমাণ অথবা দিন রাত্রি সমূহের সমসংখ্যক হইলেও আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দেন। আলেজ পশ্চিম দেশের একটি জঙ্গলের নাম। সেই জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণ বালুকা পাওয়া যায়।

অভিধানে তওবা অর্থ হইতেছে ফিরিয়া থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় খাঁটি নিয়তে পাপ হইতে বিরত থাকাকে তওবা বলা হইয়া থাকে।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তওবা কি? তিনি বলিলেন পাপ করার পর সেই কথা এমনভাবে ভুলিয়া যাওয়া যে পাপের স্বাদ অন্তরে অনুভব করা না যায়। সেই পাপের কথা মনেই আসে না।

হাদীসে রহিয়াছে যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিবে তাহার পাপরাশি সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হইলেও সেই সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

ঋণ পরিশোধ বলিয়া যেকথা বোঝানো হইয়াছে ইহাতে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক দুটোই বুঝানো হইতে পারে। পরমুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত থাকার অর্থ মানুষের নিকট যেন সাহায্য চাহিতে না হয়। অথবা মানুষের নিকট কোন কিছু চাওয়ার চিন্তাই যেন মনে না জাগে। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেন তুমি ওজু করিবে তারপর বিছানায় শয়ন করিয়া আছলামতু হইতে শেষ পর্যন্ত দোয়া পাঠ করিবে তবে সেই রাতে মৃত্যুবরণ করিলে তোমার মৃত্যু স্বভাবসম্মত ভাবে হইবে। যদি সকালে ঘুম হইতে জাগরিত হও তবে তুমি কল্যাণ লাভ করিবে। (মেশকাত)

লেইয়াজআল আখিরা মায়াতাকাল্লামা বিহি দ্বারা একথাই বোঝানো হইয়াছে যে, এই দোয়া শেষ দোয়া হইবে। এই দোয়া করার পর দুনিয়াবী কোন

কথা বলিবে না। তবে কোরআন তেলাওত বা অন্য কোন দোয়া পাঠ করিতে পারিবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন এই দোয়া পাঠ করিলে মানুষ শিরক হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে। (মেশকাত)

রাসূল ﷺ এর আমল

রাসূল ﷺ শয়ন করার আগে সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সফফ, সূরা জুমুআ সূরা তাগাবুন এবং সূরা আলা পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন, এ সকল সূরার আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত রহিয়াছে যে আয়াত এক হাজার আয়াতের চাইতে উত্তম। রাসূল ﷺ যতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আলিফ লাম আস সেজদা এবং সূরা মুলক পাঠ না করিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। এছাড়াও তিনি ঘুমাইবার আগে সূরা বনি ইসরাইল এবং সূরা যোমার পাঠ করিতেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এটা বিবেচনা সম্মত মনে করি না যে, কোন বুদ্ধিমান মানুষ সূরা বাকারার শেষ তিনটি আয়াত পাঠ না করিয়া ঘুমাইতে পারে।

ফায়দাঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত আমি আরশের খাজানা (ধন ভান্ডার) হইতে লাভ করিয়াছি। তোমরা এই দুইটি আয়াত নিজেরা শিক্ষা করো এবং তোমাদের ঘরের মহিলাদেরকে শিক্ষা দাও। কারণ এই আয়াতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা, আল্লাহর নৈকট্য কামনা, এবং দোয়া রহিয়াছে। রাসূল ﷺ এর আগে অন্য কোন নবীকে এই আয়াত দেওয়া হয় নাই। যে ব্যক্তি এই আয়াত দ্বারা দোয়া করিবে তাহার দোয়া কবুল করা হইবে। (মেশকাত)

اِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وَقَرَأْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ فَقَدْ اَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْمَوْتَ-مَامِنْ رَجُلٍ يَّاْوِيْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَيَقْرَأُ سُوْرَةً مِّنْ كِتَابِ اللهِ اِلَّابَعَثَ اللهُ اِلَيْهِ مَلَكًا يَّحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْهِ حَتّٰى يَهُبَّ مِنْ نَوْمِهٖ مَتٰى هَبَّ-اِذَااَوَى الرَّجُلُ اِلٰى فِرَاشِهٖ اِبْتَدَرَهٗ مَلَكٌ وَّشَيْطَانٌ فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ اِخْتِمْ بِخَيْرٍ وَيَقُوْلُ الشَّيْطَانُ اِخْتِمْ بِشَرٍّ فَاِنْ ذَكَرَاللهَ ثُمَّ نَامَ بَاتَ الْمَلَكُ يَكْلَؤُهٗ اَلْحَدِيْثُ يَأْتِىْ تَتِمَّتُهٗ

অর্থাৎ তুমি যখন বিছানায় শয়নের পর সূরা ফাতেহা এবং সূরা এখল
পাঠ করিবে তখন তুমি মৃত্যু বতীত সকল কিছু হইতে নিরাপদ হইবে। যে ব্য
বিছানায় শয়নের সময় কোরআনের কোন আয়াত পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তা
নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সেই ফেরেশতা সেই ব্যক্তির ঘু
হইতে জাগরিত হওয়া পর্যন্ত তাহাকে সকল দুঃখ-কষ্ট হইতে হেফাজত করি
থাকে। যখনই সে ব্যক্তি ঘুম হইতে উঠুক না কেন।

মানুষ যখন ঘুমাইবার জন্য বিছানায় আসে তখন ফেরেশতা এবং শয়ত
তাহার নিকট আসে। ফেরেশতা বলে কল্যাণের সহিত হিজরত আমল করো
শয়তান বলে মন্দের সহিত নিজের আমল শেষ করো। তারপর সে ব্যক্তি য
আল্লাহর জেকের করিয়া ঘুমায় তখন ফেরেশতা সারারাত তাহার হেফাজত করে

ফায়দাঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা দোখান পা
করে সেই ব্যক্তি সকালে এমনভাবে ঘুম হইতে জাগ্রত হয় যে, সত্তর হাজা
ফেরেশতা তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে। যে ব্যক্তি সূরা আলে
ইমরানের আম্মান খালাকাছ ছামাওয়াতে হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে সে
ব্যক্তি সারারাত বিনিদ্র থাকিয়া আল্লাহর এবাদতের সওয়াব লাভ করে। (মেশকাত)

স্বপ্ন দেখার বিবরণ এবং এই সংক্রান্ত দোয়া

اِذَا رَاٰى فِىْ مَنَامِهٖ مَايُحِبُّ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَـــلَيْهَا وَلْيُـــحَدِّثْ بِهَا وَلَا
يُحَدِّثُ بِهَا اِلَّا مَنْ يُّحِبُّ وَاِذَارَاٰى مَايَكْرَهُ فَلْيَـتْفُلْ اَوِلْيَبْصُقْ اَوِلْيَنْفُثْ
ثَلَاثًا عَنْ يَّسَارِهٖ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّهَا ثَلَاثًاوَّلَايَذْكُرُهَا
لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهُ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ اَوِلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ۞

অর্থাৎ কেহ যদি ভালো স্বপ্ন দেখে তবে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদা
করিবে। সেই স্বপ্নের কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করিবে। তবে হিতাকাঙ্খী ব
ব্যতীত কাহারো নিকট প্রকাশ না করাই সমীচীন। যদি খারাপ স্বপ্ন বা দুঃস্ব
দেখে তবে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে। অথবা বাম দিকে ফিরিয়া
তিনবার ফুঁ দিবে। তিনবার এরূপ করার পর খারাপ দেখা হইতে রক্ষার জন্য
আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য কামনা করিবে। তিনবার এই সাহায্য কাম
করিবে এবং খারাপ স্বপ্ন দেখার কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিবে না। এ
রকম আমল করিলে খারাপ স্বপ্ন দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। তারপর যে দিকে
কাত হইয়া শুইয়াছিলো তাহার বিপরীত দিকে কাত হইয়া শয়ন করিবে। অথবা
উঠিয়া নামায আদায় করিবে।

ফায়দা ঃ হাদীসে আছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা না করা হয় ততক্ষণ স্বপ্ন পাখির পায়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত স্বপ্নের কোন গুরুত্ব নাই। যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তখন সেই মোতাবেক তাহা বাস্তাবায়িত হয়। একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, একজন মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট আসিয়া বলিল, হে রাসূল আমি স্বপ্নে আমার ঘরের চৌকাঠ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখিয়াছি। রাসূল ﷺ বলিলেন তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়া কোন ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে। তারপর সেই মহিলার স্বামী সফর হইতে ফিরিয়া আসিল, কিছুদিন পর মহিলার স্বামী পুনরায় সফর করিতে গেল। মহিলা আবার আগের মতোই স্বপ্ন দেখিল। সে রাসূল ﷺ এর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিতে গেল। তিনি সে সময় ছিলেন না। সেখানে হযরত আবু বকরকে (রাঃ) পাইয়া মহিলা স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমার স্বামীর মৃত্যু হইবে। মহিলা পরে রাসূল ﷺ এর নিকট স্বপ্নের কথা জানাইল। তিনি বলিলেন স্বপ্নের কথা কাউকে জানাওনিতো? মহিলা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ব্যাখ্যার কথা জানাইল। রাসূল ﷺ বলিলেন, আবু বকর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই ঘটিবে।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে ঘুম না আসিলে তাহার দোয়া

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۤءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْـــهَا وَمِنْ شَرِّمَا ذَرَأَ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا- وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّـــيْلِ وَالنَّهَارِ
اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ۞ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰـوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ
وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِّىْ جَارًا مِنْ
شَرِّ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ وَاَنْ يَّطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَا
رَكَ اسْمُكَ۞ اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَاَتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْـتَ حَىٌّ قَيُّوْمٌ لَا
تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ اَهْدِىْ لَيْلِىْ وَاَنِمْ عَيْنِىْ۞

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতিল্লাতী লা ইউজাবিযু বাররুন ওয়ালা ফাজিরুন মিন শাররি ইয়ানযিলু মিনাস্ সামায়ি ওয়ামা ইয়া ফীহা, ওয়া মিন শাররি মা যারাআ ফীল আরদ্বি ওয়ামা ইয়াখরুজু মিনহা, শাররি ফিতানিল্লাইলি ওয়া ফিতানিন্ নাহারি, ওয়া মিন শাররি তাওয়ারিকুল লা ওয়ান নাহারি ইল্লা তারিকাইঁ ইয়াত্‌রুকু বিখাইরিন্ ইয়া রাহমানু।

আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস্ সাবয়ি ওয়ামা আযাল্‌লাত ওয়া রাব আরদ্বীনা ওয়ামা আকাল্লাত, ওয়া রাব্বাশ শায়াতীনি ওয়ামা আদ্বাল্লাত, কুন্ লী রাম্‌ মিন্ শাররি খালকিকা আজমাঈ'না আঁ ইয়াফরুতা আলাইয়া আহাদুম মিন ওয়া আইঁ ইয়াতগা আজ্জা জারুকা ওয়া তাবারাকাসমুকা।

আল্লাহুম্মা গারাতিন্ নুজুমু ওয়া হাদাআতিল উয়ূনু ওয়া আনতা হাইয়্য কাইয়্যুমুন্ লা তা'খুযুকা সিনাতুঁও ওয়ালা নাওম। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু আহ লাইলী ওয়া আনিম আ'ইনী।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ কালেমার আশ্রয় চাহিতেছি। কালেমা হইতে কোন পূণ্যবান কোন পাপী নিজেকে দূরে রাখিতে পারে না। সে সব মন্দ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যা আকাশে উত্তোলিত হয়। সেই সব মন্দ হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা যমীনে ভেতর সৃষ্টি হয় এবং যাহা যমীন হইতে বাহির হয়। রাত্রিদিনের ফেতনার ম হইতে রাত্রিদিনের দুর্ঘটনার অকল্যাণ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। তবে যাহা কল্যা বহিয়া আনে তাহা হইতে নহে।

ঘুম ভঙ্গ হইলে বলিবে, হে আল্লাহ হে সাত আসমানের এবং সেই সক জিনিসের প্রতিপালক যেসব জিনিসের উপর আকাশ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। আল্লাহ সাত যমীনের এবং যাহা সাত যমীন ধারণ করিয়া আছে। সকল শয়তানে এবং শয়তান যাহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এই সব বিষয়ে হে আল্লাহ আমি তোমার পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যেমে তোমার নিকট সাহায্য চাহিতেছি। তুমি তোমার মখলুকাত হইতে আমার হেফাজত করো। তাহাদের কেহ যেন কখনে আমার উপর জুলুম এবং বাড়াবাড়ি করিতে না পারে। তুমি যাহাকে আশ্রয় দাও সে নিরাপদ থাকে এবং সে বিজয়ী হয়। তোমার নাম অত্যন্ত বরকত সম্পন্ন এবং মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে সৃষ্টি কূলের সবকিছু ঘুমে আচ্ছন্ন, তুমি চিরঞ্জীব. তুমিই সবাইকে জীবন দিয়াছ ও রক্ষা করিতেছ। তোমার ঘুম পায় না তন্দ্রা পায় না। হে চিরঞ্জীব হে রক্ষক আমার রাত্রিতে শান্তি দাও আমার চোখে ঘুম দাও।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) নিজের সাবালক সন্তানদের এই দোয়া মুখস্থ করাইতেন এবং অবুঝ সন্তানদের গলায় এই দোয়া লিখিয়া বাঁধিয়া দিতেন।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রঃ) বলেন, রাসূল ﷺ এর নিকট আমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করিলাম। তিনি আমাকে এই দোয়া পাঠ করিতে বলিলেন। এই দোয়া পাঠ করার বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমার কষ্ট দূর করিয়া দিয়াছেন।

ঘুম হইতে জাগিবার পর এই দোয়া পড়িবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّاِلَىَّ نَفْسِىْ وَلَمْ يُمِتْهَا فِى مَنَا مِهَا-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا-وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِا لنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ۞ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُالْغَفَّارُ۞ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ۞ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ رَدَدْتَّهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُهٗ بِهٖ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী রাদ্দা ইলাইয়্যা নাফ্‌সী ওয়া লাম ইউমিত্‌হা ফী মানামিহা, আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী ইউম্‌সিকুস সামাওয়াতি

ওয়ালআরদ্বা আন্ তাযূলা, ওয়া লাইন যালাতা ইন্ আমসাকাহুমা মিন আহাদিশ মি
বা'দিহী ইন্নাহু কালা হালীমান গাফুরা। আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী ইউম্সিকুস সামা
আন্ তাকাআ' আলাল আরদ্বি ইল্লা বিইয্নিহী, বিন্নাসি লারাউফুর রাহী
আল্লাহুম্মা লিল্লাহিল্লাযী ইউহ্য়িল মাওতা ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর
আলআমদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর।
ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্হার, রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া
বাইনাহুমা-ল আযীযুল গাফ্ফার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লা
লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল্হাম
লিল্লাহি ওয়া সোবহাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাও
ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। বি-ইস্মিকা আল্লাহুম্মা ওয়াদ্বা'তু জাম্বী ওয়া বিক
আরফাউহু ইন্ আমসাক্তা নাফ্সী ফারহামহা ওয়া ইন্ রাদাদ্তাহা ফাহ্ফাযহা বিম
তাহ্ফাযু বিহী আহাদাম মিন্ ইবাদিকাস্ সালিহীন।

অর্থাৎ ঃ সেই আল্লাহ্র শোকর যিনি আমার প্রান ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং
ঘুমের মধ্যে আমাকে মৃত্যু দান করেন নাই। সেই আল্লাহর শোকর যিনি আকাশ
ও যমীন বিকৃত হওয়া এবং স্থানান্তরিত হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যদি
ওইসব কিছু নষ্ট হইয়া যায় তবে আল্লাহ ব্যতীত কে তাহা ঠিক করিতে পারিবে?
নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত মহান এবং ক্ষমাশীল। সেই আল্লাহ্র শোকর যিনি
তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আকাশকে যমীনের উপর ভাঙ্গিয়া পড়া হইতে বিরত
রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালূ এবং অনুগ্রহশীল।
ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। সেই আল্লাহ্র শোকর যিনি মৃতদেরকে জীবিত
করেন এবং তিনি সব কিছু করিতে সক্ষম।

সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন,
আমরা সকলে তাঁহার নিকটেই ফিরিয়া যাইব। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই
তোমার কোন শরিক নাই। তোমার সত্তা পবিত্র। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট
পাপের ক্ষমা চাই। আমি তোমার দয়া প্রত্যাশা করিতেছি।

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে অধিক জ্ঞান দান করো। আমাকে সরল
সঠিক পথে পরিচালিত করো। আমার তওবাকে হেদায়েত করার পর তুমি
পথভ্রষ্ট করিওনা। তুমি আমাকে তোমার নিকট হইতে রহমত দান করো।
নিঃসন্দেহে তুমি বড়ই দানশীল।

হে আমার প্রতিপালক. আমাকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি দাও। হেদায়েত
দেওয়ার পর আমাকে পথভ্রষ্ট করিও না। তোমার নিকট হইতে তুমি আমাকে দয়া
করো। নিঃসন্দেহে তুমি অনেক বড় দানশীল।

আল্লাহ এক। তিনি সকলের উপর বিজয়ী। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ
নাই। তিনি যমীনের মালিক। আকাশ ও যমীনের মাঝখানে যাহা কিছু অওছে
তিনি সেই সকল কিছুর মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনি ক্ষমাশীল।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ
করিবে তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে তাহার দোয়া কবুল করা হইবে। তারপর
ওজু করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। তাহার সেই নামায কবুল করা
হইবে। দোয়াটি এই, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এব ও অদ্বিতীয়
তাহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহারই। তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি সব
কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য
নিবেদিত। আল্লাহর সত্তা পবিত্র। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ
সকলের চেয়ে বড়। শক্তিও ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে। হে আল্লাহ তুমি
আমাকে ক্ষমা করো।

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরিয়া শোয়ার সময় দোয়া

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরিয়া শয়ন করার সময়ে দশবার বিসমিল্লাহ দশবার
ছোবহাল্লাহ দশবার আমানতু বিল্লাহ বলিবে। তারপর বলিবে আমি ভ্রান্ত মাবুদদের
আনুগত্য করিতে অস্বীকার করিয়াছি। এই দোয়া পাঠ করিলে ঘুমের মধ্যে যাহা
কিছু ভয়ানক স্বপ্ন দেখে সেসব হইতে নিরাপদ থাকিবে। যতক্ষণ এই দোয়া পাঠ
করিবে ততক্ষণ পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে না এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া পুনরায় ঘুমানো সময়ের দোয়া

রাতে ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার পর পুনরায় ঘুমাইতে গেলে নিজের
পরিধানের কাপড়ের এক কোনা ধরিয়া তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। কারণ কোন কিছু
ঘুমের ঘোরে থাকার সময়ে কাপড়ের ভেতর প্রবেশ করিতে পারে। তারপর এই
দোয়া করিবে–

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا

وَاِنْ رَدَدْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ বি-ইস্মিকা আল্লাহুম্মা ওয়ায়াযাতু জাম্বী ওয়া বিকা আরফাউহু
ইন্ আমসাক্তা নাফ্সী ফারহামহা ওয়া ইন্ রাদাদ্তাহা ফাহ্ফাযহা বিমা তাহ্ফাযু
বিহী আহাদাম মিন্ ইবাদিকাস্ সালিহীন।

হে আল্লাহ তোমার নামে আমি শয়ন করিয়াছিলাম, তোমার সাহায্য দেহ বিছানা হইতে উঠাইব। যদি তুমি আমার প্রাণ গ্রহণ কর তবে তাহার উ দয়া করিবে। যদি আমার প্রাণ ফিরাইয়া দাও তবে তাহা এমনভাবে হেফাজ করিবে যেভাবে তুমি তোমার নেককার বান্দাদের হেফাজত করিয়া থাক।

পায়খানায় প্রবেশ করার সময়ের ও বাহির হওয়ার সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল্ খুবছি ওয়াল খাবায়িছি।

তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য উঠিয়া যদি কেহ পায়খানায় যায়, তখন বলি আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। হে আল্লাহ আমাকে অপবিত্র নারী পুরুষ জি হইতে হেফাজত কর। হে আল্লাহ আমি নোংরামী এবং নোংরা জিনিস হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

পায়খানা হইতে বাহির হওয়ার সময় বলিবে গোফরানাকা। হে আল্লা আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহর তায়ালার শোকর তিনি আমার কষ্ট দূর করিয়াছেন এবং আমাকে শান্তি দিয়াছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আয্‌হাবা আ'ন্নীল আযা ওয়া আফা'নী।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আমার উম্মতের নগ্নতার সময়ে যদি বিসমিল্লাহ বলে তবে জ্বিনদের মধ্যে এবং আমার উম্মতের মধ্যে পর্দা পড়িয়া যায়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পায়খানায় প্রবেশ করিতেন, তখন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবেকা মিনাল খোবছে অ খাবায়েছে এই দোয়া পড়িতেন। এই দোয়া পড়িয়া পায়খানায় প্রবেশ করা হইলে জ্বীন ও মানুষের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ পায়খানা হইতে বাহির হওয়ার সময় বলিতেন গোফরানাকা। অর্থ্যাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি।

পেশাব পায়খানার আদাব

পায়খানায় প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়া সুন্নত। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা মিনাল খোবছে অল খাবায়েছে। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি নাপাক পুরুষ ও নারী জ্বিন হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। পায়খানা হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দোয়া পড়িবে, আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া আফানী। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার শোকর, যিনি আমার কষ্ট দূর করিয়াছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় শুধুমাত্র গোফরানাকা শব্দ রহিয়াছে। অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

জঙ্গলে পেশাব পায়খানা করার সময়ে কেবলামুখী হইয়া অথবা কেবলা পিছনে করিয়া বসিবে না। ঘরের ভেতর কোন আড়াল থাকিলে এরকম বসা দোষণীয় নহে। কাবাঘরের প্রতি সম্মান সব অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক। ডান হাতে পুরুষাঙ্গ বা অন্য গুপ্তাঙ্গ ধরিয়া রাখা নিষিদ্ধ। বরং এ কাজে বাম হাত ব্যবহার করিবে। মনে রাখিবে ডান হাতের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বাম হাতের চাইতে অধিক। এস্তেঞ্জার সময়ে তিনটি কুলুখ ব্যবহার করিবে। ইহার চেয়ে কম লইবে না। যতো ঢিলা কুলুখই ব্যবহার করা হোক না কেন পবিত্র না অর্জন করাই আমল উদ্দেশ্য। তবে গোবর কয়লা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ। আরব দেশে সব সময় পানির অভাব থাকিত। একারণে রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, মানুষ যেন মাটির ঢিলা এবং পাথরের টুকরো দিয়া পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে। তবে পানি ব্যবহার করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহাতে পবিত্রতা অর্জিত হয়। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَاتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ۝

অর্থাৎ ঃ তুমি ইহাতে কখনো দাঁড়াইওনা। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর উহা তোমার সালাতের জন্য অধিক উপযুক্ত। সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন করিতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (সূরা তওবা)

বর্তমানে উপমহাদেশের দেশগুলোতে পানির কোন সমস্যা নাই। কাজেই পানি দ্বারা পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাই সমীচীন। কিছু কিছু লোককে দেখা যায় পেশাব করার পর লুঙ্গি বা পায়জামার ভিতর ডিলাসহ হাত ঢুকাইয়া নারী ও শিশুদের সামনে দিয়া এমনকি প্রকাশ্য পথের উপর দিয়া হাঁটাহাটি করিতে থাকে। ইহা নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ। এরকম অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। মানুষের চলার

পথে গাছের নীচে পেশাব পায়খানা করা উচিত নয়। মানুষের কষ্ট হয় এর
কাজ করা নিষিদ্ধ এবং মানুষের অভিসাপ পাওয়ার মতো। গোসলখানায় এ
পুকুর ঘাটে পেশাব করাও নিষিদ্ধ। কোন গর্তের মুখে পেশাব করাও নিষি
কারণ বিষাক্ত বিষধর কোন প্রাণী বাহির হইয়া আসিতে পারে। অথবা কোন দু
প্রাণী ভিতরে থাকিলে কষ্ট পাইতে পারে। পেশাব করার সময়ে কাহারো সালা
জবাব দেয়া বা কাউকে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ সালাম হইতেছে এক
দোয়া। পেশাব পায়খানার অবস্থায় দোয়ার ব্যবহার দোয়ার আদবের পরিপন্থী।

হাতের আংটিতে আল্লাহর নাম লেখা থাকিলে অথবা কোন পবিত্র বা
লেখা থাকিলে সেই আংটি পরিধান করিয়া পায়খানায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কো
ওজর থাকিলে দাঁড়াইয়া পেশাব করা জায়েজ। রাসূল ﷺ একবার এক
আবর্জনা স্তুপের পাশে দাঁড়াইয়া পেশাব করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার পি
ব্যথা ছিল বসিতে কষ্ট হইত একারণে তিনি দাঁড়াইয়া পেশাব করেন
অমুসলিমদের অনুসরণ করিয়া যাহারা দাঁড়াইয়া পেশাব করে তাহাদের জানা উচি
যে, দাঁড়াইয়া পেশাব করিলে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না প্রাকৃতিক প্রয়োজ
তাহাদের মতো অর্জন করা যায় বটে। কোন নামাযী বিনা কারণে দাঁড়াইয়া পেশা
করিবে এটা চিন্তাই করা যায় না। কথায় কথায় যাহারা পবিত্রতা অর্জনের উপ
গুরুত্ব আরোপ করে অথচ নিজেরা দাঁড়াইয়া পেশাব করে তাহাদের কথার কোন
মূল্য নাই।

পবিত্রতা অর্জনে ততোটুকু পানি ব্যয় করা উচিত যতোটুকু পানি ব্যবহারের
ফলে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। দুইজন পুরুষ পাশাপাশি এমন ভাবে পেশাব
করিতে বসিবে না যাহাতে একজন অন্যজনের ছতর দেখিতে পায়। অথবা
দুইজন পাশাপাশি বসিয়া কথা বলিবে না। কারণ এভাবে কথা বলা অত্যন্ত
নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, লজ্জা ঈমানের অংশ।

ওজুর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَ وَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির্ লী যাম্বী ওয়া ওয়াস্সি' লী ফী দারী ওয়া বারিক্ লী ফী রিয্‌ফী।

যখন তোমরা ওজু করিবে তখন বিসমিল্লাহ বলিবে। আর একথা বলিবে,
হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার ঘরে প্রসস্ততা দাও আমার
রেজেকে বরকত দাও। ওজু শেষ করার পর আকাশের দিকে দৃষ্টি দিবে। তারপর
বলিবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও

অদ্বিতীয় তাহার কোন শরিক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনবার এই দোয়া পাঠ করিবে। কোন কোন বর্ণনার এই দোয়ার কথা বলা হইয়াছে, হে আল্লাহ তুমি আমাকে তওবাকারী এবং যাহারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। তুমি প্রশংসার যোগ্য। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমি তোমার সামনে তওবা করিতেছি। যে ব্যক্তি ওজু করার সময় বলিবে, হে আল্লাহ তুমি পবিত্র তুমি প্রশংসার যোগ্য আমি তোমার নিকট মাগফেরাত চাই. আমি তোমার সামনে তওবা করিতেছি, সে ব্যক্তির নামে একটি মেহেরবানীর চিঠি লিখিয়া দেওয়া হয়। সেই চিঠি কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকিবে বিনষ্ট হইবে না।

ফায়দাঃ হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ এর জন্য আমি ওজুর পানি লইয়া আসিলাম। তিনি ওজু করিতে শুরু করিলেন। আমি শুনিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন আল্লাহুম্মাগফিরলী (শেষ পর্যন্ত) আমি বলিলাম হে রাসূল ﷺ! আপনি এই দোয়া করিতেছেন? তিনি বলিলেন আমি কি দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কিছু বাদ রাখিয়াছি? অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে সবকিছু আল্লাহর নিকট চাহিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওজু শেষ করিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরোজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। সেই দরোজা সমূহের যে কোন দরোজা দিয়া সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। (মেশকাত)

ওজু সম্পর্কে কোরআনের আয়াত

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ۞

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে তখন নিজেদের মুখ ধুইবে, কনুই পর্যন্ত হাত ধুইবে, মাথা মাসেহ করিবে এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পা ধুইবে।

হাদীসে আছে , রাসূল ﷺ বলেন, জান্নাতের চাবি হইতেছে নামায আর নামাযের চাবি হইতেছে ওজু।

এখানে বোঝানো হইয়াছে যে, ওজু ব্যতীত নামায কবুল হয় না। ওজুর ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। রাসূল ﷺ বলেন, ওজু

হইতেছে ঈমানের অর্ধেক। ওজু থাকা অবস্থায় ওজু করিলে দশটি নেকী পাওয়া যায়। ওজুর পানি দেহের যেখানে যেখানে লাগিবে কেয়ামতের দিন সেই সব জায়গায় তাহাদেরকে অলঙ্কার পরিধান করানো হইবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আমার উম্মতের লোকদেরকে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হইবে যে ওজুর কারণে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বলরূপে চমকাইতে থাকিবে।

ওজু করার নিয়ম

ওজুর নিয়ম হইতেছে এই যে, যখন মানুষ নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে তখন মনে মনে নিয়ত করিবে যে, আমি নামাযের জন্য ওজু করিতেছি। তারপর বিসমিল্লাহ বলিয়া উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইবে। মেসওয়াক করিয়া তিনবার কুলি করিবে। কারণ ওজুর সময়ে মেসওয়াক করাও সুন্নত।

হাদীসে আছে যে, মেসওয়াক করিলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন এবং মুখ পাকসাক থাকে। মেসওয়াক করার মধ্যে চিকিৎসা মতে একটি যুক্তি রহিয়াছে। তাহা এই যে, মুখ প্রায় সব সময় বন্দ থাকে। মুখের ভেতর বাহিরের বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষত ঘুমাইবার পর মুখের লালা দাঁত এবং মাড়িতে জমা হইয়া থাকে। ইহাতে দূর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এছাড়া অনেক সময় খাদ্য কনাদাঁতের ফাঁকে আটকাইয়া যায়। যদি মেসওয়াকের মাধ্যমে এসব কিছু পরিষ্কার না করা হয় তবে খাদ্য কনা পঁচিয়া দাঁতে পোকা তৈরী হইবে। পোকার কামড়ে দাঁতে তীব্র ব্যথা দেখা দিবে। কাজেই পাঁচওয়াক্ত সম্ভব না হইলেও ফজর ও এশার সময়ে মেসওয়াক করা জরুরি।

রাসূল ﷺ যখনই বাহির হইতে ঘরে ফিরিতেন তখনই তিনি মেসওয়াক করিতেন। তিনি বলিতেন যে, জিবরাঈল যখনই আমার নিকট আসিতেন তখনই আমাকে মেসওয়াক করার জন্য তাকিদ দিতেন। তাহার তাগিদে আমার মনে হইত যে আমার উম্মতের জন্য মেসওয়াক হয়তো ফরজ করিয়া দেওয়া হইবে। মেসওয়াকের জন্য পিলুর বৃক্ষ শাখা বা শিকড় ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক নহে। যে কোন বৃক্ষের শাখা বা শিকড় দ্বারা মেসওয়াক তৈরী করা যায়। বর্তমানে টুথ ব্রাশের প্রচলন হইয়াছে। ইহাও ভালো। আঙ্গুল দ্বারা বা দাঁতের মাজন দ্বারা মেসওয়াক করিলেও সুন্নত আদায় হইবে। কারণ পরিচ্ছন্নতা অর্জনই হইতেছে আসল কথা। যিনি মেসওয়াক করিবেন তিনি তিনবার কুলি করিবেন তিনবার নাকে পানি দিবেন, বামহাতে নাক ঝাড়িবেন। নাকের ভেতর পানি পৌছানোর জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করিবে। কপালের মাথার চুল হইতে চিবুকের দাড়ি পর্যন্ত এক কানের লতি হইতে অন্য কানের

লতি পর্যন্ত ভালোভাবে ধৌত করিবে। দাড়ি ভালোভাবে ভিজাইয়া খিলাল করিবে। তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। তারপর মাথা মাসেহ করিবে। মাথা মাসেহ করার সময়ে সব আঙ্গুল ভিজাইয়া আঙ্গুল একত্রিত করিয়া যেখান হইতে শুরু করিবে মসেহ করিয়া সেখানে লইয়া আসিবে।

মাথা মাসেহ করার পর কান মসেহ করিবে। তারপর ডান পা এবং বাম পা গোড়ালি পর্যন্ত ধুইবে। পায়ের আঙ্গুল খিলাল করিবে। ইহা সুন্নত। ওজুর জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিনবার করিয়া ধোয়া উত্তম। তবে কেহ দুইবার বা একবার ধুইলেও জায়েজ হইবে। তিনবারের বেশী ধোয়া নিষিদ্ধ। কারণ পানি আল্লাহ্‌র নেয়ামত পানি অপচয় করা নিষিদ্ধ ওজুর জন্য নির্দিষ্ট করা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একনখ পরিমাণ জায়গাও যদি শুকনো থাকে তবে পুনরায় ওজু করিতে হইবে। একবারের ওজু দ্বারা একাধিক ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়। ওজুর জন্য বর্তমানে হিসাব অনুযায়ী সোয়া সের হইতে দেড় সের পানিই যথেষ্ট। ইহার চেয়ে বেশী পানি ব্যবহার করা অপচয়ের শামিল। পানির প্রাচুর্য থাকিলেও বেশী পানি ব্যবহার করা উচিত নয়।

ওজু শেষ করিয়া এই দোয়া পড়িবে

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহা.ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আল্লাহুম্মাজ্‌আ'ল্‌নী মিনাত্ তাউয়াবীনা ওয়াজআল্‌নী মিনাল মুতাতাহ্‌হিরীন।

অর্থাৎ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ নিজের সত্তায় এবং বৈশিষ্ট্যে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দাও রাসূল। হে আল্লাহ আমাকে সেই সকল লোকদের মধ্যে শামিল করো যাহারা সব সময় তওবা করে এবং সেই লোকদের মধ্যে শামিল করো যাহারা পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টায় কোন প্রকার ত্রুটি করে না।

ওজুর সময়ে মেসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূল ﷺ বলেন, চারটি জিনিস হইতেছে নবীদের সুন্নত। লজ্জা করা, আতর লাগানো, মেসওয়াক করা, বিবাহ করা। মেসওয়াক করিয়া নামায আদায় এবং মেসওয়াক বিহীন নামাযের চাইতে সত্তরগুণ বেশী উত্তম।

যেসব কারণে ওজু নষ্ট হইয়া যায়

পায়ু পথে বায়ু নিঃসরিত হইলে ওজু ভঙ্গ হয়। সশব্দে হোক অথবা নিঃশব্দে হোক। দুর্গন্ধ অনুভব করা যাক বা না যাক। তবে বায়ু বাহির হইয়াছে কিনা সন্দেহ থাকিলে ওজু নষ্ট হইবে না। প্রস্রাব পায়খানার পথ দিয়া কোন কিছু বাহির হইলে ওজু নষ্ট হইবে। ফোঁড়া ফাটিয়া গেলে ওজু নষ্ট হইবে। ওজুর পর বিছানায় শুইয়া অথবা কোন কিছুতে হেলান দিয়া ঘুমাইলে ওজু নষ্ট হইবে। কোন কিছুতে হেলান না দিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া ঘুমাইলে ওজু নষ্ট হইবে না। নামাযের মধ্যে ফিস ফিস করিয়া হাসিলে ওজু নষ্ট হইবে। নারী বা পুরুষ নিজের লজ্জাস্থান কাপড়ের উপর দিয়া বা নীচ দিয়া স্পর্শ করিলে ওজু নষ্ট হইবে না। কোন নারীকে স্পর্শ করিলে বা চুম্বন করিলে এবং আগুনের রান্না করা কোন খাদ্য খাইলে ওজু নষ্ট হইবে না।

পাঁচওয়াক্ত নতুন ওজু করা

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতুন ওজু করার মধ্যে অধিক সওয়াব রহিয়াছে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ এর জন্য পাঁচওয়াক্ত নামাযের সময় নতুন ওজু করা ফরজ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে এই ফরজ তুলিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন সাহাবী এই আমল বজায় রাখেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করিয়া ওজু করিতেন।

সব সময় ওজু অবস্থায় থাকা

কোন কোন সাহাবী সব সময় ওজু অবস্থায় থাকিতেন। হযরত আদ্দী ইবনে হাতেম বলেন, একবার রাসূল ﷺ হযরত বেলালকে বলিলেন, গতকাল তুমি কিভাবে আমার আগে জান্নাতে প্রবেশ করিলে? হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হে রাসূল, আমি যখন আযান দেই তখন দুই রাকাত নামায আদায় করি এবং একবার ওজু নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় ওজু করিয়া লই।

পাঁচ ওয়াক্ত মেসওয়াক করা

রাসূল ﷺ অধিকতর পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন থাকার চিন্তায় পাঁচওয়াক্ত মেসওয়াক করিতেন। তিনি বলিলেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট করা হইবে বিবেচনা না করিতাম তবে পাঁচওয়াক্ত নামাযের সময়ে তাহাদের মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম। তবে সাহাবায়ে কেরামের আগ্রহ আতিশয্যের সামনে কষ্টকর বলিয়া কোন কিছু ছিল না। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) সব সময় কানের ফাঁকে কলমের মতো মেসওয়াক রাখিতেন।

তাহাজ্জুদ নামায

ফরজ নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হইতেছে তহাজ্জুদ নামায। ফরজ নামায ব্যতীত মানুষের উত্তম নামায হইতেছে নিজের ঘরে আদায় করা নামায। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মতে রাতের নামায দুই রাকাত করিয়া আদায় করিতে হয়।

(١) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ-اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خُصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ (٢) اَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ (٣) وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ (٤) اَنْتَ اِلٰهِيْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (٥) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۞

উচ্চারণ ঃ (১) আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্‌তা কাইয়্যিমুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া মান্ ফীহিন্না ওয়া লাকাল্ হামদু আন্‌তা মালিকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া মান্ ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আন্‌তা নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া লাকাল হামদু, আন্‌তাল্ হাক্কু ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্কু, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়া কাওলুকা হাক্কুন, ওয়াল্ জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্ নারু হাক্কুন, ওয়ান নাবীয়্যূনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন, ওয়াস সাআতু হাকক্কুন, আল্লাহুম্মা লাকা আস্‌লাম্‌তু, ওয়া বিকা আমান্‌তু, ওয়া আ'লাইকা তাওয়াকাল্‌তু ওয়া ইলাইকা আনাব্‌তু ওয়া বিকা খাসাম্‌তু ওয়া ইলাইকা হাকামতু। (২) আন্‌তা রাব্বুনা ওয়া ইলাইকাল মাসীর, ফাগ্‌ফির্ লী মা কাদ্দাম্‌তু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আস্‌রার্‌তু ওয়ামা আ'লান্‌তু। (৩) ওয়ামা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী

আন্‌তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল্ মুআখ্খিরু। (৪) আন্‌তা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা। (৫) লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থাৎ- রাসূল ﷺ রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য জাগ্রত হইলে বলিতেন, হে আল্লাহ তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। আকাশ যমীনে যাহা কিছু রহিয়াছে তুমিই সবকিছুর শ্রষ্টা এবং প্রতিপালক। হে আল্লাহ তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আকাশ ও যমীনে যাহা কিছু আছে তুমিই সবকিছুর মালিক। হে আল্লাহ তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। আকাশ ও যমীনে যাহা কিছু আছে তুমিই সেসব কিছুর হেদায়েত দানকারী এবং উজ্জল করনে ওয়ালা। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তুমিই সত্য তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সহিত সাক্ষাত ঘটনা। তোমার কথা সত্য। জান্নাত সত্য। দোযখ সত্য। সকল নবী সত্য। মোহাম্মদ ﷺ সত্য নবী। কেয়ামত সত্য। হে আল্লাহ আমি তোমার সামনে মাথানত করিয়াছি। তোমার উপর ঈমান আনিয়াছি। তোমার উপর ভরসা করিয়াছি। তোমার কাছে ফিরিয়া যাইব। তোমার দেওয়া শক্তি দ্বারাই মানুষের সহিত ঝগড়া বিবাদ করি। তোমার দেওয়া শক্তি দ্বারাই তোমার নিকট ফরিয়াদ করি।

হে আল্লাহ তুমিই আমাদের প্রতিপালক। তোমার নিকটেই আমরা ফিরিয়া যাইব। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। যাহা কিছু আমি (নবুয়ত পাওয়ার) আগে করিয়াছি যাহা কিছু পরে করিয়াছি যাহা কিছু গোপনে করিয়াছি এবং যাহা কিছু প্রকাশ্যে করিয়াছি, আর যাহা কিছু তুমি আমার চাইতে বেশী জানো। তুমি সবকিছু সামনে অগ্রসর করো তুমি সবকিছু পেছনে সরাইয়া নাও। শক্তি ও ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

ফায়দাঃ ফরজ নামায মসজিদে আদায় করিবে। ইহা ছাড়া সুন্নাত নফল ইত্যাদি নামায ঘরে আদায় করাই উত্তম। আল্লামা ইবনুল জাজরি ছিলেন শাফেয়ী মজহাবের অনুসারী। একারণে এখানে নিজের মজাহাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেক ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলের মতে রাত্রিতে দুই রাকাত নামায আদায় করা উত্তম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে চার রাকাত নামায আদায় করা উত্তম। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে রাতে দুই রাকাত করিয়া চার রাকাত এবং দিনে চার রাকাত করিয়া আট রাকাত নামায আদায় করা উত্তম।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে লিখিয়াছেন, কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পরে এই দোয়া পাঠ করিতেন।

তাহাজ্জুদ এবং রাতের নামায

রাত্রে আমরা যে সময় ঘুমাইয়া থাকি সেই সময়ে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর এবাদত এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিতেন। একজন সাহাবী রাতের নামাযে উচ্চৈস্বরে কোরআন তেলাওয়াত কারয়াছিলেন। হুজুর ﷺ সকালে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত করেন। আমি কোরআনের কয়েকটি আয়াত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।একবার রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ মসজিদে এতেকাফ করিতেছিলেন। এসময় কয়েকজন সাহাবী উচ্চৈস্বরে কোরআন পাঠ করিতেছিলেন। রাসূল ﷺ পর্দা উঠাইয়া বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র সহিত চুপি চুপি কথা বলিতেছ, এরকমই হওয়া উচিত। এতোটা চিৎকার করিবে না যাহাতে অন্যের কষ্ট হয়। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায় সারারাত নামায আদায় করিতেন। হযরত আবুদ্দারদার স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত আবুদ্দারদাকে জোর করিয়া সারারাত এবাদত হইতে বিরত রাখেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাত্রিকালে নিজেরাই শুধু নামায আদায় করিতেন না স্ত্রীদেরকেও সেই নামাযে শরিক করাইতেন। রাসূল ﷺ এক রাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্য করিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) খুব আস্তে আস্তে কেরাত পাঠ করিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রাঃ) উচ্চৈস্বরে কেরাত পাঠ করিতেছেন। পরে দুইজন রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাসূল ﷺ উভয়ের নিকট এরকম নিয়মে কেরাত পাঠের ব্যাখ্যা চাহিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, আমি যাহা পাঠ করিয়াছি তাহা আমার প্রতিপালকের কানে পৌছাইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, আমি ঘুমের মানুষদের জাগাইবার উদ্দেশ্যে জোরে কেরাত পাঠ করিয়াছি। এছাড়া শয়তানকে তিরস্কার করাও জোরে কেরাত পাঠ করার অন্যতম কারণ। হযরত ওমর (রাঃ) শেষ রাতে নামায আদায় করার সময়ে নিজের পরিবার পরিজনের জাগাইতেন এবং নামাযে শামিল করিতেন। পরিবারের লোকদের ঘুম হইতে জাগাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করিতেন।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى۞

অর্থাৎ ঃ এবং তোমার পরিবার বর্গকে সালাতের আদেশ দাও, এবং উহাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহিনা আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই, এবং শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা ত্বা-হা)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রী এবং খাদেম নামাযের জন্য রাত্রিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন। একজন নামায আদায় করিয়া অন্য জনকে ঘুম হইতে জাগাইতেন।

নামাযের প্রতি এরকম আগ্রহ শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক সাহাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং প্রায় সকল সাহাবীই এভাবে নামায আদায় করিতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম মাগরেব হইতে এশা পর্যন্ত নামায আদায় করিতেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ۝

অর্থাৎ তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করিত। (সূরা যারিয়াত)

এভাবে রাত্রি জাগরণের ফলে সাহাবাদের অনেক কষ্ট করিতে হইত। সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম দিকের আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর মতোই রাতে নামায আদায় করিতেন। বেশী নামায আদায় করার কারণে তাহাদের পা ফুলিয়া যাইত। কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা সাহাবাদের মর্যাদার কথা এভাবে উল্লেখ করেন–

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝

অর্থাৎ– তাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালকের ডাকে, আশায় ও আশঙ্কায় এবং আমি তাহাদেরকে যে রিযিক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। (সূরা সাজদা)

রাসূল ﷺ এর সহিত তাহাজ্জুদ এবং নফল নামাযে সাহাবাদের অংশগ্রহণ

রাসূল ﷺ রাত্রিকালে নফল নামাযে লম্বা লম্বা সূরা পাঠ করিতেন। যেমন সূরা বাকারা সূরা আলে ইমরান, মায়েদা, আনআম, এইসব সূরা পাঠ করিতেন। যতোক্ষণ সময় নামাযে কিয়াম করিতেন ততোক্ষণ সময় রুকু সেজদায় কাটাইতেন। যখন কোরআনে শাস্তির আয়াত আসিত তখন আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিতেন এবং শাস্তি হইতে পানাহ চাহিতেন। যদি সুসংবাদের আয়াত আসিত তখন আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিতেন এবং সুসংবাদ বর্ণিত জিনিসের আকাঙ্খা ব্যক্ত করিতেন। হযরত আয়েশাও রাসূল ﷺ এর সহিত কখনো কখনো নামাযে অংশ গ্রহণ করিতেন।

রাত্রিকালীন নামায আদায়ের অভ্যাস কতিপয় সাহাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সকল সাহাবার মধ্যেই এই অভ্যাস বিদ্যমান ছিল। একবার কয়েকজন সাহাবা রাসূল ﷺ-কে রাত্রিকালীন নামায আদায় করিতে দেখিয়া তাহার সহিত নামাযে শামিল হইলেন। সকালে এ বিষয়টি আলোচনা হইল। পরে রাতে আরো অনেকে অংশগ্রহণ করিলেন। উপর্যপরি দুই তিনরাত্রি এভাবে অতিবাহিত হইল। পরের রাতে রাসূল ﷺ রাত্রিকালীন নামাযের জন্য বাহির হইলেন না। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নব্বীতে কেহ আসিলেন কেহ গলা খাঁকারি দিলেন। নানাভাবে রাসূল ﷺ এর মনযোগ আর্কষনের চেষ্টা করিলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন তোমাদের অতি আগ্রহের কারণে আমার ধারণা হইতেছিল যে, এই নামায তোমাদের উপর ফরজ হইয়া না যায়। তারপর রাসূল ﷺ চাটাইয়ের ঘেরাও দিয়া নামায আদায় করিতেন। সাহাবাগণ খবর পাইয়া তাহারাও একতেদা করিয়া সেই নামাযে শামিল হইতেন। রাসূল ﷺ সাহাবাদের এরকম একতেদা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

রাত্রিকালীন নামায আদায়ের আগ্রহ সাহাবাদের মধ্যে এতো বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণও বিরত থাকিতেন না। রাসূল ﷺ এর নবুয়ত লাভের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন কম বয়েসী বালক। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও রাত্রিকালীন নামাযের আগ্রহ ছিল ইবনে আব্বাসের মনে প্রবল। একরাতে তিনি তাঁহার খালা হযরত মায়মুনার ঘরে গেলেন। গভীর রাতে হযরত মায়মুনা (রাঃ) সূরা আলে ইমরানের কয়েকটি আয়াত পাঠ করিলেন। তারপর ওজু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। বালক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস খালার অনুসরণে ওজু করিয়া তাঁহার পাশে নামাযের জন্য দাঁড়াইলেন।

রাসূল ﷺ এর রাত্রিকালীন এবাদত

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়াছে আল্লাহ তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা সকল প্রকার প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত। (তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।)

তিনি পবিত্র যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আমি আল্লাহ্ তায়ালার তাসবীহ্ পাঠ করিতেছি এবং তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি।

রাসূল ﷺ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ঘুম হইতে জাগিয়া আকাশের প্রতি তাকাইতেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করিতেন। শেষ দশ আয়াতের প্রথম আয়াত হইতেছে।

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ۝

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনা রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। (সূরা আলে-ইমরা

সূরা আলে ইমরানের শেষ দিকের আয়াতসমূহ পাঠ করার পর রাসূ ﷺ ওজু করিতেন তারপর এগারো রাকাত নামায আদায় করিতেন। হযর বেলাল (রাঃ) আযান দেওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করিতে তারপর মসজিদে গমন করিতেন। রাসূল ﷺ কখনো কখনো রাতে ১৩ রাক নামায আদায় করিতেন। ইহার মধ্যে পাঁচ রাকাত বেতেরের নামায আদা করিতেন। শেষ রাকাতের পরে বসিতেন। আরেক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, রাসূ ﷺ রাতে ১১ রাকাত নামায আদায় করিতেন এই নামাযের মধ্যে এক রাকা বেতেরের নামাযও অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

রাসূল ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলে দশবার ছোবহানাল্লাহ দশবা আলহামদুল্লিাহ দশবার আল্লাহু আকবর পাঠ করিতেন। তারপর দশবার এই দো করিতেন, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমাকে হেদায়েত দাও আমাকে রিযিক দাও, আমাকে নিরাপত্তা দাও। দশবার এই দোয়া করার ক ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর রাসূল ﷺ কেয়ামতের দিনে সংকীর্ণতা হইতে দশবার আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাহিতেন।

তাহাজ্জুদ শুরু করিলে বলিতেন হে জিবরাঈল, মিকাঈল এ ইসরাফীলের প্রতিপালক, আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষ সম্পর্কে তুমি অবগত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছে সেসব বিবাদ তুমিই মীমাংসা করিবে। যেসব বিষয়ে মত পার্থক্য রহিয়াছে। সে সব বিষয়ের মধ্যে তুমি নিজের অনুগ্রহে সত্যের প্রতি আমাকে পথ নির্দেশ করিয়াছ। তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সরল পথ দেখাইতে পারো।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদের ১৩ রাকাত নামায আদায় করিতেন। ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ এবং ৫ রাকাত বেতের এক সালামে আদায় করিতেন।

এই হাদীসের অর্থে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

হাশরের ময়দান মানুষের জন্য এতো সংকীর্ণ হইবে যে, সেখানে বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইয়া তাহারা দোযখে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে।

হযরত শোয়াইব (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূ ﷺ রাতে ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার পর প্রথমে কি করিতেন? হযরত আয়েশা

(রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা ইতিপূর্বে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। রাসূল ﷺ ঘুম হইতে জাগিয়া দশবার আল্লাহু আকবর দশবার আলহামদুল্লিাহ, দশবার ছোবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহি, দশবার ছোবহানাল্লাহিল মালিকিল কুদ্দুস দশবার আস্তাগফেরুল্লাহ দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ দশবার আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবেকা মিন দাইকিদ্দুনিয়া ওয়া ইয়াওমিল কিয়ামা পাঠ করিতেন। তারপর তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিতেন। (মেশকাত)

বেতের নামায আদায়ের নিয়ম

বেতের নামায তিন রাকাত আদায় করার সময়ে প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফেরুন, তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ পাঠ করিবে। তিন রাকাত আছরের পর সালাম ফিরাইবে। তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ অথবা সূরা ফালাক অথবা সূরা নাছ যে কোন সূরা পড়া যাইবে।

ফায়দা ঃ বেতেরের নামাযের রাকাতের ক্ষেত্রে মতভেদ রহিয়াছে। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীগণ এক রাকাত বেতের নামায আদায় করেন। হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ তিন রাকাত আদায় করেন। রাসূল ﷺ যেহেতু তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর বেতের আদায় করিতেন এ কারনে অনেকে তাহাজ্জুদের রাকাতকে বেতেরের অর্ন্তভুক্ত করিয়াছেন।

বেতের নামাযের দোয়া

বেতের নামাযের শেষ রাকাতে রুকু হইতে উঠার পর দোয়ায়ে কুনুত পড়িবে। তারপর বলিবে–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ اَنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاَنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ۝

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ- وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ-وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ- اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ

سُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ- اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَا
مَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَاتَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-اَللّٰهُمَّ
اِنَّانَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ
وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ- وَنَخْشٰى عَذَابَكَ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ اِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া আফিনী ফীমান আফাই[illegible] ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আতাইতা ওয়া কি[illegible] শাররা মা কাদ্বাইতা ইন্নাকা তাকদী ওয়া লা ইউকদা আলাইকা ওয়া ইন্নাহু [illegible] ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা ওয়ালা ইয়াইযযু মান আদাইতা তাবারাকতা রাব্বানা ও[illegible] তাআলাইতা নাসতাগফিরুকা ওয়া নাতুবু ইলাইকা ছাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যি।

আল্লাহুম্মাগ্ফির লানা ওয়া লিল্মুমিনীনা ওয়াল্ মুমিনাতি ওয়াল্ মুসলিমীন ওয়াল্ মুসলিমাতি, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলুবিহিম, ওয়াস্লিহ যাতা বাইনিহিম ওয়ান্সুরহুম্ আলা আদুব্বিকা ওয়া আদুব্বিহিম, আল্লাহুম্মাল্আ'নিল্ কাফা[illegible] রাল্লাযীনা ইয়াসুদ্দুনা আন্ সাবীলিকা ওয়া ইউকাযযিবুনা রুসুলাকা ওয়া ইউকাতিল[illegible] আওলিয়াআকা-আল্লাহুম্মা খালিক বাইনা কালিমাতিহিম্ ওয়া যালযিল্ আক্দামাহু[illegible] ওয়া আন্যিল্ বিহিম বাসাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহু আনিল কাওমিল মুজরিমীন।

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নুসনী আলাইক[illegible] খাইর ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লাউ ওয়া নাতরুকু ম[illegible] ইয়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী, ওয়া নাসজুদু ও[illegible] ইলাইকা নাস্আ ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নাখশা আযাবাকা ওয়া নারজু রাহমাতাকা [illegible] আযাবাকা (-লজ্জিদ্দা) বিলকুফফারি মুল্হিক্।

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ তুমি যেসব লোকদের হেদায়েত দিয়াছ আমাকে তাহাদের মধ্যে শামিল করো। আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ হই[illegible] নিরাপদ রাখো। সেই সকল লোকদের মধ্যে আমাকে শামিল করো তু[illegible] যাহাদেরকে নিরাপদ করিয়াছ। সেইসব লোকদের মধ্যে আমাকে শামিল ক[illegible] তুমি যাহাদেরকে সাহায্য করিয়াছ। তুমি আমাকে যাহা কিছু দান করিয়াছ উহা[illegible]

বরকত দাও। তুমি আমার ভাগ্যে যেসব অকল্যাণ লিখিয়াছ সেইসব হইতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমি সকলকে আদেশ করিতে পারো কিন্তু তোমাকে কেউ আদেশ করিতে পারে না। তুমি যাহার রক্ষক কেহ তাহাকে অপমানিত করিতে পারে না। তুমি যাহাকে শত্রু মনে করো সে কিছুতেই সম্মান পাইতে পারে না। তুমি বরকত সম্পন্ন। হে আমাদের প্রতিপালক তুমিই শ্রেষ্ঠ। তোমার নিকট আমরা ক্ষমাচাই তোমার নিকটেই আমরা ফিরিয়া যাইব। তারপর রাসূল ﷺ এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করিবে।

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এবং সকল ঈমানদার পুরুষ নারীকে ক্ষমা করো। তাহাদের মনে ভালোবাসা সৃষ্টি করো। তাহাদের সকল কাজ সম্পন্ন করো। তোমার শত্রুদের উপর তাহাদেরকে সাহায্য করো।

হে আল্লাহ্ যেসব কাফের তোমার পথে লোকদের বাঁধা দেয় তোমার নবীদের অবিশ্বাস করে তোমার বন্ধুদের সহিত লড়াই করে তাহাদের তুমি লানত দাও। হে আল্লাহ্ তোমার শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো, তাহাদের পদস্খলন ঘটাও। তাহাদের উপর তোমার শাস্তি নাযিল করো।

হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই। তোমার নিকট ক্ষমা চাই। তোমার উত্তম প্রশংসা করি। তোমার নাশোকরি হইতে নিজেদের দূরে রাখি। হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি তোমার অবাধ্যতা করিবে আমরা তাহাকে ত্যাগ করিব।

আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। হে আল্লাহ্ আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমার জন্য নামায আদায় করি এবং সেজদা করি। আমরা তোমার দিকেই ছুটিয়া যাই তোমার দরবারে অনুময় বিনয় করি এবং তোমার নিশ্চিত আযাবকে ভয় করি, তোমার রহমতের আশা করি। তোমার নিশ্চিত আযাব কাফেরগণ ভোগ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বেতের নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইবে তারপর তিনবার বলিবে, আমাদের বাদশাহ পবিত্র এবং সকল দোষক্রটি হইতে মুক্ত। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই, তোমার ক্রোধ তোমার শাস্তি হইতে পানাহ চাই। তোমার উপযুক্ত প্রশংসা আমি করিতে পারি নাই। তুমি ঠিক তেমন যেমন তুমি নিজের পরিচয় দিয়াছ এবং প্রশংসা করিয়াছ।

ফজরের সুন্নতের বিবরণ

ফজরের সুন্নত নামায আদায় করার সময় প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরুন দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ পাঠ করিবে। অথবা প্রথম রাকাতে এই আয়াত পাঠ করিবে-

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ কুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়া মা উন্যিলা ইলাইনা ওয়া মা উন্যি ইলা ইব্রাহীমা ওয়া ইস্মাঈলা ওয়া ইস্হাকা ওয়া ইয়াকুবা ওয়াল্ আসবাতি ওয়া উতিয়া মূসা ওয়া ঈসা ওয়া মা উতিয়ান্ নাবিয়্যুনা মির্ রাব্বিহিম লা নুফাররি বাইনা আহাদিম্ মিনহুম্ ওয়া নাহ্নু লাহু মুসলিমূন।

অর্থাৎ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদে প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরদের প্র অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাঁহাদের প্রতিপালককের নিকট হইতে মুসা, ঈসা, অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি এবং আমরা তাহার নিকট আত্মসমর্পনকারী। (সূরা বাকারা)

দ্বিতীয় রাকাতে এই আয়াত পড়িবে

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া আহলাল্ কিতাবি তাআ'লাও ইলা কালিমাতি সাওয়ামিম্ বাইনানা ওয়া বাইনাকুম্ আল্লা না'বুদা ইল্লাল্লাহা ওয়ালা নুশরিকা বি শাইয়াওঁ ওয়ালা ইয়াত্তাখিযা বা'দুনা বা'দ্বান্ আরবাবাম্ মিন দূনিল্লাহ্, ফা তাওয়াল্লাও ফুকুলুশ্হাদূ বিআন্না মুসলিমূন।

অর্থাৎ তুমি বল, হে কিতাবীগণ আসো সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারো এবাদত না করি কোন কিছুকেই তাঁহার শরিক না করি। এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে ব তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম। (সূরা আলে ইমরা

ফজরের সুন্নত আদায়ের পর বসিয়া তিনবার এই দোয়া পড়িবে। হে আল্লাহ্, তুমি জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও মোহাম্মাদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরোয়ারদেগার, আমি তোমার নিকট দোযখ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

ফজরের সুন্নত আদায়ের পর কেবলামুখী হইয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবে।

ফায়দা ঃ এভাবে শুইয়া থাকা বিশ্রামের জন্য। যাহাতে রাত্রি জাগরণের পর আরামে জামায়াতে ফজরের নামায আদায় করিতে পারে। এভাবে শয়ন করা মোস্তাহাব।

ঘর হইতে বাহিরে যাওয়ার সময়ের দোয়া

ঘর হইতে যখন বাহিরে যাইবে তখন বলিবে–

بِسْمِ اللهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ اَلتُّكْلَانُ عَلَى اللهِ۞ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْاُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ اُجْهَلَ عَلَىَّ۞

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিত তোকলানু আলাল্লাহি। বিস্মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন আদ্বিল্লা আও উদ্বাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আজলিমা আও উজলামা আও আজ্হিলা আও উজ্হালা আলাইয়্যা।

অর্থাৎ ঃ আমি আল্লাহ্র নামে বাহির হইতেছি। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি। হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট আমাদের পদস্খলন হইতে পানাহ চাহিতেছি। আমাদের যেন পদস্খলন না ঘটে। অথবা আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই। অথবা আমরা যেন জুলুম না করি। অথবা কেহ যেন আমাদের উপর জুলুম না করে। আমরা যেন নাদান না হই। কেহ যেন আমাদের দ্বারা নাদানের মতো কাজ না করায়।

আল্লাহ্ তায়ালার নামে আমি বাহির হইতেছি। শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহর সাহায্য দ্বারাই পাইয়া থাকি। আল্লাহ্র উপর ভরসা করিতেছি। আমি আল্লাহ্র নামে বাহির হইতেছি আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করিয়াছি। শক্তি ও ক্ষমা আল্লাহর কারণেই পাইয়াছি।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ যখন আমার ঘর হই
বাহির হইতেন তখন আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিতেন, হে আল্লাহ্ আ
তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই। আমাকে যেন কে
পথভ্রষ্ট না করে। আমি যেন ভুল না করি। আমার যেন পদস্খলন না ঘটে। আ
যেন কাহারো উপর জুলুম না করি। অন্য কেউ যেন আমার উপর জুলুম না করে
আমি যেন কাহারো সহিত মূর্খের মতো আচরণ না করি। অন্য কেউ যেন আমা
সহিত মূর্খের মতো আচরণ না করে।

নামাযের জন্য যাওয়ার সময়ের দোয়া

ফজরের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্য যাওয়ার সময়ে বলিবে–

(١) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا
وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا–
(٢) وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ شَعْرِىْ
نُوْرًا وَّفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا– (٣) وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا
وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا– (٤) وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا
وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا
وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّمِنْ
تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজআ'ল ফী কাল্‌বী নূরান্ ওয়া ফী বাসারী নূরান ওয়া
সাময়ী নূরান ওয়া আন্ ইয়ামীনী নূরান্ ওয়া আন শিমালী নুরান্ ওয়া খালফী নূ
ওয়াজআল লী নূরান, (২) ওয়া ফী আ'সাবী নুরান ফী লাহমী নূরান ওয়া ফী দা
নূরান ওয়া ফী শা'রী নূরান ওয়া ফী বাশা'রী নূরান, (৩) ওয়া ফী লিসানী নূ
ওয়াজ আল- ফী নাফ্‌সী নূরান ওয়া আযিম লী নূরান, (৪) ওয়াজ্‌আ'লনী নূরান।
আল্লাহুম্মাজ্‌আল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী লিসানী নূরান্ ওয়াজ্‌আ'ল
সাময়ী নূরান ওয়াজআ'ল' ফী বাছারী নূরান্, ওয়াজআ'ল মিন খালফী নূরান

মিন আমামী নূরান ওয়াজ্‌আ'ল মিন ফাওকী নূরান ওয়া মিন তাহ্‌তী নূরান আল্লাহুম্মা আ'তিনী নূরান।

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমার দৃষ্টি আলোকিত করিয়া দাও। আমার ডানে বামে আলোকিত করো। আমার পেছনে আলোকিত করো। আমার জন্য বিশেষ নূরের ব্যবস্থা করো। আমার গোশতে আমার রক্তে আমার চামড়ায় আমার চুলে আলো দান করো। আমার জিহবায় আলো দান করো। আমার প্রাণে আলো দান করো। আমাকে মহান আলো দাও। আমাকে আলোকিত দেহ দান করো। হে আল্লাহ্ আমার অন্তর আমার জিহবায় আলো দাও। আমার অনুভূতিতে আমার চোখের দৃষ্টিতে আলো দাও। আমার পেছনে আমার সামনে আলো দাও। তুমি আমাকে আলো দাও।

ফায়দা ঃ নূর বা আলো হইতেছে একটি বিশেষ অবস্থার নাম। সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সে সম্পর্কে পরিচিত লাভ সম্ভব হয়। হিংসা,ঘৃণা,সংকীর্ণতা ক্রোধ অহংকার পাপ ইত্যাদি অন্ধকার দূর হইয়া যায়। ইহার ফলে নিজে যেমন হেদায়েত পাইতে পারে অন্যদেরও সরল সহজ পথ প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নূরের অর্থ হইতেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন আনুগত্য লাভ করিতে পারে। অমনোযোগিতা,গাফলতি এবং পাপ হইতে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত আলোর পথে চলে। আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, আমি তাহাদেরকে একটি নূর দান করিয়াছি সেই নূরের সাহায্যে তাহারা মানুষের মধ্যে বিচরণ করে।

হযরত শেখ শেহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী আওয়ারেফুল মাআরেফ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এই দোয়া নিয়মিত যাহারা পাঠ করিয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে বরকত এবং নূরানিয়াত লক্ষ্য করিয়াছি।

মসজিদে যাওয়া আসার সময়ের দোয়া

মসজিদে প্রবেশ করার সময়ে এই দোয়া করিবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۞
اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۞ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
وَسَهِّلْ عَلَيْنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ۞ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ۞ بِسْمِ
اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ۞ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ

رَحْمَتِكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ۞ اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۞ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ۞ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ۞

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহিল আযীমি ওয়া বিওয়াজ্হিহিল কারীমি ওয়া সুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শাইতোআনির রাজীম। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লানা আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়া সাহ্হিল আলাইনা আবওয়াবা রিয্কিকা। বিস্মিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাগফির লী যুনুবী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আল্লাহুম্মা আ'সিম্নী মিনাশ শাইতোআনির রাজীম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা। বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাগফির লী যুনুবী ওয়াফ্তাহ লী আবওয়াবা ফাদ্বলিকা।

অর্থাৎ ঃ আমি পরাক্রমশালী আল্লাহ্, তাহার সম্মানিত সত্তা, তার চিরস্থায়ী প্রাচীন বাদশাহীর মাধ্যেমে অভিশপ্ত শয়তান হইতে পানাহ চাহিতেছি।

মসজিদে প্রবেশ করার পর রাসূল ﷺ এর উপর দরুদ পাঠ করিবে। তারপর বলিবে হে আল্লাহ্ আমার জন্য তোমার রহমতের দরোজা খুলিয়া দাও। হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য তোমার রহমতের দরোজা খুলিয়া দাও এবং আমাদের জন্য তোমার রিযিকের উপকরণ উপাদান সহজ করিয়া দাও।

অথবা বলিবে যে, আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করিতেছি এবং রাসূল ﷺ এর প্রতি সালাম পাঠাইতেছি। ইবনে আবি শাইবা অতিরিক্ত একথা বলিয়াছেন যে, আমি রাসূল ﷺ এর তরিকার উপর প্রবেশ করিতেছি। হে আল্লাহ মোহাম্মদ ﷺ এবং মোহাম্মদের পরিবার পরিজনের উপর দরুদ প্রেরণ করো। হে আল্লাহ আমার গুনাাহ মাফ করিয়া দাও। আমার জন্য তোমার রহমতের দরোজা খুলিয়া দাও। মসজিদে প্রবেশ করার পর বলিবে, আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র পূণ্যশীল বান্দাদের উপরে সালাম বর্ষিত হোক।

মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সময় রাসূল ﷺ এর উপর সালাম প্রেরণ করিবে এবং বলিবে, হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হইতে রক্ষা করো। ইবনে মাজার বর্ণনায় শয়তানের সহিত মরদুদ শব্দ অতিরিক্ত রহিয়াছে। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট তোমার দয়া চাহিতেছি। অথবা বলিবে, আল্লাহর নামে বাহির

হইতেছি এবং রাসূল ﷺ এর প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ মোহাম্মদ ﷺ এর উপর দরুদ প্রেরণ করো এবং মোহাম্মদ ﷺ এর পরিবার পরিজনের উপর। হে আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। আমার জন্য তোমার রহমতের দরোজা খুলিয়া দাও। দুই রাকাত নামায আদায় না করিয়া মসজিদে বসিবে না।

মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজা নিষিদ্ধ

মসজিদে কেউ কোন জিনিস হারাইয়া খুঁজিতে দেখিলে যে দেখে সে যেন বলে,তোমার হারানো জিনিস আল্লাহ তোমাকে মিলাইয়া না দেন। কারণ মসজিদ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য তৈরী করা হয় নাই।

মসজিদে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ

মসজিদে কেউ কাউকে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখিলে বলিতে হইবে যে, আল্লাহ যেন তোমাদের ক্রয় বিক্রয়ে মুনাফা না দেন।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ মসিজেদ প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করিতেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিবে সে শয়তানের সকল প্ররোচনা হইতে মুক্ত থাকিবে। (মেশকাত)

একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, সালাম সহ দরুদ ও পড়িতে হইবে। দরুদের পর এই দোয়া পাঠ করিবে, আল্লাহুম্মাগফিরলী (শেষ পর্যন্ত)

মসজিদে প্রবেশ করার পর যে দুই রাকাত নামায আদায় করা হয় সেই নামাযকে বলা হয় তাহিয়াতুল মসজিদ। ইমাম শাফেয়ীর মতে এই নামায ওয়াজিব,হানাফী মজহাবে এই নামায মোস্তাহাব। ওলামাগণ বলিয়াছেন যদি মসজিদে আসিয়া কেহ কাজা নামায সুন্নত নামায অথবা অন্য কোন নামায আদায় করে তবুও তাহিয়াতুল মসজিদ নামাযের সওয়াব পাইবে। যদি নফল নামাযের সময় না হয় এবং সেই ব্যক্তির যিম্মায় কোন কাজা নামায থাকে তবে এই নামায আদায় করিবে। অথবা এই দোয়া পাঠ করিবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ-

সবচেয়ে উত্তম হইতেছে, মসজিদে প্রবেশ করার পর এতেকাফের নিয়ত করিবে। মসজিদুল হারামে কাবা ঘরের তওয়াফ তাহিয়াতুল মসজিদের পরিপূরক হইয়া থাকে।

মসজিদের হকুকের আদাব

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

অর্থাৎ ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুশরিকগণ নিজেরাই নিজেদের কুফুরী স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে। তাহারাইতো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ১ যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেনা উহাদেরই সৎ পথ প্রাপ্তির আশা আছে। (সূরা তওবা)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, যে কেহ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে ও উহাদের বিকাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হইতে পারে? অথচ ভয় বিহবল না হইয়া তাহাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সমীচীন ছিল না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ এবং পরকালে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে। (সূরা বাকারা)

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তওয়াফকারী, এতেকাফকারী, রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম। (সূরা বাকারা)

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন শরিক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য যাহারা তওয়াফ করে এবং যাহারা দাঁড়ায়,রুকু করে ও সেজদা করে। (সূরা হজ্ব)

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ۞ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۞

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, সেই সকল গৃহে যাহাকে সমুন্নত করিতে এবং যাহাতে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সেই সব লোক, যাহাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত হইতে বিরত রাখে না। তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। যাহাতে তাহারা যে কাজ করে সেজন্য আল্লাহ তাহাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাঁহাদেরকে উত্তম অধিকার দেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (সূরা নূর)

মসজিদ নির্মাণ

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যই মসজিদ তৈরী করা হয়। এ কারণে মসজিদ নির্মাণ করা সওয়াবের কাজ। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন আমাদের জন্য সমগ্র যমীনই মসজিদ।

কাজেই যেখানে ইচ্ছা নামায আদায় করা যাবে। মানুষ একাকী ঘরে নামায আদায় করিতে পারে। তবে জামায়াতে নামায আদায় করা হইলে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পায়। নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট এবাদতের জায়গা রহিয়াছে। এই দৃষ্টিকোন হইতে চিন্তা করিলে মসজিদ নির্মাণ করা মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনের অর্ন্তভুক্ত কাজ।

প্রয়োজনে মসজিদ তৈরী করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে যথেষ্ট সওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করিবেন। মসজিদ নির্মাতা শুধু জীবদ্দশায় নহে মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও সওয়াব পাইতে থাকে। যতোদিন সেই মসজিদ টিকিয়া থাকিবে ততোদিন নির্মাতার আমলনামায় সওয়াব লেখা হইবে। মসিজদ নির্মাতার পরে সেই বেশী অধিক সওয়াব পাইবে যে ব্যক্তি মসজিদ আবাদ করিবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে।

রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় একজন কালো কুৎসিত মহিলা মসজিদের ঝাড়ু দিতো, সেই মহিলার মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ সেই মহিলার কবরে গেলেন এবং জানাযার নামায আদায় করিয়া বলিলেন, হে মহিলা, তুমি কি আমল উত্তম পাইয়াছ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! সেই মহিলা কি শুনিতে পায়? রাসূল ﷺ বলিলেন, হাঁ, এই মহিলা তোমাদের চাইতে ভালো শুনিতে পায়। অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ এর প্রশ্নের উত্তরে মহিলা বলিল, আমি সকল আমলের মধ্যে উত্তম আমল মসজিদ ঝাড়ু দেওয়াই পাইয়াছি।

মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ছাড়াও সুবাসিত করিয়া রাখা আবশ্যক। কখনো কখনো আগর বাতি, লোবান এবং সুগন্ধি জিনিস জ্বালাইতে হইবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঘরকে মসজিদে পরিণত করার এবং মসজিদকে পরিচ্ছন্ন সুবাসিত রাখার আদেশ দিয়াছেন।

মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় এবং ঝগড়া বিবাদের কথা বলা যাইবে না। জোরে কথা বলা যাইবে না। পাপীদের শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি মসজিদে কার্যকর করা যাইবে না। মসজিদের নিকটে শোরগোল করা যাইবে না। ঢোল বাদ্য বাজানো যাইবে না। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সেই সকল লোকদের দোযখের শাস্তির খবর দিয়াছেন যাহারা মসজিদে হারামের পাশে ঢোল বাদ্য বাজাইত, হাততালি দিত, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۝

অর্থাৎ কাবা ঘরের নিকটে শিষ ও করতালি দেওয়াই তাহাদের সালাত। সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তিভোগ করো। (সূরা আনফাল)

মসজিদে বসিয়া দুনিয়াবী কথা বলা নিষেধ। বরং মসজিদে তসবীহ তাহলীলে মনোযোগী থাকিতে হইবে। যে ব্যক্তি মসিজদে এই কালেমা পাঠ করিবে সে বেহেশতী বাগানের মেওয়া খাইয়া থাকে। মসজিদে কেবলামুখী হইয়া থু থু নিক্ষেপ করা গুনাহ। যদি কেহ থুথু না ফেলিয়া থাকিতে না পারে তবে বামদিকে পায়ের নীচে থুথু ফেলিবে। তবে কাপড়ে থুথু ফেলিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত। মসজিদের মেঝে পাকা হইলে থুথু ফেলিবে না। মসজিদের মেঝে যদি কাঁচা হয় তবে থুথু ফেলিতে পারিবে। তবে মাটি খুঁড়িয়া সেই থুথু মাটি চাপা দিতে হইবে। কাঁচা পেঁয়াজ খাইয়া কেহ যেন মসজিদে গমন না করে। মসজিদে শরীয়ত বিরোধী কবিতা পাঠ করা জায়েয নহে। মসজিদে কোন হারানো জিনিস খুঁজিবে না। যদি কেহ হারানো জিনিস খুঁজিতে থাকে তবে অন্য কেহ যেন বলে যে, আল্লাহ করেন তুমি যেন প্রত্যাশিত জিনিস খুঁজিয়া না পাও। এরকম বলা সুন্নত। কবরস্থানে অথবা কোন কবরের পাশে কবরবাসীর উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করা হারাম। আযান শুনিয়া মসজিদ হইতে বাহিরে যাওয়া গুরুতর পাপ। যাহারা আযান শুনিয়া মসজিদ হইতে বাহিরে যাইবে রাসূল ﷺ এরকম মানুষকে নাফরমান বলিয়াছেন। যে ব্যক্তির কোন ঘর নাই তাহার মসজিদে শয়ন করা জায়েয। মুসাফিরের মসজিদে থাকা এবং শয়ন করা জায়েয।

মসজিদের প্রয়োজন পূরণ

মসজিদে পানির ব্যবস্থা করা অথবা রাত্রিকালে আলোর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এছাড়া মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে যাহা কিছু প্রয়োজন সেসব সরবরাহ করিতে হইবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, মসজিদে যে ব্যক্তি ঝাড়ু দিবে, যে ব্যক্তি চেরাগ জ্বালাইবে, পানি সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবে, কেয়ামতের দিন সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে।

মসজিদে প্রবেশ করার সময়ে প্রথমে ডান পা ভেতরে দিবে। সেই সময় এই দোয়া পাঠ করিবে–

اشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا-

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ও বিমুহাম্মাদিন্ রাসূলান ওয়া বিলইস্‌লামি দীনান।

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরোজা খুলিয়া দাও।

আযানের পর পড়িবার দোয়াসমূহ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِــيْلَهٗ وَاجْعَلْهُ فِى الْاَعْلَيْنَ دَرَجَتَهٗ وَفِى الْمُصْطَفَيْنَ مُحَبَّتَهٗ وَفِى الْمُقَرَّبِيْنَ ذِكْرَهٗ ۞ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّىْ رِضًا لَّاتَسْخَطُ بَعْدَهٗ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা ওয়াবআ'সহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াদ্‌তাহু ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। আল্লাহুম্মা আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাদ্বীলাতা ওয়াজ্ আ'লহু আ'লাই'না দারাজাতাহু ওয়া ফিল্ মুস্‌তাফাইনা মাহাব্বাতাহু, ওয়া ফিল মুকাররাবীনা যিক্‌রাহু।

আল্লাহুম্ম রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিল্ কায়িমাতি ওয়াস্ সালাতিন নাফিআতি সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়ারদ্বা আ'ন্নী রেদান্ লা তাস্‌খাতু বা'দাহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার আবেদন করিতেছি।

মসজিদে প্রবেশ করিয়া প্রথমে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করি যদি ওজু থাকে তবে সাথে সাথে এই নামায আদায় করিবে। যদি ওজু না তবে ওজু করিয়া এই নামায আদায় করিবে। এই নামাযকে তাহিয়াতুল ম নামাযও বলা হয়। সফর হইতে আসা ব্যক্তি প্রথমে মসজিদে দুই রাকাত ন

আদায় করিবে তারপর ঘরে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওজু করিয়া মসজিদে গমন করে সে ব্যক্তি হজ্ব এবং এহরামের সওয়াব পায়।

মহল্লার অধিবাসীরা নিজেদের মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করিবে। মহল্লার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায ঘরে আদায় নামাযের চাইতে পঁচিশ গুন বেশী উত্তম। জামে মসজিদে নামায আদায় করা ঘরে নামায আদায়ের চাইতে পাঁচশতগুণ বেশী উত্তম। বায়তুল মুকাদ্দাসে আদায় করা নামায পঁচিশ হাজার গুন উত্তম। মসজিদে নববীতে আদায় করা নামায পঞ্চাশ হাজার গুণ উত্তম। কাবাঘরে আদায় করা নামায এক লাখ গুন উত্তম।

মসজিদের হক হইতেছে মহিলাগণ বিশেষত যুবতী মহিলাগণ মসজিদে নামায আদায় করিবে না। কারণ বর্তমান যুগ হইতেছে ফেতনা ফাছাদের যুগ। মহিলারা নিজেদের ঘরেই নামায আদায় করিবে। কারণ মসজিদে যাওয়া আসার সময় মহিলাগণ বেপর্দা হইয়া থাকে। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা মহিলাদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়।

আবু হোমায়েদ ছায়েদী নামক একজন সাহাবীর স্ত্রী রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে রাসূল ﷺ! আমি আপনার নিকট নামায আদায় করিতে চাই। রাসূল ﷺ বলিলেন, তোমার আগ্রহের কথা আমি জানি। কিন্তু তোমার ঘরের কামরার ভেতর নামায আদায় করা দালানে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম।

যতোটুকু সম্ভব মহিলাদের পর্দা পালন করা উচিত। তবে হাদীস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় মহিলাগণ মসজিদে নামাযের জামায়াতে শরিক হইতেন। জেহাদেও মহিলাগণ পুরুষদের সঙ্গী হইতেন। জুমার নামাযে এবং ঈদের নামাযেও মহিলাগণ জামায়াতে অংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু রাসূল ﷺ এর যুগের পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে দীনী চিন্তা ধারায় অবনতি ঘটে। এ কারণে মহিলাদের পর্দা পালনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এবাদতের ক্ষেত্রেও মসজিদের চাইতে ঘরের এবাদতের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কারণ বর্তমানে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে ঈমানের শক্তি অতোটা নাই ইসলামের প্রতি আনুগত্যও কমিয়া গিয়াছে।

রাসূল ﷺ যখন যে আদেশ করিতেন সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে সেই আদেশ পালন করিতেন। স্থায়ী আদেশ স্থায়ী ভাবে পালন করিতেন। রাসূল ﷺ এর আদেশের বিপরীত কাজ কেহ কখনো করিতেন না। রাসূল ﷺ এর যামানায় মহিলাগণও নামাযের জামায়াতে শামিল হইতেন। মহিলাদের মসজিদে প্রবেশের দরোজা ছিল আলাদা। এ সম্পর্ক রাসূল ﷺ বলেন, কি যে ভালো হইত এই দরোজা সব সময় যদি মহিলাদের ব্যবহারের জন্যই রাখা হইত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূল ﷺ -এর এই কথার এ
এতো গুরুত্ব দিয়াছিলেন যে, তিনি সারা জীবনে কখনো মহিলাদের জন্য নি
দরোজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করেন নাই অথবা মসজিদ হইতে বাহির হন নাই

একবার রাসূল ﷺ মসজিদ হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন স
লক্ষ্য করিলেন পুরুষ মহিলাগণ এলোমেলোভাবে একত্রে চলাচল করিতে
রাসূল ﷺ এদৃশ্য দেখিয়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরা পিছনে যাও
তোমরা পথের মাঝখান দিয়া চলাচলা করিতে পারো না। রাসূল ﷺ এর
কথা শোনার পর হইতে মহিলাগণ সব সময় পথের পাশ দিয়া চলিত। এমনকি
কখনো কখনো তাহারা পথের এতো পাশে চলিয়া যাইত যে, তাদের পরিধানে
পোশাক দেয়ালে স্পর্শ করিত।

আযান ও একামত

আযানের ৯টি বাক্য বিখ্যাত। ফজরের আযানের সময় আসসালা
খাইরুম মিনান নাউম ঘুম হইতে নামায উত্তম এই বাক্য দুই বার বলিতে হয়
মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার সময় মুয়াজ্জিন যে কথা বলিবে শ্রোতাও একই ক
বলিয়া আযানের জবাব দিবে। তবে মুয়াজ্জিন যখন হাইয়া আলাস সালাহ্ ও হাই
আলাল ফালাহ বলিবে সে সময় লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলি
হইবে। হাইয়া আলাস সালাহ্ অর্থ হইতেছে নামাযের প্রতি আসো। হাই
আল্লাহ ফালাহ অর্থ হইতেছে কল্যাণের দিকে আসো। লা হাওলা অলা কুওয়া
ইল্লা বিল্লাহ্ এর অর্থ হইতেছে শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার কারণেই।

ফায়দা ঃ মুয়াজ্জিনের আযান শোনার পর শ্রোতার জন্য আযানের জব
দেওয়া ওয়াজিব। শ্রোতা যদি নাপাক অবস্থায় থাকে তবু আযানের জবাব দি
হইবে। শ্রোতা যদি মসজিদে থাকে তবে আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নহে।
(ফতোয়া কাজী খান

শ্রোতা যদি কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকে সে সময় আযান শুনি
জবাব দিবে কিনা এ সম্পর্কে দুইটি বক্তব্য রহিয়াছে এক সমর্থিত বক্তব্য হইতে
জবাব দিবে না। যদি কোরআন তেলাওয়াতকারী মুখে আযানের জবাব দেয় কি
বিনা ওজরে মসজিদে না আসে তবে জবাব আদায় হইবে না। বরং মুখে আযানে
জবাব দিবে এবং পরে হাঁটিয়া মসজিদের দিকে আসিবে। ইহাতে আযানের জব
আদায় হইবে।

আযানের জবাব দানকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ وَكَلِمَةِ التَّقْوٰى اَحْيِنَا عَلَيْهَا وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিস সাদিকাতিল মুস্তাজাবি লাহা দাওয়াতিল্ হাক্কি ওয়া কালিমাতিত তাকওয়া, আহ্ইয়েনা আলাইহা ওয়া আমিত্না আলাইহা ওয়াব্আ'সন আলাইহা ওয়াজআ'লনা মিন খিয়ারি আহ্লিহা আহ্ইয়াআওঁ ওয়া আমওয়াতা।

অর্থাৎ আযানের জবাব মনে মনে দেওয়া হইলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার কোন শরিক নাই। মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহর প্রতিপালক হওয়া, মোহাম্মদ ﷺ এর পয়গাম্বর হওয়া এবং ইসলামের দ্বীন হওয়া অন্তর হইতে পছন্দ করি, সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের অনুকরণে বলে এবং মুয়াজ্জিনের সাক্ষ্য দানের মতোই সাক্ষ্য দেয় তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে।

রাসূল ﷺ মুয়াজ্জিনের কথার অনুকরণে সাক্ষ্য দিতে শুনিয়া বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি আমি ও সাক্ষ্য দিতেছি।

আযানের জাবাবের পর রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করিবে এবং তাঁহার জন্য আল্লাহ্র নিকট উসিলা চাহিবে।

ফায়দা ঃ উসিলা অর্থ হইতেছে নৈকট্য নিকটতর। কেহ কেহ বলে, উসিলা অর্থ হইতেছে শাফায়াতের জায়গা। কেহ কেহ বলেন, বেহেশতের একটি জায়গার নাম। হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আমার জন্য উসিলা প্রার্থনা করো। উসিলা জান্নাতের একটি জায়গা। সেই জায়গা আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দার জন্য নির্ধারিত। আশা করি সেই বিশেষ বান্দা আমিই হইব। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওছিলা প্রার্থনা করিবে তাহার নামে সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হইবে।

আযানের পরে দোয়া কবুল হয়

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ এই পরিপূর্ণ দোয়া এবং আসন্ন নামাযের প্র... মোহাম্মাদ -কে উসিলা এবং ফজিলত দান করো। তাঁহাকে মাকা... মাহমুদে পৌঁছাও, তুমি যাহার অঙ্গীকার করিয়াছে, নিঃসন্দেহে তুমি অঙ্গীকার ... কর না।

কোন মুসলমান যখন আযান এবং তাকবীর শুনিয়া তাকবীর বলিবে, এ... বলিবে অমি সাক্ষী দিতেছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আমি আরো সা... দিতেছি, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তারপর বলিবে, হে আল্লাহ, মোহা... -কে উসিলা এবং ফজিলত দাও। তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদার লোকদের অন্ত... করো। সম্মানিত লোকদের মনে তাঁহার প্রতি ভালোবাসা দাও এবং সেই... সম্মানিত লোকদের মধ্যে তাঁহার আলোচনা করো। এরকম যেন না হয় যে ঐ... লোকের জন্য শাফায়াত ওয়াজিব না হয়।

যে বক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনিয়া বলিবে, হে আল্লাহ, আসন্ন দোয়া... কল্যাণকর নামাযের প্রভু, মোহাম্মদ -এর প্রতি রহমত নাযিল করো। আ... প্রতি এমনভাবে সন্তুষ্ট হও যে, অতঃপর আর অসন্তুষ্টি হইবে না।

এরকম দোয়া করা হইলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করিবেন।

ফায়দা ঃ দাওয়াতে তাম্মা দ্বারা সার্বজনীন দাওয়াত বা আহবান বোঝানো... হইয়াছে। কারণ আযানের মাধ্যমে সকল নামাযীকে নামাযের জন্য আহ্ব... জানানো হইয়া থাকে। সালাত কায়েমের অর্থ হইতেছে আসন্ন নামায।... নামাযের জন্য আযান দেওয়া হইয়াছে।

মাকামে মাহমুদের শাব্দিক অর্থ হইতেছে পছন্দনীয় বা প্রশংসিত জায়গা... সহীহ হাদীস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, রাসূল -কে দেওয়ার জন্য ... মাকামে মাহমুদের অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা শাফায়াতের জায়গা... কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী মাধ্যমে মানুষ শাফায়াত করাইতে চাহিবে, কি... তাহারা অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। অবশেষে রাসূল শাফায়াত করি... সম্মতি প্রকাশ করিবেন। আল্লাহ তায়ালা রাসূল -কে শাফায়াত করার ... অনুমতি দিবেন। আমাদের রাসূল সকলের পক্ষে শাফায়াত করিবেন এ... আল্লাহ তায়ালা সেই শাফায়াত কবুল করিবেন।

একামতের বিবরণ

আযান এবং একামতের মাঝখানে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। কাজেই এই সময়ে তোমরা দোয়া করিবে। আবু ইয়ালার বর্ণনায় রহিয়াছে এই সময়, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করিয়া এই দোয়া পড়–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল্ আ'ফিয়াতা ওয়াল্ মুআ'ফাতা ফিদ্ দুনইয়া ওয়াল্ আখিরাহি।

একামতের শব্দগুলোর অনুবাদ নিম্নরূপ–

অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। নামাযের জন্য আসো। কল্যাণের দিকে আসো। নামায শুরু হইয়া গিয়াছে। নামায শুরু হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই।

একামত আযানের মতোই, শুধু দুই বার কাদ কামাতিস সালাহ অতিরিক্ত বলিতে হইবে।

আযানের ফজিলত ও গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন তোমরা সালাতের জন্য আহবান কর তখন তাহারা উহাকে হাসিতামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা এমন সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই। (সূরা মায়েদা)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, হে মোমেনগণ জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও, এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (সূরা জুমআ)

নামাযের জন্য আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা। আযানের জন্য কোন লোক নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নাই, বরং প্রত্যেক মুসলমানই আযান দেওয়ার যোগ্যতা রাখে। ওজু বিহীন অবস্থায়ও আযান দেওয়া যায়, তবে ওজু করিয়া আযান দেওয়া উত্তম। রাসূল বলিয়াছেন, মানুষ যদি জানিত যে আযান দেওয়া এবং নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কতোটা সওয়াব পাওয়া যায়, তবে সেই সওয়াব পাওয়ার জন্য লটারি ব্যতীত কোন উপায় নাই, তবে অবশ্যই তাহারা লটারি করিতে। (আবু দাউদ)

রাসূল ﷺ আরো বলিয়াছেন, আল্লাহর উত্তম বান্দা তাহারা যাহা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য চাঁদ সূর্য এবং তারকার হিসাব করে। উহাদে মাধ্যমে নামাযের সময় চিহ্নিত করে। আযান যেহেতু নামাযের সূচনায় দেও হয়, এ কারণে মুয়াজ্জিনকে রাসূল ﷺ উত্তম বান্দা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে

তিন শ্রেনীর মানুষ কেয়ামতের দিন মেশকের টিলায় অবস্থান করিবে। ই দেখিয়া পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উম্মতগণ ঈর্ষা করিবে।

১। যাহারা আল্লাহর হক আদায় করিয়াছে এবং উহার পাশাপাশি নিজে মনিবের হকও আদায় করিয়াছে।

২। যাহারা একটি কওমের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করিয়াছে এব কওমের লোকেরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছে।

৩। যে মুয়াজ্জিন পাঁচ ওয়াক্ত আযানের দায়িত্ব পালন করিয়াছে।

আযানের কালেমাসমূহ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صَلٰوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ-لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- اَللّٰهُمَّ
أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ- أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي جَمِيعًا-إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَايَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ
عَنِّي سَيِّئَهَا لَايَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ-لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ
كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ-أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ-تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্‌জাহতু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়া ওয়াল আরদা হানীফাম মুসলিমাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালা

ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহী রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমির্‌তু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আন্‌তাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তা রাব্বী ওয়া আনা আব্‌দুকা যোয়ালামতু নাফসী ওয়া তারাফতু বিযাম্‌বী ফাগফির লী যুনুবী জামীআ ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহ্‌দিনী লিআহ্‌সানিল আখ্‌লাকি লা ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা ইল্লা আন্‌তা, ওয়াসরিফ আন্নী সাইয়্যেয়াহা লা ইয়াসরিফু আন্নী সাইয়্যেয়া ইল্লা আন্‌তা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল্ খায়রু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ শার্‌রু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ও ইলাইকা তাবারাক্‌তা ওয়া তাআ'লাইতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। নামাযের দিকে আসো, নামাযের দিকে আসো। কল্যাণের দিকে আসো, কল্যাণের দিকে আসো। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই।

ফজরের আযানের সময় হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার পর দুই বার আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম বলিতে হইবে। অর্থাৎ ঘুম হইতে নামায উত্তম।

আযানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ وَكَلِمَةِ
التَّقْوٰى أَحْيِنَا عَلَيْهَا وَأَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ
أَهْلِهَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিল্ কায়িমাতি ওয়াস্ সালাতিন নাফিআ'তি আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়ারদা আ'ন্নী রেদান্ লা তাস্‌খাতু বা'দাহু।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ, হে পরোয়ারদেগার, এই আহবান এবং এই শাশ্বত নামাযের তুমিই প্রভু। মোহাম্মদ ﷺ-কে দান কর বেহেশতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁহাকে দিয়াছ।

যে ব্যক্তি এই দোয়া করিবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ হইতে রা... তাহার জন্য শাফায়াত করিবেন।

নামাযের দোয়া

ফরয নামাযের জন্য যখন দাঁড়াইবে তখন এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ وَكَلِمَةِ التَّقْوٰى اَحْيِنَا عَلَيْهِ وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিস সাদিকাতিল মুস্তাজাবি... দাওয়াতিল্ হাক্কি ওয়া কালিমাতিত তাকওয়া, আহ্ইয়েনা আলাইহা ওয়া আমি... আলাইনা ওয়াব্আ'সনা আলাইহা ওয়াজআ'লনা মিন খিয়ারি আহ্লিহা আহ্ইয়া... ওয়া আমওয়াতা।

অর্থাৎ আমি সকল দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার দিকে... করিয়াছি, যিনি আকাশ যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। মুশরিকদের সহিত আমার কো... সম্পর্ক নাই। আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন আমার মরণ স... কিছু আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি বিশ-জগতের প্রতিপালক, তাঁহার কোন শ... নাই। আমাকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে, আর আমি সর্বপ্রথম মুসলমান... অর্ন্তভুক্ত।

হে আল্লাহ তুমি বাদশাহ। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি আমা... প্রভু। আমি তোমার বান্দা। আমি নিজের উপর জুলুম করিয়াছি। আমি নিজে... পাপ স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। তুমি ব্যতী... ক্ষমা করার মতো কেহ নাই। আমাকে ক্ষমা করার পর উত্তম চরিত্রের... দেখাও। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ উত্তম আমল এবং উত্তম চরিত্রের... দেখাইতে পারিবে না। আমাকে নিকৃষ্ট আমল এবং নিকৃষ্ট আখলাক হইতে র... করো। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ নিকৃষ্ট আমল ও আখলাক হইতে রক্ষা করি... পারিবে না। আমি তোমার জন্য উপস্থিত রহিয়াছি। খেদমতের জন্য প্রস্তুত আ... সকল কল্যাণ তোমার হাতে রহিয়াছে। কোন অকল্যাণ তোমার সহিত স... নহে। তোমার কারণে আমার অস্তিত্ব লাভ সম্ভব হইয়াছে আর তোমার দি... আমি ফিরিয়া যাইব। তুমি বরকতসম্পন্ন এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, আমি তো... নিকট মাগফেরাত চাই এবং তওবা করিতেছি।

তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ- اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا- اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ- لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ- اَنَا بِكَ وَ اِلَيْكَ- تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ-

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাম মুসলিমাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহূ ওয়া বিযালিকা উমির্তু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আন্তা রাব্বী ওয়া আনা আব্দুকা যোয়ালাম্তু নাফসী ওয়াতারাফ্তু বিযাম্বী ফাগফির লী যুনুবী জামীআ ইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দিনী লিআহ্সানিল আখ্লাকি লা ইয়াহ্দী লিআহসানিহা ইল্লা আন্তা, ওয়াসরিফ আন্নী সাইয়্যেয়াহা লা ইয়াসরিফু আন্নী সাইয়্যেয়াহা ইল্লা আন্তা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল্ খায়রু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ও ইলাইকা তাবারাক্তা ওয়া তাআ'লাইতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

হে আল্লাহ, আমি তোমার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি এবং তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি। তোমার নাম সম্মানিত তোমার মর্যাদা সুউচ্চ এবং তুমি ব্যতীত

অন্য কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই। আল্লাহ অনেক বড়। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। আমি সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। এমন প্রশংসা যাহা অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানিত। হে আল্লাহ আমার এবং আমার পাপের মধ্যে এমন দূরত্ব করিয়া দাও যেমন নাকি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব বিদ্যমান। দোষক্রটি হইতে আমাকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করো যেভাবে তুমি কাপড় ময়লা হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করিয়াছ।

আল্লাহ অনেক বড় তিন বার বলিবে। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। তিন বার বলিবে। আমি সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি তিন বার বলিবে। আমি অভিশপ্ত শয়তানের অহংকার যাদু এবং প্ররোচনা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি। আমি সেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি বাদশাহ, বিজয়ী শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মানের অধিকারী।

আমীন এবং আমীনের সঙ্গে করা দোয়া

ইমাম যখন গায়রিল মাগদূবে আলাইহিম অলাদ দোয়াল্লিন বলিবে তখন মোকতাদী যেন আমীন বলে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করিবেন। ইমাম আমীন বলিলে মোকতাদীও আমীন বলিবে। কারণ যে ব্যক্তির বলা আমীন ফেরেশতাদের বলা আমীন-এর সহিত মিলিয়া যাইবে তাহার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। রাসূল ﷺ যখন আমীন বলিতেন তখন লম্বা করিয়া বলিতেন, প্রথম কাতারের মুসল্লিগণ সেই আমীন বলা স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইত। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি এমনভাবে জোরে আমীন বলিতেন যে, সেই আওয়াজ সমগ্র মসজিদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইত। রাসূল ﷺ তিন বার আমীন বলিতেন। তিনি অলাদদায়াল্লিন পাঠ করার পর অনেক সময় রাব্বেগফেরলী আমীন বলিতেন।

রুকুর সময় দোয়া

যে সময় রুকু করিবে সেই সময় - سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

এই দোয়া কমপক্ষে তিন বার বলিবে।

অর্থাৎ পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সকলের চেয়ে বড়।

অথবা এই দোয়া পাঠ করিবে-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার প্রশংসা করিতেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা করিয়া দাও।

তারপর سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ এই দোয়া তিন বার বলিবে।

অথবা বলিবে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আস্‌লামতু ওয়া খাশাআ লাকা সাময়ী' ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্‌খী ওয়া আযমী ওয়া আসাবী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্যই রুকু করিয়াছি। তোমার উপর ঈমান আনিয়াছি, তোমার আনুগত্য করিয়াছি। তোমার সামনে আমার কান, আমার চোখ, আমার মজ্জা, আমার অস্থি, আমার শিরা সব কিছু অবনত।

তারপর এই দোয়া পড়িবে-

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ-

উচ্চারণ ঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহি।

অর্থাৎ পবিত্র সেই প্রতিপালক, যিনি ফেরেশতাদের এবং রুহুল আমীন অর্থাৎ জিবরাঈলের প্রভু।

অথবা এই দোয়া পড়িবে-

رَكَعَ لَكَ سَوَادِىْ وَخَيَالِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ- اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ هٰذِهٖ يَدَىَّ وَمَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ-

উচ্চারণ ঃ রাকাআ লাকা সাওয়াদী ওয়া খিয়ালী ওয়া আমানা বিকা ফুয়াদী, আবূউ বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, হাযিহী ইয়াদায়া ওয়ামা জানাইতু আলা নাফ্‌সী।

অর্থাৎ আমার দেহ এবং ধ্যান ধারণা তোমার সামনে অবনত। আমার অন্তকরণ তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। আমি তোমার প্রদত্ত নেয়ামত এবং নিজের দুই হাত দ্বারা আমি নিজের উপর যতো অত্যাচার করিয়াছি তাহা সবই স্বীকার করিতেছি। পাক পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি শক্তি ক্ষমতা রাজত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী।

রুকুর পরে সোজা দাঁড়ানোর সময় এবং সেজদায় যেসব দোয়া পড়িবে

রুকু হইতে দাঁড়ানোর পর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ عَنِ الْوَسَخِ–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهٗ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু মিল্‌আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিল্‌আ মা শি'তা মিন শাইয়িম বাদু। আল্লাহুম্মা তাহ্‌হিরনী বিস্‌সালজি ওয়াল বার্‌দি ওয়াল মায়িল বারিদি। আল্লাহুম্মা তাহ্‌হিরনী মিনায্ যুনূবি ওয়াল খাতায়া কামা ইউনাক্‌কাস সাওবুল আব্‌ইয়াযা আনিল ওয়াসাখি।

আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল্ হামদু মিলআস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্‌আল্ আরদি মা বাইনাহুমা মা শি'তা মিন্ শাইয়িম বা'দাহু আহ্‌লুস সানায়ি ওয়াল্ মাজদি আহাক্কু মা কালাল আবদ ওয়া কুল্লুনা লাকা আব'বদুন, লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল্‌জাদ্দি মিন্‌কাল্ জাদ্দু।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনিয়াছেন যে ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমারই প্রশংসা করিতেছি আর

সকলের প্রশংসা তো তোমারই জন্য নিবেদিত। হে আমাদের প্রভু, সকল প্রশংসা তোমার জন্য। হে আমাদের প্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি আর তোমারই জন্য অনেক পবিত্র এবং বরকতপূর্ণ প্রশংসা। হে আল্লাহ্ সকল প্রশংসা তোমার জন্য, যাহা সমগ্র আকাশ ও যমীন পূর্ণ করিয়া দিবে, তারপর সেইসব জিনিস পূর্ণ করিবে যাহা তুমি পূর্ণ করিতে চাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে বরফ, শিলাবৃষ্টি এবং ঠান্ডা পানি দ্বারা ধুইয়া পাক সাফ করিয়া দাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে পাপ, অন্যায় এবং ভুলত্রুটি হইতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিষ্কার করা হয়।

তারপর সেজদায় এই দোয়া পড়িবে, হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রভু, তোমার জন্যই এমন সকল প্রশংসা, যাহা আকাশ ও যমীন পূর্ণ করিয়া দেয়। আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গাও যাহা পূর্ণ করে। ইহা ব্যতীত তুমি যাহা পূর্ণ করিতে চাও তাহাও পূর্ণ করে। হে প্রশংসার যোগ্য এবং সম্মানের অধিকারী, বান্দা যাহা বলিবে তুমি তাহার উপযুক্ত। আমরা সবাই তোমার বান্দা। তুমি যাহা দান করিতে চাও সেই বিষয়ে নিষেধ করার কেহ্ নাই। তুমি যাহা নিষেধ করো তাহা দেওয়ার মতো কেহ নাই। তোমার ক্রোধ হইতে কোন বিত্তশালীর বিত্ত কাউকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না।

হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রতিপালক তোমার জন্য সকল প্রশংসা, এমন প্রশংসা যাহা আকাশ যমীন পূর্ণ করিয়া দেয়। তারপর আকাশ যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা পূর্ণ করিয়া দেয়। তারপর তুমি যাহা পূর্ণ করিতে চাও তাহাও পূর্ণ করিয়া দেয়। তুমি সকল প্রশংসা সম্মানের উপযুক্ত। তুমি যাহা দান করো তাহা নিষেধ করার কেহ নাই। তোমার ক্রোধ হইতে বিত্তবানকে তাহার সম্পদ রক্ষা করিতে পারে না।

অথবা এই দোয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ–اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوْرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ– خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهٖ قَدَمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিযাকা মিন সাখাতিকা ও বিমুআফাতিকা মিন্ উকুবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্সী সানা আলাইকা আন্‌তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা।

আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু সাজা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খালাকাহূ ওয়া সাওয়ারাহূ ফাআহ্‌সানা সুওয়ারাহূ ওয়া শা সাম্‌আহূ ওয়া বাসারাহূ তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন।

খাশাআ সাময়ী ওয়া বাসারী ওয়া দামী ওয়া লাহমী ওয়া আযমী ওয়া আস ওয়াসতাকাল্লাত বিহী কাদামী লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার ক্রোধ হইতে তোমার সন্তুষ্টির, তোমার শাস্তি হইতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাহিতেছি। তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, তুমি নিজে যেভাবে তোমার প্রশংসা করিয়াছ, আমি সেইভাবে তোমার প্রশংসা করিতে পারিব না। হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্য সেজদা করিয়াছি এবং তোমার উপর ঈমান আনিয়াছি। তোমার সামনে মাথা নত করিয়াছি। আমার চেহারা যাহাকে সেজদার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে সেজদা করিয়াছে। তুমি চেহারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং উত্তমভাবে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি কান এবং চোখ সৃষ্টি করিয়াছ। হে আল্লাহ তুমি অতি বরকতসম্পন্ন। তুমি সকল স্রষ্টার মধ্যে উত্তম স্রষ্টা।

আমার কান, আমার চোখ, আমার রক্ত, আমার গোশত, আমার অস্থি আমার হাড়, আমার চর্বি এবং আমার পদযুগল যাহা কিছু বহন করিতেছে, সবকিছু বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে অবনত।

অথবা এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ سَجَدَ لَكَ سَوَادِىْ وَخَيَالِىْ وَبِكَ اٰمَنَ فُؤَادِىْ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَهٰذَا مَاجَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ يَا عَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ اغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الْعَظِيْمَةَ اِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيْمُ-

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ-

رَبِّ اَعْطِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাজাদা লাকা সাওয়াদী ওয়া খায়ালী ওয়া বিকা আমানা ফুয়াদী আবূউ বিনিমাতিকা ওয়া হাযা মা জানাইতু আলা নাফ্‌সী ইয়া আযীমু ইয়া আযীমু ইগ্‌ফির লী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনুবাল আ'যীমাতা ইল্লার রাব্বুল আযীম। সোবহানা যিল মুলকি ওয়ালা মালাকুতি সোবাহানা যিল ইযযাতি ওয়াল জাবারুতি সোবহানাল্ হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ামুতু আউযু বিআফওয়েকা মিন ইকাবিকা ওয়া আউযু বিকা বিরিযাকা মিন সাখাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিন্‌কা জাল্লা ওয়াজ্‌হুকা। রাব্বি আ'তি নাফ্‌সী তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আন্‌তা খায়রু মান যাক্কাহা আন্‌তা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা, আল্লাহুম্মাগফির লী মা আস্‌রারতু ওয়ামা আলানতু। আল্লাহুম্মাজআ'ল ফী কালবী নূরাও ওয়াজআল্ ফী সাময়ী নূরান ওয়াজ্‌আল ফী বাসারী নূরান ওয়াজআল্ আমামী নূরান ওয়াজ্‌আল্ খাল্‌ফী নূরান ওয়াজআ'ল মিন্ তাহ্‌তী নূরান ওয়া আ'যিম লী নূরা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানিত। তুমি সকল ফেরেশতা এবং রুহুল আমিন জিবরাঈলের প্রতিপালক। হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি, তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি। হে আল্লাহ, আমার ছোট বড় প্রকাশ্য গোপনীয় আগের পরের সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ, আমার জাহের বাতেন তোমার জন্য সেজদা করিয়াছে। আমার অন্তর তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের কথা আমি স্বীকার করিতেছি। আমি নিজের উপর যেটুকু জুলুম করিয়াছি সেকথাও স্বীকার করিতেছি। হে ক্ষমাশীল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। মহান প্রতিপালকই বড় পাপ ক্ষমা করিতে পারে।

রাজত্বের অধিকারী সম্মানের অধিকারী হে প্রতিপালক, তুমি বিজয়ী, তুমি পবিত্র, তুমি চিরঞ্জীব। আমি তোমার অসন্তুষ্টি হইতে, তোমার আযাব হইতে

তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তোমার সত্তা অতি সম্মানিত। হে আল্লাহ আ[illegible] নফসকে পরহেজগারী দান করো। আমার নফসকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করো, তু[illegible] উত্তমরূপে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করিতে পারো। তুমিই সকল কাজ সম্পন্ন করো। আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো। আমি প্রকাশ্যে গোপনে যাহা কিছু করিয়াছি [illegible] কিছু তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে আলোয় পূর্ণ করিয়া দাও। আমার শ্রবণশ[illegible] দৃষ্টিশক্তিকে আলোকিত করো। আমার সামনে পিছনে আলো দাও। আমার ন[illegible] আলো দাও। আমাকে মহান নূর অর্থাৎ আলো দাও।

ফায়দা ঃ তাকওয়া পরহেজগারী অর্থ হইতেছে হারাম জিনিস হইতে দূ[illegible] থাকা, লোভ লালসা হইতে নিজেকে রক্ষা করা। নফসের পবিত্রতার ফলে অন্ত[illegible] পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। নফসের খাহেশাত এবং অহংকার হইতে অন্তর যখন [illegible] হয় তখনই তাহা আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব[illegible] নিজের রূহকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করিয়াছে সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে। যে নিজে[illegible] কলুষিত করিবে সে ব্যর্থ হইবে। (সূরা শাম[illegible])

সেজদায়ে তেলাওয়াত

কোরআন তেলাওয়াতের সময় যেসব সেজদা পাওয়া যায়, সেসব সেজ[illegible] সময়ে বলিবে–

سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّ ضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاؤُدَ وَعَلٰى نَبِيِّنَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ-

উচ্চারণ ঃ সাজাদা ওয়াজ্হী লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওওয়ারাহু ওয়া শা[illegible] সাম্আ'হু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লাহু আহ্সা[illegible] খালেকীন। আল্লাহুম্মাকতুব্ লী ইন্দাকা বিহা আজ্রাওঁ ওয়াযা' আন্নী বি[illegible] ওয়েযরাওঁ ওয়াজআ'লহা লী ইনদাকা যুখরাওঁ ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী কা[illegible] তাকাব্বালতাহা মিন্ আব্দিকা দাউদা ওয়া আলা নাবিয়্যিনাস সালাতু ওয়াস্সালা[illegible]

অর্থাৎ আমার চেয়ারা তাঁহাকে সেজদা করিয়াছে যিনি এই চেহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই চেহারার আকৃতি যিনি তৈয়ারী করিয়াছেন। এই চেহারায় শক্তি ক্ষমতা এবং লাবণ্য দান করিয়াছেন।

আবু দাউদ উল্লেখ করিয়াছেন, কয়েকবার এই কথা বলিতে হইবে। হাকেমের বর্ণনায় রহিয়াছে, আল্লাহ বরকতময়, যিনি সকল সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। হে আল্লাহ, এই সেজদা হইতে আমার জন্য সওয়াব লিখিয়া দাও, আমার উপর হইতে পাপের বোঝা দূর করিয়া দাও। এই সওয়াব আমার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখো। ইহা আমার পক্ষ হইতে কবুল করো যেমন তুমি হযরত দাউদ (আঃ) এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে কবুল করিয়াছিলে।

যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সেজদা করিয়া যখন বলে– হে আল্লাহ, ক্ষমা করিয়া দাও– তাহার মাথা তোলার আগেই আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার জন্য সেজদা করিয়া তিন বার বলে, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো– তবে সে সেজদা হইতে এই অবস্থায় মাথা উত্তোলন করে যে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তেলাওয়াতে সেজদায় ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরোওয়ারদেগার পবিত্র, একথা বলাই যথেষ্ট। তবে রাসূল ﷺ যেভাবে পড়িয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেভাবে পড়া উত্তম।

কোরআনে পনেরটি আয়াত এমন রহিয়াছে যেসব আয়াত পাঠ করিলে বা সেজদা করা ওয়াজিব।

তেলাওয়াতে সেজদা সম্পর্কে ওলামা কেরামের অভিমত

তেলাওয়াতে সেজদার সংখ্যা নির্ধারণ এবং কোন আয়াতের পর সেজদা করিতে হইবে, এ সম্পর্কে ওলামা কেরামের মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইমাম আজম আবু হানিফা এবং তাঁহার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের মতে কোরআনের চৌদ্দটি আয়াত পাঠ করা অথবা শোনার পর সেজদা করা ওয়াজিব।

(১). সূরা আরাফের ২৪ নং রুকুর এই আয়াত–

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ-

অর্থাৎ যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা অহংকারে তাঁহার এবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট সেজদায় অবনত হয়।

(২) সূরা রা'দ-এর ২ নং রুকুর এই আয়াত–

ولله يسجد من في السموت والارض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والاصال–

অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সেজদায় অবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল সন্ধ্যায়।

(৩) সূরা নাহল-এর ২ নং রুকুর এই আয়াত–

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون–

অর্থাৎ ভয় করে উহাদের উপর পরাক্রমশালী উহাদের প্রতিপালক এবং উহাদেরকে যাহা আদেশ করা হয় উহারা তাহা করে।

(৪) সূরা বনী ইসরাঈলের ১২ নং রুকুর এই আয়াত–

ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا–

অর্থাৎ এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভুমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ই উহাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

(৫) সূরা মারইয়ামের ৪ নং রুকুর এই আয়াত–

اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا–

অর্থাৎ তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহ সেজদায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে।

(৬) সূরা হজ্ব-এর দ্বিতীয় রুকুর এই আয়াত–

الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال و الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب– ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء–

অর্থাৎ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সেজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশ মন্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য ও নক্ষত্রমন্ডলী পর্বতরাজি বৃক্ষলতা জীবজন্তু এবং সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ যাহাকে হেয় করে তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

(৭) সূরা ফোরকানের ৫ নং রুকুর এই আয়াত–

واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا–

অর্থাৎ যখন তাহাদের বলা হয় সেজদায় অবনত হও রাহমান-এর প্রতি, তখন তাহারা বলে, রাহমান আবার কে? তুমি কাহাকেও সেজদা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সেজদা করিব? ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

(৮) সূরা নামল-এর দ্বিতীয় রুকুর এই আয়াত–

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السموت والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم–

অর্থাৎ আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করিতেছে। শয়তান তাহাদের কাজকর্ম তাহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং তাহাদের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। ফলে তাহারা সৎপথ পায় না। নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যেন, তাহার সেজদা না করে আল্লাহকে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকানো জিনিসকে প্রকাশ করেন। যিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।

(৯) সূরা আলিফ লাম মীম সাজদার দ্বিতীয় রুকুর এই আয়াত–

انما يؤمن بايتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون–

অর্থাৎ কেবল তাহারাই আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বা উপদেশ পাইলে সেজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রশং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।

(১০) সূরা সা'দ-এর দ্বিতীয় রুকুর এই আয়াত–

وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ–

অর্থাৎ দাউদ বুঝিতে পারিল, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম। অতঃপ সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নত হইয়া লুটাইয়া পড়ি ও তাঁহার অভিমুখী হইল।

(১১) সূরা হা-মীম সাজদার ৫ নং রুকুর এই আয়াত–

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ، فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ–

অর্থাৎ তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রি ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র তোমরা সূর্যকে সেজদা করিও না, চন্দ্রকেও নহে, সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই এবাদত কর।

(১২) সূরা নাজম-এর তৃতীয় রুকর এই আয়াত–

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا–

অর্থাৎ অতএব তোমরা আল্লাহর সামনে সেজদা করো এবং তাঁহা এবাদত করো।

(১৩) সূরা ইনশিকাকের এই আয়াত–

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَايَسْجُدُوْنَ–

অর্থাৎ তাহাদের নিকট কোরআন পাঠ করা হইলে তাহারা সেজদা করে

(১৪) সূরা আলাকের এই আয়াত–

كَلَّا لَاتُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ–

অর্থাৎ সাবধান, তুমি উহার অনুসরণ করিও না, সেজদা করো এবং আমার নিকটবর্তী হও।

ইমাম শাফেয়ীর মতে সেজদার সংখ্যা ১৪ টি, সূরা সা'দ-এর সেজদা তাঁহার মতে ওয়াজিব নহে, বরং সূরা হজ্ব-এ দুইটি সেজদা রহিয়াছে। একটি সেজদা উক্ত সূরার ৭ নং আয়াতে, অন্য সেজদা ১০ নং রুকুর ৭৭ নং আয়াতে।

(১৫) উক্ত আয়াত এই–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

অর্থাৎ হে মোমেনগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর এবং সৎকাজ কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

ইমাম মালেক বলিয়াছেন, কোরআনে তেলাওয়াতের সেজদা সংখ্যা ১১টি। সূরা নাজম, সূরা ইনশিকাক এবং সূরা আলাকে কোন সেজদা নাই বলিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুহাদ্দিসদের মতে কোরআনে ১০টি তেলাওয়াতে সেজদা করা সুন্নত।

দুই সেজদার মাঝখানে বসার পর দোয়া

দুই সজদার মাঝখানে বসিবার পর এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী ওয়ারহাম্‌নী ওয়া আ-ফিনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুক্‌নী ওয়াজবুরনী ওয়ারফা'নী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে হেদায়েত দাও, আমাকে রিযিক দাও, আমার বিগড়ানো কাজটি করিয়া দাও। আমাকে উন্নত করো।

ফজরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়িতে হইবে।

বিপদের সময় প্রত্যেক নামাযে কুনুতে নাযেলা পাঠ করা

কোন বিপদ দেখা দিলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমাম সাহেব ছামিয়াল্লা
লিমান হামিদা বলার পর মোকতাদী আমিন বলিবে।

ফায়দা ঃ ইমাম শাফেয়ীর মতে ফজরের নামাযে সব সময় দোয়া
কুনুত পাঠ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে এই আদে
রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে শুধু ফজরের নামাযের সময়
নহে বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়েই কুনুতে নাযেলা পাঠ করা হানা
মাজহাবমেত জায়েজ আছে।

রুকুর পরে দোয়ার মতো হাত উঠাইয়া কুনুতে নাযেলা পাঠ করা শাফে
মাজহাবের নিয়ম, কিন্তু হানাফী মজহাবে রুকু করার আগে দোয়া কুনুত পড়িতে
হইবে। ইমাম আবু হানিফার মতে হাত বাঁধিয়া দোয়া কুনুত পড়া উত্তম। ইমা
আবু ইউসুফের মতে হাত ছাড়িয়া দিয়া দোয়ায়ে কুনুত পড়িতে হইবে। ইমা
মোহাম্মদের মতে দোয়া চাওয়ার ভঙ্গিতে, অর্থাৎ মোনাজাতের মতো করিয়া দোয়া
কুনুত পড়িতে হইবে।

ইমাম সাহেব যেসময় দোয়া কুনুত পাঠ করিবে, সে সময় ইমাম শাফেয়ী
মতে জোরে এবং ইমাম আবু হানিফার মতে আস্তে মোক্তাদিগণ আমিন বলিবে।

আত্তাহিয়াতু এবং তাশাহহুদ

তাশাহহুদের জন্য বসার পর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ- اَشْهَدُ اَنْ لَّا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যি
আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকা
আস্‌সালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশ্‌হাদু আল্ লা ই
ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থাৎ মৌখিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক এবাদতসমূহ আল্লাহ তায়া
জন্য। হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত হউক
সালাম হউক আমাদের উপর এবং আল্লাহর প্রতি ও নেককার বান্দাদের উ
আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দি
মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

মৌখিক পবিত্র এবাদতসমূহ, শারীরিক এবাদত, অর্থনৈতিক এবাদত আল্লাহর তায়ার জন্য। হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হউক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর পুণ্যশীল বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

সকল মৌখিক এবাদত, সকল আমল আল্লাহর জন্য। আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর নবী! প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনার নাযিল হোক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এই বর্ণনায় ইমাম নাসাঈ লা শারীকা লাহু এবং ইমাম মুসলিম আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহর নামে শুরু করেতেছি। সকল কথা এবং সকল কাজ আল্লাহর জন্য। হে নবী আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বরকত নাযিল হউক। আমাদের প্রতি সালাম অর্থাৎ শান্তি এবং আল্লাহর সকল পূণ্যবান বান্দাদের প্রতি শান্তি নাযিল হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

মৌখিক এবাদতসমূহ আল্লাহর জন্য। সকল নেক আমল আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহর নবী, আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। আল্লাহর নাম সকল নামের চাইতে উত্তম। মৌখিক, শারীরিক এবং অর্থনৈতিক সকল এবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দাও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ ﷺ-কে সত্য দ্বীনসহ সুসংবাদদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিয়াছেন। কেয়ামত অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। হে আল্লাহর নবী, আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত এবং বরকত নাযিল হউক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর যতো পুণ্যবান বান্দা আছে তাহাদের প্রতি সালাম। ইয়া আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমাকে পথ প্রদর্শন করো।

ফায়দা ঃ এই তাশাহহুদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সালেহ বা পুণ্যবান বান্দা সেই ব্যক্তি তাহাকে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহা পালন করে। কোন প্রকার কমবেশী করে না এবং কোন প্রকার ফাসাদ বিশৃঙ্খলাও করে না।

তাশাহহুদের সময় আশাহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার সময় শাহাদ আঙ্গুল উঠানো সুন্নত। এটাই হানাফী মাজহাবের অভিমত এবং এটাই সঠিক।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের নিয়ম

রাসূল ﷺএর উপর নিম্নোক্ত নিয়মে দরুদ ও সালাম পাঠাইবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ
عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এ তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করো, যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমের উপ এবং তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংস উপযুক্ত এবং সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর এ তাঁহার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করো, যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমের উপ এবং তাহার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্র এবং সম্মানের উপযুক্ত।

হে আল্লাহ্ মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি রহমত প্রে করো যেইভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি রহমত প্রে করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি অনেক প্রশংসার অধিকারী এবং মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ্ মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি বরকত প্রেরণ করো যে তুমি ইব্রাহীমের প্রতি বরকত প্রেরণ করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি অনেক প্রশং উপযুক্ত এবং সম্মানের অধিকারী।

ফায়দা ঃ ছালাত অর্থ এতেকাফের দোয়া এবং রহমত। ছালাত আল্ল সহিত সম্পর্কিত হইলে তাহার অর্থ হইবে রহমত নাযিল করা, যেমন ছালাতু আলাইহ। তাহার উপর আল্লাহর রহমত হউক। ছালাত বান্দার সহিত সম্প হইলে তাহার অর্থ হইবে দরুদ প্রেরণ। যেমন ছাল্লু আলাইহে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ
وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ
وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ ﷺ এবং মোহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করো, যেইভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিবারের প্রতি রহমত প্রেরণ করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তোমার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং তুমি সম্মানিত। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের উপর বরকত দাও যেভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবারের উপর বরকত দিয়াছ। নিঃসন্দেহে তোমার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং তুমি সম্মানের অধিকারী।

হে আল্লাহ্ মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর, তাঁহার স্ত্রীদের এবং সন্তানদের উপর রহমত প্রেরণ করো যেইভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীমের উপর রহমত প্রেরণ করিয়াছ। মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদের উপর বরকত দাও যেভাবে তুমি ইব্রাহীমের সন্তানদের বরকত দিয়াছ। নিঃসন্দেহে তোমার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং তুমি মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ্, হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর রহমত প্রেরণ করো। তিনি তোমার বান্দা ও রাসূল। যেইভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং ইব্রাহীমের পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করিয়াছ। মোহাম্মদ ﷺ এবং মোহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের প্রতি বরকত দাও যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমের পরিবারের উপর বরকত দিয়াছ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর রহমত নাযিল করো যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমের উপর রহমত করিয়াছ। হযরত মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করো, যেইভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করিয়াছ।

হে আল্লাহ্ মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করো যেইভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করিয়াছ। মোহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারকে বরকত দাও যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে বরকত দিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত এবং সম্মানের অধিকারী।

হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ ﷺ এবং মোহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের প্রতি রহমত প্রেরণ করো যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমের পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করিয়াছ। উম্মি নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ কে বরকত দাও যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমকে বরকত দিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর রহমত প্রেরণ করো। তাঁহাকে বরকত দাও, যেইভাবে তুমি ইব্রাহীমকে রহমত বরকত দিয়াছ। নিঃসন্দেহে তোমার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং তুমি মর্যাদার অধিকারী।

اَقْبَلَ رَجُلٌ حَتّٰى جَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلَاتِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ حَتّٰى اَحْبَبْنَا اَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থাৎ এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সামনে আসিয়া বলিল, হে রাসূল ﷺ, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার প্রতি সালাম পাঠাইয়াছেন ইহা আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আমরা যখন নামাযে আপনার প্রতি দরুদ পাঠাইব তখন কিভাবে পাঠাইব যে, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত করিবে। (এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,) এ কথা শুনার পর রাসূল ﷺ চুপ করিয়া থাকিলেন কোন জবাব দিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তি এই প্রশ্ন রাসূল ﷺ-কে না করিলেই ভালো হইত। রাসূল ﷺ বলিলেন, তোমরা যখন আমার প্রতি দরুদ পাঠাইবে তখন একথা বলিবে, হে আল্লাহ্, নবী মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করো, যেমন তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করিয়াছ। মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার পরিবারের উপর বরকত দাও যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবারের উপর বরকত দিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি বরকতসম্পন্ন এবং মর্যাদাসম্পন্ন।

যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, যখন আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠাইবে তখন পূর্ণ মাত্রায় সওয়াব লাভ করিবে– সে যেন বলে– হে আল্লাহ্, নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁহার স্ত্রীদের উপর– যাহারা মোমেনদের মা, মোহাম্মদ ﷺ-এর সন্তান এবং আহলে বাইতের উপর রহমত প্রেরণ করো যেইভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের উপর রহমত প্রেরণ করিয়াছ, নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী।

তাশাহহুদ এবং দরুদের পরে এই দোয়া পড়িবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ- اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَااَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আলাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল্ মাহ্ইয়া ওয়াল্ মামাতি ওয়া মিন্ শাররি ফিতনাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিল্ কাবরি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল্ মাহ্ইয়া ওয়াল্ মামাতি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়াল্ মাগরামি। আল্লাহুম্মাগ্ফির লী মা কাদ্দাম্তু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আস্রারতু ওয়ামা আ'লান্তু ওয়ামা আস্রাফ্তু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল্ মুআখ্খিরু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা। আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফ্সী জুলমান কাসীরাওঁ ওয়া লা ইয়াগ্ফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফির লী মাগফিরাতাম্ মিন্ ইন্দিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর রাহীম।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠাইবে এবং বলিবে– হে আল্লাহ্ তাঁহাকে কেয়ামতের দিনে তোমার নিকট বিশেষ জায়গায় অবস্থান করাও। এই দরুদ যে বক্তি পাঠাইবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইবে। এই দরুদ প্রেরণের পর সে যেন যে কোন দোয়া করিতে চায় সেই দোয়া করে। সে এভাবে দোয়া করিবে– হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট দোয়া করিতেছি দোযখের শাস্তি হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করো, কবর আযাব হইতে রক্ষা করো, জীবন ও মরণের পরীক্ষা হইতে রক্ষা করো, কানা দাজ্জালের ফেতনা হইতে রক্ষা করো। হে আল্লাহ্, আমি কবর আযাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, দাজ্জালের ফেতনা হইতে পানাহ চাহিতেছি, জীবন মরণের ফেতনা হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। হে আল্লাহ্, আমি পাপ এবং ঋণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ্ আমাকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও। যাহা আমি আগে করিয়াছি এবং পরে করিয়াছি, যাহা কিছু গোপনে করিয়াছি যাহা কিছু প্রকাশ্যে করিয়াছি, যাহা কিছু আমি বাহুল্য ব্যয় করিয়াছি এবং যাহা কিছু তুমি আমার চাইতে বেশী জানো, তুমিই সামনে অগ্রসর করিবে তুমিই পিছনে রাখিবে। তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই।

হে আল্লাহ্ আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ্ পাপ ক্ষমা করিতে পারিবে না। তুমি তোমার বিশেষ দান দ্বারা আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার উপর তুমি রহমত করো। বেশক তুমি ক্ষমাশীল এবং তুমি রহমত করিতে পারো।

ফায়দা ঃ ফেতনা অর্থ হইতেছে পরীক্ষা। জীবনের পরীক্ষা হইতেছে সত্য পথ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া, ধৈর্য না থাকা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট না থাকা এবং দুনিয়ার আপদে জড়াইয়া যাওয়া। সবচেয়ে বড় ফেতনা হইতেছে খাতেমা বিল খায়ের না হওয়া। মৃত্যুর ফেতনা হইতেছে মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা, মৃত্যুর কষ্ট, কবরের শাস্তি, মোনকার নকিরের প্রশ্ন।

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূল ﷺ-এর নিকট বলিলেন, হে রাসূল, আমাকে এমন একটি দোয়া শিখাইয়া দিন যে দোয়া আমি নামাযে পাঠ করিতে পারি। রাসূল ﷺ তখন এই দোয়া শিখাইয়া ছিলেন। (মেশকাত)

আল্লামা নববী মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কাবিয়ান শব্দ সংযুক্ত করিয়াও পাঠ করা যায়।

যে ব্যক্তি দোয়া করিবে সে যেন এইভাবে বলে, আল্লাহুম্মা ইন্নি জলামতু নাফছি জুলমান কাবিয়ান কাছিরান।

অর্থাৎ আমি আমার প্রাণের উপর অনেক বড় জুলুম করিয়াছি। আল্লা... মোল্লা আলী কারী বলেন, উত্তম হইতছে কখনো কাবিয়ান বলা এবং কখ... কাছিরান বলা।

আরো একটি দোয়া নিম্নরূপ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ- اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ- رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- رَبَّنَا اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ- اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইয়া আল্লাহুল আহাদুস্ সামাদুল্... লাম্ ইয়ালিদ ওয়া লাম্ ইউলাদ ওয়া লাম্ ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ, আ... তাগ্ফিরা লী যুনুবী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম। আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাব...

স্থ্য়াসীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরে ওয়া আউযু বিকা ফিতনাতিল্ মাসীহি দ্দাজ্জালি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল্ মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিনাল্ খায়রি কুল্লিহী মা আ'লিম্তু মিন্হু ওয়ামা লাম্ আ'লামু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন খায়রি মা সাআলাকা বিহী ইবাদুকাস্ সালিহুন ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা আ'যা মিনহু ইবাদুকাস সালিহুন। রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবা ন্নার। রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগ্ফির লানা যুনূবানা ওয়া কিনা আযাবান নার। রাব্বানা আতিনা মা ওয়াদ্তানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্যিনা ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্তানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতা'তু আউযু বিকা মিন শার্রি মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগ্ফির লী ইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্তা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। হে আল্লাহ, তুমি এক অদ্বিতীয়। তোমার কোন সন্তান নাই, মাতা পিতা নাই, সমকক্ষ কেহ নাই। তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দাও। বেশক তুমি ক্ষমাশীল এবং রহমত করিয়া থাকো। হে আল্লাহ তুমি আমার হিশাব সহজভাবে নিয়ো।

হে আল্লাহ, আমি দোযখের শাস্তি হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি, কবরের শাস্তি হইতে পানাহ চাহিতেছি, কানা দাজ্জালের ফেতনা হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি, জীবন মরণের ফেতনা হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি সকল প্রকার কল্যাণ চাহিতেছি। যাহা কিছু আমি জানি এবং যাহা কিছু জানি না। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ চাই যে, কল্যাণ তোমার নিকট তোমার পুণ্যশীল বান্দাগণ চাহিয়াছেন। সেইসব অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাই যেসব অকল্যাণ হইতে তোমার পুণ্যশীল বান্দাগণ তোমার নিকট পানাহ চাহিয়াছেন। হে অল্লাহ, আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ ও বরকত দাও, অখেরাতেও কল্যাণ বরকত দাও। আমাদের দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো। আমাদের দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক, রাসূলদের মাধ্যমে তুমি আমাদের নিকট যেসব ওয়াদা করিয়াছ আমাদের সেইসব ওয়াদার ফিরিয়ে দাও আমাদের অপমানিত করিও না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করোনা।

যখন কেহ নামাযের মধ্যে বসিবে তখন যেন এই দোয়া পাঠ করে, হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা, আমি সাধ্যমতো তোমার আনুগত্যের উপর অবিচল রহিয়াছি। আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহার অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। তুমি আমার উপর যে সকল নেয়ামত দিয়াছ, সেই নেয়ামতের কথা আমি স্বীকার করিতেছি। আমি আমার পাপের কথা স্মরণ করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে না।

নামাযের সালাম ফিরানোর পর যে দোয়া পড়িবে

নামাযের সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে–

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ- لَاَ اِلٰهَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّاۤ اِيَّاهُ- لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ান্‌ফাউ য়াল্‌ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্‌ কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি লা ইলাহা ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল্‌ ফাজ্‌লু ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ দীন, ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার এবং তাঁহার জন্যই সকল প্রশংসা নিবেদিত।

তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। ভালো মন্দ তাঁহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তিনি সকল জিনিসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। হে আল্লাহ, তুমি যাহা দিতে চাও তাহা নিষেধ করার মতো কেহ নাই। তুমি যাহা দিতে চাও না, কাহারো পক্ষে তাহা দেওয়া সম্ভব নহে। তোমার ক্রোধ হইতে বিত্তশালীকে তাহার বিত্ত রক্ষা করিতে পারে না।

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার এবং যাবতীয় প্রশংসা তাঁহার জন্য। তিনিই সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

এই দোয়া তিন বার অথবা একবার বলিবে। তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে–

শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র সাহায্যেই পাওয়া যায়। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমরা তাঁহারই এবাদত করি। তাঁহার জন্যই সকল নেয়ামত রহিয়াছে। তাঁহার জন্যই সকল মর্যাদা। তাঁহার জন্যই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমরা নির্ভেজালভাবে আল্লাহর আইন মানিয়া চলি। যদিও কাফেরা তাহা অপছন্দ করে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালামু ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যালজালালি ওয়াল্‌ ইকরাম।

এই দোয়ার পরে তিন বার আস্তাগফেরুল্লাহ পাঠ করিবে।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি। হে আল্লাহ তুমিই নিরাপত্তা দিতে পারো। নিরাপত্তা তোমার নিকট হইতে আসে। হে আল্লাহ তুমি বড়ই বরকতসম্পন্ন। হে বুজুর্গী ওয়াদা ও ক্ষমাপরায়ণ।

আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ অনেক বড়। এইসব কালেমা প্রতিটি ৩৩ বার করিয়া পাঠ করিবে।

অথবা ১১ বার ছোবহানাল্লাহ ১১ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ১১ বার আল্লাহু আকবর পড়িবে। ইহাতে মোট ৩৩ বার হইবে।

অথবা ১০ বার ছোবহানাল্লাহ ১০ বার আলহামদু ল্লািহ এবং ১০ বার আল্লাহু আকবর পড়িবে।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ছোবহানাল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহামদু লিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবর পড়ার পর একশত পূর্ণ করার জন্য

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর।

পাঠ করিবে, তাহার পাপ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তবু সব পাপ আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

নামায আদায়ের পর কয়েকটি বাক্য পাঠ করা হয়। যাহারা এইসব বাক্য বা কালেমা ফরয নামাযের পর পাঠ করে তাহারা সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয়না। ছোবহানাল্লাহ ৩৩ বার,আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবর ৩৪ বার।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর একশ বার ছোবহানাল্লাহ, একশ বার আলহামদু লিল্লাহ, একশত বার আল্লাহু আকবর, একশ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, তাহার পাপ সমুদ্রের ফেনার চাইতে বেশী হইলে ও আল্লাহ তায়ালা সেই পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। অথবা উপরোক্ত প্রতিটি কালেমা ২৫ বার করিয়া পাঠ করিবে।

প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَانَوْمٌ، لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইইম্ মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম।

অর্থাৎ আল্লাহ এমন সত্তা যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সকল কিছু তাঁহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তাঁহার নিদ্রা ও আসে না তন্দ্রা ও আসে না। আকাশে যাহা কিছু আছে যমীনে যাহা কিছু আছে সবকিছুই তাঁহার মালিকানায় রহিয়াছে। কে এমন আছে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? যাহা কিছু হইতেছে এবং যাহা কিছু পরবর্তী সময়ে হইবে সব কিছু আল্লাহর জানা রহিয়াছে। তাঁহার জ্ঞানে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তবে তিনি যতটুকু চান ততটুকু কেহ আয়ত্ত করিতে পারে। তাঁহার কুরসী আকাশ ও যমীনে পরিব্যাপ্ত। আকাশ ও যমীনের হেফাযত করিতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না। তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী।

তবারানীর হাদীসে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে সে এক নামায হইতে অন্য নামায নামায পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হেফাযতে থাকিবে।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে তাহার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে শুধু মৃত্যুই হইবে বাধা। মৃত্যুর পরই সে ব্যক্তি কবরে প্রবেশ করিবে এবং তাহার কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হইবে। রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন, কবর হয়তো দোযখের একটি গুহা অথবা জান্নাতের এক টুকরো বাগান।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ- اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِىْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَآاَخَّرْتُ وَ مَآاَسْرَرْتُ وَمَآاَعْلَنْتُ وَمَآاَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ- اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَنَاشَهِيْدٌ اَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اِجْعَلْنِىْ

مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِ
كْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্নী। আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরাঈলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইস্রাফীলা আ'য়িয্নী মিন্ হার্রিন নারি ওয়া আযাবিল কাবরি। আল্লাহুম্মাগফির্ লী মা কাদ্দাম্তু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আস্রার্তু ওয়ামা আ'লান্তু ওয়ামা আরসরাফ্তু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা। আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন আনা শাহীদুন ইন্নাকার রাব্বু ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন আনা শাহীদুন আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আবদুকা ওয়া রাসূলুকা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন আনা শাহীদুন আন্নাল ইবাদা কুল্লুহুম ইখ্ওয়াতুন। আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লা শাইয়িনিজ্আল্নী মুখলিসাল লাকা ওয়া আহ্লী ফী কুল্লি সা'আতিন্ ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি যালজালালি ওয়াল ইকরাম। ইস্মা' ওয়াসতাজিব আল্লাহু আকবারুল আকবার। হাস্বিয়াল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল, আল্লাহু আকবারুল আকবার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল্ ফাক্‌রি ওয়া আযাবিল কাব্‌রে।

অর্থাৎ হে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দাও। আমার উপর দয়া করো। আমাকে হেদায়েত দাও। আমাকে রিযিক দান করো। হে জিবরাঈল, মিকাঈল এবং ইসরাফিলের প্রভু, আমাকে দোযখের উত্তাপ এবং কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করো।

হে আল্লাহ, আমার আগে পরের প্রকাশ্য গোপনীয় পাপ, আমার ব্যয়বাহুল্য এবং আমার যেইসব পাপের বিষয়ে তুমি আমার চাইতে বেশী জানো সেসব পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। তুমিই সামনে অগ্রসর করিতে পারো আর তুমিই পিছনে সরাইতে পারো, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

হে আল্লাহ, তোমার জেকের তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম এবাদত করিতে আমাকে সাহায্য করো।

হে আল্লাহ, হে প্রতিপালক, হে সবকিছুর পালনকারী, তোমার কোন শরিক নাই। হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকারী, হে সবকিছুর পালনকারী, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, বেশক মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকারী এবং সবকিছুর পালনকারী, বেশক আমি সাক্ষ্য দিতেছি, সকল বান্দা ভাই ভাই। হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকারী এবং সব কিছুর পালনকারী, আমাকে এবং আমার সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের দুনিয়া আখেরাতে সব সময় মোখলেছ অবস্থায় রাখিও। হে পরাক্রম ও মর্যাদার অধিকারী, তুমি শুন এবং কবুল কর। আল্লাহ অনেক বড়, অনেক বড়। আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি উৎকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী। আল্লাহ অনেক বড় অনেক বড়।

হে আল্লাহ, আমি কুফরী, পরমুখাপেক্ষিতা এবং কবরের আযাব হইতে পানাহ চাহিতেছি।

ফায়দা ঃ হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রাসূল ﷺ আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে মাআজ, আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি। আমি বলিলাম, হে রাসূল ﷺ, আপনাকেও আমি অসামান্য রকম, ভালোবাসি। তিনি বলিলেন, তুমি সব সময় এই দোয়া পড়িবে কখনো ছাড়িবে না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ-

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ عِصْمَةَ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ
الَّتِىْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِىْ- اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ
بِعَفْوِكَ مِنْ نِّقْمَتِكَ- وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ
لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ
خَطَئِىْ وَعَمَدِىْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ
لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা রিয্‌কান তাইয়্যিবাওঁ ওয়া ইল্‌মান নাফিআ ওয়া আমালাম্‌ মুতাকাব্বালান্‌।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নাই। তাহার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল কল্যাণের মালিক। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। এই দোয়া দশ বার অথবা একশত বার পাঠ করিবে।

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট পবিত্র রেযেক, কল্যাণকর জ্ঞান এবং কবুল হওয়ার মতো আমল করার তওফীক চাই।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি মাগরেব নামাযের পর কাহারো সহিত কথা না বলিয়া এই দোয়া দশ বার পাঠ করিবে, তাহার আমলনামায় প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে দশটি নেকী লেখা হইবে, তাহার দশটি পাপ মুছিয়া দেওয়া হইবে, তাহার মর্যাদা দশগুণ বাড়ানো হইবে। সেই দিন ও রাতে সে ব্যক্তি শয়তানের সকল প্রকার প্ররোচনা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

ফজর ও মাগরেবের নামাযের পরের দোয়া

ফজরের নামায এবং মাগরেবের নামাযের পর এই দোয়া পড়িবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্‌ই ওয়া ইউমীতু বিইয়াদিহিল খায়রু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শীরক নাই। তাহার জন্যই রাজত্ব। তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। ভালো মন্দ তাঁহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তি রাখেন। দশ বার এই দোয়া পাঠ করিবে।

চাশত এর নামাযের পরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা উহাবিলু ওয়া বিকা উসাবিলু ওয়া বিকা উকাতিলু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার সাহায্যে ইচ্ছা করিতেছি এবং তোমার সাহায্য শত্রুর উপর হামলা করিতেছি। তোমার সাহায্যে লড়াই করিতেছি।

দাওয়াত কবুল করা

কেহ খাওয়ার দাওয়াত বিশেষত বিয়ের ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হইলে সেই দাওয়াত কবুল করিবে।

ফায়দা ঃ দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। কিছু আহার করা না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার। দাওয়াত যদি রাসূল ﷺ-এর তরিকা অনুযায়ী হইয়া থাকে তবে সেই দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করা সুন্নত। দাওয়াতে যদি আমোদ ফূর্তি এবং ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা থাকে তবে এই রকম দাওয়াতে অংশ গ্রহণ না করা মোস্তাহাব। ওলীমার সেই খাবারকে বলা হয় যে খাবার বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে ওলীমা সুন্নত। কেহ কেহ বলেন মোস্তাহাব। তবে সঠিক কথা হইতেছে, ওলীমার খাবারের আয়োজন স্বামীর সঙ্গতি অনুযায়ী হইতে হইবে।

ওলীমার দাওয়াত

কেহ কেহ বলেন ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব, কেহ বলেন ফরজে কেফায়া। তবে এ সম্পর্কে শর্ত রহিয়াছে। প্রথমত ওলীমার খাদ্য সন্দেহযুক্ত হইতে পারিবে না। ওলীমার খাদ্য সামগ্রীতে প্রাচুর্যের অহংকার প্রকাশ করা যাইবে না। প্রদর্শনীর মানসিকতা যেন প্রকাশ না পায়। দাওয়াতে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ হইতে পারিবে না। শরীয়তবিরোধী কোন কাজ হইলে সেই ওলীমায় অংশ গ্রহণ না করা মোস্তাহাব। ওলীমার সময় সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, বিয়ের দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ওলীমা করা মাকরূহ। ইমাম মালেক বলেন, স্বামী যদি বিত্তশালী হয় তবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওলীমার আয়োজন করা যায়। অর্থাৎ সাত দিন পর্যন্ত কিছু কিছু লোককে দাওয়াত করিয়া খাইয়াইবে।

নামাযের ওয়াক্তসমূহের বিবরণ

মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ–

অর্থাৎ নামায কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে, সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্ম মিটাইয়া দেয় যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদের জন্য এক উপদেশ। (সূরা হূদ)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اَنْ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا–

অর্থাৎ সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে। ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বনী ইসরাঈল)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ–

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও জোহরের সময়ে, আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই। (সূরা রূম)

সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার সাথে সাথে জোহরের নামাযের সময় শুরু হইয়া যায়। এটা জোহরের প্রথম সময়, কিন্তু যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া আসল ছায়া ব্যতীত আরো ততটুকু দীর্ঘ হয় তখন ইহা জোহরের শেষ সময় এবং আছরের প্রথম সময় হিসেবে বিবেচিত হইবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে প্রত্যেক জিনিসের আসল ছায়া ব্যতীত সেই জিনিসের ছায়া দুই গুণ হইলে তবে জোহরের শেষ সময় এবং আছরের প্রথম শুরু হইবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আছরের শেষ সময় থাকিবে।

এশার প্রথম সময় পশ্চিমাকাশের লালিমা মুছিয়া যাওয়ার সময় হইতে রাত্রিশেষের আভাস ফুটিয়া উঠা পর্যন্ত। পূর্বের আকাশে সাদা আলো প্রকাশ পাইলে ফজরের সময় শুরু হয় এবং সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এই সময় বিদ্যমান থাকে।

এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসিয়া বিভিন্ন নামাযের সময় জানিতে চাহিল। রাসূল ﷺ তাহাকে বলিলেন, তুমি দুই দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়া নামায আদায় করো। লোকটি তাহাই করিল। রাত্রিশেষে পূর্বের আকাশে সাদা আলো ফুটিয়া উঠিলে রাসূল ﷺ হযরত বেলালকে ফজরের আযান দেওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর ফজরের নামায আদায় করিলেন। অথচ সেই সময় অন্ধকার ছিল। সূর্য হেলিয়া পড়ার সাথে সাথে রাসূল ﷺ জোহরের নামায আদায় করিলেন। তখন অনেকে বলাবলি করিতেছিল, এখন তো ঠিক দ্বিপ্রহর। অথচ রাসূল ﷺ নামাযের সময় সম্পর্কে সকলের চাইতে বেশী জানিতেন। এরপর প্রত্যেক জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের সমান হইলে রাসূল ﷺ আছরের নামায আদায় করিলেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরেবের নামাযের জন্য দাঁড়াইলেন। পশ্চিম আকাশের লালিমা মুছিয়া যাওয়ার পরই এশার নামায আদায় করিলেন, কিন্তু পরদিন রাসূল (সঃ) ফজরের নামায আদায়ে এতোটা দেরী করিলেন যে, নামায আদায়ের পর কেহ বলিল, সূর্য উদয় হইয়াছে, কেহ বলিল না এখনো উদয় হয় নাই, একটু পরে উদয় হইবে। জোহরের নামায আদায়ে এতোটা দেরী করিলেন যে, কোন জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। আছরের নামায আদায়ে এতোটা দেরী করিলেন যে, আছরের নামায আদায়ের পর কেহ বলিল সূর্যের অস্ত লালিমা দেখা দিয়াছে, কেহ বলিল না তো, এখনো লালিমা দেখা দেয় নাই। সেই লালিমা মুছিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে মাগরেবের নামায আদায় করিলেন। এশার নামায আদায়ে এতোটা দেরী করিলেন যে, রাতের প্রথমার্ধের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় দিন সকালে রাসূল ﷺ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন, নাসায়ের সময়সীমা উল্লিখিত দুই দিনের নামায আদায়ের সময়ের মধ্যে রহিয়াছে।

নামযের শর্তসমূহ এবং আরকান

(১) যে পোশাক পরিধান করিয়া নামায আদায় করিবে সেই পোশাক পাক সাফ এবং অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। (২) সারা দেহ পাক পবিত্র হইতে হইবে। (৩) নামায আদায়ের জায়গা পাক পবিত্র হইতে হইবে। (৪) সঠিকভাবে কেবলামুখী হইতে হইবে। (৫) নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে নামায

আদায় করিতে হইবে। (৬) যে ওয়াক্তের নামায আদায় করিবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়ত করিবে। (৭) নামায শুরু করার সময় আল্লাহু আকবার বলিবে। (৮) কোন ওজর না থাকিলে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিবে। ওজর থাকিলে দাঁড়াইয়া নামায আদায় না করিলেও চলিবে। (৯) নামাযের প্রত্যেক রাকাতে কোরআন পাঠ করিতে হইবে। কোরআনের কোন অংশ মুখস্থ না থাকিলে ছোবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করিবে। (১০) রুকু করিবে। (১১) রুকু করার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। (১২) পর পর দুইটি সেজদা করিবে। (১৩) দুই সেজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসিবে। (১৪) শেষ রাকাতে আত্তাহিয়াতু এবং দরুদ পড়ার জন্য বসিবে। (১৫) ডানে বামে সালাম ফিরাইবে। কোন কোন হাদীসে খুশু খুজু নামাযের শর্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও ইহা দ্বারা বোঝানো হইয়াছে যে, খুশু খুজু ব্যতীত নামায পূর্ণতা পায় না। অর্থাৎ খুশু খুজু নামাযের রোকন নহে; বরং নামাযের পূর্ণতার জন্য খুশু খুজু জরুরী। ছতর ঢাকিয়া রাখাও নামাযের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। ছতর বলিতে দেহের সেই অংশ ঢাকিয়া রাখা বোঝায় যে অংশ খোলা শরীয়তে জায়েজ নহে।

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী লামেআ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ছতর ঢাকা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। কোন মানুষ যদি খালি ঘরে থাকে তবুও ছতর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। নামাযের সময় ছাড়াও ছতর ঢাকিয়া রাখা ওয়াজিব।

নামাযের মধ্যে পুরুষের ছতর হাঁটু হইতে নাভি পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখা। এই অংশ ঢাকিয়া রাখা ফরজ। মহিলাদের ক্ষেত্রে হাঁটু হইতে নাভি পর্যন্ত এবং পেঠ পিঠ ঢাকিয়া রাখা ফরজ। স্বাধীন মহিলাদের ক্ষেত্রে চেহারা এবং সমগ্র দেহ ঢাকিয়া রাখা ফরজ। নামাযের মধ্যে দেহের উল্লিখিত অংশের কোন অংশ খোলা থাকিলে নামায জায়েজ হইবে না। নামায ছাড়াও না মাহরামদের সামনে দেহের উল্লিখিত অংশ ঢাকা ফরজ, যাহাদের সহিত শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ।

কেবলা নির্ধারণ ও নামাযের নিয়ম

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى-

অর্থাৎ তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার জায়গাকেই নামাযের জায়গারূপে নির্ধারণ কর। (সূরা বাকারা)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ-

অর্থাৎ আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানো আমি অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছি। আমি তোমাকে এমন কেবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও। (সূরা বাকারা)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

অর্থাৎ এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবশ্যই জানেন। (সূরা বাকারা)

তাকবীর

নামাযের জন্য দাঁড়াইলে কেবলার দিকে মুখ ফিরাইয়া উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাইবে এবং তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া বাম হাতের কবজির উপর ডান হাতের তালু দিয়া চাপিয়া ধরিবে। তারপর আস্তে আস্তে এই দোয়া পাঠ করিবে–

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার পবিত্রতা স্বীকার করিতেছি এবং তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি। তোমার নাম অত্যন্ত বরকতপুর্ণ। তোমার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তুমি ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত কেহ নাই।

তাআউজ ও তাসমিয়া

তারপর আস্তে আস্তে তাআউজ অর্থাৎ আউযু বিল্লাহে মিনাশ শাইতোয়ানির রাজীম পাঠ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

তাসমিয়া অর্থ হইতেছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অর্থাৎ আমি পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করিতেছি।

তারপর সূরা ফাতেহা পাঠ করিবে। তারপর ইমামের পিছনে হইলে ইমাম জোরে কেরাত পাঠ করিবেন। একা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে চুপে বা জোরে কেরাত পাঠ করিতে পারা যায়। ফজর, মাগরেব এবং এশার নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং কোরআনের কয়েকটি আয়াত অথবা অন্য কোন সূরা পাঠ করিবে। ফজর মাগরেব এবং এশার নামাযে প্রথম দুই রাকাতে কেরাত জোরে পাঠ করিবে। একা নামায আদায়কারী কেরাত আস্তে পাঠ করিলেও কোন অসুবিধা নাই। জোহর এবং আছরের নামাযে কেরাত আস্তে পাঠ করিবে। কেরাত পাঠ করার পর আল্লাহু আকবর বলিয়া রুকুতে যাইবে এবং রুকুতে মাথা উঁচু নীচু করিবে না; বরং মাথা এবং পিঠ সমান্তরাল রাখিবে। হাতের তালু দিয়া হাঁটুর কবজি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিবে।

তাসবীহ ও তাহমীদ

তাসবীহ হইতেছে ছোবহানা রাব্বিয়াল আজীম অর্থাৎ আমার প্রতিপালক পাক পবিত্র এবং সবচেয়ে বড়। তিন বার এই তাসবীহ পাঠ করিবে। তবে বিজোড় সংখ্যায় অনেক বার পাঠ করা যাইবে। শান্তভাবে প্রতিটি রোকন আদায় করাকে তা'দীল বলা হয়। রুকুর সময় কোরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে।

ইমাম ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহা শুনিয়াছেন। ইহার পর ইমাম যোকতাদী সকলে রাব্বানা লাকাল হামদ বলিবে। অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তারপর আল্লাহু আকবর বলিয়া সেজদায় গমন করিবে। সেজদায় তিন বার ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা বলিবে। অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক পবিত্র এবং সমুন্নত।

দুই হাতের তালু বিছাইয়া উহার মাঝখানে নাক এবং কপাল ঠেকাইয়া সেজদা করিবে। সেজদার সময়ে হাতের আঙ্গুল ছড়াইয়া রাখিবে। পায়ের আঙ্গুল কেবলামুখী রাখিবে। হাতের বাহুমূল হইতে হাতের তালু পর্যন্ত জায়গা এতোটা উঁচু রাখিবে যে, মাঝখান দিয়া বকরী শাবক যাইতে চাহিলে সহজে যেন যাইতে পারে। সেজদার সময় যমীনে হাত বিছাইয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। তারপর শান্তভাবে সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিবে। একই নিয়মে দ্বিতীয় বার সেজদা করিবে। দ্বিতীয় সেজদার পর আল্লাহু আকবর বলিয়া যমীনে হাত না ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং দ্বিতীয় রাকাত আদায় করিবে। দ্বিতীয় রাকাতও প্রথম রাকাতের মতোই আদায় করিবে। তবে দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে ছানা পাঠ করার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় রাকাত যথারীতি আদায়ের পর বাম পা বিছাইয়া ডান পা খাড়া করিয়া বসিবে। তারপর ডান হাত ডান পায়ের হাঁটু বরাবর এবং বাম হাত বাম পায়ের হাঁটু বরাবর রাখিয়া তাশাহহুদ পাঠ করিবে।

তাশাহহুদ

তাশাহহুদ হইতেছে এই দোয়া–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশ্হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থাৎ সকল কথার এবাদত কাজের এবাদত আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হে নবী তোমার প্রতি সালাম। আর আল্লাহর রহমত ও বরকত। তোমার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর পুর্ণ্যশীল বান্দাদের প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠাইবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামাইবে।

তাশাহহুদ পাঠ করিয়া তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠিবে। তৃতীয় চতুর্থ রাকাত ও প্রথম দুই রাকাতের মতো আদায় করিবে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত ইমামের সহিত যদি মোকতাদী হইয়া আদায় করে তখন মোকতাদীকে কোন কেরাত পড়িতে হইবে না। একা নামায আদায় করিলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করিবে। ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামাযে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা ও পাঠ করিবে। চতুর্থ রাকাতের পর দুই রাকাত আদায়ের পর এই দরুদ পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করো, যে রকম রহমত তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবারের উপর নাযিল করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত এবং সম্মানের অধিকারী।

হে আল্লাহ, মোহাম্মদ ﷺ–এর উপর এবং তাঁহার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করো যে রকম বরকত তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবারের উপর নাযিল করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত এবং সম্মানের অধিকারী।

দরুদ পাঠ করার পর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্‌তু নাফ্‌সী জুল্‌মান কাসীরাওঁ ওয়া লা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফির লী মাগফিরাতাম্ মিন্ ইন্‌দিকা ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্ গাফুরুর রাহীম।

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি নিজের নফসের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তুমি ব্যতীত অন্য কেহ আমার পাপ ক্ষমা করিতে পারিবে না। তুমি নিজের পক্ষ হইতে আমাকে বিশেষ ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি রহমত করো। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল এবং রহমকারী।

এরপর ডান দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া বলিবে, আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ, অর্থাৎ তোমাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত হউক। ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর বাম দিকে ঘাড় ফিরাইয়া একইভাবে সালাম বলিবে। এই সালাম মুসলমানদের পারস্পরিক সালাম এবং এই সালামের মধ্যে সে সময়ে উপস্থিত ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

লোক চলাচলের জায়গায় নামায আদায় করার সময় সামনে একটি কাঠ খাড়া করিয়া দিবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে একটি রেখা অঙ্কন করিয়া দিবে। ইহাতে কেহ যদি নামাযের সামনে দিয়া অতিক্রম করে তবে ক্ষতি হইবে না। কাঠ এক হাত লম্বা হইলেই চলিবে। ইমামের সামনে কাঠ খাড়া করা হইলে তাহা মোকতাদীদের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। হাদীসে আছে, নামাযীর সামনে দিয়া অতিক্রম করার ক্ষতি সম্পর্কে যদি কেহ জানিত তবে একশত বছর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলেও থাকিত, কিন্তু নামাযীর সামনে দিয়া অতিক্রম করিত না।

নামাযীর কতোটুকু সামনে দিয়া অতিক্রম করা যাইবে না এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সঠিক নিয়ম হইতেছে, নামাযীর সেজদার জায়গা দিয়া অতিক্রম করা যাইবে না। নামাযী ব্যক্তির সেজদার জায়গা দিয়া কেহ অতিক্রম করিতে চাহিলে নামাযীর কর্তব্য তাহাকে হাত দিয়া বাধা দেওয়া।

জামায়াতে নামায আদায়ের ফজিলত এবং জামায়াতের তাকিদ

সাহাবায়ে কেরাম জামায়াতে নামায আদায় করাকে শুধু সওয়াবের কাজই মনে করিতেন না; বরং ইহাকে ইসলাম ও নেফাক, ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী মনে করিতেন।

হযরত মাআজ (রাঃ) ছিলেন তাঁহার কওমের ইমাম, কিন্তু তাঁহার অভ্যাস ছিল, তিনি প্রথমে রাসূল ﷺ-এর সহিত নামায আদায় করিতেন, তারপর নিজের মসজিদে গিয়া ইমামতি করিতেন। একদিন রাসূল ﷺ-এর সহিত নামায আদায়ে কিছুটা দেরী হইল। নিজের এলাকার মসজিদে আসিয়া নামাযে ইমাম হিসাবে সূরা বাকারা তেলাওয়াত শুরু করিলেন। তখন একজন ব্যবসায়ী জরুরী কাজ থাকায় জামায়াত ত্যাগ করিয়া একা একা নামায আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন। একজন সাহাবী পরে তাহাকে বলিলেন, তুমি মোনাফেক হইয়া গিয়াছ। জামায়াতে নামায আদায় হইতে শুধু চিহ্নিত মোনাফেকরাই বিরত থাকিতে পারে। এমনিতে অক্ষম লোকগণ দুই জন লোকের সহায়তায় মসজিদে আসিয়া জামায়াতে শামিল হইতেন।

রাসূল ﷺ সাহাবাদের বলিয়াছিলেন, অন্ধকার থাকিলে এবং বৃষ্টি থাকিলে তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নামায আদায় করিবে, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর সহিত একত্রে নামায আদায়ে সাহাবাদের আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক। একদিন প্রবল বৃষ্টি এবং ঘন অন্ধকারের মধ্যেও কয়েকজন সাহাবী রাসূল ﷺ-এর সহিত জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য একত্রিত হইলেন।

একজন সাহাবীর ঘর ছিল মদীনার শেষ প্রান্তে। তিনি সব সময় রাসূল ﷺ-এর সহিত নামায আদায়ে সচেষ্ট থাকিতেন। অন্য একজন সেই সাহাবীর কষ্ট দেখিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি যদি একটি গাধা ক্রয় করিয়া লইতে তবে মসজিদে যাওয়া আসার কষ্ট হইতে রক্ষা পাইতে। সেই সাহাবী বলিলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর ঘরের পাশে থাকিতে আগ্রহী নহে। কারণ আমি চাই প্রতি কদমে আমার নামে বেশী নেকী লেখা হউক।

মদীনায় বনু সালমা গোত্রের ঘর ছিল মসজিদে নববী হইতে বেশ দূরে। সেই গোত্রের লোকেরা রাসূল ﷺ-এর সহিত জামায়াতে নামায আদায়ের আশায় নিজেদের মহল্লা ত্যাগ করিয়া মসজিদে নববীর পাশে বসতি স্থাপনের আগ্রহ ব্যক্ত করে, কিন্তু এতো লোক একটি এলাকার বসতি ত্যাগ করিয়া আসিলে সেই এলাকা বিরান হইয়া যাইবে। এই আশংকায় রাসূল ﷺ তাহাদের বলিলেন, তোমরা মসজিদে আসিবার জন্য যত কদম ফেলিবে ততো নেকী পাইবে। অর্থাৎ যেখানে আছো সেখানেই থাকো।

জামায়াতে নামায আদায়ের অপেক্ষায় সাহাবাগণ যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতেন, কিন্তু জামায়াতের পাবন্দি করিতে কোন দ্বিধা করিতেন না। এক রাতে রাসূল ﷺ-এর কর্মব্যস্ততার কারণে এশার নামায আদায়ে তিনি দেরী

করিলেন। সাহাবাগণ অপেক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর জাগিলেন আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। এক সময় রাসূল ﷺ মসজিদে আসিয়া অপেক্ষমাণ সাহাবাদের উদ্দেশে বলিলেন, আজ সমগ্র দুনিয়ায় তোমরা ব্যতীত অন্য কেহই নামাযের জন্য এইভাবে অপেক্ষা করিতেছে না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, সাহাবাগণ এশার নামায আদায়ের জন্য এতো বেশী সময় অপেক্ষা করিতেন যে, ঘুমের ঝোঁকে তাঁহাদের ঘাড় নুইয়া পড়িত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একরাতে আমরা এশার নামাযের জন্য রাসূল ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আসিলেন। তারপর বলিলেন, যদি উম্মতের কষ্ট হওয়ার কথা চিন্তা না করিতাম তবে আমি এই সময়ে এশার নামায আদায় করিতাম।

একদিন এশার নামাযের জন্য সাহাবাগণ এতো বেশী সময় অপেক্ষায় ছিলেন যে, এক পর্যায়ে তাঁহারা মনে করিলেন, রাসূল ﷺ নামায আদায় করিয়াছেন। এখন আর তিনি বাহিরে আসিবেন না। তারপর রাসূল ﷺ বাহিরে আসিলে সাহাবাগণ নিজেদের ধারণার কথা ব্যক্ত করিলেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, এই নামায এই সময়েই আদায় করিও। সকল উম্মতের উপর তোমাদের এই সময়ে নামায আদায়ের কারণেই ফজিলত দেওয়া হইয়াছে। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের কেহ এই সময়ে নামায আদায় করে নাই।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার নামাযের জন্য রাসূল ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। এক সময় তিনি বাহির হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা নিজ জায়গায় বসিয়া পড়ো। আমরা বসার পর রাসূল ﷺ বলিলেন, লোকেরা তো নামায আদায় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতেছ। তোমাদের অপেক্ষার সময় নামাযের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) এবং তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী মদীনায় আসিয়া বাকী বাতহানে অবস্থান করিলেন। সবাই একত্রে এশার নামায মসজিদে নববীতে আদায় করিতে সক্ষম ছিলেন না। এ কারণে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে পালা করিয়া নিলেন। তারপর পালা করিয়া তাঁহারা এশার নামায আদায় করিলেন।

নামাযে খুশু খুজু

সাহাবায়ে কেরাম নামাযে গভীরভাবে আত্মমগ্ন হইতেন। তাঁহারা চূড়ান্ত রকমের খুশু খুজু অর্থাৎ বিনয় নম্রতার পরিচয় দিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) নামাযে এমন আত্মমগ্ন অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করিতেন যে, তাহাতে নারী এবং শিশুরাও প্রভাবিত হইত। হযরত ওমর (রাঃ) এবং পিছনে কাতারের লোকও তাঁহার কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি পিছনের কাতারে থাকা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইতাম।

হযরত তামিম দারী (রাঃ) একরাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়াইলেন। তিনি সূরা জাছিয়ার নিম্নের আয়াত পাঠ করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন–

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ-

অর্থাৎ দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদের সমান গণ্য করিব যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে? উহাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ। (সূরা জাছিয়া–২১)

কঠিন হইতে কঠিন অবস্থায়ও সাহাবায়ে কেরামের খুশু খুজু এবং আত্ম নিবেদনের অবস্থা বজায় থাকিত। দুই জন বীর সাহাবী একটি পাহাড়ের গিরিপথে রাসূল ﷺ-এর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। দুই জনের একজন নামাযে মগ্ন থাকা অবস্থায় একজন মুশরিক তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল। তিনটি তীর সাহাবীর দেহে বিদ্ধ হইল, কিন্তু তিনি নামায ত্যাগ করিলেন না। অন্য সাহাবী সে সময় ঘুমাইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া সঙ্গীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আমাকে আপনি আগে কেন জাগান নাই? রক্তাক্ত দেহের সাহাবী বলিলেন, নামাযে একটি সূরা পাঠ করিতেছিলাম, সেই সূরা পাঠ শেষ না করিয়া নামায ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় নাই।

প্রিয় এবং পছন্দনীয় জিনিসও যদি সাহাবায়ে কেরামের নামাযের ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দেখা দিত তবে তাহারা সেই জিনিসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) একদিন তাঁহার বাগানে নামায আদায় করিতেছিলেন। এমন সময় একটি পাখি উড়িয়া আসিয়া বাগানের ভিতর পথ হারাইয়া ফেলিল। আবু তালহা বাগানের ঘন সবুজের ভিতর পাখির উড়াউড়ির মনোরম দৃশ্য লক্ষ্য

করিয়া নামাযে অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর নামাযের প্রতি মনোযোগ হইলে কতো রাকাত আদায় করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই বাগানের কারণেই আমি এইরকম ফেতনায় জড়াইয়া পড়িয়াছি। সাথে সাথে রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সব কথা তাঁহাকে অবগত করিলেন। তারপর বলিলেন, হে রাসূল ﷺ, আমি আমার এই বাগান আল্লাহর নামে দান করিয়া দিলাম।

অন্য একজন সাহাবী নিজের বাগানে নামায আদায় করিতেছিলেন। সে সময় ছিল খেজুর পাকার মওসুম। পাকা খেজুরের সৌন্দর্যে তিনি অভিভূত হইয়া কতো রাকাত নামায আদায় করিয়াছেন সেকথা ভুলিয়া গেলেন। নামায শেষ করিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, এই বাগানের কারণে আমি ফেতনায় জড়াইয়া পড়িয়াছি। আমার এই বাগান আপনি সদকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিন। তারপর সেই বাগান ৫০ হাজার দেরহামে বিক্রি করিয়া দিলেন।

এই রকমের খুশু খুজুর কারণেই সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করিতেন। হযরত আনাস (রাঃ) রুকুর পরে কেয়ামে, উভয় সেজদার মাঝখানে এতোটা সময় দেরী করিতেন যে, লোকেরা মনে করিত তিনি হয়তো কিছু একটা ভুলিয়া গিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন তখন মনে হইত যেন একটি খুঁটি দাঁড়াইয়া আছে। একদিন তিনি রুকুতে এতো দীর্ঘ সময় ঝুঁকিয়া থাকিলেন যে, এক ব্যক্তি সূরা বাকারা, সূরা আলে এমরান, সূরা নেসা এবং সূরা মায়েদার মতো দীর্ঘ সূরা সেই সময়ে পাঠ করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সেজদা হইতে মাথা তোলেন নাই।

রোযার বিবরণ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ، اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، وَاِذَا
سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ
الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ হে মোমেনগণ, তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার। নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদের অতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফেদিয়া একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেহ স্বতস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে তবে বুঝিতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। রমজান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে

কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং তোমাদের জন্য যাহা কষ্টকর তাহা চাহেন না এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার। আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তাহার আহবানে সাড়া দিই। সুতরাং তাহারাও আমার আহবানে সাড়া দিক এবং আমাকেত বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে। সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানিতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সহিত সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যাহা তোমাদের-জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে এ'তেকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সঙ্গত হইওনা। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে আল্লাহ তাঁহার নিদর্শনসমূহ মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার। (সূরা বাকারা)

সেহরী খাওয়া সুন্নত। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আমাদের এবং ইহুদীদের রোযার মধ্যে সেহরীর পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা সেহরী খাই কিন্তু ইহুদীরা সেহরী খায় না। হে লোকসকল, তোমরা সেহরী খাও, কারণ সেহরীর মধ্যে বরকত রহিয়াছে। সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সেহরী খাওয়ার উত্তম সময়। রাসূল ﷺ বলেন, শেষ সময়ে সেহরী খাওয়াই উত্তম। সেহরী খাওয়ার সময়ে বিশেষ কোন দোয়া পাঠ করা রাসূল ﷺ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; বরং শুধু রোযার নিয়তই যথেষ্ট।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পূর্ব দিক হইতে অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িলেই রোযার ইফতার করিতে হয়। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, মানুষ যতোদিন ইফতারের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করিবে ততোদিন দ্বীনের বিজয় হইতে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে বান্দা তাড়াতাড়ি ইফতার করে সে বান্দা আমার প্রিয়। ইফতারে তাড়াতাড়ি করার অর্থ হইতেছে রিযিকের প্রয়োজনীয়তার কথা আল্লাহর

সামনে প্রকাশ করা। আল্লাহ যেহেতু বান্দাকে রিযিক দিয়া থাকেন, এ কারণে বান্দার এই আচরণ আল্লাহ পছন্দ করেন। ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ–

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি বিশেষভাবে তোমার জন্যই রোযা রাখিয়াছি এবং তোমার জন্যই ইফতার করিয়াছি।

এই দোয়াও পাঠ করা যায়–

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْشَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى–

অর্থাৎ পিপাসা চলিয়া গিয়াছে, রগ ভিজিয়া গিয়াছে, পারিশ্রমিক প্রমাণিত হইয়াছে ইনশাআল্লাহ।

কোন কোন হাদীসে এই দোয়াও রহিয়াছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ–

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার রহমতের উসিলা দিয়া আবেদন করিতেছি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

খাবার শুরুর কথা

খাবার সামনে আসার পর বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। কারণ যে খাদ্যের উপর বিসমিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করিতেছি এই দোয়া পাঠ না করা হয়, সেই খাওয়ার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে।

সাহাবাগণ বলিলেন, হে রাসূল ﷺ, আমরা আহার করি কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি পাই না। রাসূল ﷺ বলিলেন, সম্ভবত তোমরা আলাদা আলাদা আহার করো। সাহাবাগণ বলিলেন হাঁ তাই। রাসূল ﷺ বলিলেন, বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া সবাই একত্রিত হইয়া আহার করো, ইহাতে তোমাদের জন্য বরকত হইবে।

রাসূল ﷺ-এর নিকট এক ইহুদী মহিলা বিষ মিশানো গোশত হাদিয়া হিসাবে দিয়াছিল। রাসূল ﷺ সাহাবাদের বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া খাও। সবাই বিসমিল্লাহ বলিয়া খাইল, ইহাতে বিষ কোন ক্ষতি করিল না।

এক হাদীসে রহিয়াছে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া রাসূল ﷺ সাহাবী আবুল হায়ছামের ঘরে গিয়া তাজা ফল এবং গোশত খাইলেন। তারপর ঠান্ডা পানি পান করিলেন। সে সময় রাসূল ﷺ বলিলেন, কেয়ামতের দিন এ সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হইবে। একথা সাহাবাদের মনে ভীষণ দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করিল। রাসূল ﷺ বলিলেন, তোমরা যখন খাবার সামনে পাইবে তখন বলিবে, আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর দেওয়া বরকতে খাইতেছি। তৃপ্ত হওয়ার পর বলিবে, আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের তৃপ্ত করিয়াছেন, আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। একথা বলিলে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় হইবে এবং বিনিময় দেওয়া হইবে।

খাওয়ার শুরুতে যদি কেহ বিসমিল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যায় তবে পরে বলিবে– বিসমিল্লাহে আউয়ালুহু অ-আখেরাহু। অর্থাৎ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নামে।

কোন রোগীর সহিত আহার করিতে হইলে এই দোয়া পাঠ করিবে, বিসমিল্লাহে ছেকাতান বিল্লাহে অতাওয়াক্কুলান আলাইহে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়া আহার করিতেছি।

খাইতে বসিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্ইমনা খাইরাম মিন্হু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি এই খাদ্যের মধ্যে বরকত দান করো এবং ইহা হইতে উত্তম খাদ্য দান করো।

দুধ পান করার সময়ে এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদ্না মিন্হু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি এই দুধের মধ্যে বরকত দান কর এবং ইহা হইতে অধিক দান কর।

যে কোন জিনিস আহারের পর অথবা পান করার পর আলহামদু লিল্লাহ বলিবে। রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কিছু আহার করিয়া অথবা পান করিয়া আলহামদু লিল্লহ বলিবে, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন।

খাওয়া শেষ করার পর দোয়া

খাওয়া শেষে নিম্নের দোয়া পড়িবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا–

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দায়িন ওয়ালা মুস্‌তাগনান আনহু রাব্বানা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা, অনেক প্রশংসা এবং পবিত্র বরকতপূর্ণ প্রশংসা। হে আল্লাহ, এই খাবার একেবারে যথেষ্ট মনে করা যায় না এবং এই খাবার উপেক্ষাও করা যায় না এবং এই খাবারের ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব পোষণ করাও যায় না। হে আল্লাহ, আমাদের প্রশংসা কবুল করো। সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমাদের সব প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদের তৃপ্ত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ প্রশংসা করা সম্ভব নহে। এই খাবার যথেষ্ট মনে করা যায় না এবং আল্লাহর নাশোকরীও করা যায় না। সেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের আহার করাইয়াছেন পান করাইয়াছেন এবং আমাদের মুসলমানরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আহার করাইয়াছেন, পান করাইয়াছেন, গলা দিয়া সেই খাবার নামানো সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বাহির করা সহজ করিয়াছেন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই খাবার খাওয়াইয়াছেন এবং আমার শক্তি ক্ষমতা ব্যতীতই ইহা আমাকে দান করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ গায়রা মাকফিয়্যিন অর্থ হইতেছে আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা করা যায় না। কারণ আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নহে। অলা মোয়াদ্দাইন অর্থ হইতেছে, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ত্যাগ করা যায় না; বরং সকল সময় আল্লাহর প্রশংসায় মনযোগী থাকিতে হয়। অলা মোস্তাগনান আনহু অর্থ হইতেছে আল্লাহর প্রশংসা কখনোই যথেষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। কারণ সব সময় আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত পাওয়া যাইতেছে, আমরা আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে রহিয়াছি।

অথবা এই দোয়া পড়া যায়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ–

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমানী হাযাত্‌ তোআমা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম্‌ মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতিন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের এই খাদ্যের মধ্যে বরকত দাও। এই খাদ্যের চাইতে উত্তম খাদ্য আমাদের দান করো।

যদি খাদ্য দুধ হয় তবে বলিবে, হে আল্লাহ, আমাদের জন্য ইহাতে বরকত দাও, আমাদের ইহার চেয়ে আরো বেশী দান করো।

আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন যে বান্দা খাওয়া এবং পান করার পর আল্লাহর শোকর আদায় করে।

খাওয়ার পর হাত ধুইয়া এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَاَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ اَبْلَانَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَّلَا مُكَافَاءٍ وَّلَا مَكْفُوْرٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَسَقٰى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسٰى مِنَ الْعُرْيِ وَهَدٰى مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمٰى وَفَضَّلَ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী ইউত্‌ইমু ওয়ালা ইউতআমু, মান্না আলাইনা ফাহাদানা ওয়া আত্‌আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কুল্লা বালাইন হাসানিন আবলানা। আল্‌হামদু লিল্লাহি গাইরা মুওয়াদ্দায়িন ওয়ালা মুকাফাইন ওয়ালা মাকফুরিন ওয়ালা মুস্‌তাগনান আন্‌হু। আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমা মিনাত্‌ তাআমি ওয়া সাক্বা মিনাশ শারাবি ওয়া কাসা মিনাল উর্‌ইয়ে ওয়া হাদা মিনাদ্‌ দালালাতি ওয়া বাসসারা মিনাল উম্‌ইয়ে ওয়া ফাদ্দালা আলা কাছীরিম্‌ মিম্মান্‌ খালাক্বা তাফদীলা। আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থাৎ সেই আল্লাহ তায়ালার শোকর যিনি খাওয়ান কিন্তু নিজে খান না। তিনি আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন। আমাদের হেদায়েত দিয়াছেন। আমাদের আহার করাইয়াছেন এবং পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। উত্তম নেয়ামত দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার এমন শোকর আদায় করিতেছি যে শোকর ত্যাগ করা হয় নাই, বিনিময়ও দেওয়া হয় নাই, নাশোকরীও করা হয় নাই। ইহার ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। আল্লাহ তায়ালার শোকর যিনি খাবার দিয়া পেট পূর্ণ

করিয়াছেন, যিনি উলঙ্গ অবস্থায় পোশাক পরিধান করাইয়াছেন গোমরাহীতে হেদায়েত দিয়াছেন, অন্ধত্ব হইতে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার অনেক মাখলুকের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

হে আল্লাহ, তুমিই পরিতৃপ্ত করিয়াছ, তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যকে সুস্বাদু করিয়াছ, তুমি আমাদের রেযেক দিয়াছ, তুমি অনেক উত্তম দিয়াছ, তুমি ইহাতে উন্নতি দিয়াছ।

মেজবান আহার করানোর পর তাহার জন্য এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ, তুমি যাহাদের রেযেক দিয়াছ তাহাদের রেযেকে বরকত দাও, তাহাদের ক্ষমা করো এবং উন্নতি দান করো।

মেজবান মেহমানের জন্য এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ, তুমি তাহাদের যে রেযেক দিয়াছ উহাতে বরকত দাও। তাহাদের ক্ষমা করো এবং তাহাদের প্রতি দয়া করো।

হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমাকে আহার করাইয়াছে, তাহাকে আহার করাও যে ব্যক্তি আমাকে পান করাইয়াছেন তাহাকে পান করাও।

পোশাক পরিধানের সময়ের দোয়া

পোশাক পরিধান করিতে নিম্নের দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهٗ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরি মা হুয়া লাহু ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রিহি ওয়া শার্‌রি মা হুয়া লাহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এই পোশাকের কল্যাণ এবং যে উদ্দেশে এই পোশাক তৈয়ার করা হইয়াছে তাহার কল্যাণ কামনা করিতেছি। এই পোশাকের অকল্যাণ এবং যে উদ্দেশে ইহা তৈয়ার করা হইয়াছে তাহার অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

আল্লাহ তায়ালার শোকর যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিধান করাইয়াছেন যে পোশাক দ্বারা আমি আমার মাথা ঢাকি এবং জীবনে পরিপাটি অবস্থা লাভ করি।

যে ব্যক্তি পোশাক পরিধান করার পর এ কথা বলিবে, আল্লাহ তায়ালার শোকর, যিনি পরিধান করাইয়াছেন, এবং আমার শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়াই এই পোশাক আমাকে দান করিয়াছেন।

এই দোয়া করা হইলে সেই ব্যক্তির পূর্বেকার পাপ মাফ হইয়া যায়।

কোন বন্ধুকে নতুন পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখিলে বলিবে, আল্লাহ তোমাকে এই পোশাক পরিধান করাইয়াছেন, তোমাকে আরো পোশাক পরিধানের জন্য তিনি সুযোগ দান করুন।

পোশাক খোলার সময়ে নিজের নগ্নতা এবং জ্বিনদের চোখের মাঝখানে পর্দা করার জন্য বিসমিল্লাহ বলিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করিতেছি।

পোশাক খোলার সময়ে কেহ যদি বিসমিল্লাহ বলে তবে জ্বিনগণ সে ব্যক্তির নগ্নতা দেখিতে পাইবে না।

এস্তেখারার বিভিন্ন দোয়া

বড় রকমের কোন কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা করিলে প্রথমে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিবে তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ- فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ- اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ- وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীমি, ফাইন্নাকা তাকদিরু

ওয়ালা আকদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খায়রুল ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী আও আজেলে আমরী ওয়া আজিলিহী ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী সুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকেবাতি আমরী আও আজেলে আমরী ওয়া আজিলিহী ফাস্‌রিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু ওয়া আকদির লিয়াল খায়রা হাইসু কানা সুম্মারযিনী বিহী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করিতেছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে শক্তি চাহিতেছি। তোমার মেহেরবানীর মাধ্যমে তোমার নিকট আবেদন করিতেছি। কারণ তুমি শক্তিসম্পন্ন আর আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানী আর আমি মূর্খ। তুমি সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত। হে আল্লাহ, যদি তোমার জানামতে এই কাজ আমার দ্বীন দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর এবং পরিণামের দিক হইতে সুফলদায়ক হয় তবে তুমি আমাকে এই কাজের তওফীক দান করো। এই কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। যদি তুমি মনে করো, এই কাজ আমার জন্য দ্বীন দুনিয়ার ক্ষেত্রে কল্যাণকর বিবেচিত হইবে না তবে এই কাজ আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দাও। আমাকে এই কাজ হইতে বিরত রাখো। আমার কল্যাণ যাহাতে রহিয়াছে আমার জন্য তুমি তাহা নির্ধারণ করো। সেই কাজেই আমার মনে তুমি সন্তুষ্টি দান করো।

ফায়দা ঃ এস্তেখারার সুন্নত তরিকা হইতেছে, মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোন সময়ে দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা শেষে সূরা কাফেরুন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার শেষে সূরা এখলাস পাঠ করিবে। তারপর সালাম ফিরাইয়া অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত এই দোয়া পাঠ করিবে। ইন্না হাজাল আমরা পাঠ করার সময় যে উদ্দেশে এস্তেখারা করা হইতেছে সে কাজের কথা স্মরণ করিবে। যেমন সফর, ব্যবসা বাণিজ্য, গৃহ নির্মান বা যে কোন প্রকার সমস্যার কথা উল্লেখ করিবে। বড় রকমের কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলেই এস্তেখারা করিবে। ছোটখাট কোন কাজে বা কোন সমস্যায় এস্তেখারার প্রয়োজন নাই। অথবা নিম্নের দোয়াটি ও পড়া যায়–

خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَخَيْرًا لِّىْ مَعِيْشَتِىْ وَ خَيْرًا لِّىْ فِى عَاقِبَةِ اَمْرِىْ

فَاقْدِرْهُ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ خَيْرًا لِّىْ فَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ

كَانَ وَرَضِّنِىْ بِقَدَرِكَ–

উচ্চারণ ঃ খায়রা ল্লী ফী দ্বীনি ওয়া খায়রা ল্লী ফী মায় শাতী ওয়া খায়রা ল্লী ফী আকিবাতি আমরী ফাক্‌দিরহু লী ফীহি ওয়া ইন কানা গাইরা যালিকা খায়রা ল্লী ফাক্‌দির লিয়াল খাইরা হাইসু মা কানা ওয়ারযিনী বিকাদারিকা।

এস্তেখারার এই দোয়ার অর্থ হইতেছে– এই কাজ যদি আমার দ্বীনের জন্য, আখেরাতের জন্য, পরিণামের দিক হইতে কল্যাণকর হইয়া থাকে তবে তাহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। আমাকে সেই কাজে বরকত দাও। যদি সেই কাজে আমার দ্বীন, আখেরাত এবং দুনিয়ার অকল্যাণ থাকে তবে সেই কাজ দূরে সরাইয়া দাও। আমাকে সেই কাজ হইতে বিরত রাখো। আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত করো এবং তাহার উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখো। যদি সেই কাজে আমার দ্বীনের কল্যাণ থাকে, আমার জীবনের কল্যাণ থাকে, পরিণামের দিক হইতে ভালো হয় তবে তাহা আমার জন্য নির্ধারণ করো। যদি অন্য কিছুর মধ্যে আমার কল্যাণ থাকে তবে আমার জন্য তাহাই নির্ধারণ করো আর তাহাতে আমাকে সন্তুষ্ট রাখো।

যদি সেই কাজ আমার দ্বীন, আমার জীবনের জন্য পরিণামের দিক হইতে কল্যাণকর না হয় তবে তাহা আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দাও। তারপর যে কাজে আমার মঙ্গল রহিয়াছে সেই কাজ আমার জন্য নির্ধারণ করিয়া দাও। ভালো কাজ এবং মন্দ কাজের শক্তি সাহস আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আসে। আমি তোমার দয়া এবং তোমার রহমতের জন্য আবেদন করিতেছি। কারণ তোমার নিকটেই দয়া রহমত রহিয়াছে। তুমি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট দয়া ও রহমত নাই। কেননা তুমি সব কিছু জানো এবং আমি কিছুই জানি না। তুমি সকল কাজের শক্তি ক্ষমতা রাখো, আমার কোন শক্তি নাই। তুমি সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত রহিয়াছে। হে আল্লাহ, আমি যে কাজের ইচ্ছা করিয়াছি এই কাজ যদি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার দুনিয়ার জন্য এবং আমার পরিণামের জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে সেই কাজের শক্তি দান করো। সেই কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। যদি এই কাজ ছাড়া অন্য কিছু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে তাহা করার তওফীক দাও। যেখানে কল্যাণ রহিয়াছে সেখান হইতে কল্যাণ দাও।

বিবাহের জন্য এস্তেখারা

যদি কেহ কোন মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা করে তবে এই কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিবে না। ভালোভাবে ওজু করিয়া যতো রাকাত সম্ভব হয় নফল নামায আদায় করিবে, তারপর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ فَاِنْ رَاَيْتَ اَنَّ فِىْ فُلَانَةٍ خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاٰخِرَتِىْ فَاقْدِرْهَا لِىْ وَاِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا مِّنْهَا فِىْ دِيْنِىْ وَاٰخِرَتِىْ فَاقْدِرْهَا لِىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আক্‌তিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামাল গুয়ুব। ফাইন রাআইতা ফী ফোলানাতিন খায়রাল লী ফী দ্বীনী ওয়া দুনইয়ায়া ওয়া আখিরাতী ফাকদিরহা লী ওয়া ইন কানা গায়রাহা খায়রাম মিনহা ফী দ্বীনী ওয়া আখিরাতী ফাকদিরহা লী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমতাবান, আমার কোন ক্ষমতা নাই। তুমি সব কিছু জানো আমি কিছুই জানি না। তুমি সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত। যদি অমুক নারী আমার দ্বীন দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হইয়া থাকে তবে তাহাকে আমার জন্য নির্ধারণ করো। যদি অন্য কোন নারী আমার দ্বীন দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণকর থাকে তবে সেই নারীকে আমার জন্য নির্ধারণ করো।

ফায়দা ঃ বনী আদমের কল্যাণ আল্লাহর নিকট এস্তেখারার মধ্যে রহিয়াছে। বনী আদমের দুর্ভাগ্য হইতেছে এস্তেখারা না করা।

বিবাহের খোতবা

বিবাহ পড়ানোর সময় এই খোতবা পাঠ করিবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তায়ীনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যেআতি আমালিনা মাইঁ ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মাইঁ ইউদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ইয়া আইয়্যুহান নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিওঁ ওয়াহিদাতিওঁ ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাস্‌সা মিনহুমা রিজালান কাসীরাওঁ ওয়া নিসাআ, ওয়াত্তাকু ল্লাহাল্লাযী তাসাআলূনা বিহী ওয়াল আরহাম; ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকীবা। ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহী ওয়ালা তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলেমুন। ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলূ কাওলান সাদীদাইঁ ইউসলিহ লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়া মাইঁ ইউতিইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ ফাযা ফাওযান আযীমা।

অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি, তাঁহার নিকট সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিজের নফসের অকল্যাণকর এবং নিজের মন্দ কাজ হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে হেদায়েত দেন অন্য কেহ তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর তিনি যাহাকে গোমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত করিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একজন মানুষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মানুষ হইতে তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর সেই স্বামী স্ত্রী হইতে অসংখ্য অগণিত নারী পুরুষ দুনিয়ায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর উসিলা দিয়া তোমরা নিজেদের কতো কাজ করিতেছ। তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেই রকম ভয় করো যেই রকম তাঁহাকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করিও। (আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহা হইলে তিনি তোমাদের কাজ ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাছূলুহু বলার পর বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কেয়ামতের আগে সুসংবাদদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করিবে সে সফল- কাম হইবে- হেদায়েত লাভ করিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের অবাধ্যতা করিবে তবে সে নিজের ক্ষতি করিবে। আল্লাহ তায়ালার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন করিতেছি তিনি যেন আমাদের সেই সকল লোকের মধ্যে শামিল করেন যাহারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে এবং তাহাদের ইচ্ছা মানিয়া চলে। আল্লাহ ও রাসূলের অসন্তুষ্টি হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখে। কেননা আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করি এবং তাঁহার আনুগত্য করি।

বর ও নববধূর জন্য দোয়া

রাসূল ﷺ-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল ﷺ ফাতেমার ঘরে গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আমার জন্য পানি লইয়া আসো। হযরত ফাতেমা (রাঃ) একটি কাঠের পাত্রে কিছু পানি লইয়া আসিলেন। রাসূল ﷺ পানির পাত্র হইতে এক চুমুক পানি মুখে লইলেন তারপর কুলি করিয়া সেই পানি আনীত পাত্রে রাখিলেন। তারপর ফাতেমাকে সামনে আসিতে বলিলেন। ফাতেমা আসার পর রাসূল ﷺ সেই পাত্র হইতে পানি লইয়া ফাতেমার বুকে এবং মাথায় সেই পানি ছিটাইয়া দিলেন। তারপর এই দোয়া করিলেন– হে আল্লাহ, আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তানদের অভিশপ্ত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে দিতেছি। তারপর রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমাকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। ঘুরিয়া দাঁড়ানোর পর ফাতেমার পিঠে সেই পানি হইতে কিছু পানি লইয়া ছিটাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, হে আল্লাহ, আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তানদের অভিশপ্ত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি। তারপর হযরত আলী (রাঃ)-কে রাসূল

ﷺ পানি আনিতে বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর কথার অর্থ বুঝিলাম এবং একটি পাত্রে পানি লইয়া তাহার সামনে উপস্থিত হইলাম। রাসূল ﷺ পাত্র হইতে এক চুমুক পানি লইয়া কুলি করিয়া সেই পাত্রে রাখিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, সামনে আসো। আমি সামনে আসার পর তিনি সেই পানি হইতে কিছু পানি লইয়া বুকে এবং মাথায় ছিটাইয়া দিলেন। তারপর এই দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ, আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তানদের অভিশপ্ত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি। তারপর রাসূল ﷺ হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ঘুরিয়া দাঁড়ানোর পর তিনি আমার পিঠে কিছু পানি ছিটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ, আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তানদের অভিশপ্ত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি। তারপর রাসূল ﷺ হযরত আলীকে বলিলেন, এবার তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট আল্লাহর নাম লইয়া আল্লাহর নিকট বরকত চাহিয়া গমন কর।

স্বামী স্ত্রী একত্রিত হওয়ার পর এবং দাস ক্রয় করার পর যে দোয়া করিবে

বিবাহের পর স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট প্রথম গমন করিবে অথবা যখন দাস ক্রয় করিবে তখন তাহার কপালের দিকের চুল ধরিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খায়রিহা ওয়া খায়রি মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট ইহার কল্যাণ এবং যে উত্তম স্বভাবের উপর তুমি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছ তাহার কল্যাণ চাহিতেছি এবং আমি ইহার অকল্যাণ এবং যে মন্দ স্বভাবের উপর ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছ তাহা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি।

কোন নতুন সওয়ারী ক্রয় করিলে উহার কপালে হাত রাখিয়া অথবা চতুষ্পদ জন্তু বা উট হইলে তাহার পিঠে হাত রাখিয়া এই দোয়া করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন কোন দাস ক্রয় করিতেন তখন বলিতেন, হে আল্লাহ তায়ালা, ইহার মধ্যে বরকত দাও, ইহাকে দীর্ঘজীবী করো এবং ইহাকে অনেক রিযিক দান করো

স্ত্রীর সহিত সহবাসকালীন দোয়া

স্ত্রীর সহিত সহবাসের ইচ্ছা করিলে এই দোয়া পাঠ করিবে-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নামে আমি শুরু করিতেছি। হে আল্লাহ তুমি আমাদের শয়তান হইতে রক্ষা করো, আর আমাদের যাহা দান করিবে শয়তানকে তাহা হইতে দূরে রাখিও।

বীর্যপাতের সময় এই দোয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তাজআল লিশ্শায়তানি ফীমা রাযাকতানী নাসীবা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমাকে যে জিনিস দান করিয়াছ, ইহাতে শয়তানের কোন অংশ রাখিও না।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের সময় এই দোয়া পাঠ করিবে, যদি তাহার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তবে শয়তান তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার কানে আযান দিবে

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার কানে আযান দিবে। তারপর শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া খেজুর অথবা অন্য কোন মিষ্টি জিনিস চিবাইয়া তাহার মুখে দিবে। ইহার শিশুর জন্য বরকতের দোয়া করিবে।

শিশুর নামকরণ এবং আকীকার বিধান

রাসূল ﷺ শিশুর জন্মের সপ্ত দিনে তাহার নাম রাখার, চুল কাটার এবং আকীকা করার আদেশ দিয়াছেন।

শিশুদের জন্য তাবিজ

শিশুকে বদনজর অথবা সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করার জন্য এই তাবিজ লিখিয়া গলায় ঝুলাইয়া দিবে-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ-

অর্থাৎ আমি সকল শয়তান এবং সকল প্রকার বিষাক্ত জিনিসের ক্ষতি হইতে এবং বদনজরের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

সন্তানের প্রথম শিক্ষা

শিশু যখন কথা বলিতে শিখিবে তখন তাহাকে তওহীদী কালেমা শিক্ষা দিবে। কালেমা এই- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই,

তারপর তাহাকে এই আয়াত শিক্ষা দিবে-

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا-

উচ্চারণ ঃ কুলিল হামদু লিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্ ওয়ালাদাওঁ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু শারীকুন ফীল মুলকে ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু অলিয়্যুম মিনায্ যুল্লে ওয়া কাব্বিরহু তাক্বীরা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই সকল প্রশংসার উপযুক্ত, যিনি নিজের জন্য কোন সন্তান রাখেন নাই, দুই জাহানের রাজত্বের মধ্যে তাঁহার কোন অংশীদার নাই। তিনি দুর্বল নহে যে কারণে তাঁহার কোন সাহায্যকারী প্রয়োজন হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব সব সময় বর্ণনা করিতে থাকো।

সন্তানকে নামায আদায় করার তাকিদ

সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হইবে তখন তাহাকে নামায আদায়ের জন্য তাকিদ করিবে। প্রয়োজনে শাস্তি দিবে। নয় বছর বয়স হইলে সন্তানের বিছানা আলাদা করিয়া দিবে। সতেরো বছর বয়সের সময় সন্তানের বিবাহ দিবে।

ফায়দা ঃ খেজুর অথবা মিষ্টি কোন জিনিস চিবাইয়া শিশুর মুখের ভেতর তালুতে লাগানোকে তাহনিক বলা হয়। শিশুর জন্মের পর খেজুর দ্বারা তাহনিক করা সুন্নত। যিনি তাহনিক করিবেন সেই ব্যক্তি নেককার এবং পুণ্যশীল হওয়া মোস্তাহাব।

শিশু জন্মের পর তাহাকে গোসল করাইবে। ইহাতে জন্মকালীন ময়লা তাহার দেহ হইতে পরিষ্কার হইবে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে আকিকা করা সুন্নত। ইমাম আবু হানিফার মতে আকীকা করা মোস্তাহাব অথবা মোবাহ। আকীকা করার পশুর ক্ষেত্রে কোরবানীর শর্তাবলীই পালন করিতে হইবে। পুত্র সন্তানের জন্য দুইটি কন্যা সন্তানের জন্য একটি পশু জবাই করা মোস্তাহাব।

মুসাফিরকে বিদায় করা

কোন ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় বিদায়দানকারী মুকিম এই দোয়া পাঠ করিবে–

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمُ عَمَلِكَ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমু আমালিকা।

অর্থাৎ আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার পরিণাম ফল আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করিলাম। তারপর আসসালামু আলাইকা বলিয়া সালাম জানাইবে। একাধিক ব্যক্তি হইলে বলিবে আসসালামু আলাইকুম।

সফরের দোয়া

যিনি সফরে রওয়ানা হইবেন তিনি বিদায়দানকারীকে একথা বলিয়া দোয়া করিবেন–

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِىْ لَاتَخِيْبُ وَدَائِعُهٗ يَا لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهٗ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌তাওদিউকাল্লাহাল্লাযী লা তাখীবু ওয়াদায়েউহু ইয়া লা তাদীউ ওয়াদায়েউহু।

অর্থাৎ আমি তোমাকে অথবা তোমাদেরকে সেই আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করিলাম। তাহার কাছে সোপর্দ করা আমানত কখনো বিনষ্ট হয় না।

সফরে যাওয়ার সময় কেহ যদি মুকিমের নিকট কোন উপদেশ চায় তখন মুকিম বলিবে–

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ-

উচ্চারণ ঃ আলাইকা বিতাক্‌ওয়াল্লাহি ওয়াত্‌ তাকবীরু আলা কুল্লি শারাফিন।

অর্থাৎ আল্লাহর ভয় এবং উচ্চস্থানে আরোহণের সময় আল্লাহর নামে তকবীর নিজের উপর আবশ্যকীয় করিয়া লইবে।

সফরের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া ব্যক্তি চলিয়া গেলে এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَهُ الْبعد وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্‌বি লাহুল বু'দা ওয়া হাব্বিন আলাইহিস্‌ সাফার।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তাহার দুরত্ব তাহাকে নিরাপদে অতিক্রম করাও। তাহার জন্য সফর সহজ করিয়া দাও।

এই দোয়াও করা যায়–

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

উচ্চারণ ঃ যাওয়াদাকাল্লাহুত্‌ তাকওয়া ওয়া গাফারা যাম্‌বাকা ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল খাইরা হাইছু মা কুন্‌তা।

অর্থাৎ তাকওয়া পরহেজগারীকে আল্লাহ তায়ালা তোমার সফরের পাথেয় করুন। তিনি তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং তুমি যেখানেই থাকো তোমার জন্য কল্যাণ এবং বরকত সহজ করিয়া দিন।

জেহাদে প্রেরণের সময় সেনাপতিকে উপদেশ

রাসূল ﷺ জেহাদের উদ্দেশে যখন ছোট বা বড় সেনাদল কোথাও প্রেরণ করিতেন তখন তাহাদের আল্লাহকে ভয় করার কথা বলিতেন। মুসলমান ভাইদের সহিত ভালো ব্যবহার করার জন্যও বলিতেন। আরো বলিতেন, আল্লাহর নামে জেহাদ করো, যে ব্যক্তি আল্লাকে অবিশ্বাস করিবে তাহাকে হত্যা করবে। গনীমতের মালে কোন রকম খেয়ানত করিবেনা। অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেনা। কাহারো নাক কান ইত্যাদি অঙ্গ কর্তন করিবে না। কোন শিশূকে হত্যা করিবেনা।

আল্লাহর নামে আল্লাহর সাহায্যে রাসূল ﷺ-এর তরিকার উপর চলিবে। কোন প্রবীণ বৃদ্ধকে, দুধের শিশুকে, কোন মহিলাকে হত্যা করিবে না। গনীমতের মালে কোন খেয়ানত করিবে না। গনীমতসমূহ একত্রিত করিবে। নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো রাখিবে। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিবে। যাহারা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ভালোবাসেন।

রাসূল ﷺ যে সময় সেনাদলের সহিত চলিতেন সে সময় বলিতেন, তোমরা আল্লাহর নামে চলিবে। হে আল্লাহ তুমি তাহাদের সাহায্য কর।

যদি শত্রুর ভয়ে কেহ ভীত থাকে অথবা অন্য কোন জিনিসের ভয় কাহারো মনে জাগ্রত হয় তখন সূরা কোরায়শ পাঠ করিবে। এই সূরা পাঠ করিলে সকল প্রকার কষ্ট এবং সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

ফায়দা ঃ হযরত আবুল হাসান কাজেবনী বলেন, সূরা কোরায়শ পাঠ করা হইলে সকল প্রকার অনিষ্ট এবং ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত আমল।

ফেতনা সৃষ্টিকারী ঝগড়াটে কোন মহিলা যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তবে তাহাকে হত্যা করিবে।

সওয়ারী বা যানবাহনে আরোহণের সময়ের দোয়া

মুসাফির যখন সওয়ারীতে অথবা যানবাহনে আরোহণের জন্য পাদানীতে পা রাখিবে তখন বিসমিল্লাহ বলিবে। যখন সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করিবে অথবা যানবাহনে আরোহণ করিবে তখন আলহামদু লিল্লাহ বলিবে। তারপর এই দোয়া করিবে–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন।

অর্থাৎ– সেই সত্তা পবিত্র যিনি এই সওয়ারীকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে করিয়া দিয়াছেন, অন্যথা আমরা ইহা নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিতাম না। আর নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটেই ফিরিয়া যাইব।

এই দোয়া পাঠ করার পর তিন বার আলহামদু লিল্লাহ, তিন বার আল্লাহু আকবর এবং তিন বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিবে। তারপর এস্তেগফার করিবে। এস্তেগফারের দোয়া নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ সোবহানাকা ইন্নী জালামতু নাফসী ফাগফির লী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। নিঃসন্দেহে তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার ক্ষমতা অন্য কাহারো নাই।

সওয়ারীর উপর বসিবার পর তিন বার আল্লাহু আকবার বলিবে এবং এই দোয়া পাঠ করিবে–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন।

অর্থাৎ সেই সত্তা পবিত্র যিনি এই সওয়ারীকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়াছেন। অন্যথা ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইব।

তারপর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى- اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না আস্আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াত্তাকওয়া ওয়া মিনাল আ'মালে মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাব্বিন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়া আত্বি আন্না বুদাহু আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়াসাইস সাফারে ওয়া কাবাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি ওয়াল ওয়ালদি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি এই সফরের মধ্যে তোমার নিকট নেকী ও পরহেজগারী এবং তোমার সন্তুষ্টিপূর্ণ আমল চাহিতেছি। হে আল্লাহ, আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করিয়া দাও। এই সফরের দূরত্ব অতিক্রম করাইয়া দাও। হে আল্লাহ, এই সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবারে লোকদের স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এই সফরের কষ্ট হইতে, সফরকালীন সময়ে অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখা হইতে এবং আমার অর্থ সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করার আবেদন জানাইতেছি।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ও একই কথা বলিবে। তবে এ সময় এই কথা বাড়াইবে–

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ–

উচ্চারণ ঃ আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা লিরব্বিনা হামিদুন।

অর্থাৎ আমরা সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, তওবা করিতেছি, এবাদত করিতেছি এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করিতেছি।

সওয়ারীতে বা যানবাহনে আরোহণের সময় আকাশের দিকে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাইয়া এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ اَللّٰهُمَّ ازْوِلَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতাস সাহেবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি আল্লাহুম্মা সহাবনা বিনোসহেকো ওয়া আকলিবনা বিযিম্মাতিন। আল্লাহুম্মা আযবি লানাল আরদা ওয়া হাব্বিন আলাইনাস সাফারা আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিওঁ ওয়াসায়িসি সাফারি ওয়া কাবাতিল মুনকালাবি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, এই সফরে তুমিই আমাদের সাক্ষী এবং আমাদের ঘরের লোকদের হেফাজতকারী। তোমার মঙ্গল এই সফরে আমাদের সঙ্গে রাখো। তোমার নিরাপত্তায় তুমি আমাদের ফিরাইয়া আনো। হে আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য যমীনকে সংকুচিত করিয়া দাও। সফর আমাদের জন্য সহজ করিয়া দাও। হে আল্লাহ, সফরের কষ্ট হইতে এবং অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখা হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

ফায়দা ঃ এমন কোন উট নাই যে উটের পিঠে শয়তান না থাকে। কাজেই যখন তোমরা উটের পিঠে আরোহণ করিবে তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী আরোহণ কর। আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তারপর উটকে নিজের খেদমতের জন্য কাজে লাগা। কারণ আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃতপক্ষে আরোহণ করাইয়া থাকেন।

সফরের কষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

সফরের সময় নীচে উল্লিখিত তাআউজ পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিওঁ ওয়াসায়িস্ সাফারে ওয়া কাবাতিল মুনকালাবি ওয়াল হাওরি বা'দাল কাওরি ওয়া দাওয়াতিল মাজ্‌লুমি ওয়া সূয়িল মান্‌যারে ফিল আহ্‌লি ওয়াল মাল।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট এবং সফর হইতে মন্দ প্রত্যাবর্তন, প্রাচুর্যের পরে ক্ষতি, মজলুমের বদদোয়া, আমার পরিবার পরিজন এবং অর্থসম্পদের মন্দ অবস্থা দেখা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এমন উসিলা চাহিতেছি যাহা কল্যাণ নিশ্চিত করিবে। আমি তোমার ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি কামনা করিতেছি। কল্যাণ তোমার হাতে রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে তুমি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, তুমিই সফরের সময়ে আমার সাথী এবং আমার পরিবারের লোকদের মধ্যে আমার প্রতিনিধি। হে আল্লাহ, আমাকে এই সফরের যমীন অতিক্রান্ত করাইয়া দাও। হে আল্লাহ, আমি সফরের কষ্ট এবং সফরে সময় মন্দ অবস্থায় ফিরিয়া আসা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, তুমিই সফরের সময় আমার সাথী এবং পরিবারের লোকদের মধ্যে আমার প্রতিনিধি।

সফরের সময়ে কোন উঁচু জায়গায় আরোহণের সময় আল্লাহু আকবর এবং নীচে অবতরণের সময় ছোবহানাল্লাহ বলিবে। কোন খোলা প্রান্তরে পৌঁছার পর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আকবর বলিবে। যদি পা পিছলাইয়া পড়ে তবে বিসমিল্লাহ বলিবে।

সামুদ্রিক সফরের দোয়া

সমুদ্রে সফরের সময় ডুবিয়া যাওয়া হইতে নিরাপদ থাকার জন্য এই দোয়া করিবে–

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ- وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ- وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ اللهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম। ওয়ামা কাদারুল্লাহা হাক্কা কাদরিহী ওয়াল আরদু জামীআন কাবজাতুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়াস্ সামাওয়াতু মাতবিয়্যাতুম বিইয়ামিনিহী সোবহানাহু ওয়া তাআলা আম্মা ইউশরিকুন।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে ইহার চলা এবং অবস্থান করা। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। আল্লাহকে যেভাবে চেনা উচিত ছিলো কাফেররা সেভাবে আল্লাহকে চিনে নাই। অথচ রোজ কেয়ামতের দিনে সমগ্র যমীন আল্লাহ তায়ালার এক মুঠোর মধ্যে এবং সকল আকাশ আল্লাহর ডান হাতে জড়াইয়া থাকিবে। মানুষ যেভাবে শেরেক করিয়া থাকে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা তাহা হইতে পবিত্র ও উন্নত।

সফরের পশু পালাইয়া গেলে উচ্চকণ্ঠে বলিবে, হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য করো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন।

সাহায্য চাওয়ার সময়ে তিন বার বলিবে, হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য করো। এই আমল পরীক্ষিত।

যখন কোন উঁচু জায়গায় উঠিবে তখন বলিবে, হে আল্লাহ তুমি সকল উচ্চ জিনিসের চাইতে উচ্চ। সকল অবস্থায় তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।

শহর দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর দোয়া

যে শহরের উদ্দেশে সফর করা হইতেছে সেই শহর দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ- وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ- وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ- فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাবয়ে ওয়ামা আযলালনা ওয়া রাব্বাল আরদীনাস সাবয়ি ওয়ামা আকলালনা ওয়া রাব্বাশ শায়াতীনে ওয়ামা আযলালনা ওয়া রাব্বার রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা ফাইন্না নাসআলুকা খায়রা হাযিহিল কারইয়াতি ওয়া খায়রা আহলিহা ওয়া নাউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে সাত আকাশ এবং সেই সকল জিনিসের প্রতিপালক যে সকল জিনিসের উপর আকাশ ছায়া বিস্তার করিয়াছে এবং যেইসব জিনিস যমীন ধারণ করিয়াছে। হে শয়তানদের এবং ঐ সকল লোকের প্রভু, শয়তান যাহাদের পথভ্রষ্ট করিয়াছে। হে বাতাসের এবং সেই সকল জিনিসের প্রভু, বাতাস যে সকল জিনিসকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। আমি তোমার নিকট এই লোকালয়ের কল্যাণ এবং এই লোকালয়ের অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করিতেছি এবং এই লোকালয়ের অকল্যাণ ও এই লোকালয়ের অধিবাসীদের অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

মুসাফির কোন জায়গায় অবস্থান করার পর এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এই লোকালয়ের কল্যাণ এবং ইহার মধ্যেকার সকল জিনিসের কল্যাণ কামনা করিতেছি এবং এই লোকালয়ের অকল্যাণ ও এই লোকালয়ে মধ্যেকার সকল জিনিসের অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শহরে প্রবেশ করার সময়। তিন বার এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ আমাদেরকে এই লোকালয়ে বরকত দাও, এই লোকালয়ের ফল আমাদের দান করো। এই লোকালয়ের অধিবাসীদের অন্তরে আমাদের জন্য ভালোবাসা দাও। এই জনপদের পুণ্যবান লোকদের আমাদের বন্ধুতে পরিণত কর।

কোন অবস্থানস্থলে অবতরণের পর বলিবে, আমি আল্লাহর পরি পূর্ণ কালেমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন সেসব জিনিসের অকল্যাণ হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

এই দোয়া করার পর যতোদিন সেই লোকালয়ে অবস্থান করিবে ততোদিন কোন জিনিসের দ্বারা মুসাফিরের ক্ষতি হইবে না।

সন্ধ্যার পর রাত আসিলে এই দোয়া করিবে–

يَا أَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللهُ- أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَّأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ- سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ ইয়া আরদা রাব্বী ওয়া রাব্বুকিল্লাহু আউযু বিল্লাহি মিন শাররেকে ওয়া শাররি মা খালাকা ফীকে ওয়া শাররি মা ইয়াদুব্বু আলাইকে আউযু বিল্লাহি মিন আসাদিন ওয়া আসওয়াদা ওয়া মিনাল হাইয়্যাতি ওয়াল আ'করাবি ওয়া মিন শাররি সাকেনাইল বালাদি ওয়া মিন ওয়ালিদিওঁ ওয়ামা ওয়ালাদা। সামিয়া সামিউন বিহামদিল্লাহি ওয়া নি'মাতিহী ওয়া হুসনি বালায়িহী আলাইনা, রাব্বানা সাহিবনা ওয়া আফযিল আলাইনা আ'য়িযাম বিল্লাহি মিনান্ নারি।

অর্থাৎ হে যমীন, আমার এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা। আমি তোমার অমঙ্গল হইতে এবং তোমার ভিতরে যাহা লুকাইয়া আছে এবং তোমার উপর যাহা চলাচল করে তাহার অমঙ্গল হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি বাঘ হইতে, কালো অজগর হইতে, সাপ ও বিচ্ছু হইতে এবং শহরের অধিবাসীদের অমঙ্গল হইতে এবং সকল পিতা পুত্রের অনিষ্ট হইতে।

শেষ রাতে তিন বার বলিবে, শ্রবণকারী আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছে, আল্লাহর নেয়ামতের কথা এবং আমাদেরকে উত্তম অবস্থান রাখার কথা শ্রবণ করিয়াছে। হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের সঙ্গী হও এবং আমদের প্রতি দয়া কর। প্রকৃতপক্ষে এই দোয়া করিয়া আমরা দোযখের আগুন হইতে পানাহ চাহিতেছি। তিন বার উচ্চস্বরে এই দোয়া করিবে।

রাসূল ﷺ একদিন বলিলেন, হে জোবায়ের ইবনে মোতএম, তুমি কি চাও যখন তুমি সফরে যাও তখন তোমার অন্য সকল সঙ্গী সাথীদের চাইতে ভালো অবস্থায় থাকিবে? জোবায়ের বলিলেন, জ্বি হাঁ. হে রাসূল ﷺ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হউক। রাসূল ﷺ বলিলেন, তবে এই পাঁচটি সূরা পাঠ করো। সূরা কাফেরূন, সূরা নাসর, সূরা এখলাছ,সূরা ফালাক,

সূরা নাছ। প্রতিটি সূরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করিবে এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শেষ করিবে।

হযরত জোবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি বিত্তবান এবং অর্থ সম্পদের অধিকারী ছিলাম, কিন্তু সফর করার সময় আমার অন্য সকল সঙ্গী সাথীর চাইতে দুরবস্থার সম্মুখীন হইতাম। রাসূল ﷺ এর নিকট হইতে আমি এই সকল সূরা পাঠ করার আমল শিক্ষা করার পর সব সময় এই আমল করিতাম। তারপর সফর হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমার অন্য সকল বন্ধুদের চাইতে সচ্ছল এবং সম্পদশালী থাকিতাম।

কোন মুসাফির যদি পথ চলার সময় দুনিয়ার চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহ তায়ালার জেকেরের প্রতি মনোযোগী থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা সেই মুসাফিরের পেছনে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। মুসাফির যদি কবিতা আবৃত্তি বা অন্যান্য কাজে লিপ্ত থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা সেই মুসাফিরের পেছনে একজন শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেন।

মুসাফির যদি হজ্বের সফরে থাকে তবে মুসাফিরের সওয়ারী বাইদা নামক জায়গায় পৌছার পর মুসাফিরকে আলহামদু লিল্লাহ, ছোবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর বলিতে হইবে। মুসাফির যখন এহরাম বাঁধিবে তখন এইভাবে তালবিয়া পাঠ করিবে–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ- لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ-

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আলাহুম্মা লাব্বাইকা, লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়া মুলকা লা শারীকা লাকা। লাব্বাইকা লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খায়রু বিইয়াদাইকা লাব্বাইকা ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু লাব্বাইকা।

অর্থাৎ আমি উপস্থিত হইয়াছি। আমি উপস্থিত হইয়াছি। আমি উপস্থিত হইয়াছি। তোমার কোন শরিক নাই। সকল সৌন্দর্য এবং সকল নেয়ামত তোমার জন্য। রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন শরিক নাই। আমি উপস্থিত হইয়াছি, আমি উপস্থিত হইয়াছি, আমি আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে রহিয়াছে। আমি উপস্থিত হইয়াছি। তুমিই আমার লক্ষ্যস্থল। সকল আমল তোমার নিকটেই গমন করে। আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত হে সত্য মাবুদ আমি উপস্থিত।

তালবিয়া পাঠ শেষ করার পর আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি কামনা করিবে।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কেহ যদি সওয়ারীর উপর আরোহণের সময়ে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করেন। সেই ফেরেশতা সেই মুসাফিরের তত্ত্বাবধান করে এবং তাহাকে সাহায্য করে। যদি কেহ সফরের বেহুদা কথায় যেমন কবিতা আবৃত্তিতে লিপ্ত থাকে তখন আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য একজন শয়তান নির্ধারণ করেন। সেই শয়তান তাহাকে মন্দ পথে লইয়া যায়।

তাওয়াফ করিবার সময়ের দোয়া

কাবা ঘর তওয়াফ করার সময়ে যখন কেহ হাজারে অসওয়াদের নিকট পৌছিবে তখন আল্লাহু আকবর বলিবে।

যখন রোকনে হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানীর মাঝখান অতিক্রম করিবে তখন এই দোয়া পড়িবে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান নার।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করো।

এই আয়াত হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানীর মাঝখানে পূর্ণ তাওয়াফের মধ্যে পড়িবে। যখন পুরোপুরি তওয়াফ করিতে থাকিবে সে সময়েও এই আয়াত পড়িবে। হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহীমে ও এই আয়াত পাঠ করিবে। তারপর উক্ত জায়গায় এই দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ– وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কান্নি'নী বিমা রাযাকতানী ওয়া বারিক লী ফীহি ওয়াখলুফ আলা কুল্লি গায়িবাতিল লী বিখায়রিন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যাহা কিছু দান করিয়াছ, উহার উপর সন্তুষ্ট থাকার তওফীক দাও। ইহার মধ্যে আমার জন্য বরকত দান কর আর যাহারা আমার দৃষ্টির আড়ালে রহিয়াছে তাহাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের সহিত তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া যাও।

তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার জন্য, সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য এবং তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান।

সাফা মারওয়ার সাঈ

তাওয়াফ শেষ করার পর এই আয়াত পাঠ করিবে–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى–

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা।

অর্থাৎ এবং মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানরূপে নির্ধারণ করো।

মাকামে ইব্রাহীমকে নিজের এবং কাবা ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। এই নামাযে সূরা ফাতেহার পরে প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরূন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ পাঠ করিবে। তারপর হাজারে আসওয়াদ এর নিকট আসিয়া হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করিবে।

তারপর মসজিদে হারামের দরোজা বাবুস সাফা অতিক্রম করিয়া সাফা পাহাড়ের নিকটে আসিবে। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হওয়ার পর এই আয়াত পাঠ করিবে–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ–

উচ্চারণ ঃ ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহ।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তারপর বলিবে–

آبْدَأُ بِمَا بَدَءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ–

উচ্চারণ ঃ আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু আ'যযা ওয়া জাল্লা।

অর্থাৎ আমি সেই পাহাড় হইতে সাঈ শুরু করিব, আল্লাহ তায়ালা যে পাহাড়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কালেমা পাঠ করার পর সাফা পাহাড়ের এতোখানি উপরে আরোহণ করিবে যে জায়গা হইতে কাবা ঘর দেখা যায়। তারপর কেবলামুখী হইয়া তিন বার বলিবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرَ–

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ মহান।

তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ–

উচ্চারণ ঃ লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার এবং তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনিই জীবন দান করেন তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাঁর বান্দা মোহাম্মদ ﷺ-কে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি একাই কাফেরদের সেনাদলকে পরাজিত করিয়াছেন।

তারপর যে দোয়া ইচ্ছা পাঠ করিবে। উল্লিখিত কালেমাসমূহ তিন বার পাঠ করার পর মারওয়া পাহাড়ে আরোহণের নিয়ত করিয়া সাফা পাহাড় হইতে অবতরণ করিবে। সমতল ভূমিতে অবতরণের পর দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াইবে। মারওয়া পাহাড়ে আরোহণের প্রাক্কালে দৌড়ানো বা সাঈ বন্ধ করিবে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মারওয়া পাহাড়ে পৌছার পর সাফা পাহাড়ের অনুরূপ আমল করিবে।

অথবা সাফা পাহাড়ে আরোহণের পর তিন বার আল্লাহু আকবর বলিবে। তারপর এই দোয়া পাঠ করিবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ ঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আল কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সকল রাজত্ব তাঁহার, সকল প্রশংসা তাঁহার এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

এমনি করিয়া সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ এবং অবতরণ করিবে। একই সঙ্গে উভয় পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় সমতল ভূমিতে সাঈ করিবে। আল্লাহু আকবর তিন বার করিয়া সাত বারে একুশবার পড়িবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারিকা লাহু শেষ পর্যন্ত একবার করিয়া সাত বার পাঠ করিবে। এই সময়ে অন্য যে কোন দোয়াও করা যাইবে।

সাফা পাহাড়ের উপরে এই দোয়াও পাঠ করা যাইবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ–وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা উদউনী আসতাজিব লাকুম ওয়া ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। ওয়া ইন্নী আসআলুকা কামা হাদাইনাতানী লিলইসলামি আললা তানযিআহু মিন্নী হাত্তা তাতাওয়াফফানী ওয়া আনা মুসলিমুন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি বলিয়াছ, আমার নিকট দোয়া করো আমি কবুল করিব। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। আমি তোমার নিকটই আবেদন করিতেছি, তুমি আমাকে যেভাবে হেদায়েত দিয়াছ সেই হেদায়েত

আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইও না। যতোদিন পর্যন্ত আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া না নাও ততোদিন যেন আমি হেদায়েতের উপর থাকি।

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দোয়াও করিবে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আআযযুল আকরাম।

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি মর্যাদাসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী।

ফায়দা ঃ মাকামে ইব্রাহীম এমন একটি পাথর যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দাঁড়াইয়া আল্লাহর আদেশে সকল মানুষকে হজ্ব পালনের জন্য আহবান জানাইয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, লোকদের মধ্যে হজ্বে-এর কথা ঘোষণা করো। এই পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পায়ের ছাপ রহিয়াছে। বর্তমানে এই পাথর কাবার সামনে একটি হুজরার মধ্যে আছে। এই হুজরার পেছনে দাঁড়াইয়া হাজীদের দুই রাকাত নামায আদায় করা উচিত। প্রত্যেক বার তাওয়াফের পর এই দুই রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব। তওয়াফ ফরজ হোক ওয়াজিব হোক বা নফল হোক, সর্বাবস্থায় এই নামায আদায় করা ওয়াজিব। এই দুই রাকাত নামায আদায় করার জন্য মাকামে ইব্রাহীম উত্তম। তবে অন্য জায়গায় আদায় করিলেও জায়েজ হইবে।

আরাফাতের দোয়া

আরাফার দিনের দোয়া হইতেছে সবচেয়ে উত্তম। কালেমায়ে তওহীদ পাঠ করাই এই ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি। দোয়াটি এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। সমগ্র রাজত্ব তাঁহার এবং প্রশংসা তাঁহার জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান।

রাসূল ﷺ বলেন, আমি এই দোয়া করিয়াছি এবং আমার আগের নবীগণ সবাই এই দোয়াই করিয়াছেন।

উপরোক্ত দোয়া পাঠ করার পর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا–اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَايَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَشَرِّ مَايَلِجُ فِى النَّهَارِ وَشَرِّ مَاتَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজআল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী সামঈ নূরান ওয়া ফী বাসায়ী নূরান আল্লাহুম্ম শরাহ লী সাদরী ওয়া ইয়াসসির লী আমরী। ওয়া আউযু বিকা মিন ওয়াসাবিসিস সাদরি ওয়া শাতাতিল আমরি ওয়া ফিতনাতিল কাবরি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররি মা ইয়ালিজু ফিল লাইলি ওয়া শাররি মা ইয়ালিজু ফিন নাহারি ওয়া শাররি মা তাহুব্বু বিহির রিয়াহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও। হে আল্লাহ, আমার বক্ষ খুলিয়া দাও। আমার কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। আমি অন্তরের কুমন্ত্রণা হইতে, কাজের বিশৃঙ্খলা হইতে, কবরের পরীক্ষা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ, যেসব মন্দ রাত্রে প্রবেশ করিবে, যেসব মন্দ দিনে প্রবেশ করিবে, যেসব মন্দ বাতাস বহন করিবে, সেসবের ক্ষতি হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আরাফাত ময়দানে তালবিয়া পাঠ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। তালবিয়া পাঠ করার পর বলিবে– ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আখেরাতে। অর্থাৎ আখেরাতের কল্যাণই হইতেছে প্রকৃত কল্যাণ।

আছরের নামায আদায়ের পর আরাফাত ময়দানে অবস্থান করিয়া দুই হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ–اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ–اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ– لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ– اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى– وَاغْفِرْ لِىْ فِى الْاٰخِرَةِ الْاُوْلٰى–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদু, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদু, আল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু আল্লাহুম্মা হদিনী বিলহুদা ওয়া নাক্কেনী বিত্তাকওয়া ওয়াগফির লী ফিল আখিরাতিল উলা।

অর্থাৎ আল্লাহ মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ মহান। আল্লাহই প্রশংসার উপযুক্ত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার এবং তাঁহার জন্যই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ, হেদায়েত দ্বারা আমাকে পথনির্দেশ দাও। তাকওয়ার সহিত আমাকে পবিত্র করো। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে ক্ষমা করো।

তারপর হাত নীচু করিয়া সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে যতোক্ষণ সময় প্রয়োজন ততোক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবে। তারপর দুই হাত উঠাইয়া একইভাবে দোয়া করিবে।

ফায়দা ঃ পথে কখনো তাকবীর বলিবে কখনো তালবিয়া পড়িবে। তবে ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, তালবিয়া পাঠ করা সুন্নত। তবে কখনো কখনো তাকবীর বলা জায়েজ।

আরাফাতে অবস্থানের আগে এবং অবস্থানের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত লাব্বায়ক বলা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। অন্যথা সকল অবস্থায় এহরামের পরে লাব্বায়ক বলা মোস্তাহাব। তবে এহরামের শুরুতেই লাব্বায়ক বলা অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করা ওয়াজিব।

আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আছর একত্রে মিলাইয়া পড়িতে হয়, তারপর আরাফাতে অবস্থান করিতে হয়। এই অবস্থান করা হজ্বের ফরজের অন্তর্ভুক্ত। অবস্থানের মেয়াদ জিলহজ্বের নবম তারিখের দুপুর হইতে দশম তারিখের রাত্রি পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যদি কেহ এক ঘন্টাও আরাফাতে অবস্থান করে তবু হজ্বের ফরজ আদায় হইবে। তবে সূর্যাস্তের পরে সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করা সুন্নত।

মুযদালাফায় যে দোয়া পড়িবে

আরাফাত ময়দান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মুযদালাফায় পৌছার পর কেবলামুখী হইয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে। তারপর আল্লাহু আকবর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু বলিবে। তারপর ভোর হওয়া পর্যন্ত মুযদালাফায় অবস্থান করিবে।

মুযদালাফায় অবস্থান করার সময়ের সব টুকুতেই তালবিয়া পড়িবে। জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত এই আমল জারি রাখিবে।

রামিয়ে জেমার-এর বিবরণ (শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ)

জামরায়ে উলায় পাথর নিক্ষেপ করার পর কিছুটা সামনে আগাইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া কেবলামুখী হইয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই সময়ে হাত উঠাইয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে। তারপর জামরায়ে উছতায় একই রকম আমল করিবে। তারপর বাম দিকে অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ সময় কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। এ সময় হাত উঠাইয়া দোয়া করিবে। তারপর জামরায়ে আকাবার প্রতি নীচে উপত্যকা হইতে একই নিয়মে সাতটি পাথর আল্লাহু আকবর বলিয়া নিক্ষেপ করিবে। তবে জামরায়ে আকাবার নিকটে অবস্থান করিবে না। জামরায়ে আকাবার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করার উদ্দেশে উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিবে। পাথর নিক্ষেপ করার পর সেখানে অবস্থান করিবে না। পাথর নিক্ষেপের পর এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَغْفُوْرًا–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম মাবুরূরান্ ওয়া যামবাম মাগফুরান।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার এই হজ্ব কবুল করো এবং আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও।

জামরায়ে আকাবা ব্যতীত অন্য জামরার নিকটে অবস্থান করিবে, মনে যে দোয়া আসিবে সেই দোয়া করিবে। কোন নির্দিষ্ট দোয়া করার প্রয়োজন নাই।

কোরবানীর দোয়া

কোরবানী করার সময় কোরবানীর পশুর মাথার পাশে পা রাখিয়া বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলিয়া পশুর গলায় ছুরি চালাইবে। জবাই করার সময় এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থাৎ হে আল্লাহ (এই কোরবানী) আমার এবং উম্মতে মোহাম্মদীর পক্ষ হইতে কবুল করো।

তারপর এই দোয়া পড়িবে–

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ- عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ- اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদা আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিন্‌কা ওয়া লাকা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

অর্থাৎ আমি আমার লক্ষ্য আল্লাহর প্রতি স্থির করিলাম। যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। সবদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর রহিয়াছি এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায আমার কোরবানী আমার জীবন আমার মরণ সবই আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহর কোন অংশীদার নাই। আমাকে এরকম বলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে আর আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ, এই কোরবানী তোমার পক্ষ হইতে এবং তোমার জন্য। আল্লাহর নামের সহিত (জবাই করিতেছি) আর আল্লাহ তায়ালা মহান।

রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, তুমি তোমার কোরবানীর পশুর নিকটে যাও এবং জবাই করার সময়ে পাশে থাকো। কারণ ইহার রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার সাথে সাথে তোমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর এই দোয়া পড়িবে–

اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিয়ালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন।

এই হাদীস বর্ণনাকারী এমরান ইবনে হোসাইন বলিলেন, হে রাসূল ﷺ, এই সওয়াব কি আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজনের জন্যই নির্দিষ্ট? রাসূল ﷺ বলিলেন, না তাহা নহে; বরং সকল মুসলমানের জন্যই এই সওয়াব রহিয়াছে।

কোরবানীর পশু যদি উট হয় তবে মাটিতে শোয়াইতে হইবে না; বরং পা বাঁধিয়া দাঁড় করাইবে। তারপর এই দোয়া পড়িবে।

তারপর বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর বলিয়া নহর করিবে। অর্থাৎ বর্শা বা বল্লম দ্বারা গলার এক পাশ কাটিয়া দিবে।

কোরবানীর মতোই আকীকার ক্ষেত্রেও বিসমিল্লাহ বলিবে, তারপর যাহার নামে আকীকা করা হইবে তাহার নাম উল্লেখ করিবে।

ফায়দা ঃ আনহার বুকের উপরের অংশকে বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় উটের হলকুম এবং বুকের মাঝের অংশে বর্শা নিক্ষেপ করাকে নহর বলা হয়।

উট নহর করা সুন্নত, কিন্তু যদি জবাই করা হয় তবুও জায়েজ হইবে।

কাবা ঘরে প্রবেশের দোয়া

কাবা ঘরে প্রবেশের সময় উহার প্রত্যেক কোণে তাকবীর বলিবে। চারিদিকে দোয়া করিবে। তারপর যখন বাহিরে আসিবে তখন কাবার সামনে দুই রাকাত নামায আদায় করিবে।

রাসূল ﷺ উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ওসমান ইবনে তালহা হাজাবী (রাঃ), বেলাল ইবনে বেরাহ (রাঃ)-এর সহিত কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর কাবার দরোজা বন্ধ করিয়া দেন। তিনি দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর তাহারা বাহিরে আসার পর আমি বেলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূল ﷺ কাবার ভেতর কি করিয়াছ? বেলাল (রাঃ) বলিলেন, রাসূল ﷺ একটি খুঁটি বাম দিকে দুইটি খুঁটি ডান দিকে তিনটি খুঁটি পিছনে রাখিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। সে সময় কাবা ছয়টি খুঁটির উপর নির্মিত ছিল।

কাবা ঘরে নামায আদায়ের নিয়ম

রাসূল ﷺ কাবা ঘরে প্রবেশ করার পর হযরত বেলালকে দরোজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। সেই সময় কাবা ঘর ছয়টি খুঁটির উপর নির্মিত হইয়াছিল। তারপর রাসূল ﷺ কাবার দরোজার কাছাকাছি দুইটি খুঁটির মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন, দোয়া করিলেন, আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করিলেন। তারপর কাবার প্রত্যেক কোণায় গেলেন এবং সেদিকে মুখ করিয়া তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল এবং আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। তারপর দোয়া ও এস্তেগফার করিলেন। তারপর কাবার দরোজার সামনে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন।

যমযমের পানি পান করার সময়ের দোয়া

যমযম কূপের পানি পান করার সময় কাবা ঘরের দিকে মুখ করিবে। বিসমিল্লাহ বলিয়া তিন নিঃশ্বাসে যথেষ্ট পরিমাণে পানি করিবে যেন পেট ভরিয়া যায়। পানি পান শেষ করার পর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে। অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ বলিবে। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, মুসলমান এবং মোনাফেকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মোনাফেকেরা যমযমের পানি পেট ভরিয়া পান করিতে পারে না (কিন্তু আমরা পেট ভরিয়া পান করি)।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হয় সেই নিয়ত পূর্ণ হইয়া থাকে। যদি কেহ রোগমুক্তির নিয়তে এই পানি পান করে তবে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। যদি তোমরা (বিপদ আপদ বা শত্রু হইতে) আশ্রয় পাওয়ার আশায় এই পানি পান করো তবে আল্লাহ আশ্রয় দান করিবেন। যদি এই পানি কেহ পিপাসা নিবারণের নিয়তে পান করে তবে তাহার পিপাসা নিবারণ হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন যমযমের পানি পান করিতেন তখন বলিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা এলমান নাফেআন ওয়া রিযকান ওয়াসেআন ওয়া শেফাআম মিন কুল্লি দায়িন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কল্যাণকর জ্ঞান, প্রশস্ত রেযেক এবং সকল প্রকার রোগ হইতে নিরাময় কামনা করিতেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ) যমযমের পানি পান করার পর কেবলামুখী হইয়া বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ ابْنَ اَبِى الْمَوَالِ حَدَّثَنَا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهٗ وَهٰذَا اَشْرَبُهٗ لِعَطَشِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَرِبَ–

অর্থাৎ হে আল্লাহ, ইবনে আবিআল মাওয়াল মোহাম্মদ ইবনে মোনকাদের হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হযরত জাবের (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশে পান করা হউক না কেন তাহার জন্য উপকারী হইয়া থাকে এবং আমি এই যমযমের পানি কেয়ামতের দিনের পিপাসা নিবারণের উদ্দেশে পান করিতেছি। তারপর তিনি যমযমের পানি পান করিলেন।

ইমাম বোখারী তাঁহার সংকলিত সহীহ বোখারীর মধ্যে এ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

জেহাদের সফর এবং শত্রুর সহিত মোকাবেলার সময়ের দোয়া

কেহ যদি জেহাদের উদ্দেশে সফরে বাহির হয় অথবা শত্রুর মোকাবিলা করে তবে এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা আদুদী ওয়া নাসীরী, বিকা আহুলু ওয়া বিকা আসূলু ওয়া বিকা উকাতিলু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমিই আমার শক্তি এবং তুমিই আমার সাহায্যকারী। তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধের আয়োজন করি এবং তোমারই সাহায্যে শত্রুর উপর হামলা করি এবং তোমারই শক্তিতে আমি লড়াই করি।

অথবা এই দোয়া পড়িবে–

رَبِّ بِكَ اُقَاتِلُ وبِكَ اُصَاوِلُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বি বিকা উকাতিলু ওয়া বিকা উসাবিলু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিকা।

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক, তোমারই দেওয়া তওফীকে আমি যুদ্ধ করি। তোমারই সাহায্যে আমি হামলা করিতেছি। তুমি ব্যতীত অন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

অথবা এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَاَنْتَ نَاصِرِىْ وَبِكَ اُقَاتِلُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা আদুদী ওয়া আনতা নাসেরী ওয়া বিকা উকাতেলু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার বলে বলীয়ান হইয়াই আমি যুদ্ধ করি।

মুজাহিদগণ যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছা করিবে তখন সেনাপতিকে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তারপর দাঁড়াইয়া এই ভাষণ দিবে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ–

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহান নাসু লা তাতামান্নাও লিকাআল আদুয়ে ওয়া সালুল্লাহাল আফিয়াতা ফাইযা লাকীতুমুহুম ফাসবিরূ ওয়া'লামু আন্নাল জান্নাতা তাহতা যিলালিস সুয়ুফি।

অর্থাৎ হে লোকসকল, শত্রুর সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিবে না বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট নিরাপত্তা চাও। শত্রুর সহিত মুখোমুখি হওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করো। জানিয়া রাখিবে, তলোয়ারের ছায়াতেই জান্নাত রহিয়াছে। তারপর বলিবে–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মুনযিযাল কিতাবি ওয়া মুজরিয়াস সাহাবি ওয়া হাযিমাল এহযাবি আহযিমহুম ওয়ানসুরনা আলাইহিম।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে কিতাব অবতরণকারী, হে মেঘ পরিচালনাকারী, হে শত্রু সৈন্য দলকে পরাজিতকারী, উহাদের পরাজিত করো এবং তাহাদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

অথবা এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ–

অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ, কাফের দলকে পরাজিত কর এবং তাহাদের পর্যুদস্ত কর।

মুসলমানদের যদি শত্রুরা ঘিরিয়া ফেলে সেই সময়ের দোয়া

মুসলমানদের যদি শত্রু সৈন্যরা ঘিরিয়া ফেলে তখন এই দোয়া পড়িবে–

اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ ইন্না ইযা নাযালনা বিসাহাতি কাওমিন ফা-সাআ সাবাহুল মুনযারীন।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা যখন শত্রুদের আবাস ভূমিতে অবতরণ করি তখন তাহাদের সকাল খুবই মন্দ, যাহাদের ভয় দেখানো হইয়াছে।

তারপর এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইনা নাজ'আলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে দুশমনদের বক্ষদেশে ক্ষমতা প্রয়োগকারী বানাইতেছি এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি।

শত্রুদল পরাজিত হওয়ার পরের দোয়া

শত্রুদল পরাজিত হওয়ার পর সেনাপতি নিজের পেছনে মুসলমানদের সারিবদ্ধ করিয়া এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَّ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ- وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ- وَلَا مُضِلَّ لِمَــنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَــاعَدْتَّ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لَايَحُوْلُ وَلَا يَــــزُوْلُ- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُـكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اَللّٰهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا- اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَــا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْــنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَامَــفْتُــوْنِيْنَ- اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَــنْ سَــبِيْلِكَ- وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ- اِلٰهَ الْحَقِّ اٰمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু, লা কাবেযা লিমা বাসাত্তা ওয়ালা বাসেতা লিমা কাবাযতা ওয়ালা হাদিয়া লিমান আযলালতা ওয়ালা মুযিল্লা লিমান হাদাইতা, ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা মানেয়া লিমা আতাইতা, ওয়ালা মোকাররিবা লিমা আতাইতা, লিমা বাআদতা, ওয়ালা মোবায়ে লিমা কাররাবতা, আল্লাহুম্মাবসুত আলাইনা মিম বারাকাতিকা ওয়া রাহমাতিকা ওয়া ফাযলিকা ওয়া

রিযকিকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকান নায়ীমাল মুকীমাল্লাযী লা ইয়াহূলু ওয়ালা ইয়াযূলু আল্লাহুম্মাইন্নী আসআলূকাল আমনা ইয়াওমাল খাওফি, আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়েনহু ফী কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসূকা ওয়াল ইসইয়ান, ওয়াজআলনা মিনার রাশিদীন, আল্লাহুম্মা তাওয়াফফানা মুসলিমীনা ওয়ালহিকনা বিসসালিহীনা গায়রা খাযায়া ওয়ালা মাফতূনীনা, আল্লাহুম্মা কাতিলিল, কাফারাতাল্লযীনা ইউকাযযিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইয়াসুদদূনা আন সাবীলিকা ওয়াজআল আলাইহিম রিজযাকা ওয়া আযাবাকা, ইলাহাল হাককি আমীন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমার জন্য নিবেদিত। তুমি যাহাকে প্রশস্ততা দাও তাহাকে কেহ কম করিতে পারে না। তুমি যাহাকে দেওয়া প্রতিরুদ্ধ কর তাহাকে কেহ দিতে পারে না। তুমি যাহাকে পথভ্রষ্ট করো তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই। তুমি যাহাকে হেদায়েত দাও তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। তুমি যে জিনিস কাহাকেও দাও না তাহা অন্য কেহ দিতে পারেনা। তুমি যাহাকে কোন জিনিস দাও তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তুমি যাহাকে দূর করো তাহাকে কেহ নিকটতর করিতে পারে না। তুমি যাহাকে নিকটতর করো তাহাকে কেহ দূর করিতে পারে না। হে আল্লাহ, আমাদের উপর তোমার বরকত রহমত অনুগ্রহ এবং রেযেক প্রসার করিয়া দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই চিরস্থায়ী নেয়ামত চাহিতেছি যাহা কখনো পরিবর্তন হইবে না, ধ্বংস হইবেনা। হে আল্লাহ, তোমার নিকট ভয়ের দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের যাহা কিছু দান করিয়াছ এবং যাহা কিছু দান করো নাই তাহার অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ, আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়া দাও, আর ঈমান আমাদের অন্তরে গাঁথিয়া দাও। কুফরী, পাপ এবং নাফরমানীর প্রতি আমাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করো। আমাদের হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দাও। হে আল্লাহ, ইসলামের উপর আমাদের মৃত্যু দাও। আমাদের পুণ্যশীলদের সহিত শামিল করো এমনভাবে, যাহাতে আমরা অপমানিত হইব না এবং ফেতনায় পড়িবে না। হে আল্লাহ, কাফেরদের বিনাশ করো। যাহারা তোমার রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না, যাহারা তোমার পথে আসিতে লোকদের বাধা দেয়। তুমি কাফেরদের উপর নিজের ক্রোধ প্রকাশ করো। তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করো। হে মাবুদ বরহক, এই দোয়া তুমি কবুল করো।

ইসলাম গ্রহণকারীকে শিখানোর দোয়া

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহাকে এই দোয়া শিক্ষা দিবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমার উপর রহমত করো, আমাকে হেদায়েত করো এবং আমাকে রেযেক দাও।

জেহাদের সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের দোয়া

জেহাদের সফর হইতে ফিরিয়া আসার সময় কোন উঁচু জায়গায় উপনীত হইলে তিন বার আল্লাহু আকবর বলিবে। অতঃপর নীচের দোয়া পড়িবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ سَائِحُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ– صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ–

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আল্লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আয়েবূনা তায়েবূনা আবেদূনা সাজেদূনা সায়েহূনা লিরাব্বিনা হাসেদূন। সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা (সফর হইতে) প্রত্যাবর্তনকারী তওবাকারী, এবাদতকারী সেজদাকারী, সফরকারী আমাদের প্রতিপালকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। আল্লাহ তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার বান্দা (মোহাম্মদ ﷺ–কে) সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি একা কাফের সৈন্যদের পরাজিত করিয়াছেন। নিজ শহরের কাছাকাছি পৌঁছার পর বলিবে–

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ –

উচ্চারণ ঃ আয়েবুনা তায়িবুনা আবেদুনা লিরাব্বিনা হামিদুন।

অর্থাৎ আমরা জেহাদের সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের শোকরগুজার।

নিজের শহরে প্রবেশ করা পর্যন্ত বরাবর এই দোয়া পড়িতে থাকিবে।

ঘরে প্রবেশের সময়ে দোয়া

নিজের পরিবারের লোকদের নিকট যাওয়ার পর বলিবে–

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا–

উচ্চারণ ঃ তাওবান তাওবান লিরাব্বিনা আওবান লা ইউগাদিরু আলাইনা হাওবান।

অর্থাৎ আমি আমার প্রতিপালকের সামনে তওবা করিতেছি, আমি আমার পালনকর্তার সামনে তওবা করিতেছি। এমন তওবা, যাহা আমাদের কোন পাপ অবশিষ্ট রাখিবে না।

অথবা বলিবে–

اَوْبًا اَوْبًا لِرَبِّنَا تَوْبًا لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا–

উচ্চারণ ঃ আওবান আওবান লিরাব্বিনা তাওবান লা ইউগাদিরু আলাইনা হাওবান।

অর্থাৎ আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রতিপালকের দরবারে এমন তওবা করিতেছি। যাহা আমাদের কোন পাপ অবশিষ্ট রাখিবে না।

জেহাদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আগ্রহ

ইসলামের ফরজ কাজসমূহের মধ্যে জেহাদ হইতেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের প্রতি আগ্রহ ছিল অসামান্য। হযরত যোবায়ের (রাঃ) রাসূল ﷺ-এর সময় হইতে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনকাল পর্যন্ত নিয়মিত জেহাদে মনোযোগী ছিলেন।

রাসূল ﷺ একবার জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সাধারণ ঘোষণা দেন। একজন সাহাবী ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। তাঁহার দেখাশোনা করার মতো কেহ ছিল

না। জেহাদের প্রতি অতিশয় আগ্রহী হওয়ার কারণে এই অবস্থায়ও সেই সাহাবী জেহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি নিজের খেদমতের জন্য দৈনিক তিন দিনার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন লোককে সঙ্গে রাখিলেন।

স্ত্রী এবং অর্থ-সম্পদ সকলের নিকটেই প্রিয়। কিন্তু জেহাদের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহের কারণে কোন কোন সাহাবী স্ত্রী এবং অর্থ সম্পদ নিজের থেকে আলাদা করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত সাদ ইবনে হেশাম (রাঃ) বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনায় আসিলাম। মদীনায় আমার সম্পত্তি বিক্রি করিয়া জেহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলাম। মদীনায় অন্য ছয় জন সাহাবার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিলেন, আমরাও আপনার মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু রাসূল ﷺ তাহাদের বাড়ীতে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় শাহাদাতকে চিরস্থায়ী জীবন মনে করা হইত। এ কারণে প্রতিটি মানুষ আবে হায়াতের জন্য পিপাসিত থাকিতেন। হযরত উম্মে ওরাকা বিনতে নওফেল ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। বদরে যুদ্ধের সময় তিনি রাসূল ﷺ-কে বলিলেন, আমাকে জেহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। আমি রোগীদের সেবা করিব। হয়তো মহান আল্লাহ আমাকে শাহাদাত নসীব করিবেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, তুমি ঘরেই থাকো। আল্লাহ তায়ালা সেখানেই তোমাকে শাহাদাত দান করিবেন। রাসূল ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অলৌকিক। এই ভবিষ্যদ্বাণী কি করিয়া ভুল হইতে পারে? উম্মে ওরাকা (রাঃ) একজন দাস এবং একজন দাসী ক্রয় করিলেন। এই দাসদাসী নিজেদের মধ্যে যুক্তি করিয়া উম্মে ওরাকাকে হত্যা করিল। তাহারা তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়ার আশায় মনিবকে হত্যা করিয়াছিল।

একজন বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনিলেন এবং তাঁহার সহিত হিজরত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। রাসূল ﷺ উক্ত বেদুঈনকে সাহাবীর নিকট ন্যস্ত করিলেন। বেদুঈন সেই সাহাবীর উট চরাইত। এক জেহাদে সেই সাহাবী অংশ গ্রহণ করিলেন। তিনি গণীমতের মাল পাওয়ার পর বেদুঈনকে কিছু দিতে চাহিলেন। বেদুঈন বলিল, আমি এইসব পওয়ার আশায় ইসলাম গ্রহণ করি নাই; বরং আমি এই আশায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি যেন আমার কণ্ঠনালীতে তীর বিদ্ধ হয় এবং আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। কিছুকাল পর সেই বেদুঈন এক জেহাদে অংশ গ্রহণ করিল। সেই জেহাদে একটি তীর তার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হইল এবং বেদুঈন শাহাদাত বরণ করিল। রাসূল ﷺ-এর সামনে বেদুঈনের লাশ আনার পর তিনি বলিলেন, বেদুঈন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালাও তাহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। রাসূল ﷺ একথা বলার পর নিজের গায়ের জামা খুলিয়া বেদুঈনের কাফনের জন্য প্রদান করিলেন।

ওহুদের যুদ্ধে এক সাহাবী রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমি শাহাদাত বরণ করি তবে আমার ঠিকানা কোথায় হইবে? রাসূল ﷺ বলিলেন, জান্নাতে। একথা শোনার পর সেই সাহাবী হাতের খেজুর ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার মুশরিকরা কাছে আসার পর রাসূল ﷺ সাহাবাদের বলিলেন, ওঠো, সেই জান্নাতের অংশীদার হও যাহার সীমানা আকাশ ও যমীনের সমতুল্য। হযরত ওমায়ের ইবনে যুম্মান আনসারী (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আসমান যমীনের সমতুল্য? রাসূল ﷺ বলিলেন, হাঁ তাই। ওমায়ের বলিলেন, বাহ, বাহ। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাহ বাহ বলিলে কেন? এই প্রশ্নোত্তরের পর হযরত ওমায়ের ঝোলার ভিতর হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে শুরু করিলেন। তারপর জেহাদের আকাঙ্ক্ষায় হাতের খেজুর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া। বলিলেন, আমার এতো দেরী সহ্য হয় না। তারপর জেহাদের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং শাহাদাত বরণ করিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর চাচা বদরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ কারণে তাঁহার মনে সব সময় একটা অনুশোচনা বিদ্যমান ছিল। ওহুদের যুদ্ধে তিনি প্রবল বিক্রমে শত্রু সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার দেহে আশিটি জখমের চিহ্ন ছিল। তাঁহার বোন ভাইয়ের আঙ্গুলের চিহ্ন দেখিয়া ভাইকে শনাক্ত করিতে সক্ষম হইলেন।

একবার একজন সাহাবী বলিলেন, জান্নাতের দরোজা তলোয়ারের ছায়ায়, একথা কি তোমরা রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনিয়াছ? সাহাবাগণ বলিলেন, হাঁ শুনিয়াছি। তারপর এই সাহাবী বন্ধুদের নিকট আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছাবেত (রাঃ) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার চেহারায় ছিল মৃত্যুর ছাপ। মহিলারা কাঁদিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ছাবেতের কন্যা বলিল, তিনি শহীদ হওয়ার আশা পোষণ করিয়াছিলেন। জেহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, সে নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাইয়াছে।

হযরত আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) ছিলেন একজন বৃদ্ধ এবং খোঁড়া সাহাবী। খোঁড়া হওয়ার কারণে বদরে যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ তাঁহাকে মদীনায় রাখিয়া যান। ওহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে এই সাহাবী তাঁহার পুত্রদের বলিলেন, তোমরা আমাকে যুদ্ধের ময়দানে পৌছাইয়া দাও। পুত্রগণ বলিল, আব্বা, রাসূল ﷺ আপনাকে মাজুর হওয়ার কারণে জেহাদ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) বলিলেন, আফসোস, তোমরা বদরের যুদ্ধের সময় আমাকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ। ওহুদের যুদ্ধেও আমাকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাও? একথা বলিয়া রওয়ানা হইলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল ﷺ-কে বলিলেন, হে রাসূল ﷺ, যদি আমি শাহাদাত বরণ করি তবে কি এভাবেই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জান্নাতে প্রবেশ করিব? রাসূল ﷺ বলিলেন, হাঁ। আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) একথা শোনার পর সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া গেলেন।

দুঃখকষ্ট ও দুর্দশায় পতিত হইলে যে দোয়া পাঠ করিবে

কেহ যদি দুঃখকষ্ট এবং দুর্দশায় পতিত হয় তবে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আযীমুল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি মহান, ধৈর্যশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি আসমান যমীনের প্রতিপালক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি মহান আরশের মালিক। অথবা এই দোয়া পড়িবে-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ- لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়া রাব্বুল আরদে ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি ধৈর্যশীল, অনুগ্রহকারী। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, যিনি আসমান যমীনের মালিক এবং যিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

এই দোয়াও পাঠ করিতে পারা যায়-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ-لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, যিনি ধৈর্যশীল এবং মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, যিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

এই দোয়াও পাঠ করা যায়-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ-سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ الْعَرْشِ

الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সোবহানাল্লাহি ওয়া তাবারাকাল্লাহুল আরশিল আযীম, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, যিনি অনুগ্রহকারী। আল্লাহ পবিত্র এবং বরকতসম্পন্ন, যিনি সুমহান আরশের অধিপতি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

অথবা এই দোয়া পাঠ করিবে-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ- سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

شَرِّ عِبَادِكَ- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ- حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ- اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَاأُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا-اَللّٰهُ رَبِّيْ لَاأُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا- اَللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَمُوْتُ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। সোবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতিস সাবয়ে ওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররি ইবাদিকা। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়ান। তাওয়াক্কালতু আলাল হাইয়িল্লাযী লা ইয়ামুতু ওয়াল হামদু লিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয ওয়ালাদাওঁ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু শারীকুন ফিল মুলকি ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু ওয়ালিয়্যুম মিনায যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, যিনি ধৈর্যশীল এবং অনুগ্রহকারী। আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। যিনি সাত আসমানের প্রতিপালক এবং আরশে আযীমের মালিক। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দাদের অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

এই হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত। ইবনে আবি আছেম তাঁহার কিতাব আদদোয়ায় এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করিয়া থাকেন। আল্লাহ আমার প্রতিপালক, আমি কাহাকেও তাঁহার অংশীদাররূপে নির্ধারণ করি না। আল্লাহ আমার প্রতিপালক, আমি কোন বস্তুকে তাঁহার সঙ্গে কাহাকেও অংশীদার নির্ধারণ করি না। তিন বার এই দোয়া করিবে। আল্লাহ আমার প্রতিপালক। কাহাকেও আমি তাঁহার সঙ্গে অংশীদার নির্ধারণ করিনা। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, আমি কাহাকেও তাঁহার সঙ্গে অংশীদার নির্ধারণ করি

না। আমি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি, যাহার কখনো মৃত্যু হইবে না। সকল প্রশংসা তাঁহার যিনি কোন সন্তান বানান নাই। তাঁহার রাজত্বে অন্য কোন অংশীদার নাই। তিনি দুর্বল নহে যে, কাহারো সাহায্যের প্রয়োজন তাঁহার রহিয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে থাকো।

ফায়দা ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে সময় আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল সে সময় তিনি নীচের দোয়া পাঠ করিয়াছিলেন–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ-فَلَاتَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ- يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ-لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইনিওঁ ওয়া আসলেহ লী শানী কুলাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীসু। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার দয়ার আশা পোষণ করিতেছি। তুমি মুহূর্তের জন্য ও আমাকে আমার নিজের উপর ফেলিয়া রাখিওনা। তুমি আমার অবস্থা শোধরাইয়া দাও। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। হে চিরঞ্জীব, হে নিয়ন্ত্রণকারী, আমি তোমার রহমতের দোহাই দিয়া ফরিয়াদ করিতেছি। সেজদায় গিয়া বার বার বলিবে, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু।

তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তুমি পবিত্র নিঃসন্দেহে আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের সহিত যে মুসলমান দোয়া করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করিবেন।

ফায়দা ঃ এই দোয়া পাঠ করার দুইটি নিয়ম রহিয়াছে। (১) কিছু লোক সমবেত হইয়া সোয়া লাখ বার এই দোয়া পড়িবে। (২) একজন লোক এশার নামাযের পর একাকী ঘর অন্ধকার করিয়া পবিত্র পরিচ্ছন্নভাবে কেবলামুখী হইয়া বসিবে, তারপর সুগন্ধ মাখাইয়া তিন দিন, সাত দিন অথবা চল্লিশ দিন এই দোয়া তিন শবার করিয়া পাঠ করিবে। এই সময় একটি পাত্রে পানি লইয়া নিজের কাছে রাখিবে। বার বার সেই পানির পাত্রে হাত ডুবাইয়া সেই পানি নিজের মুখে এবং দেহে মালিশ করিবে।

দুঃখকষ্ট দুশ্চিন্তা ও বিপদ আপদের সময়ের দোয়া

কেহ যদি দুঃখকষ্ট, দুশ্চিন্তা ও বিপদ আপদের সম্মুখীন হয় তবে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَـــتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ-مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ- عَدْلٌ فِىَّ قَضَائُكَ-اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَـظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা নাসিয়াতী বিইয়াদিকা মাযিন ফিয়্যা হুকমুকা আদলুন ফিয়্যা কাযাউকা, আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আনযালতাহু ফী কিতাবিকা আও আল্লামতাহু মিন খালকিকা আবিসতাসারতা বিহীফী ইলমিল গায়বি ইনদাকা আন তাজআলাল কোরআনাল আযীমা রাবীআ কালবী ওয়া নূরা বাসারী ওয়া জিলাআ হুযনী ওয়া যাহাবা হাম্মী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি তোমার বান্দা তোমার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার চেহার তোমার কবজায় রহিয়াছে। আমার সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তই কার্যকর হইয়া থাকে। আমার সম্পর্কে তোমার ফয়সালা ন্যায়সঙ্গত। তোমার সে পবিত্র নামের উসিলায় তুমি স্বয়ং তোমার যে নাম রাখিয়াছ, অথবা যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করিয়াছ, অথবা তোমার মাখলুকের শিখাইয়াছ, অথবা যে নাম তুমি তোমার গায়েবি খাজানায় সংরক্ষিত রাখিয়াছ এই আবেদন করেতেছি যে, পবিত্র কোরআনকে আমার অন্তরের সজীবতা,আমার চোখের নূর, আমার দুঃখকষ্টের সান্ত্বনা এবং আমার সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অবসানের মাধ্যম করো।

কেহ এই দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিবেন। সেই ব্যক্তির দুশ্চিন্তাকে প্রশান্তি ও আনন্দে পরিণত করিবেন।

যে ব্যক্তি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলিবে, আল্লাহ তাহার নিরানব্বইটি রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন। এই সকল রোগের মধ্যে সবচেয়ে ছোট রোগ হইতেছে দুশ্চিন্তা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থ হইতেছে, সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শক্তি ব্যতীত কাহারো কোন নেক কাজ করার ক্ষমতা নাই।

যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এস্তেগফার করিবে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সংকীর্ণতা হইতে বাহির হইবার পথ করিয়া দিবেন। সকল প্রকারের দুশ্চিন্তা হইতে তাহাকে মুক্তি দিবেন। এমন জায়গা হইতে তাহার জীবিকার ব্যবস্থা করিবেন যে জায়গা সম্পর্কে সে চিন্তাও করিতে পারে না।

অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটিলে বা বিশেষ কোন সমস্যায় পড়িলে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এই দোয়া পাঠ করিবে–

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْـــتَغْـفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْكَ- حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللهِ تَـــوَكَّلْنَا- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاٰجِرْنِىْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِىْ مِنْهَا خَيْرًا- اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَدْرَءُ بِكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাগফিরুকা মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইকা। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসিবুফী সীবাতী ফাআজিরনী ফীহা ওয়া আবদিলনী মিনহা খায়রান। আল্লাহুম্মাকফিনাহু বিমা শিতা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন শুরূরিহিম ওয়া নাদরাউ বিকা ফী নুহুরিহিম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া আউযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনিই উত্তমরূপে সকল কাজ সম্পন্ন করেন। আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করিয়াছি।

কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বলিবে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে আল্লাহর কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। হে আল্লাহ, আমি তোমার

নিকট আমার উপর আসা বিপদের সওয়াব পাইতে চাই। তুমি আমাকে ইহার বিনিময় দাও। ইহার বিনিময়ে উত্তম ফল দান কর। আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের আল্লাহর কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। হে আল্লাহ, আমার বিপদে আমাকে বিনিময় দাও এবং উত্তম বিনিময় দান কর।

কাহাকেও ভয় পাইলে এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাও এবং তুমি যেভাবে ইচ্ছা করো সেভাবে আমাকে তাহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ, আমি উহাদের অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এবং তোমারই সাহায্যে তাহাদের অনিষ্ট দুষ্কৃতি তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করাইতেছি।

হে আল্লাহ, তোমাকে আমি তাহাদের (দুশমনদের) বক্ষদেশে ক্ষমতা প্রয়োগকারী বানাইতেছি এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

বাদশাহ বা অত্যাচারীর অত্যাচারের আশঙ্কার সময়ে দোয়া

যদি কোন বাদশাহ বা অন্য কাহারো দ্বারা জুলুম অত্যাচারের আশঙ্কা হইলে তবে নিম্নোক্ত দোয়া তিন বার পাঠ করিবে–

اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا- اَللهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ- اَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَالْمُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّعَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُوْدِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّىْ جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّجَارُكَ وَلَآاِلٰهَ غَيْرُكَ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى- اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَافِنِىْ وَلَا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَىَّ بِشَىْءٍ لَّاطَاقَةَ لِىْ بِهٖ- رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ حَكَمًا وَّاِمَامًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আআযযু মিন খালকিহী জামীআন। আল্লাহু আআযযু মিম্মা আখাফু ওয়া আহযারু। আউযু বিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল মুমসিকুস সামাআ আন তাকাআ আলাল আরদি ইল্লা বিইযনিহী মিন শাররি আবদিকা ফোলানিন ওয়া জুনূদিহী ওয়া আতবায়িহী ওয়া আশইয়ায়িহী মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি আল্লাহুম্মা কুন লী জারাম মিন শাররিহিম জাল্লা সানাউকা ওয়া আযযা জারুকা ওয়ালা ইলাহা গায়রুকা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা আইঁ ইয়াফরুতা আলাইনা আহাদুম মিনহুম আও আইঁ ইয়াতগা। আল্লাহুম্মা ইলাহা জিবরাঈলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরাফীলা ওয়া ইলাহা ইবরাহীমা ওয়া ইসমাঈলা ওয়া ইসহাকা আফিনী ওয়ালা তুসাল্লেতান্না আহাদাম মিন খালকিকা আলাইয়্যা বিশাইয়িল লা তোয়াকাতা লী বিহী। রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিলইসলামে দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান ওয়া বিলকোরআনি হাকামাওঁ ওয়া ইমামা।

অর্থাৎ আল্লাহ অনেক বড়। আল্লাহ সমগ্র মাখলুকের চাইতে শক্তিশালী। যাহাকে আমি ভয় করিতেছি, যাহার ভয়ে আমি ভীত আল্লাহ তাহার চাইতে প্রবল। আমি সেই আল্লাহর আশ্রয় লইতেছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। যিনি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আসমানকে মাটির উপরে ভাঙ্গিয়া পড়া হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি আমুক বান্দা, তাহার বাহিনী, তাহার খেদমতগোজার, তাহার সাহায্যকারী, জ্বিন এবং মানুষের অনিষ্ট হইতে। হে আল্লাহ, তুমি ঐসব অনিষ্ট হইতে আমাকে হেফাজত কর, তোমার প্রশংসাই বড়। যে ব্যক্তি তোমার আশ্রয় লইবে সে সম্মানিত। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই।

হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি উহাদের মধ্যে কেহ আমাদের উপর বাড়াবাড়ি বা জুলুম করিবে, ইহা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় লইতেছি।

হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিলের মাবুদ, হে ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদ, আমাকে তুমি নিরাপদ রাখ। তোমার মাখলুকের মধ্যে হইতে কাহাকেও এমন জিনিসের সহিত আমার উপর চাপাইয়া দিয়ো না যাহা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আল্লাহ তায়ালার প্রতিপালক হওয়া, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হওয়া, ইসলাম দ্বীন হওয়া, কোরআন মজীদের মীমাংসাকারী ও ইমাম হওয়াকে আমি পছন্দ করিতেছি।

শয়তান বা অন্য কিছু হইতে ভয় পাওয়ার সময়ের দোয়া

শয়তান বা অন্য কিছু হইতে ভয় পাওয়ার সময়ে পাঠ করিবে–

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ النَّافِعِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا- وَمِنْ شَرِّمَا ذَرَأَ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ-

উচ্চারণ ঃ আউযু বিওয়াজহিল্লাহিল কারীমিন নাফেয়ে ওয়া বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতিল্লাতী লা ইউজাবেযুহুন্না বিররুওঁ ওয়ালা ফাজেরুম মিনশাররি মা খালাকা ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ ওয়া মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামায়ি ওয়া মিন শাররি মা ইয়ারুজু ফীহা ওয়া মিন শাররি মা বারাআ ফিল আরদি ওয়া মিন শাররি মা ইয়াখরুজু মিনহা ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়া মিন শাররি কুল্লি তারেকিন ইল্লা তারেকাইঁ ইয়াতরুকু বিখায়রিইঁ ইয়া রাহমানু।

অর্থাৎ আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী, অত্যন্ত উপকারী, আমি তাঁহার পুরিপূর্ণ কালেমার আশ্রয় নিতেছি। কোন পুণ্য বা নেকী আল্লাহর কালেমা অতিক্রম করিতে পারে না। আল্লাহ যেসব মন্দ জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রসারিত করিয়াছেন, বিস্তার ঘটাইয়াছেন এবং আকাশ হইতে অবতীর্ণ মন্দ জিনিস হইতে, আকাশে উত্থিত মন্দ জিনিস হইতে, মাটিতে সৃষ্টি হওয়া মন্দ জিনিস হইতে, মাটি হইতে বাহির হওয়া মন্দ জিনিস হইতে, রাতি দিনের ফেতনার অপকারিতা হইতে, রাত্রে আগত সকল দুর্ঘটনার অপকারিতা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। যেসব ঘটনার কল্যাণ রহিয়াছে, হে কল্যাণকামী, সেসব ঘটনা দ্বারা আমাকে তুমি করুণা করো।

যদি মাঠে ময়দানে ভূত প্রেতের প্রকাশ ঘটে তবে উচ্চস্বরে আযান দিবে এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে। ভয় পাইলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাযাবিহী ওয়া শাররি ইবাদিহী ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াতীনি ওয়া আইঁ ইয়াহ্দুরুন।

অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার আশ্রয় লইতেছি আল্লাহর ক্রোধ হইতে, আল্লাহর বান্দাদের অনিষ্ট হইতে, শয়তানদের প্ররোচনা হইতে এবং শয়তান যে আমার নিকটে আসিবে তাহা হইতে।

কাহারো উপর কোন ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হইলে সে বলিবে, আমার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। যদি কেহ অপছন্দনীয় কোন জিনিসের সম্মুখীন হয় তবে যেন একথা না বলে যে, আমি যদি এটা না করিতাম তবে এইরকম হইত না। বরং এইভাবে বলিবে, আল্লাহ তাকদীরে যেভাবে লিখিয়াছেন সেভাবেই হইয়াছে।

জটিল কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে বলিবে–

اَللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা সাহ্লা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলান ওয়া আন্তা তাজআলুল হুয্না সাহলান ইযা শি'তা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি সহজ না করা পর্যন্ত কোন জিনিস সহজ হয় না। তুমি যখন ইচ্ছা করো তখন মুশকিল আছান করিয়া দাও।

সালাতুল হাজতের নিয়ম

কাহারো যদি আল্লাহর নিকট অথবা বান্দার নিকট বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে ভালোভাবে ওজু করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। তারপর বেশ কিছু সময় আল্লাহর প্রশংসামূলক বাক্য পাঠ করিবে, রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করিবে। তারপর এই দোয়া করিবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ- سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ- وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ- لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা ইল্লাহা ইল্লালাহুল হালীমুল কারীম, সোবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আসআলুকা মোজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াল ইসমাতা মিন কুল্লি যামবিন ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বির্‌রিওঁ ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন লা তাদা লী যামবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রেযান ইল্লা কাযাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি ধৈর্যশীল ও করুণাশীল। তিনি মহান আরশের মালিক। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। আমি তোমার নিকট নিশ্চিতভাবে তোমার রহমত পাওয়ার উপাদান নিশ্চিতভাবে তোমার ক্ষমা পাওয়ার উসিলাসমূহ এবং সকল প্রকার সৎকাজ করার তওফীক এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপত্তা কামনা করিতেছি। হে পরম করুণাময়, তুমি আমার মধ্যে তোমার ক্ষমা না করা কোন পাপ, তোমার দূর না করার মত কোন দুঃখকষ্ট এবং আমার মধ্যে তোমার পছন্দ করা কোন চাহিদার অপূর্ণতা রাখিও না।

কাহারো কোন কাজ বা কোন প্রয়োজন দেখা দিলে প্রথমে ভালভাবে ওজু করিবে, তারপর দুই রাকাত নামায আদায় করিবে, তারপর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ

اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি-নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যির রাহমাতি ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নী আতাওয়াজ্জাহু বিকা ইলা রাব্বী ফী হাজাতী লিতুকযা লী আল্লাহুম্মা ফাশাফফে'হু ফিয়্যা।

হে আল্লাহ, আমি তোমার প্রেরিত রহমতের নবীর উসিলায় তোমার নিকট প্রয়োজন পূরণের জন্য আবদন করিতেছি। হে মোহাম্মদ ﷺ, আমি আপনার উসিলায় আমার প্রতিপালকের নিকট প্রয়োজন পূরণের আবেদন করিতেছি। হে আল্লাহ, আমার সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর সুপারিশ তুমি কবুল করো।

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে হানিফ বর্ণনা করেন, একজন অন্ধ লোক রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন তিনি যেন আমার অন্ধত্ব দূর করিয়া দেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, তুমি চাহিলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিব, যদি চাও, তবে অন্ধত্বের উপরই ধৈর্য ধারণ করো। এটাই তোমার জন্য ভালো হইবে। সে ব্যক্তি বলিল আপনি বরং আমার জন্য দোয়া করুন। রাসূল ﷺ সেই অন্ধের জন্য নিজে দোয়া করিলেন না। তবে তাহাকে ভালোভাবে ওজু করিয়া এই দোয়া করার

জন্য শিখাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাহাই করিল, ফলে সে অন্ধত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিল। (মেশকাত)

কোরআন হেফজ করার দোয়া

যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ হেফজ করিতে চায় সে যেন জুমার রাত্রের শেষভাগে ঘুম হইতে জাগ্রত হয়। যদি শেষ রাত্রে জাগিতে না পারে তবে যেন মধ্যরাত্রে জাগ্রত হয়। যদি মধ্য রাত্রেও জাগ্রত হইতে না পারে তবে যেন প্রথম রাতে চার রাকাত নামায আদায় করে। সেই নামায এভাবে আদায় করিবে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা ইয়াসিন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা দোখান, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা হা-মীম সাজদা, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা মুলক পাঠ করিবে। তারপর আত্তাহিয়াতু পাঠ করার পর অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসামূলক বাক্য দীর্ঘ সময় পাঠ করিবে, রাসূল ﷺ এবং অন্যান্য নবীদের প্রতি দরূদ সালাম প্রেরণ করিবে। সকল ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার জন্য এবং তাহাদের ঈমানে অগবর্তী ভাইদের জন্য মাগফেরাত্রের দোয়া করিবে। তারপর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِىْ- وَارْحَمْنِىْ اَنْ اَتَكَلَّفَ

مَالَا يَعْنِيْنِىْ- وَارْزُقْنِىْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ- اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَاتُرَامُ- اَسْئَلُكَ يَا

اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِىْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا

عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ اَنْ اَتْلُوَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ يُرْضِيْكَ عَنِّىْ- اَللّٰهُمَّ

بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَاتُرَامُ-

اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ وَاَنْ

تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِىْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِىْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِىْ وَاَنْ تَغْسِلَ

بِهٖ بَدَنِىْ فَاِنَّهٗ لَايُعِيْنُنِىْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মারহামনী বিতারকিল মাআসী আবাদাম মা আবকাইতানী ওয়ারহামনী আন আতাকাল্লাফা মালা ইয়া'নিনী ওয়ারযুকনী হুসনান নাযারি ফীমা ইউরযীকা আন্নী, আল্লাহুম্মা বাদীআস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি যাল জালালি ওয়াল ইকরামি ওয়াল ইযাতিল্লাতী লা তুরামু, আসআলুকা ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু বিজালালিকা ওয়া নূরি ওয়াজহিকা আন তালযিমা কালবী হিফযা কিতাবিকা কামা আল্লামতানী ওয়ারযুকনী আন আতলুওয়াহু আলান নাহবিল্লাযী ইউরযীকা আন্নী আল্লাহুম্মা বাদীআস সামাওয়াতে ওয়াল আরদি যালজালালি ইকরামি ওয়াল ইযযাতিল্লাতী লা তুরামু, আসআলুকা ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু বিজালালিকা ওয়া নূরি ওয়াজহিকা আন তুনাওয়েরা বিকিতাবিকা বাসারী ওয়া আন তুতলিকা বিহী লিসানী ওয়া আন তুফাররিজা বিহী আন কালবী ওয়া আন তাশরাহা বিহী সাদরী ওয়া আন তাগসিলা বিহী বাদানী, ফাইন্নাহু লা ইউয়ীনুনী আলাল হাক্কি গায়রুকা ওয়ালা ইউতীহি ইল্লা আনতা ওয়ালা হাওলা কুওওয়াতা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, যতোদিন তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবে ততোদিন পাপ হইতে দূরে থাকার এবং বেহুদা অকল্যাণকর কথা না বলার তওফীক দাও। তুমি যেভাবে সন্তুষ্ট হও আমাকে সেই রকমের দূরদৃষ্টি কর। হে আল্লাহ, তুমি আকাশ ও যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এমন মর্যাদার অধিকারী যে মর্যাদার উপনীত হওয়ার কথা কেহ চিন্তা করিতে পারেনা। হে আল্লাহ, পরম করুণাময় তোমার নিকট আমি তোমার নিকট তোমার সত্তার নূরের উছিলা দিয়া আবেদন করিতেছি তুমি তোমার কিতাবের বরকতে আমার চোখ আলোকিত করো এবং আমার যবান জারি করো। আমার মন হইতে দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দাও। উহার বরকতে আমার বক্ষ প্রসারিত করিয়া দাও। আমার দেহকে পরিচ্ছন্ন করিয়া দাও। কারণ তুমি ব্যতীত হক এর উপর অন্য কেহ আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেনা। একমাত্র তুমিই সাহায্য করিতে পারিবে। শক্তি ক্ষমতা মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে। তিন পাঁচ অথবা সাত জুমার রাত্রে এই নিয়মে দোয়া করিবে। আল্লাহর আদেশে দোয়া কবুল হইবে। সেই সত্তার কসম যিনি আমাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছেন, মোমেনের এই দোয়া কখনো বৃথা যায়না।

তওবা এবং তওবার নামায

কোহ যদি কোন ভুল করিয়া ফেলে অথবা পাপ করে এবং আল্লাহর নিকট তওবা করিতে চায় তবে যেন হাত তুলিয়া আল্লাহর নিকট এই দোয়া করে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا–

উচ্চরণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আতুবু ইলাইকা মিনহা লা আরজিউ ইলাইহা আবাদা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তওবা করিতেছি যে, ওইসব পাপ আর করিব না।

হাদীসে আছে, সেই সকল পাপে সে ব্যক্তি পুনরায় জড়িত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ নিষ্পাপ থাকে।

যে ব্যক্তি কোন পাপ করিয়া ফেলে তারপর উঠিয়া ভালোভাবে ওজু এবং গোসল করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া আল্লাহর নিকট পাপ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন।

এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসিয়া বলিল, হায় পাপ। রাসূল ﷺ লোকটির আক্ষেপ শুনিয়া বলিলেন, তুমি এভাবে বলিবে না; বরং এভাবে বলো, হে আল্লাহ, আমার পাপের চাইতে তোমার ক্ষমা অনেক বড়। আমার কাজের চাইতে তোমার রহমতের আশা অনেক বড়, সেই রহমত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। সেই ব্যক্তি এইভাবে দোয়া করিল। রাসূল ﷺ বলিলেন, পুনরায় বলো। লোকটি পুনরায় একই কথা বলিল। রাসূল ﷺ বলিলেন, পুনরায় বলো। লোকটি পুনরায় বলিল, তারপর রাসূল ﷺ বলিলেন, উঠিয়া দাঁড়াও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা রাত্রিকালে নিজের রহমতের হাত প্রসারিত করেন যেন দিনে বান্দা যেসব পাপ করিয়াছে সেসব পাপ হইতে তওবা করিতে পারে। একই ভাবে আল্লাহ দিনে নিজের রহমতের হাত প্রসারিত করেন যেন রাত্রে বান্দা যেসব পাপ করিয়াছে সেসব পাপ হইতে তওবা করিতে পারে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ এই নিয়ম বজায় রাখিবেন। অর্থাৎ কেয়ামত শুরু হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলিবে। এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে রাসূল ﷺ, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া ফেলে। রাসূল ﷺ বলিলেন, সেই ব্যক্তির নামে সেই পাপ লিখিয়া দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি বলিল তারপর সে ব্যক্তি সেই পাপ হইতে তওবা এস্তেগফার করে। রাসূল ﷺ বলিলেন, তাহাকে ক্ষমা করা হয় এবং তাহার তওবা কবুল করা হয়। সেই ব্যক্তি বলিল, সে পুনরায় পাপ করে। রাসূল ﷺ বলিলেন, তাহার নামে সেই পাপ লিখিয়া দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি বলিল, তারপর সে ব্যক্তি সেই পাপ হইতে তওবা এস্তেগফার করে। রাসূল ﷺ বলিলেন, তাহাকে ক্ষমা করা হয় এবং তাহার তওবা কবুল করা হয়। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিতে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লান্ত হন না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তওবা করিতে ক্লান্ত না হও।

বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হাঁটু ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ নামাযের ভঙ্গিতে বসিয়া এই দোয়া করিবে–

يَارَبِّ يَارَبِّ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا- اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا
اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا-

উচ্চারণ ঃ ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি, আল্লাহুম্মা আসকিনা, আল্লাহুম্মা আসকিনা, আল্লাহুম্মা আসকিনা, আল্লাহুম্মা আগিসনাম অল্লাহুম্মা আগিসনা, আল্লাহুম্মা আগিসনা।

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, হে আমাদের প্রতিপালক, হে আল্লাহ, আমাদের বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ, আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ, বৃষ্টি বর্ষণ করো, হে আল্লাহ, বৃষ্টি বর্ষণ করো, হে আল্লাহ, বৃষ্টি বর্ষণ করো।

আবেদনকারী ইমাম হইলে খুব সকালে মাঠের দিকে যাইবে এবং মিম্বরের উপর বসিয়া আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে, তাকবীর বলিবে। তারপর বলিবে, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য নিবেদিত যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি অতিশয় দয়ালু ও করুণাময়। যিনি বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত কেহ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। হে আল্লাহ, তুমিই আমার আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি পরাঙমুখ বেনিয়াজ। আমরা ফকীর মোহতাজ মুখাপেক্ষী। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। যতোটুকু বৃষ্টি দিবে সেই বৃষ্টি হইতে আমাদের রেযেক দাও। একটি মেয়াদ পর্যন্ত ফায়দা দাও।

তারপর এমনভাবে হাত তুলিবে যেন বগলের সাদা অংশ প্রকাশ পায়। তারপর মোকতাদীদের দিকে পিঠ ফিরাইয়া মাথা চাদরে আবৃত করিয়া দুই হাত উঠাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর মোকতাদীদের দিকে ফিরিয়া মিম্বর হইতে অবতরণ করিবে এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। তারপর এই বলিয়া মোনাজাত করিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ
الْفُقَرَآءُ- اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى
حِيْنٍ- اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ
اٰجِلٍ رَائِثٍ- اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ
الْمَيِّتَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا-اَللّٰهُمَّ ضَاحَتْ جِبَالُنَا
وَاغْبَرَّتْ اَرْضُنَا وَهَامَتْ دَوَابُّنَا مُعْطِى الْخَيْرَاتِ مِنْ اَمَاكِنِهَا وَمُنْزِلَ
الرَّحْمَةِ مِنْ مَعَادِنِهَا وَمُجْرِىَ الْبَرَكَاتِ عَلٰى اَهْلِهَا بِالْغَيْثِ الْمُغِيْثِ
اَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ فَنَسْتَغْفِرُكَ لِلْحَامَّاتِ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَنَتُوْبُ
اِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اَللّٰهُمَّ فَاَرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا وَاَوْصِلْ
بِالْغَيْثِ وَاكْفِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ حَيْثُ يَنْفَعُنَا وَيَعُوْدُ عَلَيْنَا غَيْثًا عَامًّا
طَبَاقًا غَبَقًا مُجَلِّلًا غَدَقًا خِصْبًا رَاتِعًا مُّمْرِعَ النَّبَاتِ-

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আররাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফআলু মা ইউরীদ্। আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল গানিউ ওয়া নাহ্লুল ফুকারাউ, আন্যিল আলাইনাল গাইসা, ওয়াজআল মা আন্যালতা আলাইনা কুওওয়াতাওঁ ওয়া বালাগান ইলা হীন। আল্লাহুম্মা আছকিনা গাইছাম মুগীছাম মারিয়ান মুরিয়ান নাফেয়ান গাইরা দাররিন আজেলান গাইরা আজেলিন রায়েছিন। আল্লাহুম্মা আসকে ইবাদাকা ওয়া বাহায়েমাকা ওয়ানশুর রাহমাতাকা ও আহইয়ে বালাদাকাল মাইয়্যেতা আল্লাহুম্মা আনযিল আলা আরদিনা যীনাতাহা ওয়া সাকানাহা। আল্লাহুম্মা যাহাত জিবালুনা ওয়াগবাররাত আরদুনা ওয়া হামাত দাওয়াববুনা মুতিয়াল খায়রাতি মিন আমাকিনেহা ওয়া মুনযিলার রাহমাতি মিম মাআদেনেহা ওয়া মুজরিয়াল বারাকাতি

আলা আহলিকা বিল গাইসিল মুগীসি আনতাল মুসতাগফেরুল গাফ্ফার, ফানাসতাগফিরুকা লিলহাম্মাতি মিন যুনুবিনা ওয়া নাতুবু ইলাইকা মিন আওয়াম্মি খাতাইয়ানা। আল্লাহুম্মা ফাআরসেলিস সামাআ আলাইনা মিদরারাওঁ ওঁয়া আওসিল বিলগায়সি ওয়াকফি মিন তাহতি আরশিকা হাইসু ইয়ানফাউনা ওয়া ইয়াউদু আলাইনা গায়সান আম্মান তোয়াবাকান গাবাকাম মোজাল্লেলান গামাকান হিসবান রাতিআম মুমরিআন নাবাতি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করো যে বৃষ্টি আমাদের জন্য সাহায্যকারী হয়, কল্যাণকর হয়, আমাদের জন্য ক্ষতিকর না হয়। যে বৃষ্টি তাড়াতাড়ি বর্ষিত হয়; যে বৃষ্টি দেরীতে বর্ষিত না হয়। হে আল্লাহ, তুমি তোমার বান্দাদের এবং জীবজন্তুদের পানি দাও এবং তোমার ব্যাপক রহমত চারিদিকে প্রসারিত করো, বিশুষ্ক শহরকে সতেজ করিয়া দাও। হে আল্লাহ, আমাদের যমীনকে সৌন্দর্য, কল্যাণ এবং প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ করো। হে আল্লাহ, আমাদের পাহাড় শুকাইয়া গিয়াছে, আমাদের মাটি ধূলিধূসরিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের জীবজানোয়ার পিপাসায় ছটফট করিতেছে। হে কল্যাণ রহমতের ভান্ডার হইতে রহমতদানকারী, হে আবেদনকারীদের জন্য বরকতদানকারী, তুমিই এমন সত্তা যাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। তুমিই ক্ষমাশীল। আমরা তোমার নিকট আমাদের বিশেষ পাপের ক্ষমা চাই এবং সাধারণ পাপসমূহের ব্যাপারে তওবা করিতেছি। হে আল্লাহ, আমাদের উপর আকাশ হইতে অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ করো, আরশের নীচে হইতে, এমন বৃষ্টি বর্ষণ করো যে বৃষ্টি প্রাচুর্যমন্ডিত হয় আমাদের উপর সাধন করে। যে বৃষ্টি আমাদের উপর ফিরিয়া আসে সাধারণভাবে, মাটিকে সজীব সতেজ করিয়া দেয়। যে বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় হয়। যে বৃষ্টি প্রচুর ঘাস জন্ম দেয়। তুমি আমাদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করো। যে বৃষ্টি আমাদের কল্যাণ নিশ্চিত করিবে, যে বৃষ্টি কল্যাণকর হইবে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। হে আল্লাহ,তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি বেনিয়াজ অমুখাপেক্ষী। আমরা ফকীর মোহতাজ। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। যতোটা বৃষ্টি বর্ষণ করিবে সেই বৃষ্টি হইতে আমাদের জীবিকা দাও এবং এই বৃষ্টির মেয়াদ পর্যন্ত ফায়দা পৌঁছাও। তারপর এই দোয়া পড়িবে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টির পানি পান করাও। সেই পানি যেন আমাদের তৃপ্ত করে। পরিণামের দিক হইতে সেই বৃষ্টি যেন কল্যাণকর হয়, যেন ক্ষতিকর না হয়। তাড়াতাড়ি বর্ষণ করো, দেরী যেন না হয়। হে আল্লাহ, তোমার

বান্দা জীবজন্তুদের পানি পান করাও এবং তোমার প্রশস্ত করুণা চারিদিকে প্রসারিত করো। বিশুষ্ক জনপদকে তুমি সতেজ করো, সতেজতা এবং সজীবতায় প্রাণবন্ত করো। হে আল্লাহ, আমাদের পানি পান করাও। হে আল্লাহ, আমাদের পানি পান করাও। হে আল্লাহ, আমাদের পানি পান করাও।

বৃষ্টির ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

আকাশে মেঘ দেখিতে পাইলে এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا يَاسَيِّبًا نَّافِعًا–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন শাররি মা উরসিলা বিহী আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান্ নাফিআন। ইয়া সাইয়্যেবান নাফিআন।

অর্থাৎ হে আল্লাহ এই মেঘ যে ক্ষতি বহন করিয়া আনিয়াছে, আমি সেই ক্ষতি হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি। হে আল্লাহ, এই মেঘকে যথেষ্ট বর্ষণকারী এবং কল্যাণকারী করিয়া দাও।

যদি মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, বৃষ্টি বর্ষিত না হয় তবে আল্লাহর শোকর আদায় করিবে। বৃষ্টি হইতে শুরু করিলে বলিবে, হে আল্লাহ, আমাদের সন্তুষ্ট হওয়ার মতো বৃষ্টি বর্ষণ করো। হে আল্লাহ, যথেষ্ট বর্ষণকারী কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করো। তিন বার এই দোয়া পাঠ করিবে। বৃষ্টি অধিক বর্ষিত হইতে শুরু করিলে এবং সেই বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলে বলিবে, হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি দাও, আমাদের দিও না। হে আল্লাহ, পাহাড় পর্বতে, দূর্গে খালে বিলে, বৃক্ষ উৎপাদনের জায়গায় বৃষ্টি দাও।

মেঘের গর্জন এবং প্রবল ঝড়তুফানের সময়ের দোয়া

প্রবল ঝড় তুফান মেঘের গর্জন শুরু হইলে এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগাযাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআযাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, এই ঝড়ের কল্যাণ ও বরকত এবং ইহার মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও বরকতের জন্য তোমার নিকট আবেদন করিতেছি। এই ঝড় যেই কল্যাণ ও বরকত বহন করিয়া আনিয়াছে আমি তাহা পাওয়ার আবেদন করিতেছি। এই ঝড়ের ক্ষতি হইতে এবং এই ঝড় যে ক্ষতি বহন করিয়া আনিয়াছে তাহা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তারপর এই দোয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শারহি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ, ইহার ভিতর যেই কল্যাণ রহিয়াছে এবং যেই কল্যাণের সহিত এই বাতাস পাঠানো হইয়াছে তাহা চাহিতেছি। আর এই বাতাসের অনিষ্টের সহিত এই বাতাস পাঠানো হইয়াছে তাহা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

ঝড়ের সহিত যদি অন্ধকার থাকে তবে সূরা ফালাক ও নাছ পাঠ করিবে এবং এই দোয়া করিবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَافِيْهَا وَخَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْــــهَا وَشَرِّمَا اَمُرَتْ بِهٖ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ- وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খায়রি হাযিহির রীহি ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উমিরাত বিহী ওয়া নাউযু বিকা মিন শাররি হাসিদির রীহি ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উমিরাত বিহী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খায়রি মা উমিরাত বিহী ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা উমিরাত বিহী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমরা তোমার নিকট এই ঝড়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকা কল্যাণ কামনা করিতেছি। এই বাতাসকে যেসব কল্যাণকর আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা কামনা করিতেছি। এই বাতাসের মধ্যে যে ক্ষতি বিদ্যমান রহিয়াছে আমরা তাহা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। এই বাতাসকে যেসব ক্ষতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি। অথবা এই দোয়া করিবে-

হে আল্লাহ, ইহার মধ্যে যেসব কল্যাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে আমি তোমার নিকট তাহা কামনা করিতেছি। ইহার মধ্যে যেসব ক্ষতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, তুমি ইহাকে বর্ষণকারী করো, অলাভজনক বা শূন্যগর্ভ করিও না।

মোরগ গাধা ও কুকুরের শব্দ শোনার পর যে দোয়া করিবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার দয়া ও রহমত কামনা করিতেছি।

অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

নতুন চাঁদ দেখিয়া যে দোয়া পড়িবে

আকাশে নতুন চাঁদ দেখিয়া আল্লাহু আকবর বলিবে এবং এই দোয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ- هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ- اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا خَيْرَهٗ وَنَصْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَفَتْحَهٗ وَنُوْرَهٗ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলইউমনি ওয়াল্ ঈমানে ওয়াস্ সালামাতে ওয়াল্ ইসলামে ওয়াত্তাওফীকে লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা রাব্বী ওয়া

রাব্বুকাল্লাহু। হেলালু খায়রিওঁ ওয়া রুশদিন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খায়রি হাযাশ শাহরি ওয়া খায়রিল কাদরি ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহী। আল্লাহুম্মারযুকনা খায়রাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া ফাতহাহু ওয়া নূরাহু ওয়া নাঊযু বিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি এই চাঁদকে আমাদের উপর কল্যাণ ও বরকতের সহিত ঈমান ও শান্তির সহিত এবং যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকো তাহার তওফীকের সহিত এবং যে কাজ তুমি পছন্দ করো তাহার সহিত উদিত করো। হে চাঁদ তোমার ও আমার প্রতিপালক আল্লাহ।

এই চাঁদ কল্যাণ ও মঙ্গলের। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এই মাসের কল্যাণ ও বরকত এবং তকদীরের মঙ্গল কামনা করিতেছি। ইহার অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তিন বার এই দোয়া করিবে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই মাসের কল্যাণ, রহমত, সফলতা ও সাহায্য এবং উহার নূর দাও। এই মাসের এবং পরবর্তী মাসের ক্ষতি হইতে আমরা তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

চাঁদের প্রতি তাকাইলে এই দোয়া করিবে–

اَعُـوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ-

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি মিন শাররি হাযাল গাসেকে।

অর্থাৎ আমি এই অস্তগামীর ক্ষতি ও অকল্যাণ হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

শবে কদর পাইলে সে সময়ের দোয়া

সৌভাগ্যক্রমে যদি কাহারো শবে কদর পাওয়ার সুযোগ ঘটে তবে এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

ফায়দা ঃ রমযান মাসে একটি রাত্রি রহিয়াছে, সেই রাত্রি হাজার মাসের চাইতে উত্তম। সেই রাত্রিকে শবে কদর বলা হয়। যে ব্যক্তি সেই রাত্রের

এবাদত হইতে বঞ্চিত হয় সে অনেক বড় নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হয়। এই রাত্রির চিহ্নিতকরণে রাসূল ﷺ সুনির্দিষ্টভাবে কোন কথা বলেননি। তিনি শুধু বলিয়াছেন, রমযানের শেষ দশ দিনের যে কোন বিজোড় রাত্রে শবে কদর রহিয়াছে।

বোখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, এই রাত্র রমজানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম তারিখে হইয়া থাকে। এই রাত্রি চেনার উত্তম উপায় হইতেছে, রাত্রে শেষে সকালে সূর্যের আলোতে তেজ থাকে না। এই রাত্রে হযরত জিরাঈল (আঃ) আকাশ হইতে অবতরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে একদল ফেরেশতাও থাকেন। তাহারা এবাদতকারী মুসলমানদের জন্য মাগফেরাত্রের দোয়া করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া কবুল করিয়া থাকেন। এই রাত্রে এবাদতের কারণে মুসলমানদের পূর্ববর্তী সকল পাপ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দেন।

আয়না দেখার পর যে দোয়া করিবে

আয়নায় নিজের চেহারা দেখার পর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰـــهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ- اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ وَحَرِّمْ وَجْهِىْ عَلَى النَّارِ- اَلْحَمْـــدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ وَزَانَ مِنِّىْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِىْ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ فَعَدَّلَهٗ وَصَوَّرَ صُوْرَةَ وَجْهِىْ فَاَحْسَنَهَا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা হাস্‌সানতা খালকী ফাহাস্‌সিন খুলুকী।

আল্লাহুম্মা কামা হাস্‌সানতা খালকী ফাআহসেন খুলুকী ওয়া হাররেম ওয়াজহী আলান্ নারি।

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাওওয়া খালকী ওয়া আহসানা সূরাতী ওয়া যানা মিন্নী মা শানা মিন গায়রী।

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাওওয়া খালকী ফাআদ্দালাহু ওয়া সাওওয়ারা সূরাতা ওয়াজহী ফাআহসানাহা ওয়া জাআলানী মিনাল মুসলিমীন।

অর্থাৎ আয়নায় যখন নিজের চেহারা দেখিবে তখন বলিবে, হে আল্লাহ তুমি আমার চেহারা সুন্দর করিয়া তৈরী করিয়াছ, তুমি আমার চরিত্রও সুন্দর করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, তুমি যেমন আমার চেহারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং সুন্দর করিয়াছ, তেমনি আমার চরিত্রও সুন্দর করো এবং আমার জন্য দোযখকে হারাম করো।

সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিপাটি করিয়াছেন, আমার চেহারা গঠন সুবিন্যস্তভাবে গঠন করিয়াছেন এবং আমাকে তাহার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কাহাকেও সালাম করিলে বলিবে– আসসালামু আলায়কুম, তোমার উপর আল্লাহর দেয়া শান্তি বর্ষিত হউক। অথবা আসসালামু আলাইকা– তুমি ভালো থাকো, শান্তিতে থাকো। অ-রাহমাতুল্লাহ– তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত হউক, অবারাকাতুহু, অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহর বরকত নাযিল হউক।

যখন সালামের জবাব দিবে তখন বলিবে, অ-আলাইকুমু সসালামু অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু, অর্থাৎ তোমার উপর আল্লাহর দেয়া রহমত বর্ষিত হউক তোমার উপর আল্লাহর দেওয়া বরকত নাযিল হউক।

ইহুদী, হিন্দু, খৃষ্টানরা যদি সালাম দেয় তাহাদের সালামের জবাবে বলিবে, আলাইকা বা অ-আলাইকা। অর্থাৎ তোমার প্রতিও হউক।

কেহ সালাম পৌছাইলে উহার জবাবে বলিবে, অ-আলাইহিমুস সালামু আ-রাহমাতুল্লাহে আ-বারাকাতুহু। অর্থাৎ সে শান্তিতে থাকুক, তাহার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হউক। অথবা বলিবে, অ-আলাইকা বা অ-আলাইহিমুস সালাম। অর্থাৎ সেও শান্তিতে থাকুক।

ফায়দা ঃ আসসালামু আলাইকুম অর্থ আল্লাহ তোমাকে সকল বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করুন, নিরাপদ রাখুন।

হাঁচি দেওয়ার সময়ের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى-

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহ (বা) আল্‌হামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হালিন। আলহামদু লিল্লাহি হামদান্‌ কাছীরান তাইয়্যিবাম মুবারাকান ফীহি মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদা।

অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার জন্যই প্রশংসা।

আল্লাহ তায়ালার জন্য অনেক অনেক প্রশংসা। যে প্রশংসায় বরকত হইবে সে রকম পবিত্র প্রশংসা। আর যাহার মধ্যে মাধুর্য থাকিবে এরকম প্রশংসা। যেরকম প্রশংসা আমার প্রতিপালক পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন। অথবা বলিবে–

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

অন্য কেহ যদি হাঁচি দেয় এবং হাঁচি দিয়া বলে আলহামদু লিল্লাহ, তবে যে শুনিবে সে বলিবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর দয়া করুন। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করিয়া দিন।

আল্লাহ আমাকে এবং তোমাকে ক্ষমা করুন অথবা আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করিয়া দিন।

আল্লাহ আমাদের উপর এবং তোমাদের উপর দয়া করুন এবং আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করিয়া দিন।

যদি হাঁচি দেওয়া ব্যক্তি মুসলমান না হয় তবে তাহার হাঁচি দেওয়ার উত্তরে বলিবে–

আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করুন।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার সময় প্রতিবার বলিবে, আলহামদু লিল্লাহে আলা কুল্লে হাল, অর্থাৎ সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য– সে যতোদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততোদিন তাহার দাঁতের মাড়িতে, দাঁতে এবং কানে কখনো অসুবিধা হইবে না।

কানে ঝনঝন শব্দ হওয়ার পরের দোয়া

কানে ঝন ঝন শব্দ হইলে রাসূল ﷺ-কে স্মরণ করিবে এবং তাঁহার উপর দরুদ পাঠাইবে। তারপর বলিবে–

ذَكَرَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مَّنْ ذَكَرَنِىْ-

উচ্চারণ ঃ যাকারাল্লাহু বিখায়রিম্‌ মান্‌ যাকারানী।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করুন যে ব্যক্তি আমার স্মরণ করিয়াছে।

কোন রকম সুসংবাদ শুনিতে পাইলে আলহামদু লিল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবর বলিবে। অথবা আল্লাহর প্রতি শোকরের সেজদা করিবে।

নিজের বক্তিগত জীবনে, ধনসম্পদে অথবা অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে বা ধন সম্পদে পছন্দনীয় কোন জিনিস দেখিলে বরকতের জন্য দোয়া করিবে। অর্থাৎ বলিবে, আল্লাহুম্মা বারেক ফীহে– হে আল্লাহ উহার মধ্যে বরকত দাও।

ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার

যদি কেহ নিজের ধন দৌলত অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করার দরূদ ইচ্ছা করে তবে এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন্ আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া আলাল মু'মিনীনা ওয়াল মোমেনাতে ওয়াল্ মুসলিমীনা ওয়াল্ মুসলিমাত।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, শান্তি ও রহমত বর্ষণ করো তোমার বান্দা ও রাসূল মোহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, সকল ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি, সকল মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি।

কোন মুসলমানকে হাসিতে দেখিলে এই দোয়া পড়িবে

কোন মুসলমানকে হাসিতে দেখিলে তাহার জন্য এই দোয়া করিবে–

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ–

উচ্চারণ ঃ আদহাকাল্লাহু সিন্নাক।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হাসি খুশীর মধ্যে আনন্দের মধ্যে রাখুন।

কাহারো সহিত ভালবাসা স্থাপনের দোয়া

কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত যদি ভালোবাসা স্থাপিত হয় তবে বলিবে–

اِنِّىْ اُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ–

উচ্চারণ ঃ ইন্নী উহিব্বুকা ফিল্লাহ।

অর্থাৎ আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসি।

যাহাকে ভালবাসিবে সেই ব্যক্তি জবাব বলিবে–

اَحَبَّكَ الَّذِىْ اَحْبَبْتَنِىْ لَهٗ–

উচ্চারণ ঃ আহাব্বাকাল্লাযী আহবাবতানী লাহু।

অর্থাৎ সেই আল্লাহ তোমাকে ভালবাসুন তুমি আমাকে যাহার জন্য ভালবাসিতেছ।

কেহ যদি মাগফেরাত্রের দোয়া করে তাহার জবাবে দোয়া

কেহ যদি বলে, আল্লাহ তোমাকে মাগফেরাত করুন, ইহার জবাবে বলিবে, আল্লাহ তোমাকেও মাগফেরাত করুন।

পারস্পরিক কুশল বিনিময়

কেহ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ? জবাবে বলিবে– আলাহামদু লিল্লাহে ইলাইকা।

অর্থাৎ তোমার সামনে আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি।

কেহ যদি ডাকে তবে কিভাবে সাড়া দিবে

কেহ যদি ডাকে তবে জবাবে বলিবে, লাব্বাইকা, অর্থাৎ আমি উপস্থিত।

যে ব্যক্তি উপকার করে তাহার জন্য দোয়া

কেহ যদি তোমার কোন উপকার করে তবে বলিবে, আল্লাহ তোমাকে এই উপকারের বিনিময় প্রদান করুন। এরকম বলিলে উপকারীর উপকারের হক পরিশোধ করা হইয়া থাকে।

অনুগ্রহণকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা

কোন মুসলমান ভাই যদি নিজের অর্থ-সম্পদ পরিবার পরিজন দিয়া কাহাকেও সাহায্য করে তবে জবাবে বলিবে–

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু ফি আহলিকা অ-মালিকা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার পরিবার পরিজন এবং অর্থসম্পদে বরকত দান করুন।

ফায়দা ঃ এই হাদীসে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মদীনায় হিজরতের পর রাসূল ﷺ হযরত

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর সহিত হযরত সা'দ ইবনে রবীর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দেন। সা'দ ছিলেন অর্থ সম্পদে সবচেয়ে বিত্তবান। সা'দ আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বলিলেন, আমার সমুদয় অর্থ-সম্পদের অর্ধেক তোমাকে দিলাম। আমার দুই জন স্ত্রী রহিয়াছে তুমি তাহাদের দেখো। যাহাকে তোমার পছন্দ হয় বলো, আমি তাহাকে তালাক দিব। ইদ্দত পালনের পর তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। তিনি হযরত সা'দকে দোয়া করিলেন, বারাকাল্লাহু ফি আহলিকা অ-মালিকা। তার পর বলিলেন, আমাকে শুধু বাজারের পথ দেখাইয়া দাও।

কেহ ঋণ পরিশোধকরিলে দোয়া

কাহাকেও ঋণ দেওয়ার পর সে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিলে তাহাকে এই বলিয়া দোয়া করিবে–

اَوْفَيْتَنِى اَوْفَى اللّٰهُ بِكَ–

উচ্চারণ ঃ আওফাইতানী আওফাল্লাহু বেকা।

অর্থাৎ তুমি আমার ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করিয়াছ, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার প্রতিদান দিন, অথবা আল্লাহ তোমার সহিত তাঁহার ওয়াদা পূরণ করুন। উভয় রকমের অর্থই হইতে পারে।

পছন্দনীয় জিনিস বা কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখার পর দোয়া

কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখার পর বলিবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ–

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস্ সা-লিহাত।

অর্থাৎ আল্লাহর শোকর, যাহার বরকতে সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মন খারাপ হওয়ার মত কিছু দেখিলে বলিবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ–

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।

অর্থাৎ সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার।

আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পর যেভাবে শোকর করিবে

আল্লাহ কোন বান্দাকে বিশেষ কোন নেয়ামত দান করিলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আলহামদু লিল্লাহ বলিবে। ইহাতে নেয়ামতের শোকর আদায় হইয়া যায়। দ্বিতীয় বার আলহামদু লিল্লাহ বলিলে আল্লাহর শোকর আদায়ের দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। তৃতীয় বার আলহামদু লিল্লাহ বলিলে আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

আল্লাহ কাহাকেও কোন নেয়ামত দেওয়ার পর সে যদি আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন বলে তবে যে নেয়ামত তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার চাইতে উত্তম নেয়ামতের সওয়াব দেওয়া হয়।

ঋণ পরিশোধের তওফীক পাওয়ার দোয়া

কেহ ঋণ করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আ'ন হারামিকা ওয়াগনিনী বিফাযলিকা আ'ম্মান সিওয়াক।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হালাল জীবিকা দান করিয়া হারাম হইতে রক্ষা করো এবং তোমার অনুগ্রহের মাধ্যমে তুমি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট আমাকে মুখাপেক্ষী করিও না।

হে আল্লাহ, হে দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্নতা দূরকারী হে অসহায় লোকদের দোয়া শ্রবণকারী, হে দুনিয়া ও আখেরাতের মহান অনুগ্রহকারী এবং দয়ালু, তুমিই আমার প্রতি দয়া করিয়াছ। কাজেই তুমি তোমার বিশেষ দয়া দ্বারা আমাকে দয়া করো, যে দয়া আমাকে তুমি ব্যতীত অন্য কাহারো মুখাপেক্ষী রাখিবে না।

ঋণ পরিশোধের সামর্থ পাওয়ার জ্যন্যে এই দোয়াও পাঠ করা যায়–

হে আল্লাহ, হে বিশ্বজগতের মালিক, তুমি যাহাকে ইচ্ছা করো রাজত্ব দান করো, যাহাকে ইচ্ছা করো রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করো। তুমি যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দাও, যাহাকে ইচ্ছা সম্মান হইতে বঞ্চিত করো। সকল প্রকার কল্যাণ তোমার হাতেই রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে তুমি সকল কিছুর উপর শক্তিমান, দুনিয়া ও আখেরাতের করুণাময় তুমি যাহাকে ইচ্ছা করো দুনিয়া আখেরাতে সম্মান দাও, যাহাকে ইচ্ছা দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত করো, তুমি আমাকে এমন দয়া করো যে দয়া আমাকে অন্যদের দয়ার মুখাপেক্ষী করিবে না।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত দোয়াসমূহ সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত পাঠ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ হযরত মা'য়াজ ইবনে জাবালকে বলিয়াছেন, যদি তোমার উপর পাহাড় সমান ঋণও থাকে এবং তুমি আল্লাহর নিকট এই দোয়া পাঠ করো তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

কোন কাজ করিতে অসমর্থ হইলে সামর্থ পাওয়ার দোয়া

কেহ যদি কোন কাজে অসমর্থ হয় তবে সামর্থ পাওয়ার জন্য বা অধিক শক্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য রাত্রে ঘুমাইবার সময় ৩৩ বার ছোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর বলিবে। অথবা প্রত্যেক ফরয নামায আদায়ের পর দশ বার করিয়া উক্ত কালেমা সমূহ পাঠ করিবে। তবে রাত্রে ঘুমাইবার সময় উপরোক্ত নিয়মেই পাঠ করিতে হইবে।

শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করার দোয়া

যে ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণার মধ্যে পড়িবে সে কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য পড়িবে–

اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ فِتْنَتِهٖ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদু লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তোআনির রাজীমি ওয়া মিন ফিতনাতিহী।

অর্থাৎ আমি অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

আমি আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।

আল্লাহ এক, আল্লাহ বেনিয়াজ, কেহ তাহার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে নাই, তিনিও কাহারো দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কেহ তাঁহার সমতুল্য নাই। এই দোয়া পড়িয়া বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করিবে। তারপর আউজু বিল্লাহে মিনাশ শাইতোনির রাজীম পাঠ করিবে।

নাসাঈ শরীফের অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, আউজু বিল্লাহে মিনাশ শাইতোয়ানির রাজীমে মিন ফেতনাতিহি বলিতে হইবে। অর্থাৎ আমি অভিশপ্ত

শয়তান এবং তাহার ফেতনা হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যদি ওজু বা নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রণা দেখা দেয় তবে আউজু বিল্লাহে মিনাশ শাইতোয়ানির রাজীম তিন বার পাঠ করিয়া নিজের বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করিবে।

ক্রোধ নিরাময়ের দোয়া

কোন ব্যক্তির কোন কথায় বা কাজে যদি কাহারো ভয়ানক ক্রোধের উপক্রম হয় তবে পড়িবে– আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়ানির রাজীম।

ফায়দাঃ- যে ব্যক্তির মুখের ভাষা কর্কশ বা অশালীন হয় তবে সে যেন নিয়মিত এস্তেগফার করিতে থাকে। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট আমার মুখের কর্কশ ভাষার ব্যাপারে প্রতিকার চাহিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি কি এস্তেগফার কর না? আমি তো প্রতিদিন একশ বার এস্তেগফার করিয়া থাকি।

মজলিসের আদব

কেহ যদি কোন মজলিসে পৌঁছে তবে সালাম করিবে, তারপর বসিতে চাহিলে বসিবে। তারপর মজলিস হইতে বিদায় নেওয়ার সময় মজলিসের লোকদের সালাম করিবে।

মজলিসের কাফফারা

কোন মজলিস হইতে চলিয়া আসার সময় বলিবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ- عَمِلْتُ سُوْءً وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

আমিলতু সূআন ওয়া যোয়ালামতু নাফসী ফাগফির লী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র, আমরা তোমারই প্রশংসা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি আর তোমার দিকেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

আবু দাউদ এবং ইবনে হেব্বান এই দোয়া তিন বার পাঠ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি মন্দ কাজ করিয়াছি, আমি নিজের উপর জুলুম করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারিবে না।

কোন মজলিসে বসিয়া যদি আল্লাহর জেকের না করা হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরুদ প্রেরণ না করা হয়, তবে সেই মজলিস অংশগ্রহণকারীদের জন্য কেয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হইবে। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শাস্তি দিবেন ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ফায়দা ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, যে মজলিসে নানা রকম আজেবাজে কথা হয় সেই মজলিসে অংশগ্রহণকারী মজলিস হইতে উঠার আগে যেন এই দোয়া পাঠ করে। ইহাতে সেই মজলিসে যেসব কথা হইয়াছে সেসব কথার পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

বাজারে যাওয়া আসার দোয়া

হাটে বাজারে গেলে এই দোয়া পড়িবে—

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খায়র, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার এবং তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব। তিনি এমন যে, তাঁহার কখনো মৃত্যু হইবে না। সকল প্রকার কল্যাণ মঙ্গল তাঁহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এই দোয়া পাঠ করা হইলে সেই ব্যক্তির আমলনামায় ১০ লাখ নেকী লেখা হয় এবং ১০ লাখ পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, ১০ লাখ দরোজা বুলন্দ করা হয়। বেহেশতে তাহার জন্য একখানি ঘর তৈয়ার করা হয়।

ঘর হইতে বাজারে পৌছিলে অথবা বাজারে যাওয়ার জন্য বাহির হইলে এই দোয়া করিবে—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا فَاجِرَةً اَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً-

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রা হাযিহিস সূকে ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আন্ উসীবী ফীহা ইয়ামীনান ফাজিরাতান আও সাফকাতান খাসিরাতান।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। হে আল্লাহ, এই বাজারে যতো জিনিস রহিয়াছে সেইসব জিনিসের কল্যাণ তোমার নিকট কামনা করিতেছি। এই বাজারে যতো জিনিস রহিয়াছে সেইসব জিনিসের অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ, এই বাজারে কসম এবং বেচাকেনার ক্ষতি হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে ব্যবসায়ীগণ, তোমরা কি বাজার হইতে ফেরার সময় কোরআনের ১০টি আয়াত পাঠ করিতে পারো না? এইরূপ করিলে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে একটি নেকী লিখিয়া দিবেন।

মৌসুমের প্রথম ফল দেখার সময়ের দোয়া

মৌসুমের প্রথম ফল দেখার পর এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী সামারিনা ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া বারিক লানা ফী সায়িনা ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দান কর, আমাদের শহরের মধ্যে বরকত দান কর, আমাদের বড় পরিমাপক পাত্রের মধ্যে বরকত দান কর, আমাদের ছোট পরিমাপক পাত্রের মধ্যে বরকত দান কর।

কাহারো নিকট মৌসুমী নূতন ফল আনা হইলে সেই ফল ছোট শিশুকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিবে।

কাহাকেও বিপদগ্রস্ত দেখার সময়ের দোয়া

কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিলে এই দোয়া করিবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا-

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আ'ফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদ্দালানী আ'লা কাসীরিম মিম্মান খালাকা তাফযীলা।

অর্থাৎ সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এই বিপদ এবং এই কষ্ট হইতে মুক্তি দিয়াছেন সেই বিপদ দ্বারা তিনি তোমাকে কষ্টে ফেলিয়াছেন। (সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি) আমাকে তাঁহার অনেক মাখলুকের উপর মর্যাদা দিয়াছেন।

ফায়দা ঃ এই দোয়া করিলে যতোদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততোদিন বিপদে কষ্টে পতিত হইবে না।

কোন জিনিস হারাইয়া গেলে ফিরিয়া পাওয়ার দোয়া

কাহারো কোন কিছু হারাইয়া গেলে বা কেহ পালাইয়া গেলে এই দোয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ وَهَادِيَ الضَّلَالَةِ اَنْتَ تَهْدِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ اُرْدُدْ عَلَىَّ ضَالَّتِيْ بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাদ্দাদ্ দাল্লাতী ওয়া হাদিয়াদ্ দালালাতি আন্তা তাহদী মিনাদ্ দালালাতি। উরদুদ আলাইয়্যা দাল্লাতী বিকুদরাতিকা ওয়া সুলতানিকা ফাইন্নাহু মিন আতায়িকা ওয়া ফাদলিকা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমিই হারাইয়া যাওয়া জিনিস মিলাইয়া দিতে পারো। তুমি বিপথগামীকে সঠিক পথে আনিতে পারো। তুমিই পথভ্রষ্টকে সঠিক পথ দেখাও। তুমি নিজের শক্তি ক্ষমতা দ্বারা আমার হারানো জিনিস ফিরাইয়া দাও। কারণ সেই জিনিস আমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের কারণেই পাইয়াছি।

কোন জিনিসের উপর ভালো মন্দ আরোপ করার কাফফারা

কোন জিনিসের উপর ভালোমন্দ ধারণা আরোপ করিবেনা। যদি কেহ করে তবে কাফফারা স্বরূপ এই দোয়া করিবে-

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা ওয়ালা তাইরা ইল্লা তাইরুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার দেওয়া কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন কল্যাণ নাই। তোমার দেওয়া ভালো মন্দ ব্যতীত অন্য কোন ভালো মন্দ নাই। তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই।

কোন জিনিসের উপর ভালোমন্দ আরোপ করার ফলে যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখা যায় তবে এই দোয়া করিবে-

اَللّٰهُمَّ لَايَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা ইয়া'তী বিল হাসানাতি ইল্লা আন্তা ওয়ালা ইয়ায্‌হাবু বিস্‌সাইয়্যিআতি ইল্লা আন্তা ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কেহ কল্যাণ দিতে পারেনা। তুমি ব্যতীত কেহ অকল্যাণ দূর করিতে পারে না। শক্তি ক্ষমতা তোমার সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে।

খারাপ নজর লাগিলে দোয়া

কাহারো উপর খারাপ নজর লাগিলে নিম্নের দোয়া পাঠ করিয়া তাহার উপর ফুঁ দিবে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِذْهَبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মায্‌হাব হার্‌রাহা ওয়া বারদাহা ওয়া ওয়াসাবাহা।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। হে আল্লাহ, তুমি ইহার উত্তাপ ও শীতলতা, ইহার কষ্ট মসিবত দূর করিয়া দাও।

এই দোয়া করার পর বলিবে, কুম বেএজনিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নামে উঠিয়া দাঁড়াও।

কোন জীবজন্তুর উপর খারাপ নজর লাগিলে এ দোয়া–

কোন জীবজন্তুর উপর যদি খারাপ নজর লাগিয়া যায় তবে সেই জন্তুর নাকের ডান দিকের ছিদ্রে তিন বার এই দোয়া পড়িয়া ফুঁদিবে–

لَابَأْسَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ- اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَايَكْشِفُ الضُّرَّ اِلَّا اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ লা বা'সা আযহিবিল বাসা রাব্বান্ নাসি, ইশফি আনতাশ শাফী লা ইয়াকশিফুদ্ দুররা ইল্লা আন্তা।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নাই হে মানুষের প্রতিপালক, রোগ দূর করিয়া দাও, সুস্থতা দাও, তুমিই শেফাদানকারী। তুমিই দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিতে পারো।

জ্বিন ভুতের আছর দূর করার দোয়া

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-এর মজলিসে একদিন বসিয়া ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন আসিয়া বলিল, হে রাসূল ﷺ, আমার সন্তান অসুস্থ। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? বেদুঈন বলিল, জ্বিন ভুতের আছর লাগিয়াছে। রাসূল ﷺ সেই বালককে আনাইয়া সামনে বসাইলেন। তারপর কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া ফুঁ দিলেন। ইহাতে বালক এভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল যেন তাহার কোন অসুস্থতাই ছিল না।

যদি কাহারো উপর জ্বিন বা ভুত প্রেতের আছর হয় তবে তাহাকে সামনে বসাইয়া নিম্নোক্ত ১১টি আয়াত এবং তিনটি সূরা পড়িয়া দম করিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ- اٰمِيْنَ-

اَلٓمٓ- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ- اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর্‌রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন, ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোআল্লীন, আমীন।

আলিফ, লাম, মীম। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, হুদাল্ লিলমুত্তাকীন। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিলগাইবি ওয়া ইউকীমুনাস্ সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউনফিকুন। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন কাবলিকা ওয়া বিলআখেরাতি হুম ইউকেনুন। উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলেহুন।

ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুওঁ ওয়াহিদ, লা ইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম।

অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমরই এবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। তাহাদের পথ যাহাদের তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ। যাহারা ক্রোধে নিপতিত নহে, পথভ্রষ্টও নহে। (সূরা ফাতেহা)

আলিফ লাম মীম। ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ। যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদেরকে যেই জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রহিয়াছে, এবং তাহারাই সফলকাম। (সূরা বাকারা)

তিনিই তোমাদের প্রতিপালক তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। (সূরা বাকারা)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ- لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ- لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইয্নিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়্যিম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ব বিধাতা। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সামনে ও পিছনে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাহাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা)

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ- فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ-كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ- لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ- لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ- رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَاحَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا- رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَابِهٖ وَاعْفُ عَنَّا- وَاغْفِرْلَنَا- وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, ওয়া ইন্ তুবদু মা ফী আনফুসিকুম আও তুখফুহু ইউহাসিব্কুম বিহিল্লাহ, ফাইয়াগফিরু লিমাইঁ ইয়াশাউ ওয়া ইউআযযিবু মাইঁ ইয়াশাউ ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল্ মুমিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহী, ওয়া কালু সামিনা ওয়া আতা'না গোফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক্তাবাসাবাত, রাব্বানা লা তুওয়াখিয্না ইন্ নাসীনা আও আখতানা। রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বাকাতা লানা বিহী, ওয়া'ফু আন্না, ওয়াগফির লানা, ওয়ারহাম্না আনতা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থাৎ আকাশ ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহর। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। রাসূল ﷺ মের প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সে ঈমান আনিয়াছে এবং মোমেনগণও। তাহাদের সকলে, ঈমান আনিয়াছে তাহার ফেরেশতাগণে তাহার কিতাবসমূহে এবং তাহার রাসূলগণে। তাহারা বলে, আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তাহারা বলে, আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট আল্লাহ কাহারো উপর এমন

কোন কষ্ট বা দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভালো যাহা উপার্জন করে তাহা তাহারাই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহাও তাহারই। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা ভুল করি অথবা বিস্মৃত হই তবে তুমি আমাদের অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর। (সূরা বাকারা)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ- وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, ওয়াল্ মালাইকাতু ওয়া উলুল ইলমি কায়িমাম বিলকিস্তি, লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আযীযুল হাকীম।

অর্থাৎ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও। আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদা ফী সিত্তাতি আইয়ামিন সুম্মাসতাওয়া আলাল আরশি ইউগশিল্ লাইলান্ নাহারা ইয়াতলুবুহু হাসীসাওঁ ওয়াশ্ শামসা ওয়াল্ কামারা ওয়ান্ নুজুমা মুসাখ্খারাতিম বিআম্‌রিহী, আলা লাহুল খালকু ওঁয়াল্ আমরু তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন।

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি

দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহারা একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। স্বষ্টিকুলের মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ। (সূরা আ'রাফ)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ফাতাআ'লাল্লাহুল মালেকুল হাক্কু, লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম। ওয়া মাইঁ ইয়াদউ' মাআল্লাহি ইলাহান আখারা লা বোরহানা লাহু বিহী ফাইন্নামা হিসাবুহু ইন্‌দা রাববিহী, ইন্নাহু লা ইউফলিহুল কাফেরুন। ওয়া কুর্ রাববিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থাৎ মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ডাকে অন্য ইলাহকে, ঐ বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ নাই। তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। নিশ্চয় কাফেরগণ সফলকাম হইবে না। বল, হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মোমেনুন)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِنِ الْكَوَاكِبِ. وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ. لَايَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا. اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ.

উচ্চারণ ঃ ওয়াস্ সাফফাতি সাফফান, যায্‌যাজিরাতি যাজরান ফাত্‌তালিযাতি যিক্‌রান, ইন্না ইলাহাকুম লাওয়াহিদ। রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া রাব্বুল মাশারিক। ইন্না যাইয়্যাননাস্ সামাআদ দুনইয়া বিযীনাতিল কাওয়াকিব। ওয়া হিফ্‌যাম্ মিন কুল্লি শায়তানিম্ মারেদিন লা ইয়াসসাম্মাউনা ইলাল মালায়িল আ'লা ওয়া ইউকযাফুনা মিন কুল্লি জানিবিন দুহুরাওঁ ওয়া লাহুম আযাবুওঁ ওয়াসিব। ইল্লা মান খাতিফাল খাতফাতা ফাআতবাআহু শিহাবুন সাকিব। ফাসতাফতিহিম আহুম আশাদ্দু খালকান আম্মান খালাকনা, ইন্না খালাকনাহুম মিন তীনিল লাযিব।

অর্থাৎ শপথ তাহাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান ও যাহারা কঠোর পরিচালক। এবং যাহারা যেকের আবৃত্তিতে রত। নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থালের। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে। ফলে উহারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না। এবং উহাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে বিতাড়নের জন্য এবং উহাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। উহাদের জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আমি অন্য যাহা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সৃষ্টি কঠিনতর। উহাদের আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।
(সূরা সাফফাত)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ- اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ- سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى- يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া, আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া, আল

মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মোহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরু, সোবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা, ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি ওয়া হুওয়াল আযীযুল হাকীম।

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি অধিপতি। তিনিই পবিত্র তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা, বিচারক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরিক স্থির করে, আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর ঃ ১২-২৪)

وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا-

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্নাহু তাআ'লা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্‌তাখাযা সাহিবাতাওঁ ওয়ালা ওয়ালাদান, ওয়া ইন্না কানা ইয়াকুলু সাফীহুনা আলাল্লাহি শাতাতা।

অর্থাৎ এবং নিশ্চয়ই সুউচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান এবং আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত। (সূরা জ্বিন ঃ ৪)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ- وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

উচ্চারণ ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থাৎ বল তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষি নহেন। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকে, জন্ম দেওয়া হয় নাই। এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই। (সূরা এখলাছ)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ-

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শাররি মা খালাক, ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন নাফ্‌ফাসাতি ফিল উ'কাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থাৎ বল, আমি স্মরণ করিতেছি উহার স্রষ্টার। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে। অনিষ্ট হইতে রাত্রির যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। এবং যে সমস্ত গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ-مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাসি ইলাহিন নাস, মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাসিল্লাযী ইউওয়াসওয়েসু ফী সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অর্থাৎ বল, আমি আশ্রয় চাহিতেছি মানুষের প্রতিপালকের। মানুষের অধিপতির। মানুষের ইলাহের নিকট আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হইতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বীনের মধ্য হইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে। (সূরা নাছ)

পাগলামীর রোগের প্রতিকার

কোন ব্যক্তি পাগল হইয়া গেলে তিন দিন পর্যন্ত তাহাকে সকাল সন্ধ্যা সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া ফুঁদিবে। ফুঁ দেয়ার আগে সূরা ফাতেহা পাঠ করার সময় মুখে থু থু জমা করিবে তারপর পাগলের গায়ে থুথু দিয়া দিবে।

সাপ বিচ্ছুর দংশনের প্রতিকার

একবার রাসূল ﷺ কে একটি বিচ্ছু কামড় দিয়াছিল। সে সময় তিনি নামায আদায় করিতেছিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, বিচ্ছুর উপর

আল্লাহর লানত হোক, সে নামাযী বেনামাযী কাউকে ছাড়ে না। তারপর তিনি লবণ এবং পানি আনাইলেন। দংশিত জায়গায় লবণ পানি মালিশ করিলেন এ সময় তিনি সূরা কাফেরুন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাছ পাঠ করিয়া দংশিত জায়গায় ফুঁ দেন।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ এর সামনে আমরা বিচ্ছু বা অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীর বিষ দূর করার এমন একটি মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছি যাহার অর্থ জানা ছিল না। রাসূল ﷺ সেই মন্ত্র পাঠ করার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি এ সময় বলিয়াছিলেন জ্বিনদের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত, মন্ত্রটি হইতেছে বিসমিল্লাহে শাজ্জাতুন কারিনাতুন মালহাতুন বাহরা।

জ্বিনদের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত কথা দ্বারা বোঝানো হইয়াছে যে, জ্বিনরা হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, কেহ যদি এই মন্ত্র পাঠ করে তবে তাহাকে তাহারা কোন ক্ষতি করিবে না। ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত মন্ত্র ব্যতীত যে কোন ভাষার অন্য কোন মন্ত্র পড়া জায়েজ নহে।

আল্লামা কাবেস্তানী লিখিয়াছেন, এই বাণীর সহিত সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামীন এই বাণীও পাঠ করিতে হইবে। কারণ মহাপ্লাবনের সময় সাপ বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণী হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট আবেদন করিয়াছিল যে, আপনি আমাদের কিশতিতে তুলিয়া নিন। আমরা কথা দিতেছি, যে ব্যক্তি আপনার নাম লইবে এবং সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামীন বলিবে আমরা তাহার কোন ক্ষতি করিব না।

আগুনে পোড়া ব্যক্তির জন্য দোয়া

কেহ আগুনে পুড়িয়া গেলে এই দোয়া পড়িয়া ফুঁ দিবে–

اِذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ- اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشَافِىْ اِلَّا اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আয্‌হিবিল বা'সা রাব্বুন্ নাসি, ইশফি আন্‌তাশ্ শাফী লা শাফিয়া ইল্লা আন্‌তা।

অর্থাৎ দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দাও হে মানুষের প্রতিপালক, রোগমুক্ত করো। তুমি ব্যতীত অন্য কেহই আরোগ্যদানকারী নাই।

আগুন নিভানোর দোয়া

কোথাও আগুন লাগিয়া গেলে আল্লাহু আকবর বলিবে এবং আগুন নিভাইয়া ফেলিবে।

প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এবং পাথরী রোগের দোয়া

কাহারো প্রস্রাব বন্ধ হইলে বা পাথরী রোগ হইলে এই দোয়া পাঠ করিবে–

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِيْ فِى السَّمَاۤءِ- تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتَكَ فِى السَّمَاۤءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ- وَاغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বুনাল্লাহুল্লাযী ফিস সামায়ে, তাকাদ্দাসা ইসমুকা আমরুকা ফিস সামায়ে ওয়াল আরদি কামা রাহমাতায়েকা ফিস্‌সামা ফাজআল রাহমাতাকা ফিল আরদি, ওয়াগফির লানা হুবানা ওয়া খাতায়ানা আনতা রাব্বুত তাইয়্যেবীনা ফাআনযিল শিফাআম মিন শিফাইকা রাহমাতাম মির রাহমাতিকা আলা হাযাল ওয়াজায়ে।

অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি আকাশে রহিয়াছেন। তোমার নাম পবিত্র। আকাশ ও যমীনে তোমার আদেশই কার্যকর রহিয়াছে। আকাশে যেমন তোমার রহমত রহিয়াছে যমীনেও তেমনি তুমি রহমত করো। আমাদের পাপ অন্যায় ভুলক্রটি ক্ষমা করিয়া দাও। তুমি পবিত্র পরিচ্ছন্ন লোকদের প্রতিপালক। কাজেই এই রোগের জন্য তুমি তোমার আরোগ্য ও রহমতের ভান্ডার হইতে এমন আরোগ্য এবং এমন রহমত অবতীর্ণ করো যাহাতে এই রোগ ভালো হইয়া যায়।

ফোঁড়া জখম হইলে তাহার দোয়া

কাহারো দেহে যদি ফোঁড়া বা জখম হয় তবে নিজের শাহাদাত আঙ্গুলকে মুখের লালায় ভিজাইয়া মাটিতে রাখিবে। তারপর মাটি লাগিয়া থাকা আঙ্গুল উঠাইয়া ব্যথার বা অসুখের জায়গায় লাগাইবে এবং এই দোয়া পড়িবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তোরবাতু আরযিনা বিরীকাতি বাযিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইযনি রাব্বিনা।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। আমাদের জমিনের মাটি আমাদেরই এক ব্যক্তির থুথুর সহিত আমাদের প্রতিপালকের আদেশে আমাদের রোগ আরোগ্য লাভ করুক।

পা অবশ হইলে কি করিবে

যদি কাহারো পা অবশ হইয়া যায় তবে নিজের সবচেয়ে প্রিয় মানুষের নাম স্মরণ করিবে।

শারীরিক দুঃখ ব্যথা নিরাময়ের দোয়া

কাহারো শারীরিক কষ্ট বা অন্য কোন প্রকারের ব্যথা বেদনা দেখা দিলে নিজের ডান হাত ব্যথার জায়গায় রাখিবে তারপর তিন বার বিসমিল্লাহ এবং সাতবার এই দোয়া পড়িবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَرِّ مَا اَجِدُ-

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْ وَّجْعِىْ هٰذَا-

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু।

আউযু বিল্লাহি বিইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজেদু।

আউযু বিল্লাহি বিইয়যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী আলা কুল্লি শাইয়িম মিন শাররি মা আজিদু।

বিসমিল্লাহি আউযু বিল্লাহি বিইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু মিন ওয়াজয়ী হাযা।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি সেই কষ্ট হইতে, যে কষ্ট আমি অনুভব করিতেছি।

আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, তিনি সকল জিনিসের উপর বিজয়ী ও শক্তিমান। সেই জিনিসের অনিষ্ট হইতেও আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি যে কষ্ট আমি অনুভব করিতেছি।

আমি আল্লাহর সম্মান এবং তাঁহার কুদরতের আশ্রয় চাহিতেছি সেই ব্যথার কষ্ট হইতে যাহা আমি অনুভব করিতেছি।

এই দোয়া তিন বার পাঁচ বার অথবা সাত বার পাঠ করিবে। বার বার পাঠ করিয়া ব্যথার জায়গায় হাত মালিশ করিবে।

অথবা রোগী নিজে সূরা ফালাক এবং সূরা নাছ পাঠ করিয়া ব্যথার জায়গায় ফুঁ দিবে।

চোখের ব্যথার প্রতিকার

কাহারো চোখে ব্যথা হইলে এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّىْ وَاَرِنِىْ فِى الْعَدُوِّ ثَارِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিবাসারী ওয়াজআ'লহুল ওয়ারিসা মিন্নী ওয়া আরিনী ফিল আদুববি সা'রী ওয়ানসুরনী আলা মান জালামানী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে আমার চোখ দ্বারা উপকার করো। উহাকে আমার ওয়ারিস করো। আমার শত্রুর প্রতিশোধ আমাকে দেখাও। আমার উপর যে ব্যক্তি জুলুম করে তাহার উপরে আমাকে সাহায্য করো।

জ্বর হইলে এই দোয়া পড়িবে

কাহারো জ্বর হইলে এই দোয়া পাঠ করিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল কাবীরি আউযু বিল্লাহিল আযীমি মিন শাররি কুল্লি ই'রকিন্ নাআ্যারিন ওয়া মিন শাররি হাররিন নারি।

অর্থাৎ মহান আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা মহাউত্তপ্ত তরঙ্গায়িত আগুনের অনিষ্টকারিতা হইতে এবং আগুনের উত্তাপের ক্ষতি হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

রোগযন্ত্রণার তীব্রতায় মৃত্যু কামনার নিয়ম

যদি অনেক কষ্ট হয় এবং জীবনের প্রতি কেহ অতিষ্ঠ হইয়া যায় তবুও মৃত্যু কামনা করিবে না। যদি মৃত্যুর জন্য দোয়া করিতেই হয় তবে এভাবে দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহইয়েনী মা কানাতিল হায়াতু খায়রাল লী ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযা কা'নাতিল ওয়াফাতু খায়রাল লী।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, যতোদিন বাঁচিয়া থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হইবে ততোদিন আমাকে জীবিত রাখো। যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হইবে তখন আমাকে মৃত্যু দান করো।

ফায়দা ঃ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেও মৃত্যু কামনা করা উচিত নহে। কারণ প্রত্যেকেরই মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আল্লাহ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া মৃত্যু কামনা করা হইলে আল্লাহর ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করা হয়। যদি একান্তই মৃত্যু কামনার প্রয়োজন দেখা হয় তবে উপরোক্ত দোয়া করা যাইতে পারে।

রোগীর সেবা করার সময় দোয়া

অসুস্থ কোন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে এই দোয়া করিবে–

لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

উচ্চারণ ঃ লা বা'সা তাহূরুন ইনশাআল্লাহ, লা বা'সা তাহূরুন ইনশা আল্লাহ।

অর্থাৎ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আল্লাহ চাহেন তো এই রোগ পবিত্রতা সৃষ্টি করিবে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই, আল্লাহ চাহেন তো এই রোগ পবিত্রতা সৃষ্টি করিবে।

তারপর এই দোয়া পড়িবে–

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يَشْفِى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا بِاِذْنِ اللهِ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতে বা'দিনা ইউশ্‌ফা সাকীমুনা বিইয্‌নি রাব্বিনা বিইযনিল্লাহ।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শূরু করিতেছি। এই মাটি আমাদের যমীনের আমাদের মধ্যেকার কাহারো থুথু দ্বারা আমাদের রোগ আমাদের আল্লাহর আদেশে আরোগ্য লাভ করুক।

রোগীর দেহে ডান হাত ফিরাইবে এবং এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهٖ وَ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِـفَـآءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقْمًا–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয্‌হিবিল বা'সা রাব্বিন্নাসি ইশ্‌ফিহী ওয়া আন্‌তাশ্‌ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআল লা ইউগাদিরু সাকমা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, কষ্ট দূর করিয়া দাও। হে মানুষের প্রতিপালক, এই রোগীকে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দান করিতে পারো। তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোন আরোগ্য নাই। এমন আরোগ্য দাও যেন কোন প্রকার অসুস্থতার সমস্যা বিদ্যমান না থাকে।

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُّوْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শাইইন ইউযীকা ওয়া মিন্‌ শাররি কুল্লি নাফ্‌সিন আও আইনিন হা-সিদিন, আল্লাহু ইয়াশ্‌ফীকা বিস্‌মিল্লাহি আরকীকা।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমি তোমার উপর ফুঁ দিতেছি যেসব জিনিস তোমাকে কষ্ট দেয় প্রত্যেক জীবের কষ্ট হইতে এবং প্রত্যেক হিংসুকের চোখ হইতে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামের সহিত আমি তোমার উপর ফুঁ দিতেছি।

অথবা নিম্নোক্ত দোয়া তিন বার পড়িবে–

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ–

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আরকীকা ওয়াল্লাহু ইয়াশফীকা মিন কুল্লি দাইন ফীকা মিন শাররি ন্নাফ্‌ফাছাতি ফিল উকাদি ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে তোমার উপর ফুঁ দিতেছি। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সকল প্রকার রোগ হইতে, আরোগ্য দান করুন গ্রন্থিতে ফুঁ দেওয়া জাদুকর মহিলাদের অনিষ্ট হইতে, হিংসুকদের অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে, যখন তাহারা হিংসার আশ্রয় নেয়।

তারপর তিন বার এই দোয়া পড়িবে– আল্লাহর নামে আমি তোমার সকল রোগের আরোগ্যের জন্য ফুঁ দিতেছি।

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সকল হিংসুকের অনিষ্ট এবং সকল কুদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের অনিষ্ট হইতে নিরাময় করুন।

হে আল্লাহ, তোমার বান্দাকে নিরাময় করো যেন সে তোমার শত্রুদের সহিত জেহাদ করিতে পারে, তোমার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় জানাযার সহিত যাইতে পারে। হে আল্লাহ, উহাকে আরোগ্য করো, উহাকে সুস্থতা দাও। হে আল্লাহ, সুস্বাস্থ্য দান করো এবং সুস্থ করিয়া দাও। হে অমুক (এখানে রোগীর নাম বলিবে) আল্লাহ তোমার রোগ আরোগ্য করুন। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার দ্বীন এবং তোমার দেহ সুস্থ রাখুন।

রোগী দেখিতে যাওয়ার পর আরো যেসব দোয়া পড়িবে

اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ–

উচ্চারণ ঃ আস্‌ আলুল্লাহাল আযীমা রাব্বাল আরশিল আযীমি আইঁ ইয়াশ্‌ফিয়াকা।

অর্থাৎ মহান আরশের মালিক আল্লাহর নিকট আমি আবেদন করিতেছি তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন।

এই দোয়া ৭ বার পাঠ করা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা সেই রোগীকে সুস্থ করিয়া দিবেন।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, অমুক ব্যক্তি অসুস্থ। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও সে সুস্থ হইয়া যাক? সে বলিল জি হ্যাঁ। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে বলো, হে ধৈর্যশীল, হে পরম করুণাময়, অমুককে সুস্থ করিয়া দাও।

এই দোয়া করা হইলে সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে।

রোগাক্রান্ত হওয়ার পর স্বয়ং রোগী নিজে পড়িবে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায্ যা-লিমীন।

এই দোয়া চল্লিশ বার পাঠ করিয়া দোয়া করিবে। সেই রোগে মৃত্যু হইলে সে শহীদের সমতুল্য সওয়াব পাইবে। যদি আরোগ্য লাভ করে তবে এমনভাবে আরোগ্য হইবে যে তাহার সমুদয় পাপ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

যে ব্যক্তি নিজের অসুস্থতার সময়ে বলিবে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ অনেক বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই, রাজত্ব তাঁহারই, সকল সৌন্দর্য তাঁহারই, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, সকল শক্তি ও ক্ষমা আল্লাহর সাহায্যেই পাওয়া যায়।

এই দোয়া করার পর কাহারো মৃত্যু হইলে দোযখের আগুন তাহাকে পোড়াইবে না।

শাহাদাতের মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা

যে ব্যক্তি খাঁটি মনে শাহাদাত কামনা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করিবেন, যদিও সে ব্যক্তি ঘরে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে উটনীর দুইবার দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় জেহাদ করিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইবে। যে ব্যক্তি খাঁটি মনে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা করিবে, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত হইবে অথবা নিহত হইবে, তবে সে শহীদের সওয়াব লাভ করিবে।

শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মারযুকনী শাহাদাতান ফী সাবীলিকা ওয়াজআল মাওতী বিবালাদি রাসূলিকা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে তোমার পথে শাহাদাতের সৌভাগ্য দাও। তোমার রাসূল ﷺ এর শহরে আমাকে মৃত্যু দান করো।

মৃত্যুকালীন সময়ের দোয়া

কাহারো মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইলে তাহার মুখ কেবলামুখী করিয়া দিবে। এই সময় মৃত্যুপথ যাত্রী বলিবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়ালহিকনী বিররাফীকিল আ'লা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার প্রতি দয়া করো। আমাকে রফিকে আলা সর্বোত্তম বন্ধু আল্লাহ তায়ালা)-এর সহিত একত্রিত করিয়া দাও।

এই সময় আরো বলিবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ইন্না লিলমাওতি সাকারাতুন।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। নিঃসন্দেহে মৃত্যুর কষ্ট খুবই কঠিন।

এই দোয়াও পড়িতে থাকিবে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়ি'ন্নী আলা গামারাতিল মাওতি ওয়া সাকারাতিল মাওতি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি মৃত্যু যন্ত্রণায় মৃত্যুর কষ্টে আমাকে সাহায্য করো।

মৃত্যুকালীন তালকীন

মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির নিকট যে উপস্থিত থাকিবে সে তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তালকীন করিবে। যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ হইবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

মৃত ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত লোকদের দোয়া

মৃত ব্যক্তির পাশে উপবিষ্টরা মৃতের চোখ বন্ধ করিয়া দিবে। এ সময় নিজের খাতেমা বিলখায়রে জন্য দোয়া করিবে। কারণ এ সময় মৃতের চোখ যাহারা বন্ধ করে তাহাদের দোয়ার সঙ্গে ফেরেশতাগণ আমীন বলিয়া থাকেন। উপস্থিতরা সে সময় এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লিফোলানিন (মৃত ব্যক্তির নাম) ওয়ারফা দারাজাতাহু ফীল মাহদিয়্যীন। ওয়াখলুফহু ফী আকিবিহী ফিল গাবিরীন। ওয়াগফির লানা ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল আলামীন। ওয়াফসাহ লাহু ফী কাবরিহী ওয়া নাব্বির লাহু ফীহি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, অমুককে (এখানে মৃত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিবে) ক্ষমা করিয়া দাও। হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তাহার মর্যাদা উন্নত করো। তাহার পরিবার পরিজনের জন্য তুমি প্রতিনিধি হইয়া যাও। আমাদেরকে এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। হে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে নূর দ্বারা আলোকিত করো।

মৃতের পরিবারের সবাইকে এ সময় বলিতে হইবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلَهٗ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া লাহু ওয়া'কিবনী মিনহু উকবান হাসানাতান।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমাদেরকে ইহার উত্তম বিনিময় দাও।

তারপর সূরা ইয়াসিন পাঠ করিবে।

মৃত ব্যক্তির কারণে যাহাদের উপর বিপদ আসিয়াছে তাহারা এই দোয়া পড়িবে–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مَصِيْبَتِىْ وَاخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا–

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খায়রাম মিনহা।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। হে আল্লাহ, এই বিপদে আমাকে বিনিময় দাও এবং ইহার বিনিময়ে আমাকে কল্যাণ দান করো।

সন্তানের মৃত্যুর পর যে দোয়া পড়িবে

কোন মুসলমানের সন্তানের মৃত্যু হইলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করিয়াছ? তাহারা বলে হ্যাঁ হে আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করেন, সন্তানের মৃত্যুর পর আমার বান্দা কি বলিয়াছে? তাহারা বলে, বান্দা বলিয়াছে ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজেউন। অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাহার অন্তরের ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়াছ, ফেরেশতাগণ বলেন হাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ তায়ালা তখন বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করো। সেই ঘরের নাম রাখো বাইতুল হামদ, অর্থাৎ প্রশংসার ঘর।

সমবেদনা জানাইতে যাওয়ার পর কি বলিতে হইবে

কাহারো মৃত্যুর পর যাহারা সমবেদনা জানাইতে যাইবে তাহারা ঘরের লোকদের সালাম করিবে তারপর বলিবে–

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِبْ–

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি মা আখাযা ওয়া লিল্লাহি মা আতা ওয়া কুল্লুন ইনদাহু বেআজালি লিম মুসাম্মান ফালতাসবির ওয়ালতাহসিব।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর যাহা ছিল তাহা তিনি লইয়া গিয়াছেন। যাহা ছিল তাহা আল্লাহরই দান। আল্লাহর নিকট সকলেই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সওয়াব অর্জন কর।

হযরত মা'আয (রাঃ) এর সন্তানের ইন্তেকালে রাসূল ﷺ এর চিঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ اِلٰى مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ
اللهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَ
الَنَا وَاَهْلِيْنَا وَاَوْلَادَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهَنِيَّةِ وَعَوَارِيِّهِ
الْمُسْتَوْدَعَةِ نُمَتَّعُ بِهَا اِلٰى اَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ وَّيَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَّعْلُوْمٍ ثُمَّ
افْتَرَضَ عَلَيْنَا الشُّكْرَ اِذَا اَعْطٰى وَالصَّبْرَ اِذَا ابْتَلٰى فَكَانَ ابْنُكَ مِنْ
مَّوَاهِبِ اللهِ الْهَنِيَّةِ وَ عَوَارِيِّهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ بِهٖ فِىْ غِبْطَةٍ وَّسُرُوْرٍ
وَقَبَضَهٗ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرِ نِ الصَّلٰوةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَ-
فَاصْبِرْ وَلَا يُحْبِطْ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَايَرُدُّ شَيْئًا
وَّلَايَدْفَعُ حُزْنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَاَنْ قَدْ وَالسَّلَامُ-

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম মিম্‌ মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহে ইলা মাআয ইবনে জাবাল সালামুন আলাইকা ফাইন্নী আহমাদু ইলাইকা ল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আম্মা বাদ ফাআযামাল্লাহু লাকাল আজ্‌রা ওয়ালহামাকাস্‌ সাব্‌রা ওয়া রাযাকানা ওয়া ইয়্যাকাশ্‌ শুক্‌রা, ফাইন্না আনফুসানা ওয়া আমওয়ালানা ওয়া আহ্‌লীনা ওয়া আওলাদানা মিম্‌ মাওয়াহিবিল্লাহি আয্‌যা ওয়া জাল্লাল হানিয়্যাতি ওয়া আওয়ারিয়্যেহিল মুসতাওদাআতি নুসাত্তাউ বিহা ইলা আজালিম্‌ মা'দূদিওঁ ওয়া ইয়াকবিদুহা লিওয়াক্‌তিম্‌ মালূমিন, ছুম্মা ফ্‌তারাদা আলাইনা শ্‌শুকরা ইযা আ'তা

ওয়াস্‌সাবরা ইযাবতালা। ফাকানাব্‌নুকা মিম্‌ মাওয়াহিবিল্লাহিল হানিয়্যাতিওয়া আওয়ারিয়্যেহিল মুসতাওদাআতি মাত্তাআকা বিহি ফী গিবতাতিওঁ ওয়া সুরূরিওঁ ওয়া কাবাদাহু মিন্‌কা বিআজরিন কাবীরিনি স্‌সালাতি ওয়ার রাহমাতি ওয়াল হুদা ইনি হ্‌তাসাব্‌তা ফাস্‌বির ওয়ালা ইউহ্‌বিত্‌ জাযাউকা আজরাকা ফাতান্‌দেম্‌া। ওয়ালাম আন্নাল জাযাআ লা ইয়ারুদ্দু শাইয়াওঁ ওয়ালা ইয়াদফাউ হুয্‌নাওঁ ওয়ামা হুয়া নাযিলুন ফাকাআন্‌ কাদ্‌ ওয়াস্‌সালাম।

অর্থাৎ পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করিতেছি। রাসূল ﷺ এর পক্ষ হইতে মা'আয ইবনে জাবালের প্রতি। তুমি সন্তুষ্ট হও, তোমার সামনে আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় এবং উত্তম জিনিস দান করুন। আমাদের এবং তোমাদের শোকরের তওফীক দিন। কারণ আমাদের জান মাল, আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সন্তানগণ আল্লাহ তায়ালার উৎকৃষ্ট দান। আমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা এইসকল জিনিস সাময়িক কালের জন্য দিয়াছেন। এসব জিনিস দ্বারা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার লাভ করা যায়। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তায়ালা এইসব জিনিস উঠাইয়া নেন। আল্লাহ যখন কিছু দান করেন তখন আল্লাহর শোকর আদায় করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ যখন আমাদের পরীক্ষা করেন তখন ধৈর্যধারণ করা আবশ্যক।

তোমার সন্তান ছিল আল্লাহর মনোরম ও উত্তম দান, উত্তম আমানত। আল্লাহ তায়ালা ঈর্ষাযোগ্য আনন্দদায়ক বস্তুরূপে তোমাকে সন্তান দান করিয়াছিলেন। অনেক বড় বিনিময় ও পুরস্কার, অনেক রহমত ও হেদায়েতের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন। যদি তুমি সওয়াব পাইতে চাও তবে ধৈর্য ধারণ করো। তোমার ধৈর্যহীনতা অস্থিরতা তোমার সওয়াব যেন নষ্ট না করে। মনে রাখিবে, ধৈর্যহীন হইলে, অস্থিরতা প্রকাশ করিলে কোন জিনিস ফিরিয়া পাওয়া যায় না, দুশ্চিন্তাও দূর হয় না। যাহা কিছু ঘটে মনে রাখিবে তাহা তকদীরের লেখার কারণেই ঘটে। তকদীরের এই লেখা অখন্ডনীয়। এটাই আসল কথা। তোমার প্রতি সালাম।

রাসূল ﷺ এর ওফাতে ফেরেশতাদের সমবেদনা

রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর ফেরেশতাগণ রাসূলের আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কেরামের মতোই শোক প্রকাশ করেন এবং সমবেদনা জানান। সেই সমবেদনায় তাহারা বলেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اِنَّ فِى اللهِ عَزَآءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَّخَلَفًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللهِ فَثِقُوْا وَاِيَّاهُ فَارْجُوْا- فَاِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। ইন্না ফিল্লাহি আযাআম মিন কুল্লি মুসীবাতিওঁ ওয়া খালাফাম মিন কুল্লি ফায়েতিন, ফাবিল্লাহি ফাছিকূ ওয়া ইয়্যাহু ফারজূ ফাইন্নামাল মাহরূমু মান হুরিমাছ ছাওয়াব। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সকল বিপদে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক বিদায় নেওয়া জিনিসের জন্য আল্লাহর নিকট বিনিময় রহিয়াছে। তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো এবং তাঁহার নিকট আশা পোষণ করো। কারণ সে ব্যক্তিই বঞ্চিত যে ব্যক্তি সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক।

রাসূল ﷺ–এর ওফাতে হযরত খিযিরের সমবেদনা

রাসূল ﷺ এর ওফাতে হযরত খিযির এই সমবেদনা জ্ঞাপন করেন–

اِنَّ فِى اللهِ عَزَآءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَّعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ وَّخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاِلَى اللهِ فَاَنِيْبُوْا وَاِلَيْهِ فَارْغَبُـــوْا وَ اَنَظَرُهٗ اِلَيْكُمْ فِى الْبَلَاءِ فَانْظُرُوا فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَّمْ يُجْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ ইন্না ফিল্লাহি আযাআম মিন কুল্লি মুসীবাতিওঁ ওয়া ইওয়াযাম্ মিন কুল্লি ফায়িতিওঁ ওয়া খালাফাম মিন কুল্লি হালিকিন। ফাইলাল্লাহি ফাআনীবূ ওয়া ইলাইহি ফারগাবূ। ওয়া নাযারুহু ইলাইকুম ফিল বালায়ে ফানযুরূ। ফাইন্নামাল মুসাবু মাল লাম ইউজবারু।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল বিপদের সান্ত্বনা রহিয়াছে। সকল নিঃশেষিত জিনিসের বিনিময় রহিয়াছে। প্রতিটি ধ্বংস হওয়া জিনিসের বিনিময় রহিয়াছে। তোমরা আল্লাহর প্রতি রুজু হও এবং আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো। আল্লাহর পক্ষ হইতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। কাজেই চিন্তা ভাবনা করিয়া

কাজ করো। কারণ যে ব্যক্তি বিনিময় পাইবে না, সওয়াব পাইবে না সে ব্যক্তিই প্রকৃত বিপদগ্রস্ত।

রাসূল ﷺ এর ওফাতের দিন বিশাল দেহের সাদা দাড়িসম্পন্ন একজন লোক আসিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সরাইয়া রাসূল ﷺ এর কাছে পৌঁছিলেন এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত কথাগুলো বলিলেন। কথা বলার পর চলিয়া গেলেন। তাহার যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত খিযির (আঃ)।

মৃত ব্যক্তির কফিন উঠানোর সময় কি পড়িবে

মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়া বা কফিনে তোলার সময় বিসমিল্লাহ বলিতে হইবে।

জানাযার নামাযের দোয়া

জানাযার নামায আদায়ের সময় আল্লাহু আকবর বলিয়া সূরা ফাতেহা পাঠ করিবে। সূরা ফাতেহা পড়ার পর রাসূল ﷺ এর উপর দরুদ প্রেরণ করিবে। তার পর বলিবে–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ- وَيَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَصْبَحَ فَقِـــيْـرًا اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهٖ تَخَلّٰى مِنَ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا اِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهٖ وَاِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهٗ- اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আমাতিকা কানা ইয়াশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা। ওয়া ইয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা, আসবাহা ফাকীরান ইলা রাহমাতিকা ওয়া আসবাহতা গানিয়্যান আন আযাবিহী, তাখাল্লা মিনাদ দুনইয়া ওয়া আহলিহা, ইন কানা যাকিয়্যান ফাযাক্কিহী ওয়া ইন কানা মুখতিআন ফাগফির লাহু। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুযেল্লানা বাদাহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার দাস এবং তোমার দাসীর সন্তান। সে সাক্ষ্য দিত, তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়।

তোমার কোন অংশীদার নাই। আরো সাক্ষ্য দিত, মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। সে তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী আর তুমি কাহারো পরোয়া করো না। সে দুনিয়া এবং দুনিয়ার লোকদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। যদি সে পবিত্র হইয়া থাকে তবে তাহাকে আরো বেশী পবিত্র করিয়া দাও। যদি পাপাচারী হইয়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে বিনিময় থেকে বঞ্চিত করিও না, আমাদের পথভ্রষ্ট করিও না।

অথবা এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ- وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহু ওয়ারহাম্‌হু ওয়া আ-ফিহী। ওয়াফু আন্‌হু ওয়া আক্‌রিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খালাহু ওয়াগসিল্‌হু বিলমায়ে ওয়াছ্‌ছাল্‌জি ওয়াল বারাদি ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতা য়া কামা নাক্কাইতাছ ছাওবাল আব্‌ইয়াদা মিনা দ্‌দানাসি ওয়া আব্‌দিল্‌হু দারান খাইরাম মিন দারিহী ওয়া আহ্‌লান খাইরাম মিন আহ্‌লিহী ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী ওয়া আদ্‌খিল্‌হুল জান্নাতা ওয়া আয়িয্‌হু মিন আযাবিল কাব্‌রি ওয়া আযাবিন্নার।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি তাহাকে ক্ষমা করো, তাহার প্রতি রহমত করো এবং তাহাকে নাজাত দাও। তাহার পাপ ক্ষমা করো। তাহাকে উত্তম মেহমানদারী করো। তাহাকে উত্তম ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দাও। তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে পানি এবং শিলা দ্বারা এমনভাবে ধুইয়া পাক সাফ করো যেভাবে তুমি সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিষ্কার করিয়া থাকো। তাহাকে দুনিয়ার ঘরের চাইতে উত্তম ঘর, দুনিয়ার ঘরওয়ালাদের চাইতে উত্তম ঘরওয়ালার এবং দুনিয়ার স্ত্রীর চাইতে উত্তম স্ত্রী দাও। তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাও। তাহাকে কবর আযাব এবং দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করো।

অথবা এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا- اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ- اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ই-য়াইতাহু মিন্না ফাআহ্‌ইহি আলাল ইল্‌লামে ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতা-ওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিম্‌না আজ্‌রাহু ওয়ালা তুদিল্লানা বা'দাহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃত, আমাদের উপস্থিত অনুপস্থিত আমাদের ছোট বড়, আমাদের পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যেকার যাহাদের জীবিত রাখিবে তাহাদের ইসলামের উপর জীবিত রাখো। যাহাদের মৃত্যু দিবে তাহাদের ঈমানের সহিত মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইহার (মৃত্যুবরণজনিত ধৈর্য ধারণের) সওয়াব হইতে বঞ্চিত করিও না। তাহার পরবর্তী সময়ে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিও না।

অথবা এই দোয়া পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا- اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ اِحْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابِهٖ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ- اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَاغْفِرْ لَهٗ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهٗ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুহা ওয়া আনতা খালাকতাহা ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিলইসলামি ওয়া আনতা কাবাযতা রূহাহা ওয়া আনতা আ'লামু বিসিররিহা ওয়া আলানিয়্যাতিহা জি'না শোফাআয়া ফাগফির লাহা। আল্লাহুম্মা ইন্না ফোলানাবনা ফোলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জাওয়ারিকা ফাকিহী মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিন নারি ওয়া আনতা আহলুল ওফায়ি ওয়াল হামদি। আল্লাহুম্মা ফাগফির লাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম। আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আমাতিকা ইহতাজা ইলা রাহমাতিকা ওয়া আনতা গানিয়্যুন আন আযাবিহী ইন কানা মোহসেনান ফাযিদ ফী ইহসানিহী ওয়া ইন কানা মুসীআন ফাতাজাওয়ায আনহু।

আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা কানা ইয়াশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা ওয়া আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী ইন কানা মোহসেনান ফাযিদ ফী ইহসানিহী ওয়া ইন কানা মুসীআন ফাগফির লাহু ওয়ালা তাহ্‌রিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বাদাহু।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি তাহার প্রতিপালক। তুমিই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই তাহাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করিয়াছ। তুমিই তাহার রূহ কবজ করিয়াছ। তুমিই তাহার জাহের বাতেন সম্পর্কে অধিক অবগত। আমরা তাহার জন্য সুপারিশ করিতে আসিয়াছি। তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, অমুকের পুত্র অমুক (এখানে মৃত ব্যক্তি ও তাহার পিতার নাম বলিবে) তোমার যিম্মায় এবং তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছে। তোমার প্রতিশ্রুতির উপর মৃত্যু বরণ করিয়াছে। তুমি তাহাকে কবরের ফেতনা এবং আযাব হইতে রক্ষা করো। তুমিই নিজের ওয়াদা পূরণকারী এবং তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত। হে আল্লাহ, তুমি তাহাকে ক্ষমা করো এবং তাহার প্রতি দয়া করো। নিঃসন্দেহে তুমি বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।

হে আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার দাস এবং তোমার দাসীর সন্তান। সে তোমার করুণার মুখাপেক্ষী। তুমি তাহাকে আযাব দেওয়ার ক্ষেত্রে বেপরোয়া। যদি সে ভালো হইয়া থাকে তবে তাহাকে ভালাই আরো বাড়াইয়া দাও, যদি সে মন্দ হয় তবে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দার পুত্র। সে সাক্ষ্য দিত, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। এবং মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। তুমি তাহাকে আমার চাইতে বেশী জানো। যদি সে ভালো হইয়া থাকে তবে তাহার নেকী আরো বাড়াইয়া দাও, যদি সে পাপী হইয়া থাকে তবে তাহাকে

ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমাদেরকে তাহার (মৃত্যুজনিত ধৈর্য ধারণের) সওয়াব হইতে বঞ্চিত রাখিও না। আর তাহার পরে আমাদেরকে ফেতনার মধ্যে ফেলিও না।

ফায়দা ঃ মুর্দা যদি মহিলা হয় তবে ফাগফের লাহা, আর যদি পুরুষ হয় তবে ফাগফের লাহু বলিবে। জানাযার নামায মুসলমানের জন্য ফরজে কেফায়া। যদি কতিপয় লোক আদায় করে তবে সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যায়। যদি কেহ না পড়ে তবে সবাই গুনাহগার হইবে।

জানাযার নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হইতেছে মুর্দা মুসলমান হইতে হইবে, পাক পবিত্র হইতে হইবে। জানাযা সামনে উপস্থিত হইতে হইবে। হানাফী মজহাবে গায়েবী জানাযা জায়েজ নহে।

ইমাম শাফেয়ীর মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেকের মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা জায়েজ নহে। তবে যদি ছানার নিয়তে পাঠ করে তবে জায়েজ হইবে।

জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম

জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম হইতেছে ইমাম এবং ইমামের সহিত মোকতাদীগণ তাকবীরে তাহরীমা বলিবে। তারপর আস্তে আস্তে ছানা পাঠ করিবে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর বলিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। তারপর তৃতীয় তাকবীর বলিয়া দোয়া পড়িবে। চতুর্থ তাকবীর বলিয়া একই সঙ্গে ইমাম ও মোকতাদীগণ সালাম ফিরাইবে।

মুর্দাকে দাফন করার দোয়া

মুর্দাকে কবরে রাখার পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে–

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى بِسْمِ اللهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি ﷺ।

মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নুয়ীদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। বিসমিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ এর তরিকায় দাফন করিতেছি।

আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর আদেশে রাসূল ﷺ এর দ্বীনের উপর তাহাকে কবরে রাখিতেছি।

হে লোকসকল! এই মাটি দ্বারা আমি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি। এই মাটিতে তোমাদের ফিরাইয়া দিতেছি, এই মাটি হইতে তোমাদের পুনরায় বাহির করিব। আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে এবং রাসূল ﷺ এর দ্বীনের উপর তাহাকে দাফন করিতেছি।

মুর্দাকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়াইয়া বলিবে–

اِسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْئَلُ–

উচ্চারণ ঃ ইস্তাগফিরুল্লাহা লিআখীকুম ওয়া সালু লাহুত তাসবীতা ফাইন্নাহু আলআনা আইঁ ইউসআলা।

হে লোকসকল, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করো। মোনকার নকিরের প্রশ্নের উত্তরে তাহার অবিচল তার জন্য দোয়া করো। কারণ এখনই তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে।

দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়াইয়া সূরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াত মোফলেহুন পর্যন্ত, তারপর আমানার রাছূলু হইতে রুকুর শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে।

কবর জেয়ারতের উদ্দেশে কবরস্থানে যাওয়ার পর বলিবে– এই লোকালয়ের অধিবাসীদের সালাম। অথবা এভাবে বলিবে, লোকালয়ের অধিবাসী, মোমেনীন মুসলেমীন তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ চাহেন তো আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইব। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজেদের এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের পশ্চাৎ অনুসরণকারী। ওহে এই ঘরের অধিবাসী, মোমেনীন মুসলেমীনগণ তোমাদের উপর সালাম। আল্লাহ আমাদের পূর্বকার সকলের প্রতি রহমত করুন। ইনশাআল্লাহ আমরাও অবশ্যই তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

হে এই ঘরের অধিবাসী মোমেনগণ, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের সহিত কাল কেয়ামতের বিষয়ে যেসব ওয়াদা করা হইয়াছিল সেসব তোমাদের সামনে আসিয়াছে। আমরাও শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

হে লোকালয়ের অধিবাসী মোমেনগণ, তোমাদের প্রতি সালাম। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।

হে কবরবাসীগণ, তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের কিছুটা আগে পৌছিয়াছ। আমরা তোমাদের পিছনে আসিতেছি।

ফায়দা ঃ কবর জেয়ারতের আদব হইতেছে এই যে, কেবলার দিকে পিঠ করিয়া কবরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে এবং কবরবাসীদের সালাম জানাইবে। কবরে হাত লাগাইবে না, চুম্বন করিবে না, কবরের সামনে মাথা নত করিবে না, কবরের গায়ে নাসিকা স্পর্শ করিবে না সেজদা করিবেনা।

কবর জেয়ারতে ৭ বার সূরা এখলাছ পাঠ করা মোস্তাহাব। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, ১১ বার সূরা এখলাছ পড়িবে।

জুমার দিনে কবর জেয়ারত করা উত্তম। বিশেষত শুক্রবার সকালে। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, কেহ যদি কবর জেয়ারতের সময় সূরা ইয়াসিন পাঠ করে তবে সেদিন মুর্দাদের কবর আযাব কমাইয়া দেওয়া হয়। যতো মুর্দা কবরে রহিয়াছে সেই পরিমাণ নেকী সূরা ইয়াসিন পাঠকারীর আমলনামায় লিখিয়া দেওয়া হয়।

যেসব জেকের কোন সময় স্থান বা কারণের সহিত জড়িত নহে সেসব জেকেরের বিবরণ

যেসব সব জেকেরের ফজিলত কোন সময়, কারণ বা স্থানের সহিত বৈশিষ্ট্য মন্ডিত নহে সেই জেকেরের মধ্যে উত্তম জেকের হইতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এই জেকেরের মধ্যে সর্বাধিক নেকী রহিয়াছে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়াছে, সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশী সুপারিশ লাভ করিবে।

যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করিবে এবং তাহার অন্তরে সমপরিমাণ ঈমান বা কল্যাণ থাকিবে, সে দোযখ হইতে বাহির হইবে। যে ব্যক্তি এই কালেমা পাঠ করিবে এবং তাহার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে, সেও দোযখ হইতে বাহির হইবে। যে ব্যক্তি এই কালেমা পাঠ করিবে এবং তাহার অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান থাকিবে সেও দোযখ হইতে বাহির হইবে।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তির অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমানও থাকিবে সে জাহান্নাম হইতে অবশ্যই বাহির হইবে। রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমা পাঠ করিবে, তারপর এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যদিও সে ব্যভিচার করিয়া থাকে এবং চুরি করিয়া থাকে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তোমরা ঈমান তাজা করো। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে ঈমান তাজা করিব? রাসূল ﷺ বলিলেন, বেশী বেশী করিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করিবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, এই কালেমা আল্লাহর নিকট পৌঁছিতে কোন বাধা পায় না, সরাসরি পৌঁছিয়া যায়।

রাসূল ﷺ বলেন, এই কালেমা পাঠ করা হইলে কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। কোন আমল এই কালেমার সমতুল্য নহে।

রাসূল ﷺ বলেন, যদি সাত আসমান সাত যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় এবং এই কালেমা এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে এই কালেমার পাল্লা ভারী হইবে।

রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত এই কালেমা পাঠ করিবে তাহার জন্য আকাশের দরোজা খুলিয়া দেওয়া হইবে, এমনকি সেই ব্যক্তি আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। তবে শর্ত হইতেছে, বড় বড় পাপ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে হইবে।

ফায়দা ঃ এই কালেমা বেশী বেশী পাঠ করিলে ঈমান সতেজ হইবে।

এই কালেমা আল্লাহর নিকট পৌঁছাইতে কোন জিনিসই বাধা দিতে পারে না। ইহা খুব শীঘ্র কবুল হয়।

কালেমায়ে তওহীদের ফজিলত

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরিক নাই। রাজত্ব তাঁহার। তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

যে ব্যক্তি দশ বার এই কালেমা পাঠ করিবে সে ঐ ব্যক্তির মতো হইবে যে ব্যক্তি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইতে চার জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়াছে।

এই কালেমা একবার পাঠ করিলে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি এই কালেমা দশ বার পাঠ করিবে সে দশ জন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করিবে। তাহার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হইবে। তাহার একশত পাপ মুছিয়া দেওয়া হইবে। এই কালেমা তাহাকে শয়তান হইতে নিরাপদ রাখিবে। কেয়ামতের দিন এই ব্যক্তির চাইতে উত্তম আমল সেই ব্যক্তি ব্যতীত কাহারো হইবে না যে এই ব্যক্তির চাইতে অধিক কালেমা পাঠের আমল করিয়াছে।

হযরত নূহ (আঃ) এই কালেমা তাহার সন্তানকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সকল আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং এই কালেমা অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমা রাখা পাল্লা ভারী হইবে। যদি সকল আকাশ গোলাকৃতি হয় তবে এই কালেমা উহাকে মিলাইয়া দিবে, অর্থাৎ চেপ্টা করিয়া দিবে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর– এখানে দুইটি কালেমা। এই দুটি কালেমার মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আরশে পৌঁছিয়া যায়, আগে কোথাও থামে না। দ্বিতীয় কালেমা আল্লাহু আকবর আকাশ ও যমীনের মাঝখানের শূন্য জায়গাকে পূর্ণ করিয়া দেয়।

কালেমায়ে তামজীদের ফজিলত

যে ব্যক্তি উক্ত কালেমাকে লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহর সহিত পাঠ করিবে, অর্থাৎ প্রথমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিবে তারপর লা হাওলা এই কালেমা বলিবে, তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, যদি সেই পাপ সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণও হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দোযখ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে না।

হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এই হাদীস রাসূল ﷺ এর নিকট শুনিলেন এবং বলিলেন, হে রাসূল, আমি কি লোকদের নিকট এই খবর বলিব না? মানুষ এই খবর শুনিলে খুশী হইয়া যাইবে। রাসূল ﷺ বলিলেন, এ কথা শুনিলে মানুষ শুধু কালেমাই পাঠ করিবে, অন্য আমল করিতে চাহিবে না। তারপর হযরত মাআয (রাঃ) মৃত্যুকালে এই হাদীস বর্ণনা করেন, কারণ এই হাদীস বর্ণনা না করিলে রাসূল ﷺ এর একটি হাদীস গোপন করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইতে পারেন।

কালেমায়ে শাহাদাতের ফজিলত

যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখ নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন। কালেমায়ে শাহাদাত এই যে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

একটি বিখ্যাত হাদীসে রহিয়াছে, রাসূল ﷺ বলেন, এক টুকরা কাগজে আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহু এই কালেমা লেখা থাকিবে। সেই কাগজ ৯৯টি দফতরের চাইতে ভারি হইবে, যেসব দফতরের প্রতিটি হইবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যে ব্যক্তির ৯৯টি দফতর হইবে। সেই সব দফতরের প্রতিটি হইবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি এইসব দফতরে লেখা কোন কাজ অস্বীকার করো? সে বলিবে, না অস্বীকার করি না। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার নিকট কি কোন ওজর আছে? অর্থাৎ এইসব পাপ করার কোন কৈফিয়ত আছে? সে বলিবে, জি না, কোন কৈফিয়ত নাই। আল্লাহ তায়ালা তখন বলিবেন, তোমার একটি নেকী আমার নিকটে রহিয়াছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। তারপর এক টুকরা কাগজ আনা হইবে। সেই কাগজে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-

আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অরাছুলুহু লেখা থাকিবে। এই কালেমা জীবদ্দশায় কোন এক সময় সেই ব্যক্তি এখলাছের সহিত লিখিয়াছিল। সেই কাগজের টুকরা মীযানে রাখা হইবে। সে ব্যক্তি তখন বলিবে হে আল্লাহ, পাপে পরিপূর্ণ ৯৯টি দফতরের মোকাবিলায় এই সামান্য এক টুকরা কাগজের গুরুত্ব কতোটুকু? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই কাগজের গুরুত্ব বিরাট, এই কাগজ ওজন করা হোক। তারপর এক পাল্লায় সেই কালেমা লেখা কাগজ এবং অন্য পাল্লায় পাপে পূর্ণ ৯৯টি দফতর রাখা হইবে। তখন সেই কালেমা লেখা কাগজ ৯৯টি পাপে পূর্ণ দফতরের চইতে বেশী ভারি হইবে। কারণ আল্লাহর নামের সমতুল্য কোন জিনিস নাই। আল্লাহর নাম সবচেয়ে ভারি।

কালেমায়ে শাহাদাতের আরো কিছু ফজিলত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ- اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّاَنَّ النَّارَ حَقٌّ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া আন্না ঈসা আবদুল্লাহি ওয়া ইবনু আমাতিহী ওয়া কালিমাতুহু আলকাহা ইলা মারইয়ামা ওয়া রূহুম মিনহু ওয়া আন্নাল জান্নাতা হাককুওঁ ওয়া আন্নান নারা হাককুন।

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক, মোহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর বান্দীর সন্তান এবং আল্লাহর কালেমা, যে কালেমা আল্লাহ মরাইয়ামের প্রতি ঢালিয়াছেন এবং ঈসা আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি রূহ। এছাড়া বেহেশত ও দোযখ সত্য।

যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। তাহার আমল যেমনই হোক না কেন। সেই ব্যক্তি জান্নাতের ৮টি দরোজার যে কোন দরোজা দিয়া ইচ্ছা করিবে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাহার বাহিনীকে বিজয়ী করিয়াছেন এবং তাহার বান্দা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহায্য করিয়াছেন।

একজন বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নকিট আসিয়া বলিল, আমাকে এমন একটি বিষয় শিখাইয়া দিন যাহা আমি সব সময় পাঠ করিতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই কালেমা শিক্ষা দিলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ- اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَبِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবারু কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাবীরান ওয়া সোবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম। আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকুনী।

অর্থাৎ বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরিক নাই। আল্লাহ অনেক বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত। আল্লাহ পবিত্র পরিচ্ছন্ন। তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের পালনকর্তা। শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহর সাহায্যক্রমেই পাওয়া যায়। আল্লাহ বিজয়ী আল্লাহ জ্ঞানী, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে হেদায়েত দাও, আমাকে রেযেক দান কর।

তাসবীহ ও তাহমীদের ফজিলত

যে ব্যক্তি ছোবহানাল্লাহে অ-বেহামদিহি এক বার বলিবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ-

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

তাহার জন্য দশ বার লেখা হইবে। যে ব্যক্তি দশ বার বলিবে তাহার জন্য একশত বার লেখা হইবে। যে ব্যক্তি একশতবার বলিবে তাহার জন্য এক হাজার

বার লেখা হইবে। যে ব্যক্তি আরো বেশীবার এই তাসবীহ পাঠ করিবে তাহাকে দশগুণ বেশী সওয়াব দেওয়া হইবে।

যে ব্যক্তি এই তাসবীহ একশত বার বলিবে তাহার পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। যদিও তাহার পাপ সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হইয়া থাকে।

এই কালেমা আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের জন্য যেসব কালাম পছন্দ করিয়াছেন এই কালেমা সেইসব কালামের মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

হযরত নূহ (আঃ) তাহার পুত্রকে এই কালেমা পাঠ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ ইহা সকল মাখলুকের দোয়া ও তাসবীহ। এই কালেমার বরকতে মাখলুক রেযেক পাইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি এই কালেমা একবার বলিবে তাহার জন্য বেহেশতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। যে ব্যক্তি অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি যাপন করে অথবা অর্থ ব্যয় করিতে ভীরুতা কাপুরুষতার পরিচয় দেয়, সে যেন এই কালেমা বেশী বেশী পাঠ করে। কারণ আল্লাহর পথে পাহাড় পরিমাণ সোনা দান কারার চাইতে এই কালেমা পাঠ করা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালেমা হইতেছে সোবহানা ল্লাহি অ-বেহামদিহি। অর্থাৎ আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি।

যে ব্যক্তি ছোবহানাল্লাহিল আজিম বলিবে, অর্থাৎ আল্লাহ সম্মানিত ও পবিত্র তাহার জন্য বেহেশতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হইবে।

যে ব্যক্তি বলিবে, ছোবহানাল্লাহিল আজিম অ-বেহমাদিহি– অর্থাৎ আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তাঁহার প্রশংসার সহিত, তাহার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।

কারণ এই কালেমা দ্বারা সৃষ্টিকুলের রেযেক বন্টন করা হইয়া থাকে

দুইটি কালেমা এমন রহিয়াছে, যে কালেমা যবানে খুবই হালকা কিন্তু কেয়ামতের দিন মীযানে যথেষ্ট ভারি হইবে। সেই কালেমা হইতেছে, সোবহানা ল্লাহে অ-বেহামদিহি সোবাহানাল্লাহিল আজিম।

যে ব্যক্তি এই কালেমার সহিত আস্তাগফেরুল্লাহিল আজিমে অ-আতুবু ইলাইহে, অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি এবং তাহার প্রতি রুজু হইতেছি, এই কালেমা পাঠ করিবে, তবে সেই ব্যক্তি উচ্চারণ অনুযায়ী

এই কালেমা লিখিয়া আরশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। কোন পাপই এই কালেমাসমূহ মিটাইয়া ফেলিতে পারে না। এই ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন এই কালেমাসমূহ মোহরাঙ্কিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে।

রাসূল ﷺ উম্মুল মোমেনীন হযরত জুয়াইরিয়ার নিকট হইতে একদিন ফজরের সময়ে বাহিরে গেলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন জুয়াইরিয়া একই বিছানায় তাসবীহ তাহলীল পাঠ করিতেছেন। রাসূল ﷺ তাহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাওয়ার সময় তোমাকে যেভাবে তাসবীহ তাহলীল পাঠ করিতে দেখিয়াছি তুমি কি একইভাবে উহা পাঠ করিতেছিলে? হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) বলিলেন, জি হাঁ। রাসূল ﷺ বলিলেন, তোমার নিকট হইতে যাওয়ার পর আমি চারিটি কালেমা তিন বার পাঠ করিয়াছি। আমার পাঠ করা চারিটি কালেমা যদি তোমার পাঠ করা সমুদয় তাসবীহ তাহলীলের সহিত ওজন করা হয়, যাহা তুমি সূর্যোদয় হইতে এতক্ষণ পর্যন্ত পড়িয়াছ, তবে আমার পাঠ করা চারিটি কালেমা ওজনে ভারি হইবে। সেই চারিটি কালেমা হইতেছে–

অর্থাৎ আমি আল্লাহর পবিত্রতা তাঁহার প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিতেছি আল্লাহর মাখলুকের সমান সংখ্যক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাঁহার আরশের ওজনের সমপরিমাণ এবং তাহার প্রশংসা লেখার কালির সমপরিমাণ।

ফায়দা ঃ এখানে একথার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে যে, এই কালেমা যে ব্যক্তি পাঠ করিবে সে কুফর হইতে নিরাপদ থাকিবে। কারণ কুফর ব্যতীত যে কোন পাপই সে করিয়া থাকু তাহা নেক আমল বিনষ্ট করিতে পারে না। অর্থাৎ একমাত্র কুফুরীই নেক আমল বিনষ্ট করিয়া দেয়।

আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা

তাসবীহ এভাবেও পড়িতে পারিবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ–

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহী সুব্‌হানাল্লাহিল আযীমে আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল আযীম ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, তাঁহার মাখলুকের সংখ্যার সমান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাঁহার কালেমাসমূহের সমান সংখ্যক।

আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা

একইভাবে তাসবীহ পাঠ করা যায়–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ–

উচ্চারণ ঃ সো ব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খালকিহী ওয়া রিদা নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।

অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা তাঁহার প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি তাহার মাখলুকের সমান সংখ্যায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাহার আরশের ওজনের সমপরিমাণ এবং তাহার প্রশংসা লেখার কালির সমপরিমাণ।

কিছুটা পরিবর্তিতভাবে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা

উক্ত চারিটি কালেমাকে এইভাবেও পড়া যাইবে–

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ– سُبْحَانَ اللهِ رِضٰى نَفْسِهٖ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رِضٰى نَفْسِهٖ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ–

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাহি আদাদা খালকিহী সুব্‌হানাল্লাহি রিদা নাফ্‌সিহী সুব্‌হানাল্লাহি যিনাতা আরশিহী সুব্‌হানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আদাদা খালকিহী আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রিদা নাফ্‌সিহী আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি জিনাতা আরশিহী আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী।

অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি সেই সব জিনিসের সমান সংখ্যায়, যেসব জিনিস তিনি আকাশে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর প্রশংসা আমি বর্ণনা করিতেছি সেই সব জিনিসের সমান সংখ্যায় যেসব জিনিস তিনি মাটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর প্রশংসা আমি বর্ণনা করিতেছি সেই সব জিনিসের সমান সংখ্যায় যেসব জিনিস আকাশ ও মাটির মাঝখানে রহিয়াছে, আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি আমি সেই সব জিনিসের সমান সংখ্যায় যেসব জিনিস আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করিবেন।

একইভাবে আল্লাহু আবকর শব্দের সহিত এই চারিটি কালেমা, আলহামদু লিল্লাহ শব্দের সহিত চারিটি কালেমা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দের সহিত চারিটি কালেমা, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহর সহিত চারিটি কালেমা পাঠ করিবে।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ একদিন একজন মহিলা সাহাবীর নিকট গেলেন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করিলেন মহিলার সামনে খেজুরের বীচি ও পাথরকণা রহিয়াছে। এসব জিনিস গণনা করিয়া সেই মহিলা তাসবীহ পাঠ করিতেছিলেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন উপায় বলিয়া দিব না যাহা তোমার এই পদ্ধতির চাইতে উত্তম? একথা বলার পর রাসূল ﷺ উপরোক্ত তাসবীহ পাঠ করিলেন।

হযরত সফিয়া (রাঃ) কে রাসূল ﷺ এর শিক্ষাদান

রাসূল ﷺ একদিন উম্মুল মোমেনীন হযরত সফিয়ার নিকট গেলেন। যাওয়ার পর লক্ষ্য করিলেন হযরত সফিয়ার সামনে চার হাজার খেজুর বীচি। সেই সময় খেজুরের বীচি গণনা করিয়া হযরত সফিয়া (রাঃ) তাসবীহ পাঠ করিতেছিলেন। রাসূল ﷺ হযরত সফিয়াকে বলিলেন, তোমার পাশে যতক্ষণ যাবত আমি দাঁড়াইয়াছি ততক্ষণে আমি চার হাজারের অধিক তাসবীহ পাঠ করিয়াছি। হযরত সফিয়া (রাঃ) বলিলেন, হে রাসূল ﷺ ! সেই তাসবীহ আমাকেও শিখাইয়া দিন।

রাসূল ﷺ বলিলেন –

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ-

উচ্চারণ ঃ সোব্‌হানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা।

অর্থাৎ আমি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করিতেছি তাঁহার সকল মাখলুকের সংখ্যার সমান।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) কে রাসূল ﷺ এর শিক্ষা

রাসূল ﷺ হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি জিনিস শিখাইয়া দিতেছি যাহা দিনরাত তাসবীহ পাঠ করার চাইতে

উত্তম। তাহা এই–

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَاخَلَقَ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَاخَلَقَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءِ كُلِّ شَيْءٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ-

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ওয়া সোবহানা মিলআ মা খালাকা, ওয়া সোবহানাল্লাহি আদাদা কুল্লি শাইয়িন, ওয়া সোবহানাল্লাহি মিলআ কুল্লি শাইয়িন, ওয়া সোবহানাল্লাহি মা আহসা কিতাবুহু। আলহামদু লিল্লাহি আদাদা মা খালাকা, ওয়ালহামদু লিল্লাহি মিলআ মা খালাকা। আলহামদু লিল্লাহি আদাদা মা খালাকা ওয়াল হামদু লিল্লাহি মিলআ মা খালাকা। আলহামদু লিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাইয়িন ওয়াল হামদু লিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাইয়িন, ওয়ালহামদু লিল্লাহি মিলআ কুল্লি শাইয়িন, আল হামদু লিল্লাহি আদাদা মা আহসা কিতাবুহু। ওয়াল হামদু লিল্লাহি মিলা মা আহসা কিতাবুহু।

অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেসব জিনিস তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেসব জিনিস তাহার সৃষ্টিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি প্রত্যেক জিনিসের সমান সংখ্যায়। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি প্রত্যেক জিনিসের ঢাকিয়া ফেলিবার মতো সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি সেইসব জিনিসের সমান সংখায় যেসব জিনিস। তাঁহার কিতাব পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি। সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেসব জিনিস তাঁহার কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেসব জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেসব জিনিস আল্লাহর সৃষ্টিতে রহিয়াছে এবং সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেইসব জিনিস কিতাবে (লওহে মাহফুজে) সংরক্ষিত রহিয়াছে। আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি সেইসব জিনিস পরিপূর্ণ করার সংখ্যা পরিমাণ যেসব জিনিস আল্লাহর কিতাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) কে রাসূল ﷺ এর শিক্ষা

রাসূল ﷺ হযরত আবু উমামা (রাঃ)-কে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন জিনিসের কথা বলিব না যাহা তোমার দিনরাত্রি জেকের করার চাইতে সওয়াবের দিক হইতে অধিক উত্তম হইবে? তাহা এই–

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَاخَلَقَ سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَافِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ– وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَااَحْصٰى كِتَابُهٗ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَىْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْ كُلِّ شَىْءٍ–

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা, সোবহানাল্লাহি মিলআ মা খালাকা, সোবহানাল্লাহি আদাদা মা ফিল আরদি ওয়াস সামায়ি, ওয়া সোবহানাল্লাহি মিলআ মা ফিল আরদি ওয়াস সামায়ি, ওয়া সোবহানাল্লাহি আদাদা মা আহসা কিতাবুহু ওয়া সোবহানাল্লাহি মিলআ মা আহসা কিতাবুহু, ওয়া সোবহানাল্লাহি আদাদা কুল্লি শাইয়িন, ওয়া সোবহানাল্লাহি মিলআ কুল্লি শাইয়িন।

অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেই সব জিনিসের সংখ্যা সমান যেইসব জিনিস তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেইসব জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যেইসব জিনিস আল্লাহর সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেইসব জিনিসের সমান সংখ্যায় যেইসব জিনিস আকাশ ও যমীনে রহিয়াছে। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেইসব জিনিসের সমান সংখ্যক যাহা আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেইসব জিনিসের সমান সংখ্যায় যেইসব জিনিস আল্লাহ তাঁহার কিতাবে শুমার করিয়াছেন। আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস পরিপূর্ণ করার সমান সংখ্যক।

এমনি করিয়া প্রতিটি কালেমার সহিত আলহামদু লিল্লাহ মিলাইয়া পড়িবে।

ইমাম তাকরানীও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ছোবহানাল্লাহ শব্দের পরিবর্তে আলহামদু লিল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন তারপর বলিয়াছেন, ছোবহানাল্লাহর পরে আল্লাহু আকবরের পরে প্রত্যেক কালেমা মিলাইয়া পড়িবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও একইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় আল্লাহু আকবর শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই।

আবু রাফে (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রাঃ) -এর আবেদনে রাসূল ﷺ এর শিক্ষা দান

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ছিলেন হযরত আবু রাফে (রাঃ)-এর স্ত্রী। তিনি রাসূল ﷺ বলিলেন, হে রাসূল কে আমাকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কালেমা শিখাইয়া দিন (আমি যেন সহজে মুখস্থ করিতে পারি)।

রাসূল ﷺ বলিলেন, দশ বার আল্লাহু আকবর অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড় বলো। আল্লাহ বলিবেন, ইহা আমার জন্য। দশ বার ছোবহানাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র বলো। আল্লাহ বলিবেন, ইহা আমার জন্য। তারপর বলিবে আল্লাহুম্মাগফের লী অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ বলিবেন, আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম। আল্লাহুম্মাগফের লী দশ বার বলিবে। প্রতিবারই আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।

উৎকৃষ্ট তাসবীহ

উৎকৃষ্ট তাসবীহ হইতেছে–

سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِىْ وَبِحَمْدِهٖ–

উচ্চারণ ঃ সোবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী, সোবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী।

অর্থাৎ আমার প্রতিপালক পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য। আমার প্রতিপালক পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ–

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য।

ছোবহানাল্লাহ বলা হইলে আকাশ যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা এবং আলহামদু লিল্লাহ বলা হইলে মীযান পূর্ণ হইয়া যায়।

চারিটি কালেমা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এই চারিটি কালেমা হইতেছে, ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর। অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

এই চারিটি কালেমা পূর্বাপর করিয়া পড়িলেও কোন ক্ষতি নাই।

কোরআনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কালাম

এই চারিটি কালেমা হইতেছে পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কালাম। এই চারিটি কালেমা কোরআনেরই কালেমা। যে ব্যক্তি এই সকল কালেমা বলিবে তাহার জন্য প্রতি অক্ষরে দশটি নেকী লেখা হইবে।

রাসূল ﷺ বলেন, এই সকল কালেমা আমার নিকট সেই সকল জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় যেসব জিনিসের উপর সূর্য আলো দান করে। অর্থাৎ বিশ্বের সব জিনিসের চাইতে এই কালেমা আমার নিকট পছন্দনীয়।

নিঃসন্দেহে বেহেশতের মাটি উত্তম এবং পানি সুমিষ্ট, কিন্তু সেই মাটি হইতেছে সমতল ভূমি। সেই ভূমির বৃক্ষ হইতেছে এই সকল কালেমা। প্রতিটি কালেমার বিপরীতে জান্নাতে একটি বৃক্ষ লাগানো হয়।

তোমরা এই সকল কালেমা বলো এবং দোযখের আগুন হইতে এইসব কালেমাকে ঢাল বানাও। কারণ এই সকল কালেমা রোজ কেয়ামতে সামনে হইতে, পিছন হইতে, ডান হইতে, বাম হইতে, নীচে হইতে, সব দিক ইহাতে আসিবে। এই নেকী হইতেছে অবশিষ্ট থাকার মতো নেকী।

প্রত্যেকবার ছোবহানাল্লাহ বলা সদকা, প্রত্যেকবার আলহামদু লিল্লাহ বলা সদকা, প্রত্যেকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা সদকা, প্রত্যেকবার আল্লাহু আকবর বলা সদকা।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি ছোবহানাল্লাহ বলে, তাহার জন্য বেহেশতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। অর্থাৎ বিত্তবান ব্যক্তিগণ যেভাবে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার সওয়াব লাভ করে, ঠিক একইভাবে এই সকল কালেমা যাহারা পাঠ করে তাহারা সওয়াব লাভ করে।

সালাতে তাসবীহ

রাসূল ﷺ তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে সালাতে তাসবীহ পাঠ করার জন্য তাকিদ করিয়াছিলেন। রাসূল ﷺ বলেন, হে চাচা, আপনি যদি সালাতে তাসবীহ আদায় করেন তবে আল্লাহ তায়ালা আপনার ছোট বড়, জাহেরি বাতেনী, পূর্বেকার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আপনি চারি রাকাত নামায এইভাবে আদায় করিবেন যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করিবেন। সূরা পাঠ করার পর রুকুতে যাওয়ার আগে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার এই তাসবীহ পাঠ করিবেন–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ–

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

তারপর রুকু করিবেন। রুকুতে দশ বার এই তাসবীহ পাঠ করিবেন। রুকু হইতে দাঁড়াইয়া সেজদায় যাওয়ার আগে দশ বার পাঠ করিবেন। সেজদায় যাওয়ার পর দশ বার পাঠ করিবেন। প্রথম সেজদা হইতে বসার পর দশ বার পাঠ করিবেন। দ্বিতীয় সেজদায় দশ বার, দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর আগে বসিয়া দশ বার পাঠ করিবেন। এভাবে প্রথম রাকাতে পঁচাত্তর বার এই তাসবীহ পাঠ করা হইবে। এভাবে চারি রাকাত পূর্ণ করিবেন।

যদি প্রতিদিন এই নামায পাঠ করিতে পারেন তবে তাহাই করিবেন। যদি প্রতিদিন না পারেন তবে প্রতি জুমা রাতে একবার, যদি প্রতি জুমা রাতে না পারেন তবে প্রতি মাসে একবার, যদি প্রতি মাসে না পারেন তবে বছরে একবার, যদি বছরে একবার না পারেন তবে জীবনে একবার এই নামায আদায় করিবেন।

অথবা উক্ত কালেমার সহিত লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। অর্থাৎ এই তাসবীহ পাঠ করিবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ– وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ–

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। কোন ক্ষমতা কোন শক্তিই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নহে।

এই তাসবীহ বা এই কালেমা হইতেছে বারীরাতে ছালেহাত অর্থাৎ চিরস্থায়ী নেকী। এই নেকী বান্দার পাপ এমনভাবে মুছিয়া দেয় যেমন নাকি হেমন্তকালে বৃক্ষ হইতে সকল পাতা ঝরিয়া যায়। এই তাসবীহসমূহ হইতেছে বেহেশতের ভান্ডার।

যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করিতে পারেনা তাহার জন্য এই কালেমা সমূহ কোরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

উপরোক্ত পাঁচটি কালেমার সহিত আল্লাহুম্মা রহামনি অরযুকনি অ-আফেনি অহদেনি মিলাইয়া পাঠ করিবে। ইহাতে এইভাবে পড়িতে হইবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ– وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ– اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ–

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা রহাম্‌নী ওয়ারযুক্‌নী ওয়া আফিনী ওয়াহ্‌দিনী।

শেষোক্ত সংযুক্ত কালেমার অর্থ হইতেছে, হে আল্লাহ, আমার প্রতি রহমত করো, আমাকে রেযেক দান করো, আমাকে নিরাপত্তা দাও এবং আমাকে হেদায়েত দাও।

যে ব্যক্তি এভাবে পাঠ করিবে সে নেকী দ্বারা নিজের হাত পূর্ণ করিয়া লইবে। উপরের চারিটি তাসবীহ এভাবেও বলা যায় যে, শেষে অ তাবারাকাল্লাহু যুক্ত করিবে। ইহাতে এইভাবে পড়িবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ–وَتَبَارَكَ اللهُ–

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া তাবারাকাল্লাহু।

যে ব্যক্তি আল্লাহুম্মা রহামনি মিলানেক ছাড়াই উপরোক্ত নিয়মে এই তাসবীহ পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। সেই ফেরেশতা এই তাসবীহ নিজের পাখায় লইয়া উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং জ্বিন ও ফেরেশতাদের দলের মধ্যে দিয়া যাইতে থাকে। জ্বিন ও ফেরেশতারা সে সময় এই তাসবীহ যে ব্যক্তি পাঠ করিয়াছে তাহার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে। তারপর এই সকল তাসবীহ আল্লাহ তায়ালার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। যেন আল্লাহ্ তাসবীহ পাঠকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে রহমত দান করেন।

চারিটি তাসবীহ বা কালেমার ফজিলত

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কালেমাসমূহের মধ্যে চারিটি কালেমা মনোনীত করিয়াছেন। সেই চারিটি কালেমা হইতেছে–

যে ব্যক্তি এক বার ছোবহানাল্লাহ বলিবে তাহার নামে বিশটি নেকী লেখা হইবে, তাহার বিশটি পাপ মুছিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি একবার আলহামদু লিল্লাহ বলিবে তাহার নামে বিশটি নেকী লেখা হইবে। তাহার বিশটি পাপ মুছিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি একবার আল্লাহু আকবর বলিবে তাহার নামে বিশটি নেকী লেখা হইবে। তাহার বিশটি নেকী মুছিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিবে, তাহার নামে বিশটি নেকী লেখা হইবে এবং তাহার বিশটি পাপ মুছিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন বলিবে, তাহার নামে ত্রিশটি নেকী লেখা হইবে এবং তাহার ত্রিশটি পাপ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

রাসূল ﷺ একদিন সাহাবাদের বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি প্রতিদিন ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ নেক আমল করিতে পারিবে? সাহাবাগণ বলিলেন, হে রাসূল ﷺ! এতো নেকী করা কাহার দ্বারা সম্ভব? রাসূল ﷺ বলিলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের দ্বারা এই পরিমাণ নেকী করা সম্ভব। একবার ছোবহানাল্লাহ বলিলে ওহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশী পরিমাণে নেকী পাওয়া যায়। একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিলে ওহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশী পরিমাণ সওয়াৰ পাওয়া যায়। এক বার আলহামদু লিল্লাহ বলিলে ওহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশী পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। একবার আল্লাহু আকবর বলিলে ওহুদ পাহাড়ের বেশী পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

উক্ত চারটি কালেমার আরো সওয়াবের বিবরণ

নাসাঈ, ইবনে মাজা ও তবারানীর হাদীসে রহিয়াছে, একশতবার ছোবহানাল্লাহ বলিলে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একশত ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। আলহামদু লিল্লাহ একশত বার বলিলে জেহাদে গাজীদের আরোহণের জন্য প্রস্তুত একশত সুসজ্জিত ঘোড়ার সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহু আকবর একশত বার বলিলে কোরবানীর উদ্দেশে জবাই করার জন্য মালা পরিধান করানো দশটি মকবুল উটের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

তাবারানীর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, আল্লাহু আকবর এক বার বলিলে একশত উটের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। যেইসব উটকে কোরবানী করার জন্য মালা পরিধান করানো হইয়াছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সওয়াব আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা পূর্ণ করিয়া দেয়।

কেয়ামতের ময়দানে এই পাঁচটি কালেমা পাঠের সওয়াব কেমন হইবে? প্রথমত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, দ্বিতীয়ত ছোবহানাল্লাহ, তৃতীয়ত আলহামদু লিল্লাহ, চতুর্থত আল্লাহু আকবর, পঞ্চমত কোন মুসলমানের সন্তানের মৃত্যু হইলে সে যদি সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, বিলাফ আহাজারি না করে।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তোমাদের যে ছোবহানাল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আলহামদু লিল্লাহ বলিয়া আল্লাহ তায়ালার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে, এই কালেমা সমূহ আল্লাহর আরশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। সেই সময় মৌমাছির গুন গুন শব্দের মতো শব্দ হইতে থাকে। এই সব কালেমা যে ব্যক্তি পাঠ করে সে ব্যক্তির কথা আল্লাহ-কে স্মরণ করাইয়া দেয়। তোমরা কি চাও না যে, তোমাদের কথা সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হউক?

বাকিয়াতে ছালেহাত বা যেইসব নেকী চিরকাল অক্ষয় থাকে সেইসব নেকীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কালেমা হইতেছে আল্লাহু আকবর, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ এবং অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এইসব কালেমা তোমরা বেশী বেশী পাঠ করো।

অর্থাৎ সেইসব কালেমা পাঠ কর যেইসব কালেমা পাঠ করা হইলে সব সময় আল্লাহর আরশে তোমাদের প্রসঙ্গে আলোচনা হইবে।

লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহর ফজিলত

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বল, কারণ এই কালেমা বেহেশতের ভান্ডারসমূহের মধ্যেকার একটি ভান্ডার।

(মোসনাদে আহমদ, তাবারানী)

লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেহেশতের দরোজা সমূহের মধ্যেকার একটি দরোজা। (মোসনাদে আহমদ, তাবারানী, নাসাঈ)

লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেহেশতের একটি বৃক্ষ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ৯৯টি রোগের ঔষধ স্বরূপ। এই সকল রোগের মধ্যে সবচেয়ে সহজ রোগ হইতেছে দুশ্চিন্তা। (হাকেম, তাবারানী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ আমি বলিলাম, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। রাসূল ﷺ বলিলেন, তুমি কি জানো তুমি যাহা বলিয়াছ ইহার অর্থ কি? ইবনে

মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল ﷺ ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বলিলেন, এই কালেমার অর্থ হইতেছে, আল্লাহ্ তায়ালা হেফাজত না করিলে কেহ পাপ অন্যায় হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত কেহ কোন নেকী করিতে পারে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন–

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ وَلَا مَلْجَاَ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ-

উচ্চারণ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা মান জাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি। অলা মালজা মিনাল্লাহ ইল্লা ইলাইহে (আল্লাহ ব্যতীত কোন ঠিকানা নাই) বেহেশেতের ভান্ডারসমূহের মধ্যেকার একটি ভান্ডার।

(নাসাঈ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলিবে, আল্লাহর প্রতিপালক হওয়া, মোহাম্মদ ﷺ-এর পয়গম্বর হওয়া এবং ইসলামের দ্বীন হওয়া আমি মনেপ্রাণে পছন্দ করি, তাহার জন্য জান্নাত অবধারিত (ওয়াজিব) হইয়া যাইবে। (নাসাঈ, মুসলিম, আবু দাউদ)

আল্লাহর সহিত ওয়াদা করার বিবরণ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত নিম্নোক্ত ওয়াদা করিরে সে কেয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশ করিবে–

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا وَّنَبِيًّا- اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنْ اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

উচ্চারণ ঃ রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিলইসলামি দ্বীনান্ ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাসূলান ইয়া নাবিয়্যান।

আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি আলিমিল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি ইন্নী আ'হাদু ইলাইকা ফী হাযিহিল হায়াতিদ্ দুনইয়া, আন্নী আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। ফাইন্নাকা ইন্ তাকিলনী ইলা নাফসী তুকার্‌রিবনী মিনাশ্ শাররি ওয়া তুবায়িদনী মিনাল খাইরি ওয়া ইন আসিকু ইল্লা বিরাহমাতিকা ফাজ'আল লী ইন্দাকা আহদান তুওয়াফফীনিহী ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ।

অর্থাৎ হে আসমান যমীনের প্রতিপালক, হে গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত সত্তা। আমি তোমার সহিত এই জীবনে ওয়াদা করিতেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোন শরিক নাই। মোহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। যদি তুমি আমাকে আমার নফসের নিকট সোপর্দ করো তবে পাপ অন্যায়ের কাছাকাছি করিয়া দিবে এবং কল্যাণ হইতে দূরে সরাইয়া দিবে। আমি তোমার রহমতের উপরেই ভরসা করিতেছি। তুমি আমার সহিত এমন ওয়াদা কর যে ওয়াদা তুমি কেয়ামতের দিন পূর্ণ করিবে। কেননা তুমি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

তারপর আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাঁহার ফেরেশতাদের বলিবেন, আমার বান্দা আমার সহিত একটি ওয়াদা করিয়াছে, সেই ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দাও। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।

হযরত সোহায়েল বলেন, আমি কাসেম ইবনে আবদুর রহমানকে বলিলাম, হযরত আওফ আমাকে এইরকম হাদীস শুনাইয়াছেন। হযরত কাসেম বলিলেন, আমাদের ঘরে এমন কোন মেয়ে বা মহিলা নাই যাহারা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বে ও এই কালেমা সমূহ পাঠ না করে (অর্থাৎ এই হাদীস তো বিখ্যাত, আমাদের এখানে ছোট বড় সকলেই এই হাদীসের উপর আমল করে।

এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সামনে এই কালেমা পাঠ করিল–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى-

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যেবান মোবারাকান্ ফীহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ার্‌যা।

অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এইরকম প্রশংসা যাহা অত্যন্ত পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ। যে রকম প্রশংসা তিনি চান এবং পছন্দ করেন।

ফায়দা ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসিয়া উপরোক্ত কালেমা পাঠ করিল। রাসূল ﷺ বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে

আমার প্রাণ রহিয়াছে, দশ জন ফেরেশতা এই কালেমার প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক ফেরেশতা এই কালেমার সওয়াব লিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু কিভাবে লিখিবে তাহারা কেহই বুঝিতে পারে নাই। তারপর এই কালেমা আল্লাহ তায়ালার নিকট লইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, এই কালেমা আমার বান্দা যেইরকম এখলাসের সহিত পাঠ করিয়াছে সেরকম এখলাসের সহিত লেখ। (ইবনে হেব্বান, হাকেম)

ফায়দা ঃ হযরত সোহায়েল ছিলেন তাবে তাবেয়ী। হযরত কাসেম ইবনে আবদুর রহমান এবং হযরত আওফ ছিলেন তাবেয়ী।

এস্তেগফারের বিবরণ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাতাআ'তু বিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউ বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযামবী ফাগফির লী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা। তোমার সহিত যে ওয়াদা আমি করিয়াছি তাহার উপর আমি যথাসাধ্য অবিচল রহিয়াছি। আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহার ক্ষতি হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তুমি আমার উপর যেইসব দয়া করিয়াছ, আমাকে যেইসব নেয়ামত দিয়াছ আমি সেইসব স্বীকার করিতেছি। আমি যেইসব পাপ করিয়াছি সেইসব পাপের কথা স্বীকার করিতেছি। কাজেই তুমি আমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহই আমার পাপ ক্ষমা করিতে পারিবে না।

উপরে সবচেয়ে বড় এস্তেগফার বা সাইয়েদুল এস্তেগফার উল্লেখ করা হইয়াছে। সব সময় এই এস্তেগফার করা আমাদের কর্তব্য। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর নিকট তওবা এস্তেগফার করিয়া থাকি।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূল ﷺ বলেন, আমি প্রতিদিন সত্তর বার তওবা করিয়া থাকি। আর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূল ﷺ বলেন, আমি প্রতিদিন সত্তর বারের চাইতে বেশী তওবা করিয়া থাকি।

আর এক বর্ণনায় একশত বার তওবা করার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

রাসূল ﷺ সাহাবাদের বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তওবা কর। আমি প্রতিদিন আল্লাহর সামনে একশত বার তওবা করি।

যে ব্যক্তি তওবা করে সে নিয়মিত পাপে লিপ্ত হইতে পারে না, যদি দিনে ৭০ বারও পাপ করে।

রাসূল ﷺ বলেন, আমার মনের উপর পর্দা পড়িয়া যায়, এ কারণে প্রতিদিন আল্লাহর নিকট একশত বার তওবা করি।

ফায়দা ঃ রাসূল ﷺ চাইতেন তাঁহার মন সব সময় আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকুক, কিন্তু তিনি যেহেতু ছিলেন হেদায়েতকারী এবং পথপ্রদর্শক, এ কারণে সকল কাজ করিয়া তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মনে পর্দা পড়ার কথা প্রকৃতপক্ষে উম্মতের অবস্থা বোঝানোর জন্যই বলা হইয়াছে। অন্যথায় তাঁহার অন্তর তো সব সময় আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকিত। তিনি কখনোই আল্লাহর স্মরণ হইতে অমনোযোগী থাকিতেন না।

আকাশ যমীন পূর্ণ পাপও আল্লাহ্ ক্ষমা করেন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তোমরা যদি এতো পাপ করো যে পাপে আকাশ যমীন পূর্ণ হইয়া যায়, তারপর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও তবে আল্লাহ সেই পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। সেই সত্তার শপথ যাহার কুদরতের নিয়ন্ত্রণে মোহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে, যদি তোমরা পাপ অন্যায় না করো তবে আল্লাহ্ এমন মানুষ সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ অন্যায় করিবে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তখন আল্লাহ তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিবেন।

(মোসনাদে আহমদ, মোসনাদে আবু ইয়ালা)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ, যদি তোমাদের মধ্যে হইতে পাপ প্রকাশ না পায় তবে আল্লাহ তোমাদের তুলিয়া নিবেন এবং এমন কওম সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তারপর আল্লাহ তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিবেন। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এস্তেগফার করিবে, আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। (তিরমিজি, নাসাঈ)

হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় (কেয়ামতের দিন) তাহার আমলনামা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে, সে যেন বেশী বেশী করিয়া এস্তেগফার করে। (তাবারানী)

হযরত উম্মে আসমাআ আল আওছিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, কোন মুসলমান পাপ করিলে সেই পাপ লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা কিছু সময় না লিখিয়া অপেক্ষা করে। এই সময়ে যদি বান্দা এস্তেগফার করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে সেই পাপ দেখানো হইবে না এবং তাহাকে শাস্তি ও দেওয়া হইবে না। (হাকেম)

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের প্রতিজ্ঞা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, শয়তান আল্লাহর নিকট কসম করিয়া বলিয়াছে, তোমার সম্মান ও পরাক্রমের শপথ, আমি বনি আদমের দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তাহাদের পথভ্রষ্ট করিতে থাকিব। একথা শুনিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমার সম্মান এবং পরাক্রমের শপথ, আমিও তাহাদের বরাবর ক্ষমা করিতে থাকিব যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমার নিকট এস্তেগফার করিবে। (মোসনাদে আহমদ, আবু ইয়ালা)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রহিয়াছে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসিয়া বলিল হায় আমার পাপ। রাসূল ﷺ তাহাকে এস্তেগফারের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

বাযযারে উল্লিখিত এক হাদীসে রহিয়াছে, কেরামান কাতেবিন আল্লাহর সামনে যখন কোন বান্দার আমলনামা উপস্থাপন করে এবং আল্লাহ যখন সেই আমলনামার শুরুতে এবং শেষে এস্তেগফার দেখেন তখন বলেন, আমি আমার বান্দার সকল পাপ অন্যায় যাহা এই আমলনামায় লেখা রহিয়াছে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে কেহ সকল মোমেন পুরুষ এবং মোমেন নারীর জন্য মাগফেরাত চায় আল্লাহ তায়ালা তাহার আমলনামায় প্রত্যেক মোমেন পুরুষ নারীর সংখ্যা অনুযায়ী একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন। (তাবারানী)

নিয়মিত এস্তেগফার করার পুরস্কার

আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হেব্বানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নিয়মিত এস্তেগফার করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সকল সংকীর্ণতা হইতে বাহির হওয়ার পথ তৈয়ার করিয়া দিবেন।

তাবারানীর হাদীসে রহিয়াছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের মধ্যে একজন লোক পাপ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই পাপ তাহার নামে লিখিয়া দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি বলিল, পাপ করার পর সেই ব্যক্তি এস্তেগফার অর্থাৎ তওবা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে বনী আদম, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট দোয়া করিবে এবং এই আশা পোষণ করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব। তোমার অবস্থা যাহাই হোক আমি ক্ষমা করিতে কাহারো পরোয়া করি না। হে বনী আদম, যদি তোমার পাপ আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত পৌছিয়া যায় তারপর তুমি আমার নিকট মাগফেরাত চাও তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব। হে আদম সন্তান, যদি তুমি আমার নিকট যমীনপূর্ণ পাপ লইয়া উপস্থিত হও এবং এ অবস্থায় আসো যে, আমার সহিত কাহাকেও শরিক করো নাই, তবে আমি তোমার নিকট যমীনপূর্ণ ক্ষমা লইয়া উপস্থিত হইব। (তিরমিজি)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন বান্দা পাপ করিয়া বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমি পাপ করিয়াছি, তুমি এই পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দা কি জানে তাহার কোন প্রতিপালক রহিয়াছে যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং পাপ করিলে তাহাকে শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তারপর যতোদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন ততোদিন সে বান্দা পাপ হইতে বিরত থাকে, পুনরায় পাপ করিয়া ফেলে। পাপ করার পর বলে হে আল্লাহ, আমি পাপ করিয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দা কি জানে তাহার কোন প্রতিপালক রহিয়াছে যিনি পাপ মার্জনা করেন, আবার পাপের কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তারপর যতোদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন বান্দা পাপ হইতে বিরত থাকে। তারপর পুনরায় পাপ করে। তারপর বলে, হে আমার প্রতিপালক আমি পাপ করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা কি এই বিশ্বাস পোষণ করে, তাহার একজন প্রতিপালক আছেন যিনি পাপ মার্জনা করেন আবার শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দাকে তিন বার ক্ষমা করিয়া দিলাম তারপর সে যাহা ইচ্ছা আমল করুক। (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

যাহার আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার থাকিবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাছার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান যাহার আমলনামায় বেশী বেশী এস্তেগফার পাওয়া যাইবে। (ইবনে মাজা)

ইতিপূর্বে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, এক ব্যক্তি নিজের কর্কশ ভাষী হওয়ার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রতিকার চাহিয়াছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছিলেন তুমি কি এস্তেগফার করো না?

এস্তেগফার করার নিয়ম

আল্লাহ তায়ালার নিকট এইভাবে এস্তেগফার করিবে–

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ–

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি জীবিত এবং চিরঞ্জীব। আমি তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি।

এই নিয়মে তওবা করা হইলে কেহ যদি জেহাদের ময়দান হইতে পলায়নও করে তবু আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তিন বার অথবা পাঁচ বার এই নিয়মে এস্তেগফার করিলে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ পাপ থাকিলেও আল্লাহ তায়ালা সেই সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা অর্থাৎ সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে একশত বার এস্তেগফার পাঠ করার সংখ্যা গণনা করিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এস্তেগফার ছিল এইরূপ ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَاَتُوْبُ اِلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফির লী ওয়া আতুবু ইলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহীম।

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমার তওবা কবুল করো। নিঃসন্দেহে তুমি তওবা কবুল এবং রহমত করিয়া থাকো। (সুনানে আরবাআ, ইবনে হেব্বান)

আল্লাহুম্মাগফের লী অ তুব আলাইয়্যা

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত রবী ইবনে খায়ছাম (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আস্তাগফেরুল্লাহা অ-আতুবু ইলাইহে না বলিয়া বরং বলো, আল্লাহুমা গফেরলী অতুব আলাইয়্যা। কারণ আস্তাগফেরুল্লাহা অ-আতুবু ইলাইহে বলিলে মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আস্তাগফেরুল্লাহ অ-আতুবু ইলাইহে অর্থ আমি আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি এবং তাঁহার সামনে তওবা করিতেছি।

আল্লাহুম্মা গফেরলী অতুব আলাইয়্যা অর্থ- হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমার দোয়া কবুল করো।

কেহ যদি অমনোযোগিতার সহিত তওবা করে সেই তওবা আল্লাহ্ কবুল করেন না; বরং তওবা কায়নোবাক্যে একাগ্রচিত্তে করিতে হইবে। হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বলিয়াছেন, আমাদের এস্তেগফার অসংখ্য এস্তেগফারের মুখাপেক্ষী।

কেহ যদি অ-আতুবু ইলাল্লাহ বলে অর্থাৎ আমি আল্লাহর সামনে তওবা করিতেছি। এসময় যদি অন্তর হইতে তওবা না করে তবে নিঃসন্দেহে এই তওবা হইবে মিথ্যাচার, কিন্তু আল্লাহুম্মা গফেরলী অতুব আলাইয়্যা যদি অমনোযোগিতার সঙ্গেও কেহ বলে এবং দোয়া কবুল হওয়ার সময়ে সেই কথা উচ্চারিত হয় তবে সেই দোয়া কবুল হইয়া যায়। কারণ কেহ যখন বার বার দরোজা নক করে এক সময় ঘরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। রাসূল ﷺ এক মজলিসে একশত বার বলিতেন, রব্বেগফেরলী অতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত তাউয়াবুর রাহীম।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক মজলিসে এক বার অথবা তিন বার আস্তাগফেরুল্লাহা অ-আতুবু ইলাইহে বলিবে, যদি সে জেহাদের ময়দান হইতে পালাইয়াও যায় তবু আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

হযরত লোকমান তাঁহার পুত্রকে অসিয়ত করিয়াছেন, বৎস তুমি তোমার জিহবা আল্লাহুম্মাগফেরলী উচ্চারণ দ্বারা সিক্ত করো। কারণ আল্লাহ তায়ালার এইরকম কিছু নির্ধারিত সময় রহিয়াছে যে সময় কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা বৃথা যায় না; বরং আল্লাহ তায়ালা সে প্রার্থনা কবুল করেন।

কোরআন তেলাওয়াতের আদাব

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ –

অর্থাৎ যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে, যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (সূরা আ'রাফ)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ – قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ – يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ – وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ –

অর্থাৎ স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে, যাহারা উপস্থিত হইয়া কোরআন পাঠ শুনিতেছিল, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, চুপ করিয়া শ্রবণ কর। যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে। উহারা বলিয়াছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা মূসার উপর, অবতীর্ণ কিতাব উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি

হইতে তোমাদের রক্ষা করিবেন। কেহ যদি আল্লাহর প্রতি আরোহণকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। তাহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। (সূরা আহকাফ)

কোরআন মজীদের হক

কোরআন মজীদের হক হইতেছে ইহা তেলাওয়াত করার সময় ছয়টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

কোরআন তেলাওয়াতের প্রথম আদাব

তাজীমের সহিত পাঠ করিবে। তাজীমের সহিত পাঠ করার অর্থ হইতেছে, প্রথমে ওজু করিবে তারপর কেবলামুখী হইয়া বসিবে এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করিবে। অন্য কেহ পাঠ করিতে থাকিলে আদবের সহিত নীরবে শ্রবণ করিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দাঁড়াইয়া কোরআন পাঠ করে সে প্রতি অক্ষরে একশত নেকী পায়। যে ব্যক্তি বসিয়া নামায আদায় করে সে প্রতি অক্ষরে পঞ্চাশ নেকী পায়। নামায ব্যতীত অন্য সময়ে ওজু অবস্থায় কোরআন পাঠ করা হইলে প্রত্যেক অক্ষরে পঁচিশ নেকী পায়। ওজুবিহীন পাঠ করিলে প্রতি হরফে বা অক্ষরে দশ নেকী আমলনামায় লেখা হয়।

কেরাতের তারতীল

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا نِّصْفَهٗٓ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا– اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا–

অর্থাৎ হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (সূরা মুযযাম্মিল)

কোরআন অনুধাবন করা

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا–

অর্থাৎ তবে কি তাহারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো হইত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসঙ্গতি পাইত। (সূরা নেসা)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا–

অর্থাৎ তবে কি উহারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সূরা মোহাম্মদ)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ–

অর্থাৎ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। (সূরা সা'দ)

কোরআন তেলাওয়াতের দ্বিতীয় আদাব

ধীরে ধীরে কোরআন পাঠ করিবে। পঠিত আয়াতসমূহের অর্থ বোঝার এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করিবে। তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্ট করিবে না। এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাযালী লিখিয়াছেন, তওরাতে উল্লেখ রহিয়াছে, আল্লাহ বলেন, হে বান্দা, তোমার লজ্জা করে না যখন তোমার ভাইয়ের চিঠি পথের মধ্যে তোমার হাতে পৌঁছে তখন তুমি থামিয়া যাও, পথ হইতে এক পাশে সরিয়া পড়িতে বসো, প্রতিটি শব্দ মনযোগ সহকারে পাঠ করো। এই কিতাব তাওরাত আমার একটি ফরমান, এই ফরমান আমি তোমার নিকট লিখিয়াছি এবং আদেশ দিয়াছি, এই কিতাবে লেখা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করো এবং এই কিতাবে বর্ণিত আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে পালন করো, কিন্তু তুমি

তাহা পালন করিতে অস্বীকার করো। আমল করিতে লুকোচুরি করো। যদিও পাঠ করো, চিন্তা ভাবনা করো না।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) একজন লোককে তাড়াহুড়া করিয়া কোরআন পাঠ করিতে দেখিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি কোরআন পাঠও করে না; নীরবও থাকে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি আমি সূরা যিলযাল এবং সূরা যারিয়াত ধীরে ধীরে পাঠ করি এবং পঠিত আয়াতের অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করি, তবে এই আমল সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান তাড়াতাড়ি পাঠ করার চাইতে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

কোরআনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ–

অর্থাৎ যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি দেখিতে উহা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আমি এই সমস্ত উদাহরণ বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে। (সূরা হাশর)

কোরআন তেলাওয়াতের তৃতীয় আদাব

কোরআন তেলাওয়াত করার সময় কাঁদিবে। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তোমরা কোরআন পাঠ করার সময় কাঁদো। যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভঙ্গি করো। তিনি আরো বলিয়াছেন, মানুষকে চিন্তাশীল গম্ভীর করার উদ্দেশে কোরআন নাযিল হইয়াছে। কাজেই তোমরা কোরআন তেলাওয়াতের সময় চিন্তামগ্ন হও। যে ব্যক্তি কোরআনের হুকুম আহকাম, শাস্তি ও পুরষ্কার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবে, নিজের বিনয় নম্রতা ও গুরুত্বহীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তবে অমনোযোগিতায় আচ্ছন্ন হওয়া চলিবে না।

কোরআন তেলাওয়াতের চতুর্থ আদাব

কোরআন তেলাওয়াতের সময় প্রতিটি আয়াতের হক আদায় করিবে। হক আদায় করার অর্থ হইতেছে, কোরআনের শাস্তির ঘোষণার সময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহর রহমত কামনা করিবে। পুরস্কারের আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে, আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশ করিবে। কোরআন পাঠ শুরুর সময় বলিবে।

আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কোরআন তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর এই দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لِّىْ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ–

অর্থাৎ হে আল্লাহ, কোরআনের মাধ্যমে আমার উপর রহমত করো এবং এই কোরআনকে আমার জন্য মোকতাদা, নূর হেদায়েত ও রহমতে পরিণত করো। হে আল্লাহ, আমি কোরআনের যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও। কোরআনের যাহা আমি জানি না তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও। রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায় কোরআন তেলাওয়াতের তওফীক আমাকে দাও। এই কোরআনকে আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের প্রমাণ হিসাবে তৈয়ার করো।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সাথে সাথে আল্লাহু আকবর বলিয়া সেজদা করিবে।

কোরআন তেলাওয়াতের পঞ্চম আদাব

কোরআন তেলাওয়াত জোরে করিলে যদি অহংকার প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে চুপে চুপে নীচু আওয়াযে তেলাওয়াত করিবে। যদি কোরআন তেলাওয়াতের সময় কাহারো নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা থাকে তবে চুপে কোরআন তেলাওয়াত করিবে।

হাদীসে আছে, নীচু স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করার ফজিলত প্রকাশ্যে দানের চাইতে গোপনে দান খয়রাত করার ফজিলতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যদি অহংকার প্রকাশ অথবা কাহারো নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভবনা না থাকে তবে উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করাই উত্তম। ইহাতে কেহ শুনিলে সেও কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হইতে পারিবে, শ্রোতাদের মনেও কোরআন পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। কাহারো অসময়ে ঘুম পাইলে ঘুমের আমেজ দূর হইয়া যাইবে। অসময়ে ঘুমাইয়া পড়া মানুষ জাগ্রত হইবে।

রাসূল ﷺ এক রাতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর লক্ষ্য করিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) নামাযে নীচু স্বরে কোরআন পাঠ করিতেছেন। রাসূল ﷺ চুপে কোরআন পাঠ করার কারণ তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন? তিনি বলিলেন, যাহার জন্য কোরআন পাঠ করি তিনি তো শুনিতেছেন। তারপর রাসূল ﷺ হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন। সামনে লক্ষ্য করিলেন হযরত ওমর (রাঃ) উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করিতেছেন। রাসূল ﷺ তাঁহাকে এইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমি ঘুমন্তদের জাগারনেই এবং শয়তানকে তাড়ানোর উদ্দেশে উচ্চ স্বরে কোরআন পাঠ করিতেছি। রাসূল ﷺ উভয় সাহাবীর আমল পছন্দ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা দু'জনেই ভালো কাজ করিতেছ।

যেহেতু সকল কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) দু'জনেরই নিয়ত ছিল ভালো। এ কারণেই ﷺ দৃষ্টিতে প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। কোরআন দেখিয়া পাঠ করা উত্তম। ইহাতে চোখও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না। বলা হইয়াছে, কোরআন দেখিয়া এক বার পাঠ করা না দেখিয়া সাত বার পাঠ করার চাইতে উত্তম। কোরআন না দেখিয়া পাঠ করিলে মোতাশাফের আশঙ্কা থাকে। মোতাশাফ হইতেছে কিছু না কিছু ভুলত্রুটি হইবার আশঙ্কা।

কোরআন তেলাওয়াতের ষষ্ঠ আদাব

সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতের চেষ্টা করিবে। রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, উত্তম সুরে কোরআন তেলাওয়াত করো। একদিন রাসূল ﷺ আবু হোজায়ফার গোলামকে সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْٓ اُمَّتِىْ مِثْلَهٗ–

অর্থাৎ আল্লাহর শোকর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব এ কারণেই বেশী, যেহেতু যতো ভালো সুরে কোরআন পাঠ করা হইবে তবে সুরের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন যেমন কাউয়ালী গায়ক বা সঙ্গীতশিল্পীরা করিয়া থাকে, সেই রকম করা মাকরূহ।

কোরআন তেলাওয়াতের ছয়টি জাহেরী আদাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এরপর ছয়টি বাতেনী আদাবের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম বাতেনী আদাব

কোরআনের শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিবে এবং মনে রাখিব, এই বাণী বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কালাম।

দ্বিতীয় বাতেনী আদাব

কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব মনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিবে, আমি আল্লাহর কালাম পাঠ করিতেছি, যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যিনি পবিত্র পরিচ্ছন্ন, তাজীম মর্যাদার আলোকে আলোকিত। হযরত ইকরামা (রাঃ) কোরআন খুলিয়া বসিলে অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসার পর বলিতেন, এই কালাম আমার প্রতিপালকের।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম সম্পর্কে অবগত না হইলে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। আল্লাহর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে অনুধাবন করিলে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা মনে জাগরূক হইবে।

তৃতীয় বাতেনী আদাব

কোরআন তেলাওয়াতের সময় মনোযোগ শুধু কোরআনের প্রতিই নিবদ্ধ রাখিবে। সামান্য সময়ের জন্যও অমনোযোগী হইবে না। প্রবৃত্তির প্ররোচনা যেন

কোনদিকে মনযোগ আকৃষ্ট না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অমনোযোগী হইয়া কোরআন তেলাওয়াত করা অনুচিত। কোরআন ঈমানদারদের বিচরণ ক্ষেত্র। কোরআনে বহু রকম বিস্ময় এবং হেকমত বিদ্যমান রহিয়াছে। অমনোযোগিতার সহিত কোরআন পাঠকারীর উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি বাগানের সৌন্দর্য দেখার জন্য বাগান ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কিছুই না দেখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। যে ব্যক্তি অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পাঠ করিয়াছে সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

চতুর্থ বাতেনী আদাব

কোরআন পাঠ করার সময় প্রতিটি শব্দের অর্থ মনে রাখিতে হইবে। ইহাতে কোরআনের বর্ণিত বিষয় বুঝিতে পারিবে। যদি এক বার পাঠ করিয়া বুঝিতে সক্ষম না হও তবে দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার পাঠ করিবে। কোন আয়াত পাঠ করিয়া অধিক ভালো লাগিলে সেই আয়াত বার বার পাঠ করিবে।

হযরত আবু জর (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ একরাতে কোরআনের এই আয়াত রাতের নামাযে বার বার তেলাওয়াত করেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

অর্থাৎ যদি তুমি তাহাদের শাস্তি দাও তবে তাহারা তোমার বান্দা। যদি তাহাদের ক্ষমা করিয়া দাও তবে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন–

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ–

অর্থাৎ হে দুষ্কৃতকারীরা, তোমরা আজ আলাদা হইয়া যাও। কোরআনের এই আয়াত পাঠ করিয়া আমি সারা রাত অতিবাহিত করিয়াছি। যে ব্যক্তি সারারাত একটি আয়াত পাঠ করিবে কিন্তু পরবর্তী আয়াতের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করিবে, সে ব্যক্তি প্রথম আয়াতের হক কিছুমাত্র আদায় করিবে না।

হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) সব সময় ওসওয়াসার অভিযোগ করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি দুনিয়ার ওসওয়াসার দ্বারা কষ্ট পান? তিনি বলিলেন, যদি আমার বুকে কেউ বিষ মাখানো ছুরি ঢুকাইয়া দেয় তবে ইহা আমার কাছে নামাযে দুনিয়ার চিন্তা মনে আনার চাইতে পছন্দনীয় হইবে, কিন্তু আমি সব সময় এই চিন্তায় অধীর থাকি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কিভাবে দাঁড়াইব এবং কিভাবে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিব।

লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, বুজুর্গানে দ্বীন এই রকম চিন্তাকেও ওসওয়াসা মনে করিতেন। কাজেই নামাযে যে আয়াত পাঠ করিবে সেই আয়াতের অর্থ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে মনোযোগী হইবে না। যদি দ্বীনী অন্য চিন্তাও মনে আসে তবে সেটাও ওসওয়াসা হিসেবে গণ্য হইবে। নামাযীকে তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে মনযোগী হইতে হইবে।

যেমন কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ–

অর্থাৎ আমি মানুষকে স্খলিত বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি।

এখানে বীর্যের বিষয়ে চিন্তা করিবে, একবিন্দু পানি দ্বারা কি রকম বিস্ময়কর সৃষ্টি করা সম্ভব হইতেছে। এই বীর্য দ্বারা গোশত, হাড়, চর্বি, চামড়া, হাত, পা, চোখ, কান, নাক, জিহবা ইত্যাদি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পঞ্চম বাতেনী আদাব

কোরআন তেলাওয়াতের সময় নিজেকে বিষয়বস্তুর মধ্যে নিমজ্জিত রাখিবে। যেমন শাস্তির আয়াত পাঠের সময় মনে ভয় জাগরূক রাখিবে। রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় মনে শান্তি ও আহকামের পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কে তেলাওয়াত করার সময় মনকে আল্লাহর গুণাবলীতে চিন্তিত রাখিবে। কাফেরদের উদ্দেশে বিদ্রূপাকি ও ব্যঙ্গাত্মক কথার বিবরণ সম্বলিত আয়াত তেলাওয়াতের সময় কণ্ঠস্বর নীচু এবং লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গি করিবে।

ষষ্ঠ বাতেনী আদাব

কোরআন তেলাওয়াত এমনভাবে শ্রবণ করিবে যেন স্বয়ং আল্লাহর নিকট হইতে তাঁহার বাণী শুনিতেছে। একজন বুজুর্গ বলেন, কোরআন তেলাওয়াতে আমি স্বাদ পাইতাম না। তারপর আমি মনে মনে চিন্তা করিতাম, এই আয়াত আমি রাসূল ﷺ-এর কণ্ঠে শুনিতেছি। এইরকম মনে করার পর কোরআন তেলাওয়াতে স্বাদ পাইতে লাগিলাম। তারপর মনে করিতাম যে, আমি হযরত জিবরাঈলের কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত শুনিতেছি। ইহাতে আরো বেশী স্বাদ অনুভব করিতাম। তারপর মনে করিতাম, আল্লাহর বাণী সরাসরি আল্লাহর নিকট হইতে শুনিতেছি। এইরকম মনে করার পর হইতে কোরআন তেলাওয়াতে আমি এতো বেশী স্বাদ অনুভব করিতে লাগিলাম যে, ইতিপূর্বে কখনো এইরকম স্বাদ অনুভব করি নাই।

কোরআনে করীমের সূরা এবং আয়াতের ফজিলত

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তোমরা কোরআন পাঠ করো, এই কোরআন কেয়ামতের দিন পাঠকারীর জন্য শাফায়াতকারী হইবে।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, কোরআনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার কারণে যে ব্যক্তি আল্লাহর জেকের এবং দোয়ার সুযোগ পায় না তাহাকে আমি আবেদনকারীর চাইতে অনেক বেশী দান করিয়া থাকি। সকল বাণীর উপর আল্লাহর বাণীর ফজিলত ঠিক তেমন, যেমন ফজিলত সকল মাখলুকের উপর আল্লাহর।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, কোরআন শিক্ষা করো এবং পাঠ করো, কারণ কোরআন শিক্ষার পর ইহার উপর যাহারা আমল করে তাহাদের উদাহরণ মেশকপূর্ণ এমন থলের মতো, যে থলে হইতে সুবাস চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, কিন্তু কোরআন শিক্ষা করিয়া যাহারা আমল করে না তাহাদের উদাহরণ মেশকপূর্ণ এমন থলের মতো, যে থলের মুখ বাঁধা রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন গবেষণা, কোরআন শিক্ষা দান কোরআনের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সর্বাত্মকভাবে কোরআনের খেদমত করিতেছে, কিন্তু আল্লাহর জেকের এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করার সময় করিতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাহার নিকট আবেদন কারী ব্যক্তির চাইতে বেশী দান করিয়া থাকেন।

একটি অক্ষর পাঠ করিলে দশটি নেকী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করিবে তাহার জন্য দশটি নেকী রহিয়াছে। আমি বলিলাম, আলিফ লাম মীম কি একটি অক্ষর তিনি বলিলেন, না; বরং আলিফ একটি অক্ষর লাম একটি অক্ষর মীম একটি অক্ষর।

(তিরমিজি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন দুই শ্রেণীর লোক ঈর্ষাযোগ্য। এক শ্রেণীর লোক হইতেছে তাহারা, যাহাদের আল্লাহ তায়ালা কোরআনের সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহারা দিনরাত কোরআনের উপর আমল করিতেছেন। আর এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে যাহাদের আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ দান করিয়াছেন এবং তাহারা রাতদিন সেই ধন সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করিতেছে। (বোখারী, মুসলিম)

রাসূল ﷺ) বলেন, যাহারা কোরআন পাঠ করিবে তাহাদের বলা হইবে, পাঠ করিতে থাকো এবং বেহেশতের দরোজাসমূহে উন্নীত হইতে থাকো। যেইভাবে তুমি দুনিয়ায় কোরআন পড়িতে সেইভাবে পাঠ করো। তোমার অবস্থান তোমার পাঠ করা শেষ আয়াতের নিকটে হইবে। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করিবে এবং কোরআন সম্পর্কে অবগত হইবে, সে ব্যক্তি নেকী লেখক এবং নেককার ফেরেশতাদের সঙ্গে অবস্থান করিবে। যেই ব্যক্তি থামিয়া থামিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিবে এবং পাঠে অধিক সময় ব্যয় করিবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করিবে। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহর দেওয়া সকল নেয়ামত কাহাকেও পাইতে দেখিয়া হিংসা করা জায়েজ নহে। তবে যেইসব নেয়ামত মানুষকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছিতে সাহায্য করে সেই সকল নেয়ামত দেখিয়া হিংসা করা জায়েয। মোল্লা আলী কারী, মুজাহিদ প্রমুখ আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুললিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কোরআন পাঠ করাকে তারতিল বলা হয়।

সূরা ফাতেহার ফজিলত

সূরা ফাতেহা কোরআনের সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন সূরা। এই সূরাকে কোরআনে ছাবয়ে মাছানী এবং কোরআনে আজিম বলা হইয়াছে।

(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, ফাতেহাতুল কিতাব আমাকে আল্লাহর আরশের নীচে হইতে দান করা হইয়াছে।

(বোখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূল ﷺ-এর নিকট বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া জিবরাঈল উপরের দিকে তাকাইলেন। তারপর বলিলেন, হে রাসূল, এমন একজন ফেরেশতা আজ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন যে ফেরেশতা ইতিপূর্বে কখনোই আকাশ হইতে অবতরণ করেন নাই। সেই ফেরেশতা আসিয়া রাসূল ﷺ-কে সালাম করিল এবং বলিল, হে রাসূল, আপনাকে দুইটি এমন নূর দেওয়া হইয়াছে, যে নূর আপনার আগে অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। একটি নূর সূরা ফাতেহা, আরেকটি নূর সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত। এইসব হইতে আপনি যে অক্ষরই পাঠ করিবেন সওয়াব দেওয়া হইবে।

(মুসলিম, নাসাঈ)

যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সেই ঘর হইতে শয়তান পালাইয়া যায়। (মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ)

হযরত আবু উসামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা বাকারা পাঠ করিতে থাকো, ইহা পাঠে বরকত রহিয়াছে। ইহা পাঠ ত্যাগ করা অনুশোচনা সৃষ্টি করে। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূল ﷺ বলেন, প্রতিটি জিনিসের উচ্চতা রহিয়াছে, কোরআনের উচ্চতা হইতেছে সূরা বাকারা। (তিরমিজি, হাকেম, ইবনে হেব্বান)

হযরত ছাহল ইনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, কোন রাতে যে ঘরে কেহ সূরা বাকারা পাঠ করিবে, সেই ঘরে তিন রাত পর্যন্ত শয়তান প্রবেশ করিবে না। দিনের বেলায় পাঠ করিলে তিন দিন পর্যন্ত সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করিবে না। (ইবনে হেব্বান)

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, লাওহে মাহফুজ হইতে আমাকে সূরা বাকারা দান করা হইয়াছে। (হাকেম)

সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানের ফজিলত

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, চমকানো সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তোমরা পাঠ করো। কারণ এই দুইটি সূরা কেয়ামতের দিন মেঘের দুইটি টুকরা অথবা দুই ঝাঁক পাখির মতো উপস্থিত হইবে। দুনিয়ায় যাহারা এই সূরা পাঠ করিয়াছে আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবে। (মুসলিম)

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আয়াতুল কুরসী (ফজিলতের দিক হইতে) কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। (মুসলিম, আবু দাউদ)

রাসূল ﷺ আরো বলেন, আয়াতুল কুরসী হইতেছে কোরআনের আয়াত সমূহের নেতা। (তিরমিজি, ইবনে হেব্বান, হাকেম)

হযরত ছাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে শিশুর উপর, যে সম্পদের উপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিয়া ফুঁ দেওয়া হইবে অথবা লিখিয়া দেওয়া হইবে। শয়তান তাহার নিকটে আসিবে না। (ইবনে হেব্বান)

সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াতের ফজিলত

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াত যে ঘরে তিন রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করা হইবে, শয়তান সেই ঘরের নিকটে গমন করিবে না। (তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হেব্বান)

হযরত অবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা এমন দুইটি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করিয়াছেন, যে দুইটি আয়াত আরশের নীচের ভান্ডার হইতে দেওয়া হইয়াছে, এই দুইটি আয়াত তোমরা নিজেরা শিক্ষা করো, তোমাদের মহিলা এবং শিশুদের শিক্ষা দাও। কারণ এই দুইটি আয়াত হইতেছে রহমতে কোরআন এবং দোয়া। (হাকেম)

সূরা আনআমের ফজিলত

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ ছোবহানাল্লাহ বলিয়াছেন, তারপর বলিয়াছেন, এই সূরার সহিত এতো বেশী সংখ্যক ফেরেশতা আসিয়াছে যে, আকাশের দিগন্ত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। (হাকেম)

সূরা কাহফের ফজিলত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহফ পাঠ করিবে তাহার জন্য এক জুমা হইতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একটি নূর উজ্জ্বল হইয়া থাকে। (হাকেম)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে সূরা কাহফ পাঠ করিবে, তাহার জন্য কাবা ঘরের মাঝখানের জায়গা পরিমাণ নূর উজ্জ্বল হইয়া থাকে। (দারেমী, মুয়াত্তা)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা কাহফ যেভাবে নাযিল হইয়াছিল কেহ যদি সেইভাবে পাঠ করে তবে পাঠ করার জায়গা হইতে মক্কা পর্যন্ত তাহার জন্য নূর হইবে। যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করিবে, দাজ্জাল বাহির হওয়ার পর সে ব্যক্তির কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না। (নাসাঈ, হাকেম)

হযরত আবু দ্দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করিবে সে দাজ্জালের ফেতনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ)

সূরা ইয়াসিনের ফজিলত

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা ইয়াসিন পবিত্র কোরআনের অন্তকরণ। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের বিনিময়ের আশায় এই সূরা পাঠ করিবে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। তোমরা মৃতদের উপর সূরা ইয়াসিন পড়। অর্থাৎ যখন কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হইতে শুরু করে তখন তাহার শিয়রে সূরা ইয়াসিন পাঠ করো।

(হাকেম)

সূরা ফাতহ-এর ফজিলত

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যেইসব জিনিসের উপর সূর্য উদয় হইয়া থাকে সেইসব জিনিসের মধ্যে আমার নিকট সূরা ফতেহ অধিক পছন্দনীয়। (বোখারী, নাসাঈ, তিরমিজি)

সূরা মুলক-এর ফজিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা মুলক-এর ত্রিশটি আয়াত মানুষের জন্য এইরকম সুপারিশ করে যে, তাহার ক্ষমার ব্যবস্থা হইয়া যায়। (ইবনে হেব্বান, সুনান)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা মুলক যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, এই সূরা ঐ ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ক্ষমা না করা হইবে। (ইবনে হেব্বান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূল ﷺ বলেন, আমি চাই প্রত্যেক মোমেনের অন্তরে সূরা মুলক থাকুক। অর্থাৎ প্রত্যেক মোমেন এই সূরা মুখস্থ রাখুক। (হাকেম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আযাবের ফেরেশতা কবরে যখন মানুষের নিকট আসে তখন তাহার পায়ের দিক হইতে আসে। পা বলে, এই দিক দিয়া পথ নাই, কারণ এই ব্যক্তি আমার সঙ্গে থাকিয়া সূরা মুলক পাঠ করিত। তারপর বুকের দিক হইতে আসিতে চায়, পিঠের দিক হইতে আসিতে চায়, মাথার দিক হইতে আসিতে চায়, প্রতিটি অঙ্গ একই কথা বলে। মোট কথা, এই সূরা সেই ব্যক্তিকে হইতে রক্ষা করে, যেই ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করে। তাওরাতে উল্লেখ আছে, যেই ব্যক্তি রাত্রিকালে এই সূরা পাঠ করিয়াছে সে ভালো কাজ করিয়াছে এবং অনেক বেশী অর্জন করিয়াছে। (হাকেম, মুয়াত্তা)

সূরা যিলযালের ফজিলত

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা যিলযাল (সওয়াবের দিক হইতে) কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিজি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা যিলযাল কোরআনের অর্ধেকের সমান। (তিরমিজি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট আসিয়া একজন সাহাবী বলিলেন, আমাকে একটি ফজিলতপূর্ণ সূরা পাঠ করাইয়া দিন। রাসূল ﷺ তাহাকে সূরা যিলযাল পাঠ করাইলেন। সূরা পাঠ শেষ করার পর সেই সাহাবী বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমি কখনো এই সূরার অতিরিক্ত করিব না। এ কথা বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল। রাসূল ﷺ বলিলেন, এই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে, এই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে।

সূরা কাফেরুনের ফজিলত

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা কাফেরুন (সওয়াবের দিক হইতে) কোরআনের এক চতুর্থাংশ। (তিরমিজি) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, দুইটি সূরা উত্তম (সূরা কাফেরুন এবং সূরা এখলাস)। এই দুইটি সূরা ফজরের নামাযের দুই রাকাত সুন্নতের মধ্যে পাঠ করা হয়।

সূরা নাসর-এর ফজিলত

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা নাসর (সওয়াবের দিক হইতে) কোরআনের এক চতুর্থাংশ। (তিরমিজি)

সূরা এখলাসের ফজিলত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা এখলাস (সওয়াবের ক্ষেত্রে) কোরআনের এক তৃতীয়াংশ।

(বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

অন্য এক বর্ণনায়ও রহিয়াছে, সূরা এখলাস কোরআনের এক তৃতীয়াংশ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এমন এক ব্যক্তি যে ব্যক্তি তাহার মোকতাদীদের সহিত প্রত্যেক নামাযে সূরা এখলাস পাঠ করিত, তাহার সম্পর্কে

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তাহাকে জানাইয়া দাও, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযে অন্য সূরার সহিত সূরা এখলাসও পাঠ করিত। রাসূল ﷺ ইহা জানার পর বলিলেন, এই সূরার প্রতি ভালোবাসা তাহাকে বেহেশতে পৌছাইয়া দিবে। (বোখারী, তিরমিজি)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে সূরা এখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (মুসলিম, তিরমিজি, তাবারানী, নাসাঈ, হাকেম)

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সূরা এখলাস কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুমাইবার উদ্দেশে শয্যা গ্রহণ করিয়া ডান দিকে ফিরিয়া সূরা এখলাস পাঠ করিবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা, তুমি ডান দিক দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করো (কেননা বেহেশতের ডান দিকের বাগান উন্নত ও সুন্দর)।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফজিলত

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আমাকে বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে দুইটি উত্তম সূরার কথা বলিব না (সূরা ফালাক এবং সূরা নাছ), যাহা পাঠ করা হয়? (আবু দাউদ, নাসাঈ)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করো। এই রকম অন্য কোন সূরা তোমরা পাঠ করিবে না। (নাসাঈ, ইবনে হেব্বান)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ জ্বিন এবং বদনজর হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা সূরা ফালাক এবং সূরা নাস এই দুইটি সূরা নাযিল করেন। তারপর রাসূল ﷺ এই দুইটি সূরা নিয়মিত পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেন। (নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস-এর মতো সূরা দ্বারা কোন সাহায্যপ্রার্থী সাহায্য চায় নাই। কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় প্রার্থনা করে নাই। তোমরা যখন শয়ন করিবে এবং ঘুম হইতে জাগ্রত হইবে, তখন এই দুইটি সূরা পাঠ করিবে। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, তোমরা সূরা ফালাক পাঠ করো। কারণ তোমরা আল্লাহর পছন্দনীয় এবং আল্লাহর

নিকট পৌছার মতো এই সূরার চাইতে উত্তম অন্য কোন সূরা পাইবে না। যদি সম্ভব হয় এই সূরা সব সময় পড়িবে, কখনো কাজা করিবে না। (হাকেম)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট তাড়াতাড়ি পৌছিবার মতো অন্য কোন কিছু তোমরা সূরা ফালাকের মতো পড়িতে পাইবে না। (ইবনে সুন্নী)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস বিস্ময়কর আয়াত। এই সকল আয়াত রাত্রিকালে অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমরা এই রকমের আয়াত কখনো দেখিতে পাও নাই।

ওই সকল দোয়া যে সকল দোয়া কোন বিশেষ সময় ও কারণের সহিত জড়িত নহে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّفِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ- اَللّٰهُمَّ اَغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আযজি ওয়াল কাসলি ওয়াল জুবুনি ওয়াল হাররুমি ওয়াল মাগরামি ওয়াল ওয়াল মাসামি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিন নারি ওয়া ফিতনাতিন নারি ওয়া ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিল কাবরি ওয়া শাররি ফিতনাতিল গেনা ওয়া শাররি ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিজ দাজ্জালি, আল্লাহুম্মাগসিল খাতাইয়ায়া বিমায়িস সালজি ওয়াল বারাদি ওয়া নাক্কি কালবী মিনাল খাতাইয়ায়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাসি ওয়া বায়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবে।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অলসতা, কাপুরুষতা, অতিমাত্রিক বার্ধক্য, ঋণগ্রস্ততা এবং পাপ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দোযখের আযাব, দোযখের ফেতনা, কবরের ফেতনা এবং কবরের আযাব হইতে, বিত্তশালী হওয়ার মন্দ ফেতনা এবং মুখাপেক্ষিতার মন্দ ফেতনা হইতে এবং কানা দাজ্জালের মন্দ ফেতনা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। (হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে সিহাহ ছেত্তায় এই হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে।)

হে আল্লাহ, আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিলার পানি দ্বারা ধূইয়া দাও। আমার অন্তরকে পাপ হইতে এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন নাকি সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিষ্কার করা হয়। আমার মধ্যে এবং আমার পাপের মধ্যে মাশরিক ও মাগরেবের দূরত্বের মতো দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা কাপুরুষতা অতিমাত্রিক বার্ধক্য হইতে পানাহ চাহিতেছি। কবর আযাব হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। জীবন এবং মৃত্যুর ফেতনা হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে হেব্বান,হাকেম, তাবারানী)

অন্তরের কাঠিন্য এবং দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَآءِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَ الْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبُنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ- اَللّٰهُمَّ اَنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি অন্তর কাঠিন্য, অমনোযোগিতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও অবমাননা, দারিদ্র হইতে, কুফরী, হইতে পাপ হইতে, মানুষকে দেখানো

শোনানো হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। বধিরতা পাগলামি, বাকশক্তিহীন হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও দূরারোগ্য ব্যাধি হইতে এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা ঋণের বোঝা এবং মানুষের চাপ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি কৃপণতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কাপুরুষতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। অতিমাত্রিক বার্ধক্য হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। দুনিয়ার ফেতনা হইতে কবর আযাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আল্লাহর নিকট পরহেজগারী কামনা করা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّايُسْتَجَابُ لَهَا-اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْٓءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِعِزَّتِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِىْٓ اَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَآءِ وَدَرْكِ الشِّقَآءِ وَسُوْٓءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি অক্ষমতা অলসতা, ভীরুতা কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং অতিমাত্রায় বার্ধক্য এবং কবর আযাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমার নফসকে পরহেজগারি দান করো, তা পবিত্র পরিচ্ছন্ন করো। তুমিই তাহা সবচেয়ে পবিত্র করিতে পারো। তুমিই তাহার মালিক এবং মনিব।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞান হইতে পানাহ চাই যে জ্ঞান কোন কল্যাণ দিবে না। সেই অন্তর হইতে পানাহ চাই যে অন্তরে তোমার ভয় নাই। এমন স্বভাব হইতে পানাহ চাই যে স্বভাব পরিতৃপ্ত হইবে না। সেই দোয়া হইতেপানাহ চাই যাহা কবুল হইবে না।

হে আল্লাহ, আমি কাপুরুষতা, কৃপণতা, বয়সের ভারে ন্যূজ্ব হওয়াও অন্তরের ফেতনা এবং কবর আযাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ. আমি তোমার পরাক্রম এবং কুদরতের আশ্রয় চাই। তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিবে, ইহা হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ চাই। তুমি চিরঞ্জীব, তোমার মৃত্যু নাই, আর সকল জ্বিন ও মানুষ মৃত্যু বরণ করিবে।

হে আল্লাহ, আমরা বালা মসিবত, দুর্ভাগ্য, মন্দ তকদীর এবং শত্রুদের সন্তুষ্ট হওয়া হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

জ্ঞান ও মূর্খতার অকল্যাণ হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَآئَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ. আমি আমার সম্পন্ন করা কাজ এবং অসম্পন্ন করা কাজের মন্দ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ, আমি আমার জ্ঞান ও মূর্খতার অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ. তোমার নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হওয়া. তোমার ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হওয়া, তোমার দেয়া আকস্মিক শাস্তি এবং তোমার সকল প্রকার ক্রোধ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ. আমি নিজের কান. নাক, অন্তকরণ জিহবা এবং বীর্যের অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, দারিদ্রের কারণে মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া, পরমুখাপেক্ষিতা অবমাননা অত্যাচারী হওয়া অথবা অত্যাচারিত হওয়া হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি।

ফায়দা ঃ মানি মানিয়াতুল শব্দের বহুবচন। ইহার একটি অর্থ মৃত্যু অন্য একটি অর্থ বীর্য। অর্থাৎ আমি বীর্যের অপব্যবহার এবং মন্দ মৃত্যু হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

অপমৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَآءِ وَالْاَدْوَآءِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাপা পড়িয়া, ছিটকাইয়া পড়িয়া. আগুনে পুড়িয়া এবং অতিমাত্রায় বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেয় কিনা তাহা হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তোমার পথে জেহাদে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। সর্প দংশনে মৃত্যু হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি পছন্দনীয় চরিত্র, অপছন্দনীয় কাজ, খাহেশাতে নফসানী এবং মন্দ রোগ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই সকল কল্যাণ কামনা করিতেছি যেইসব কল্যাণ তোমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিয়াছিলেন। আমি সেইসব অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি যেইসব অকল্যাণ হইতে তোমার নবী তোমার আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। তুমিই সাহায্যকারী, তুমিই যথেষ্ট, শক্তি ক্ষমতা তোমার সাহায্যেই পাওয়া যায়।

হে আল্লাহ, আমি আমার বাসস্থানে মন্দ প্রতিবেশী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কেননা সফরের সঙ্গী তো বিদায় লইয়া যায়, কিন্তু বাসস্থানের প্রতিবেশী স্থায়ীভাবে থাকে।

হে আল্লাহ, আমি কুফুর এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শত্রুর বিজয়ী হওয়ার মতো অবস্থা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَدُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَّاتَشْبَعُ وَمِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَمِنَ الْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَمِنَ الْهَرَمِ وَمِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ عَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি ঋণের বোঝা, শত্রুর বিজয়ী হওয়া এবং শত্রুর পরিহাস হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি সেই জ্ঞান হইতে যাহা কল্যাণ করেনা, সেই অন্তর হইতে যেখানে আল্লাহর ভয় নাই সেই ক্ষুধা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি যে ক্ষুধা অনিষ্ট সাধন করে।

হে আল্লাহ, খেয়ানত, অলসতা, কাপুরুষতা, অক্ষমতা, কৃপণতা, অতিমাত্রায় বয়স বৃদ্ধি পাওয়া হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। দাজ্জালের ফেতনা হইতে, কবর আযাব হইতে জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট মাগফেরাতের উপাদান, নাজাত পাওয়ার মতো আমল, সকল পাপ হইতে নিরাপদ থাকা, সকল পুণ্যের গণিমত, বেহেশতে পৌঁছা এবং দোযখ হইতে নাজাত পাওয়ার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি।

কবুল হয় না এমন আমল হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَّا يُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَّايُسْمَعُ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَّرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَآ اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ وَمَا بَطَنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَآءٍ لَّايُسْمَعُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعِ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই আমল হইতে যাহা উপকার করে না, সেই আমল হইতে যাহা কবুল হয় না, সেই অন্তর হইতে যাহার মধ্যে বিনয় নম্রতা নাই এবং সেই কথা হইতে যাহা শোনা হইবে না, তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দ্বীন হইতে পশ্চাৎ অপসারণ করা, দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া হইতে অর্থাৎ আল্লাহ না করুন মুরতাদ হওয়া হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

হে আল্লাহ আমি দোযখের আযাব এবং জাহেরি বাতেনি সকল ফেতনা হইতে এবং দাজ্জালের ফেতনা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, যে জ্ঞান কোন উপকারে আসে না, সে অন্তরে বিনয় নম্রতা নাই, সেই রকম স্বভাব যে স্বভাব তৃপ্ত হয় না, সেই দোয়া যাঁহা কবুল হয় না, এই ৪টি বিষয়ে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

হে আল্লাহ, আমার জানা অজানা সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হইবে না, এমন অন্তর হইতে যে অন্তরে ভয়ভীতি নাই, এমন নফস হইতে যাহা কখনো তৃপ্ত হইবে না।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি অসলতা হইতে, অতিমাত্রায় বৃদ্ধ হওয়া হইতে, অন্তরের ফেতনা হইতে এবং কবর আযাব হইতে।

মন্দ দিন এবং মন্দ রাত হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَّوْمِ السُّوْٓءِ وَمِنْ لَّيْلَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْٓءِ
وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْٓءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْٓءِ الْاَخْلَاقِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ
فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ-
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ
وَمِنْ نَفْسٍ لَّاتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَآءٍ لَّايُسْمَعُ- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ
وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ وَمَآاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত্রি, মন্দ সময়, মন্দ সাথী এবং নিজের বাসস্থানে মন্দ প্রতিবেশী হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সাদা কুষ্ঠ রোগ, উন্মাদ হইয়া যাওয়া, দূরারোগ্য সকল রোগ ব্যধি হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি ঝগড়া কলহ, মোনাফেকী, দুশ্চরিত্রতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে আশ্রয় দাও, কারণ উহা নিতান্তই মন্দ সাথী। খেয়ানত হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। কারণ খেয়ানত হইতেছে নিকৃষ্ট সহচর।

হে আল্লাহ, তুমি আমাকে চারটি জিনিস হইতে আশ্রয় দাও– এমন জ্ঞান যাহা কল্যাণ করে না, এমন অন্তর যেখানে বিনয় ও নম্রতা অনুপস্থিত, এমন প্রবৃত্তি যাহা কখনো তৃপ্ত হয় না, এমন দোয়া যাহা কখনো কবুল হয় না।

হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ বরকত দান কর, আখেরাতেরও কল্যাণ বরকত দান কর এবং আমাদের দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।

হে আল্লাহ, আমার ভুল আমার নির্বুদ্ধিতা, আমার যেইসব কাজে বাড়াবাড়ি হইয়া যায়, যাহা তুমি আমার চাইতে বেশী জানো, সেইসব আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

জানা অজানা পাপ ক্ষমা চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ
وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ- اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ
بِمَآءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَاىَ كَمَانَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْبَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَابَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-
اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ- اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ
وَسَدِّدْنِىْ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ
الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার জানা অজানা, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সকল পাপ, যাহা আমি করিয়াছি, তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

অন্য বর্ণনায় এই শব্দ অতিরিক্ত আসিয়াছে, তুমিই সামনে অগ্রসর করো এবং তুমিই পিছনে সরাইয়া নাও। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

হে আল্লাহ, আমি আনন্দের মধ্যে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে আমার দ্বারা যেইসকল পাপ সংঘটিত হইয়াছে সেইসকল পাপ তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিলার পানি দ্বারা ধুইয়া দাও। আমার অন্তরকে পাপ হইতে এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন নাকি সাদা কাপড় হইতে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। আমার এবং আমার পাপের মধ্যে প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের অর্থাৎ মাশরিক ও মাগরিবের মতো দূরত্ব তৈয়ার করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, তুমিই অন্তর পরিবর্তন করিয়া থাক। আমাদের অন্তর তোমার আনুগত্যের প্রতি ফিরাইয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়েত দাও এবং আমাকে পরিচ্ছন্ন কর।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট হেদায়েত, পরহেজগারি, পবিত্রতা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ আমার দ্বীন পরিচ্ছন্ন করো

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ
فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً
لِّىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْ
حَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ- رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ
وَلَاتَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْلِىْ وَلَاتَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِالْهُدٰى لِىْ وَانْصُرْ
نِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ ذَكَّارًالَكَ شَكَّارًالَكَ رَهَّابًا لَكَ
مِطْوَاعًالَكَ مُطِيْعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ
وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ واهْدِ قَلْبِىْ
وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, দ্বীন পরিচ্ছন্ন করিয়া দাও, যে দ্বীন হইতেছে আমার আশ্রয়। আমার দুনিয়া তৈয়ার করিয়া দাও, যে দুনিয়া আমার জীবন। আমার আখেরাত পরিপাটি করিয়া দাও যেখানে আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। জীবনকে আমার জন্য কল্যাণের মাধ্যম করো। মৃত্যুকে সকল মন্দ হইতে নাজাতের উপাদান করো।

হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে স্বস্তি দাও, আমাকে রেযেক দান করো।

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, অহদেনি অর্থাৎ আমাকে সত্য পথে চালাও।

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সাহায্য করো। আমার বিরুদ্ধে কাহাকেও তুমি সাহায্য করিও না। আমাকে বিজয়ী কর, আমার বিরুদ্ধে কাহাকেও করিও না। আমার পক্ষে তদবির করো, আমার বিরুদ্ধে কাহারো তদবির চালাইও না। আমাকে হেদায়েত দাও; আমার জন্য হেদায়েত সহজ করো। যে ব্যক্তি আমার উপর বাড়াবাড়ি করিবে তাহার মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য দাও।

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তোমার স্মরণকারী, তোমার অনেক শোকরগুজার, তোমাকে ভয়কারী, তোমার অত্যন্ত আনুগত্যপরায়ণ তোমার নিকট বিনয় প্রকাশকারী, তোমার সামনে কান্নাকাটিকারী, তোমার প্রতি মনোযোগী করো।

হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার তওবা কবুল করো। আমার পাপ ধুইয়া দাও। আমার দোয়া কবুল করো। আমাকে দ্বীনী দলীল প্রমাণের উপর কায়েম রাখি। আমার যবান সঠিক রাখো, আমার অন্তর হেদায়েতের উপর রাখো, আমার মনের পঙ্কিলতা দূর করিয়া দাও।

হে আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করো

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا
مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهٗ- اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ
بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَ
احِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَافِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا
وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَا
كِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَ اَتِمَّهَا عَلَيْنَا-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করিয়া দাও, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, আমাদের বেহেশতে প্রবেশ করাও, আমাদের দোযখ হইতে রক্ষা করো। আমাদের সকল অবস্থা পরিচ্ছন্ন করো।

হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে ভালোবাসা দাও। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করো। আমাদের শান্তির পথ দেখাও। অন্ধকার হইতে আমাদের আলোতে নিয়া আসো। জাহেরি বাতেনি বেহায়াপনা হইতে আমাদের আলাদা রাখো। আমাদের কানে আমাদের চোখে, আমাদের স্ত্রী সন্তানদের মধ্যে বরকত দাও। আমাদের তওবা কবুল করো। নিঃসন্দেহে তুমি কবুল করো এবং তুমি করুণাময়। হে আল্লাহ, আমাদের তোমার নেয়ামতের শোকরগুজার এবং প্রশংসাকারী করো, তোমার নেয়ামত পাওয়ার উপযুক্ত করো। আমাদের প্রতি তোমার নেয়ামত পূর্ণ করো।

হে আল্লাহ তোমার নেয়ামতের তওফীক দাও

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْـــأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَّ قَلْبًا سَلِيْمًا وَّخُلُقًا مُّسْتَقِيْمًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْـــأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُـــيُوْبِ- اَللّٰهُمَّ اغْـفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَـمُ بِهٖ مِنِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْـتَ- اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِـيْـــكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا يُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَـصَآئِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَاجْـــعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْـــبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّــطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا- اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا

وَلَا تُهِنَّا وَاَعْـــطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا- اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, দ্বীনী বিষয়ে তোমার নিকট দৃঢ়পদ থাকা, উচ্চ সাহসিকতা, তোমার নেয়ামতের শোকরের তওফীক, সুন্দর এবাদত, সত্য কথা বলার সাহস, সুস্থ অন্তর, সঠিক চরিত্র দান করো। যেইসব মন্দ কাজ তুমি জানো সেইসব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। যেইসব কল্যাণ তুমি জানো সেইসব কল্যাণ চাহিতেছি। সেই সকল হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি যাহা তোমার জানা আছে। নিঃসন্দেহে তুমি সকল অদৃশ্য বিষয়ে অবগত।

হে আল্লাহ, আমার পূর্বাপর জাহেরি বাতেনি পাপ, যেই সকল পাপ সম্পর্কে তুমি জানো, সেইসব ক্ষমা করিয়া দাও। (মোসনাদে আহমদ)

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, অর্থাৎ তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, এই বাক্যও রহিয়াছে।

হে আল্লাহ, আমাদের মনে তোমার ভয়ের এমন অংশ দাও, যাহা দ্বারা তুমি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের পাপের মধ্যে বাধা হইবে। আমাদের তোমার এমন আনুগত্য দাও যে আনুগত্যের কারণে তুমি আমাদের বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের মনে এমন বিশ্বাস দাও যে বিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার বিপদসমূহ আমাদের জন্য সহজ হইবে। যতোদিন তুমি আমাদের বাঁচাইয়া রাখিবে ততোদিন আমাদের কান, চোখ, শক্তিকে কর্মক্ষম রাখো। এইসব কিছুর কল্যাণ আমাদের পরেও অবশিষ্ট রাখিও। যাহারা আমাদের উপর অত্যাচার করিবে, আমাদের পক্ষ হইতে তুমি তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিও। যাহারা আমাদের প্রতি শত্রুতা করিবে তাহাদের উপর আমাদের বিজয়ী করিও। আমাদের দ্বীনী বিপদে জড়িত করিও না। দুনিয়াকে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করিও না। দুনিয়াকে আমাদের আকর্ষণের বিষয়ে পরিণত করিও না। যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি দয়া করিবে না তাহাকে আমাদের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিয়ো না।

হে আল্লাহ, আমাদের বাড়াও, আমাদের কমাইও না। আমাদের আব্রু দাও, আমাদের অপমানিত করিও না। আমাদের দান করো, বঞ্চিত রাখিও না। আমাদের বিজয়ী করো। আমাদের উপর অন্যদের বিজয়ী করিও না। আমাদের সন্তুষ্ট রাখো, তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো।

হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে হেদায়েত দান করো, আমাকে আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে হেফাজত করো।

হে আল্লাহ আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে হেফাজত করো

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ شَرَّ نَفْسِىْ وَاعْظِمْ لِىْ عَلٰى رُشْدِ اَمْرِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُّ وَمَا جَهِلْتُ- اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِىْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَّاَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلِ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَّفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে হেফাজত করো। আমার কাজে এছলাহের সাহস দাও। হে আল্লাহ, যাহা কিছু আমি গোপনে করিয়াছি যাহা কিছু প্রকাশ্যে করিয়াছি, যাহা কিছু ভুলক্রমে করিয়াছি যাহা কিছু ইচ্ছাকৃত করিয়াছি, যাহা কিছু আমার মনে নাই সে সব তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

আমি আল্লাহর নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সৎকাজ করার, মন্দ কাজ হইতে দূরে থাকার, গরীব দুঃখীদের ভালোবাসার তওফীক কামনা করিতেছি। আমি চাই তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। তুমি আমার প্রতি দয়া করো। যখন তুমি লোকদের পরীক্ষা করিতে চাও তখন আমাকে বিনা পরীক্ষায় উঠাইয়া লও। তোমার নিকট আমি তোমার ভালবাসাও চাহিতেছি। সেই ব্যক্তির ভালোবাসাও চাই যে ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে। সেই আমলের প্রতি ভালোবাসা চাই যে আমল তোমার ভালবাসাকে নিকটবর্তী করিবে।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমি তোমার ভালোবাসা চাই। সেই ব্যক্তির ভালোবাসাও চাই যে ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে। সেই আমল করিতে চাই যে আমল আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। হে আল্লাহ, তুমি তোমার প্রতি ভালোবাসাকে আমার নিকট আমার নিজের প্রাণ হইতে, আমার পরিবারের লোকদের চাইতে, ঠাণ্ডা শীতল পানির চাইতে প্রিয় করিয়া দাও।

হে আল্লাহ আমাকে তোমার ভালোবাসা নসীব করো

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِىْ حُبُّهٗ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِىْ مِمَّآ اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَمَازَوَيْتَ عَنِّىْ مِمَّآ اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ- اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ يَّظْلِمُنِىْ وَخُذْمِنْهُ بِثَأْرِىْ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْٓ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَّاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَّنَجَاحًا تُتْبِعُهٗ فَلَاحًا وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে তোমার ভালোবাসা নসীব করো। সেই ব্যক্তির ভালোবাসাও আমাকে দাও যাহার প্রতি ভালোবাসা তোমার নিকট আমার উপকারে আসিবে। হে আল্লাহ, তুমি যেমন আমার পছন্দনীয় জিনিস আমাকে দিয়াছ, তুমি যাহা পছন্দ করো তোমার দেওয়া জিনিসকে সেই পছন্দের অনুরূপ করিয়া দাও। আমার পছন্দনীয় যেইসব জিনিস তুমি দূরে রাখিয়াছ সেইসব জিনিসকে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় পরিণত করো।

হে আল্লাহ, আমার কান এবং চোখ দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক আমাকে দাও। এই দুইটি আমার বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত অটুট রাখো। যে ব্যক্তি

আমার উপর জুলুম করিবে তাহার উপরে আমাকে সাহায্য করো, তাহার নিকট হইতে আমার প্রতিশোধ লইয়া দাও।

হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত রাখো।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এমন ঈমান চাহিতেছি যে ঈমান নিঃশেষ হইবে না।এমন আরাম চাহিতেছি যে আরাম শেষ হইবে না। হে আল্লাহ, জান্নাতের উঁচু দরোজা খুলদে তোমার নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমাকে দান করো।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট ঈমানের সহিত সুস্বাস্থ্য, সুন্দর চরিত্র এবং কল্যাণকর সাফল্য কামনা করিতেছি। আমি তোমার নিকট তোমার রহমত, মাগফেরাত এবং তোমার সন্তুষ্টি কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ তোমার দেওয়া জ্ঞান দ্বারা আমাকে কল্যাণ দাও

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَايَنْفَعُنِىْ وَارْزُقْنِىْ عِلْمًا تَنْفَعُنِىْ بِهٖ-اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَايَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًااَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِاَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاتَ خَيْرًا لِّىْ وَاَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضٰى وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُبِكَ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَابِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে জ্ঞান দিয়াছ তাহা দ্বারা আমাকে কল্যাণ দাও। সেই জ্ঞানও আমাকে দাও যে জ্ঞান দ্বারা তুমি আমার কল্যাণ ও উপকার করিতে পারো।

• হে আল্লাহ, তোমার দেওয়া জ্ঞান দ্বারা আমার উপকার করো। আমাকে আরো বেশী জ্ঞান দান করো। সকল অবস্থায় আল্লাহর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি। দোযখীদের অবস্থা হইতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, তুমি আলেমুল গাইব এবং মাখলুকের উপর সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রেক্ষিতে আমাকে জীবিত রাখো। যতোদিন আমার জীবিত থাকা তোমার জানামতে কল্যাণকর হইবে ততোদিন আমাকে জীবিত রাখো। তোমার জানামতে যখন আমার জন্য মৃত্যুই কল্যাণকর হইবে তখন আমাকে মৃত্যু দিয়ো। তোমার নিকট আমি জাহেরি বাতেনিভাবে তোমার ভয়, সচ্ছলতা অসচ্ছলতায় সত্যনিষ্ঠা কামনা করিতেছি। তোমার নিকট এইরকম আরাম চাহিতেছি যাহা কখনো শেষ হইবে না। চক্ষুর এইরকম শীতলতা চাহিতেছি যা শেষ হইবে না। তোমার প্রতি আমার সমর্থন এবং সন্তুষ্টি কামনা করিতেছি। মৃত্যুর পর সুখময় জীবন কামনা করিতেছি। তোমার দীদারের স্বাদ ও তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা কামনা করিতেছি। আমি কষ্ট করার মতো বিপদ হইতে, পথভ্রষ্ট হওয়ার মতো বালা মুসিবত হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমাদের ঈমানের সৌন্দর্যে বিভূষিত করো। আমাদের পথপ্রদর্শক এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার তওফীক দাও।

হে আল্লাহ তোমার নিকট সর্বাত্মক কল্যাণ কামনা করিতেছি

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَّ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ لِّىْ خَيْرًا- وَاَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ

أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তাড়াতাড়ি হওয়ার এবং দেরীতে হওয়ার মতো কল্যাণসমূহ, যাহা আমি জানি এবং যাহা আমি জানি না, সবকিছু কামনা করিতেছি। সকল অকল্যাণ, যাহা তাড়াতাড়ি হইবে এবং যাহা দেরীতে হইবে, যাহা আমি জানি এবং যাহা আমি জানি না, সবকিছু হইতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই সব কল্যাণ কামনা করিতেছি যেইসব কল্যাণ তোমার নিকট তোমার নবী মোহাম্মদ ﷺ কামনা করিয়াছিলেন। সেইসব অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি যেইসব অকল্যাণ হইতে তোমার নবী মোহাম্মদ ﷺ তোমার নিকট পানাহ চাহিয়াছিলেন।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করিতেছি এবং সেইসব কথা ও কাজের তওফীক কামনা করিতেছি যাহা জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দিবে। আমি দোযখ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি এবং সেইসব কথা ও কাজ হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা দোযখের কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দিবে। তোমার নিকট আবেদন করিতেছি তুমি তোমার সকল ফয়সালা আমার পক্ষে কল্যাণকর করিয়া দাও। তোমার নিকট আবেদন করিতেছি তুমি আমার জন্য যাহা সাব্যস্ত করিবে তাহার পরিণাম কল্যাণকর করো।

হে আল্লাহ, আমাদের সকল কাজের পরিণাম ভালো করো। আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আযাব হইতে হেফাজত করো।

হে আল্লাহ আমাকে ইসলামের উপর অবিচল রাখো

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَّ احْفَظْنِىْ بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَّاحْفَظْنِىْ بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَّلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّ لَا حَاسِدًا اَللّٰهُمَّ إِنِّىْٓ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَآئِنُهُ بِيَدِكَ- اَللّٰهُمَّ إِنِّىْٓ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَآ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهِ- اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَّ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ- اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে উঠিতে বসিতে, ঘুমাইতে জাগিতে ইসলামের উপর কায়েম রাখো। কোন শত্রুকে কোন হিংসুককে আমার উপর খোঁটা দেওয়ার সুযোগ দিয়ো না। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেইসব কল্যাণ কামনা করিতেছি যেইসব কল্যাণের ভান্ডার তোমার কুদরতের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই সকল জিনিসের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা তোমার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। সেই সকল কামনা করিতেছি যেইসব কল্যাণ সম্পূর্ণভাবে তোমার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার রহমতের উপাদান এবং তোমার মাগফেরাতের উপাদান, সকল পাপ হইতে হেফাজত, জান্নাতের কামিয়াবী এবং দোযখ হইতে নাজাত কামনা করিতেছি।

হে আল্লাহ, আমাদের কোন পাপ ক্ষমাবিহীন রাখিও না। আমাদের এমন কোন উদ্বেগ যেন না থাকে যে উদ্বেগ তুমি দ্বিগুণ করিয়া দিবে। আমাদের এমন ঋণ অবশিষ্ট রাখিও না, যে ঋণ তুমি পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে না। দুনিয়া আখেরাতের এমন কোন প্রয়োজন অবিশষ্ট রাখিবে না যাহা তুমি পূর্ণ করিবে না। হে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী।

হে আল্লাহ আমাদের জেকের এবং শোকরে সাহায্য করো

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ- اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى
ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ- اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ
فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِيْشَةً وَّ
مِيْتَةً سَوِيَّةً وَّ مَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِيٍّ وَّلَا فَاضِحٍ- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّ
فِىْ رِضَاكَ ضُعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِىْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى
رِضَائِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ
فَارْزُقْنِىْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের জেকের শোকর এবং ভালোভাবে এবাদত করার কাজে সাহায্য করো।

হে আল্লাহ, তোমাকে ভালোভাবে স্মরণ করার, শোকর করার এবং ভালোভাবে বন্দেগী করার কাজে আমাকে সাহায্য করো।

হে আল্লাহ, তুমি যাহা কিছু আমাকে দিয়াছ তাহার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য আমাকে তওফীক দাও। তুমি যাহা দিয়াছ উহাতে বরকত দাও। আমার সকল হারানো জিনিসের উত্তম বিনিময় আমাকে দান করো।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট পবিত্র জীবন, সুন্দর মৃত্যু এবং এমনভাবে তোমার নিকট ফিরিতে চাই যেন আমাকে অপমান এবং উপেক্ষার সম্মুখীন হইতে না হয়।

হে আল্লাহ, আমি দুর্বল, কাজেই আমার দুর্বলতাকে তোমার সন্তুষ্টি পাওয়ার ক্ষেত্রে বলীয়ান করো, আমাকে শক্তি দাও। আমাকে কল্যাণের তওফীক দাও। ইসলামকে আমার পছন্দের চূড়ান্ত বিষয়ে পরিণত করো।

হে আল্লাহ, আমি দুর্বল, তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমি অপমানিত, আমাকে সম্মান দাও। আমি দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী, আমাকে রেযেক দাও।

হে আল্লাহ তুমিই শুরু এবং তুমিই শেষ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَا شَىْءٌ قَبْلَكَ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَا شَىْءٌ بَعْدَكَ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاِثْمِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ
كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ
كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ هٰذَا مَاسَأَلَ مُحَمَّدٌ رَّبَّهٗ- اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ
وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيٰوةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَ ثَبِّتْنِىْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ
وَحَقِّقْ اِيْمَانِىْ وَارْفَعْ دَرَجَتِىْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِىْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِىْ وَاَسْأَلُكَ
الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَ
اتِمَهٗ وَجَوَامِعَهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَظَاهِرَهٗ وَبَاطِنَهٗ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ
الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا اٰتِىْ وَخَيْرَ مَا اَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا
اَعْمَلُ وَخَيْرَ مَابَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ
قَلْبِىْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِىْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِىْ وَ تَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ
الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تُبَارِكَ لِىْ فِىْ سَمْعِىْ
وَفِىْ بَصَرِىْ وَفِىْ رُوْحِىْ وَفِىْ خَلْقِىْ وَفِىْ خُلُقِىْ وَفِىْ اَهْلِىْ وَفِىْ مَحْيَاىَ

وَفِىْ مَمَاتِىْ وَفِىْ عَمَلِىْ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِىْ وَاَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমিই প্রথম, তোমার আগে কোন জিনিস নাই। তুমিই শেষ তোমার পরে কোন জিনিস নাই। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি যমীনের উপর বিচরণশীল সকলের নিকট হইতে, যাহারা তোমার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

পাপ, কবর আযাব এবং পরীক্ষা হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। তোমার নিকট আরো পানাহ চাহিতেছি অধৈর্য এবং উহার বোঝা হইতে। হে আল্লাহ, আমাকে পাপ হইতে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করো যেমন নাকি সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিষ্কার করা হয়। আমার মধ্যে এবং আমার পাপের মধ্যে মাশরিক ও মাগরিবের ব্যবধানের মতো দূরত্ব সৃষ্টি করো। এই সকল কিছুই মোহাম্মদ ﷺ তাঁহার প্রতিপালকের নিকট কামনা করিয়াছিলেন।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট উত্তম আবেদন, উত্তম দোয়া, উত্তম সফলতা, উত্তম জীবন, উত্তম মৃত্যু কামনা করিতেছি। আমাকে সত্যের উপর অবিচল রাখো। আমার নেকীর পাল্লা ভারি করিয়া দাও। আমার ঈমান সুদৃঢ় এবং পরিপাটি রাখো। আমার মর্যাদা সমুন্নত করো। আমার নামায কবুল করো। আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। তোমার নিকটে আমি জান্নাতে উন্নত মর্যাদার আবেদন করিতেছি। আমিন।

হে আল্লাহ, তোমার নিকট আমি কল্যাণের শুরু এবং শেষ চাহিতেছি। সকলের (দ্বীনী দুনিয়াবী) কল্যাণ চাহিতেছি। কল্যাণের শুরু কল্যাণের শেষ, জাহেরি কল্যাণ বাতেনি কল্যাণ, জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা কামনা করিতেছি। আমিন। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমার সম্পন্ন করা সকল কাজের কল্যাণ চাহিতেছি। যাহা গোপন রহিয়াছে তাহার কল্যাণ, যাহা প্রকাশ্য রহিয়াছে তাহার কল্যাণ এবং জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা কামনা করিতেছি। আমিন।

হে আল্লাহ, তোমার নিকট আমি দোয়া করিতেছি, আমার জেকের সমুন্নত করো। আমার বোঝা দূর করিয়া দাও। আমার কাজ সম্পন্ন করো। আমার অন্তর পবিত্র করো। আমার লজ্জাস্থানের হেফাজত করো। আমার অন্তর উজ্জ্বল করো। আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। আমি তোমার নিকট জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা কামনা করিতেছি। আমিন।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দোয়া করিতেছি তুমি আমার শ্রবণ শক্তিতে, আমার দৃষ্টিশক্তিতে, আমার রূহে, আমার দেহে, আমার স্বভাব চরিত্র, আমার ঘরে বাইরে, আমার জীবনে, আমার মরণে, আমার আমলে বরকত দাও। হে আল্লাহ, আমার সকল নেকী কবুল করো। তোমার নিকট আমি জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা কামনা করিতেছি। আমিন।

হে আল্লাহ আমাকে শেষ বয়সে প্রশস্ত রেযেক দাও

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِىْ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ يَامَنْ لَّاتَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ وَلَايَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَائِيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُوَارِىْ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَّلَا اَرْضٌ اَرْضًا وَّلَا بَحْرٌ مَّا فِىْ قَعْرِهٖ وَلَا جَبَلٌ مَّا فِىْ وَعْرِهٖ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِيْمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ يَاوَلِىَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبِّتْنِىْ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে বার্ধক্যের সময়ে এবং শেষ বয়সে প্রশস্ত রেযেক দান করো।

হে আল্লাহ, আমার পাপ, আমার ভুলত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দাও।

হে পরাক্রমশালী সত্তা, চোখ তোমার দীদারের তাজাল্লি সহ্য করিতে পারে না, চিন্তা ভাবনা করিয়া যাহাকে পাওয়া যায় না। যাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না, দুর্ঘটনা যাহাকে বিকৃত করিতে পারে না, যুগের আবর্তন যাহাকে ভীত করিতে পারে না, যিনি পাহাড়ের ওজন, সমুদ্রের গভীরতা জানেন। বৃষ্টির ফোঁটা এবং বৃক্ষের পাতার সংখ্যা যিনি অবগত। রাত্রি নিজের অন্ধকারে যাহাদের ঢাকিয়া দেয় তিনি তাহাদের সংখ্যা জানেন। দিবস যাহাদের আলোকিত করে তাহাদের

সংখ্যা তিনি জানেন। এক আকাশ অন্য আকাশকে তাঁহার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতে পারে না। এক যমীন অন্য যমীনকে তাঁহার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতে পারে না। সমুদ্রের গভীরতায় যাহা কিছু আছে, পাহাড়ের নীচের খনিতে যাহা কিছু আছে, সমুদ্র ও পাহাড় যেইসব তাহার দৃষ্টি হইতে গোপন করিতে পারে না। আমার জীবনের শেষ সময় এবং আমার শেষের আমলকে উত্তম আমলে পরিণত করো। যেদিন আমি তোমার সহিত মিলিত হইব সেইদিন যেন আমার উত্তম দিন হয়।

হে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী, তুমি আমাকে তোমার সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত। ইসলামের উপর দৃঢ়পদ রাখো।

হে আল্লাহ আমি তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে চাই

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ مَنْ كَانَ ذٰلِكَ دُعَاءَهٗ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهُ الْبَلَاءُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ غِنَاىَ وَغِنَا مَوْلَاىَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَدًّا غَيْرَ مَخْزِىٍّ وَّلَا فَاضِحٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে চাই, মৃত্যুর পর সুখের জীবন চাই, তোমার দীদারের স্বাদ পাইতে চাই। তোমার সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করিতেছি। কষ্টদায়ক বিপদ হইতে, পথভ্রষ্ট করার বালামসিবত হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ, আমাদের সকল কাজের পরিণাম ভালো করো। দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের শাস্তি হইতে নিরাপদ রাখো।

যে ব্যক্তি এই দোয়া করিবে সে বিপদে জড়িত হওয়ার আগেই দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া যাইবে।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমার এবং আমার সহিত সংশিষ্টদের (জাহেরি বাতেনি) সচ্ছলতা চাই।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট পবিত্র জীবন, সুন্দর মৃত্যু এবং এমন প্রত্যাবর্তন কামনা করিতেছি যেন আমার অপমান এবং অসম্মান না হয়।

হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো, আমার উপর রহমত করো এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

হে আল্লাহ আমার দ্বীনে বরকত দাও

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَفِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ اِلَيْهَا مَصِيْرِىْ وَفِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا بَلَاغِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَاِنْ اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا اَللّٰهُمَّ ضَعْ فِىْ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার দ্বীনে বরকত দাও। এই দ্বীন আমার রক্ষাকবচ। আমার আখেরাতে বরকত দাও যেখানে আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমার দুনিয়ায় বরকত দাও যে দুনিয়া আমার উসিলা। জীবনকে আমার জন্য কল্যাণের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং মৃত্যুকে আমার জন্য সকল মন্দ কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমাকে ধৈর্যধারণকারী, শোকরগুজার করিয়া দাও। আমার দৃষ্টিতে আমাকে ছোট এবং অন্যদের দৃষ্টিতে আমাকে বড় করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট পবিত্র জিনিসের, মন্দ কাজ ত্যাগ করার, গরীবদের প্রতি ভালোবাসার দোয়া করিতেছি। তুমি আমার তওবা কবুল করো। যখন তুমি তোমার বান্দাদের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিবে তখন আমাকে পরীক্ষা ছাড়াই তোমার নিকট উঠাইয়া লও।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কল্যাণকর উপকারী জ্ঞান চাহিতেছি। অকল্যাণতর এবং নিরর্থক জ্ঞান হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কল্যাণকর এলেম এবং কবুল হওয়ার মতো আমল চাহিতেছি।

হে আল্লাহ, আমাদের দেশে বরকত, সজীবতা এবং শান্তি দান কর।

হে আল্লাহ আমাদের দরিদ্রতা দূর করিয়া দাও

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ الْاَوَّلُ فَلَاشَىْءٌ قَبْلَكَ وَالْاٰخِرُ فَلَا شَىْءٌ بَعْدَكَ
وَالظَّاهِرُ فَلَاشَىْءٌ فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَاشَىْءٌ دُوْنَكَ اَنْ تَقْضِىَ عَنَّا الدَّيْنَ
وَاَنْ تُغْنِيَنَا مِنَ الْفَقْرِ-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَهْدِيْكَ لِاَرْشَدِ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ نَفْسِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاشِدِ اَمْرِىْ
وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّىْٓ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِىْ اِلَيْكَ
وَاجْعَلْ غِنَاىَ فِىْ صَدْرِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَتَقَبَّلْ مِنِّىْٓ اِنَّكَ
اَنْتَ رَبِّىْ يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَتَرَ الْقَبِيْحَ يَامَنْ لَّايُؤَاخِذُ بِالْجَرِيْرَةِ
وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ يَاعَظِيْمَ الْعَفْوِيَا حُسْنَ التَّجَاوُزِ يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا
بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوٰى يَامُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى
يَاكَرِيْمَ الصَّفْحِ يَاعَظِيْمَ الْمَنِّ يَا مُبْتَدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا
رَبَّنَا وَيَاسَيِّدَنَا وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَآ اَسْأَلُكَ يَآاللّٰهُ اَنْ لَّاتَشْوِىَ خَلْقِىْ بِالنَّارِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমিই প্রথম তোমার আগে কোন জিনিস ছিল না। তুমিই শেষ তোমার পরে কিছু নাই। তুমিই প্রকাশ্য, তোমার উপরে কোন জিনিস নাই। তুমিই গোপন তোমার নীচে কোন জিনিস নাই। তোমার নিকট আবেদন করিতেছি তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও। আমাদের দরিদ্রতা দূর করিয়া আমাকে ধনবান করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, আমি আমার সেই সকল কাজে যাহা আমার জন্য কল্যাণকর, তোমার পথনির্দেশ কামনা করিতেছি, নিজের প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা চাহিতেছি। তোমার সামনে তওবা করিতেছি। তুমি আমার তওবা কবুল করো। নিঃসন্দেহে তুমি আমার প্রতিপালক। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসায় সিক্ত করো। আমার অন্তরকে ধনী করো। তুমি যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছ উহাতে বরকত দাও। আমার নিকট হইতে সব কিছু কবুল করো। নিঃসন্দেহে তুমিই আমার প্রতিপালক। হে পরাক্রমশালী সত্তা, তুমিই ভালো প্রকাশ করিয়াছ মন্দ গোপন করিয়াছ। হে আল্লাহ, তুমি পাপের জন্য শাস্তি দিও না, দোষের বিষয়সমূহ প্রকাশ করিও না। হে ক্ষমাশীল হে বড় ক্ষমাশীল, হে সর্বজনীন ক্ষমাশীল, হে উভয় হাত রহমতে প্রশস্তকারী, হে সকল গোপনীয় বিষয়ের সংরক্ষণকারী, হে সকল অভিযোগের শেষ ভরসা, হে ক্ষমাশীল হে অনুগ্রহকারী, হে নেয়ামত প্রদানকারী, হে আমাদের প্রতিপালক, হে আমাদের রব, হে আমাদের মালিক, হে আমাদের আকর্ষণের শেষ আশ্রয়, হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আবেদন করিতেছি তুমি আমার দেহকে দোযখের আগুনে পোড়াইও না।

হে আল্লাহ তোমার নূর পূর্ণ হইয়াছে

تَمَّ نُوْرُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ بَسَطْتَ
يَدَكَ فَاَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهُكَ اَكْرَمُ الْوُجُوْهِ وَجَاهُكَ اَعْظَمُ
الْجَاهِ وَعَطِيَّتُكَ اَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَاَهْنَأُهَا تُطَاعُ رَبَّنَافَتَشْكُرُ وَتُعْصٰى
رَبَّنَا فَتَغْفِرُ وَتُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضُّرَّ وَتَشْفِى السَّقِيْمَ وَتَغْفِرُ
الذَّنْبَ وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَلَا يَجْزِىْ بِاٰلَائِكَ اَحَدٌ وَلَا يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ

قَائِلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهٗ لَا يَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَآ اَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُّ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার নূর পূর্ণ হইয়াছে। যেহেতু তুমি হায়াত দিয়াছ, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমিই ক্ষমাশীল, তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি তোমার হাত প্রসারিত করিয়াছ যখন দান করিয়াছ। তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার সত্তা সবচেয়ে পবিত্র, তোমার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী, তোমার ক্ষমা সবচেয়ে বড় এবং মধুরতর।

হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার আনুগত্য করা হইলে তুমি তাহার সওয়াব দান করো। তোমার অবাধ্যতা করা হইলে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও। তুমি অস্থির চিত্তের প্রার্থনা শ্রবণ করো। তুমিই বিপদ দূর করো। তুমিই রোগীকে সুস্থতা দান করো। তুমিই পাপ মার্জনা করো। তুমিই তওবা কবুল করো। তোমার নেয়ামতসমূহের বিনিময় কেহ দিতে পারে না, কোন প্রশংসাকারী তোমার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারে না।

হে আল্লাহ, তোমার নিকট আমি তোমার দয়া অনুগ্রহ ও রহমত কামনা করিতেছি। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এসব কিছুর মালিক নহে।

হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার যে সকল ভুল হইয়াছে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য বা গোপনীয়, যেই সব কাজ আমি করিয়াছি, যেইসব আমি জানি এবং যেইসব কিছু জানি না সেইসব তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

হে আল্লাহ আমাদের পাপ এবং অত্যাচার ক্ষমা করো

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَخَطَأَنَا وَعَمَدَنَا وَ كُلُّ ذٰلِكَ عِنْدَنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَهَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَلَا تَحْرِمْنِىْ بَرَكَةَ مَآ اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا تَفْتِنِّىْ فِيْمَآ اَحْرَمْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِى السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ سَلُوا اللهَ

الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَاِنَّ اَحَدًا لَّمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ- يَارَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَدْعُ اللهَ بِهٖ فَقَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ اَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَسْأَلُهٗ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ يَاعَمِّ سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের পাপ এবং অত্যাচার ক্ষমা করিয়া দাও। হাসি তামাশার মাধ্যমে ঠাণ্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃত যেইসব পাপ এবং অন্যায় আমরা করিয়াছি তুমি সেইসব ক্ষমা করিয়া দাও।

হে আল্লাহ, যেইসব কাজ আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় করিয়াছি সেইসব ক্ষমা করো। তুমি যাহা কিছু দিয়াছ সেইসব কিছুর বরকত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। যাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছ সেই বিষয়ে পরীক্ষায় ফেলিও না।

হে আল্লাহ, তুমি যেহেতু আমার চেহারা সুন্দর করিয়াছ, আমার চরিত্রও সুন্দর করো। হে আল্লাহ, ক্ষমা করো দয়া করো, আমাকে সরল পথে পরিচালিত করো।

রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। কারণ ঈমানের পর নিরাপত্তার চাইতে বড় জিনিস কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলিয়াছি, হে রাসূল ﷺ আমাকে এমন কিছু কথা শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে পারি। রাসূল ﷺ বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করুন। কয়েকদিন পর আমি পুনরায় বলিলাম, হে রাসূল, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যাহা দ্বারা আমি আমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করিতে পারি। রাসূল ﷺ বলিলেন, হে চাচাজানদ্ব আল্লাহর নিকট দুনিয়া আখেরাতে আরাম এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

চাচা আব্বাসের (রাঃ) প্রতি রাসূল ﷺ-এর উপদেশ

يَاعَمِّ اَكْثِرِ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ مَاسَأَلَ اللهَ الْعِبَادُ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُمْ وَيُعَافِيَهُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلَا تُعَلِّمُنِىْ دَعْوَةً اَدْعُوْ بِهَا لِنَفْسِىْ قَالَ بَلٰى قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَآ اَحْيَيْتَنَا لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ لَقِّنِّىْ حُجَّتِىْ فَاِنَّ الْكَافِرَ يُلَقَّنُ حُجَّتَهٗ وَلٰكِنْ يَّقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَقِّنِّىْ حُجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ-

অর্থাৎ হে চাচাজান, নিরাপত্তার আধিক্য দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। আল্লাহ তাহার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, আল্লাহর নিকট বান্দার ইহার চাইতে বড় কোন জিনিস চাওয়ার নাই। বান্দা চাওয়ার পর আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রাসূল ﷺ-কে বলিলেন, হে রাসূল, আপনি কি আমাকে দোয়া শিক্ষা দিবেন না যে দোয়া আমি নিজের জন্য করিব? রাসূল ﷺ বলিলেন, হাঁ শিক্ষা দিব। তুমি বলো, হে আল্লাহর নবীর প্রতিপালক, আমার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও। আমার অন্তর হইতে ক্রোধ দূর করিয়া দাও। যতোদিন তুমি আমাদের জীবিত রাখিবে ততোদিন পথভ্রষ্ট করিতে পারে এইরকম ফেতনা হইতে আমাদের নিরাপদ রাখো, হেফাজত করো।

কেহ যেন তোমাদের মধ্যে এই দোয়া না করে, হে আল্লাহ, আমাকে হুজুর হুজ্জতের তালকিন কর। কেননা, হুজ্জাতের তালকীন কাফেরদের করা হয়। তুমি বরং এই দোয়া করিবে, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে মৃত্যুর সময়ে ঈমানের হুজ্জাত অর্থাৎ এখলাসের সহিত কালেমা তওহীদ তালকিন করো।

রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠের ফজিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে মজলিসে মানুষ সমবেত হয় এবং সেখানে আল্লাহর জেকের না হয় এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরিত না হয়, মানুষ সেই মজলিস সম্পর্কে কেয়ামতের

দিন আফসোস ও অনুশোচনা করিবে। যদিও সওয়াবের কারণে বেহেশতে প্রবেশ করিয়া থাকে। (ইবনে হেব্বান, মোসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ হাকেম)

হযরত আওস ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, জুমার দিনে আমার প্রতি বেশী করিয়া দরুদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরুদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। (আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মা'জা, ইবনে হেব্বান)

ফায়দা ঃ আফসোস অনুশোচনা করা সম্পর্কে হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ দুইটি কথা লিখিয়াছেন। সকলেই অনুশোচনা করিবে নাকি শুধু তাহারা অনুশোচনা করিবে যাহারা আল্লাহর জেকের করে নাই এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে নাই।

আল্লামা হানাফী লিখিয়াছেন, হাদীসের জাহেরি অর্থ দ্বারা বোঝা যায়, যে মজলিসের লোকেরা আল্লাহর জেকের না করিবে এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ না করিবে তাহারা সবাই অনুশোচনা করিবে। এই হাদীস হইতে ইহাও বোঝা যায়, যদি একজন লোকও আল্লাহর জেকের এবং দরুদ পাঠ না করে তবুও সবাই আফসোস অনুশোচনা করিবে। একজনের জেকের দরুদ অন্যজনের জন্য উপকারী হইবে না, কিন্তু মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন, সবাই অনুশোচনা করিবে না বরং যাহারা জেকের ও দরুদ পাঠ করিবে না কেবলমাত্র তাহারাই আফসোস অনুশোচনা করিবে। সকলে আফসোস অনুশোচনা করিবে না।

জুমার দিনের কথা বিশেষভাবে একারণেই বলা হইয়াছে, যেহেতু জুমার দিন সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চাইতে উত্তম এবং রাসূল ﷺ সকল নবীদের নেতা, অর্থাৎ সাইয়্যেদুল আম্বিয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে, তাহার দরুদ অবশ্যই আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। (হাকেম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, কেহ যদি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে আল্লাহ তায়ালা আমাকে রূহ ফিরাইয়া দেন, তারপর আমি সেই ব্যক্তির সালামের জবাব দিয়া থাকি। (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকিবে যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী বেশী দরুদ প্রেরণ করিয়াছে। (তিরমিজি, ইবনে হেব্বান)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই কৃপণ যাহার সামনে আমার আলোচনা হইয়াছে অথচ সে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে নাই। (তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হেব্বান, হাকেম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রতি বেশী করিয়া দরুদ প্রেরণ করো, কারণ এই দরুদ তোমাদের জন্য যাকাত অর্থাৎ সাফল্য ও নাজাতের কারণ হইবে। (মোসনাদে আবু ইয়ালা)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই অপমানিত ও হতভাগ্য, যাহার সামনে আমার আলোচনা হইয়াছে, অথচ সে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে নাই। (তিরমিজি, ইবনে হেব্বান, বাযযার তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা সন্দেহ দেখা দেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত নহেন বরং সালামের জবাবের সময় তাঁহার রূহ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অথচ আহলে সুন্নত অল জামায়াত বিশ্বাস করে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বরযখে জীবিত রহিয়াছেন। ইহার জবাব এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ আল্লাহর প্রতি মনযোগী থাকে, তাঁহার প্রতি কেহ সালাম প্রেরণ করিলে সেই মনোযোগ ফিরাইয়া তিনি সালাম প্রেরণকারীর সালামের জবাব দিয়া থাকেন। এখানে এই অর্থ বোঝানো হয় নাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ তাঁহার দেহ হইতে আলাদা থাকে, শুধু সালামের জবাব দেওয়ার সময় দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এই হাদীস হইতে বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রসঙ্গ আলোচনা হইলেই তাঁহার প্রতি দরুদ সালাম প্রেরণ করা আবশ্যক, কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মোবারক উচ্চারিত হইলেই কেবলমাত্র তাঁহার উপর দরুদ প্রেরণ করিতে হইবে। এক বার দরুদ প্রেরণ করা ওয়াজিব। প্রত্যেকবার দরুদ প্রেরণ করা মোস্তাহাব ও উত্তম।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার সামনে আমার প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে সে যেন আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে।

(নাসাঈ, তাবারানী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরুদ প্রেরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। (ইবনে সুন্নী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবে সে যেন আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে।

(মোসনাদে আবু ইয়ালা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিছু ফেরেশতা যমীনে বিচরণ করে, তাহারা আমার উপর প্রেরিত দরুদ সালাম আমাকে পৌছাইয়া দিতে থাকে।

(নাসাঈ, ইবনে হেব্বান, হাকেম)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি জিবরাঈলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। জিবরাঈল আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন, হে নবী, আপনার প্রতিপালক বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নবীর উপর দরুদ প্রেরণ করিবে আমি তাহার প্রতি রহমত করিব। যে ব্যক্তি আমার নবীর প্রতি সালাম প্রেরণ করিবে আমি তাহার প্রতি সালাম প্রেরণ করিব। একথা শুনিয়া আমি শোকরের সেজদা দিলাম। (হাকেম, মোসনাদে আহমদ)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিলেন, হে রাসূল, আমি সব সময়ই আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করিতে থাকি। একথা শুনিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সকল মুশকিল আছান হইয়া যাইবে। তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে। তোমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

(তিরমিজি, হাকেম, মোসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ মানুষ যেন এইরকম মনে না করে যে, আমার মধ্যে এবং মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের মধ্যে কি বিশাল দূরত্ব। নবীর প্রতি দরুদ সালাম তাঁহার নিকটে কিভাবে পৌছিবে? এইরকম চিন্তা মনে স্থান না দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত দরুদ সালাম পাঠ করিতে থাকিবে। যমীনের উপর বিচরণকারী ফেরেশতাগণ সেই দরুদ সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছাইয়া দিবেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত পুরো হাদীসটি এই রকম। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, হে রাসূল, আমি আপনার প্রতি দরুদ সালাম প্রেরণ করিতে চাই। দোয়ার জন্য আমি যেটুকু সময় নির্ধারিত করিয়াছি সেই সময় হইতে দরুদের জন্য কতোটুকু সময় নির্ধারণ করিব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতটুকু চাও করো। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, এক চতুর্থাংশ সময় নির্ধারণ করিব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতোটুকু ইচ্ছা নির্ধারণ করো। কিন্তু এক চতুর্থাংশের বেশী করিলে ভালো হয়। উবাই বলিলেন, অর্ধেক সময় নির্ধারণ করিব? অর্থাৎ দোয়ার জন্য নির্ধারণ করা সময়ের মধ্য হইতে অর্ধেক সময় নির্ধারণ

করিব? রাসূল ﷺ বলিলেন, যতোটুকু ইচ্ছা করো। তবে দুই তৃতীয়াংশের বেশী সময় নির্ধারণ করিলে ভালো হয়। উবাই বলিলেন, হে রাসূল! আমি সমুদয় সময়ই আপনার প্রতি দরুদ সালামের জন্য নির্ধারণ করিলাম। রাসূল ﷺ বলিলেন, এবার তোমার সকল মুশকিল আছান হইয়া যাইবে, সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে, সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরুদ প্রেরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দশ বার রহমত নাযিল করেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, হাকেম)

হযরত আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একদিন আমাদের সামনে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বেশ খুশী মনে হইতেছিল। রাসূল ﷺ বলিলেন, জিবরাঈল আমাকে বলিয়াছেন, হে রাসূল, আপনার প্রতিপালক বলেন, হে মোহাম্মদ তুমি কি একথা শুনিয়া খুশী হইবে না যে, তোমার উম্মতের মধ্যেকার কেহ তোমার প্রতি এক বার দরুদ পাঠ করিবে আর আমি তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করিব? তোমার উম্মতের যে কেহ তোমার প্রতি এক বার সালাম প্রেরণ করিবে আমি তাহার প্রতি দশ বার সালাম প্রেরণ করিব।
(নাসাঈ, ইবনে হেব্বান, হাকেম, ইবনে আবি শাইবা, দারেমী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দশ বার রহমত নাযিল করেন তাহার দশটি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাহার দশটি দরোজা বুলন্দ হয়। (নাসাঈ, ইবনে হেব্বান, হাকেম, বাযযার, তাবারানী)

হযরত আমর ইবনে সা'দ (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে এক বার দরুদ পাঠ করিবে তাহার নামে দশটি নেকী লিখা হইবে। (নাসাঈ, তাবারানী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরুদ পাঠ করে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেশতাগণ সত্তর বার রহমত প্রেরণ করেন।

দরুদ ব্যতীত দোয়া আল্লাহর নিকট পৌঁছে না

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রতিটি দোয়া আল্লাহর নিকট পৌঁছিবার পথে আটকা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত মোহাম্মদ ﷺ এবং তাঁহার আহলে বাইতের প্রতি দরুদ প্রেরণ না করা হয়। (তাবারানী)

হযরত সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব বর্ণনা করেন, দোয়া আকাশ ও যমীনের মাঝখানে আটকাইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কোন কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ না পাঠানো হয়। (তিরমিজি)

শেখ আবু সোলায়মান দারানী বলেন, যখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন কিছু পাইতে চাহিবে তখন রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ প্রেরণ করিয়া শুরু করিবে। তারপর যাহা ইচ্ছা দোয়া করিবে। তারপর রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করিয়াই দোয়া শেষ করিবে। এই দোয়ার মাঝখানে যাহা চাওয়া হইবে আল্লাহ সেইসব কবুল করিবেন।

ফায়দা ঃ দোয়া কবুল হওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা শর্ত। কারণ দরুদ তো অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে। সেই দরূদের সহিত যে দোয়া করা হইবে তাহাও কবুল হইবে। শুরুতে এবং শেষে দরুদ প্রেরণ করার কারণে মাঝখানে যেইসব দোয়া করা হয় সেইসব দোয়া কবুল হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগ্রহে শুরুর এবং শেষের দরুদ যেহেতু কবুল করিয়া থাকেন, দুই দরুদের মাঝখানের দোয়াও কবুল করিয়া নেন।

উপরে যে শেখ আবু সোলায়মানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন সিরিয়ার বিশিষ্ট আলেম এবং আল্লাহর বড় ওলী। ২১৫ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূল ﷺ-এর উপর যে দরুদ প্রেরণ করিবে

রাসূল ﷺ-এর উপর নিম্নোক্তভাবে দরুদ প্রেরণ করিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى
اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ

صَلِّ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَا
فِلُوْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ بِحَقِّهٖ عِنْدَكَ اِرْفَعْ عَنِ الْخَلْقِ مَا نَزَلَ
بِهِمْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ مَنْ لَّا يَرْحَمُهُمْ فَقَدْ حَلَّ بِهِمْ مَالَا يَرْفَعُهٗ غَيْرُكَ
وَلَا يَدْفَعُهٗ سِوَاكَ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا يَاكَرِيْمُ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করো যেইভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করো যেইভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত।

হে আল্লাহ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বরাবর রহমত প্রেরণ করো, যতোদিন পর্যন্ত তাঁহাকে স্মরণকারীরা স্মরণ করিতে থাকে। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রহমত প্রেরণ করো যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার জেকেরের ব্যাপারে অমনোযোগীগণ অমনোযোগী থাকে। আর তাঁহার প্রতি বেশী বেশী সালাম প্রেরণ করো।

হে আল্লাহ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে হক তোমার উপর রহিয়াছে সেই হকে-এর বদৌলতে মাখলুকাতের উপর অবতীর্ণ বিপদ সমূহ দূর করিয়া দাও। আর তাহাদের উপর এইরকম ব্যক্তিকে চাপাইয়া দিয়ো না যে ব্যক্তি তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিবে না। তাহাদের উপর এইরকম বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছে যে বিপদ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ দূর করিতে পারিবে না। হে আল্লাহ, আমাদের বিপদ দূর করিয়া দাও। হে দয়ালু দাতা, হে পরম করুণাময় তুমি সকল দয়াবানদের মধ্যে অধিক দয়াবান।

সমাপ্ত